কীর্ত্তন-পদাবলী

বিষয়-সূচী

বিদ্যাপতি

চণ্ডীদাস

জ্ঞানদাস

কবিদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বিদ্যাপতি

মিথিলার অন্তর্গত বিশফী নামক গ্রামে ১২৯৬ শকে কবি বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। বিদ্যাপতি রাজা কীর্ত্তিসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কীর্ত্তিসিংহ ও তাঁহার ভ্রাতার কোন পুত্রসন্তান ছিল না, এই জন্য পরে তাঁহাদের কনিষ্ঠ পিতামহ ভবসিংহের পুত্র দেবসিংহ সিংহাসন লাভ করেন। তৎপরে দেবসিংহের পুত্র শিবসিংহ রাজা হয়েন। শিবসিংহ মাত্র সাড়ে তিনবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার পর তৎপত্নী লছিমাদেবী রাজ্যশাসন করেন। বিদ্যাপতি ঠাকুর রাজা শিবসিংহ ও তাঁহার পত্নীর গুণমুগ্ধ ছিলেন।

বিদ্যাপতির অনেক পদাবলীতে রাজা শিবসিংহ ও লছিমাদেবীর নাম উল্লেখ দেখা যায়। কোন কোন পদের ভণিতায় "রূপনারায়ণ ভূপতি"ও দৃষ্ট হয়, এই রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহের নামান্তর মাত্র। লছিমাদেবীর পরে শিবসিংহের ভ্রাতা পদ্মসিংহ রাজা হয়েন, তৎপরে তাঁহার পত্নী বিশ্বাসদেবী শাসন করেন। এই বিশ্বাসদেবীর রাজত্বকালে বিদ্যাপতি "গঙ্গাবাক্যাবলী" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বিশ্বাসদেবীর পরে ধীরসিংহ, ভৈরবসিংহ ও রামভদ্র ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। রাজা রামভদ্রের সময়ে বৃদ্ধ কবি বিদ্যাপতি দেহত্যাগ করেন। অমর কবি বিদ্যাপতি রচিত গ্রন্থ :—১। পুরুষপরীক্ষা, ২। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, ৩। গঙ্গাবাক্যাবলী, ৪। কীর্ত্তিলতা, ৫। শৈবসর্ব্বস্বহার।

চণ্ডীদাস

বীরভূম জেলার সাকুলীপুর থানার অন্তর্গত নান্নুর নামক গ্রামে ১৩৩৯ শকে কবি চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা দুর্গাদাস বাকৃচি—বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। চণ্ডীদাস নিজ রচিত পদের মধ্যেও আপনাকে বড়ু বা দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। পিতৃ-মাতৃ বিয়োগের পর চণ্ডীদাস নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন এবং স্বগ্রামের বিশালাক্ষ্মী দেবীর পূজকরূপে নিযুক্ত হয়েন। ঐসময়ে সেই গ্রামের রামমণি নামে একটী নিরাশ্রয়া রজক-কন্যা বিশালাক্ষ্মী দেবীর মন্দিরে পরিচারিকার কার্য্য করিত। চণ্ডীদাসের সহিত রামমণির বিশেষ সদ্ভাব হইয়াছিল।

বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটী থানার অন্তর্গত শালতোড়া নামক গ্রামে নিত্যাদেবী নামে অতি প্রাচীন এক প্রস্তরময়ী মনসা-মূর্ত্তি আছেন। চণ্ডীদাসের কালে বাশুলী নামে এক ব্রাহ্মণ-কন্যা ঐ নিত্যাদেবীর পরিচারিকা ছিলেন। লোকে তাঁহাকে ডাকিনী বলিত। কথিত আছে, একদিন নিত্যাদেবী শ্রীকৃষ্ণ-লীলার গান-শ্রবণ-মানসে পরিচারিকা বাশুলীকে ব্রজরস প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। দেবীর আদেশে বাশুলী ভ্রমণ করিতে করিতে নান্নুর গ্রামে আসিয়া একটী পর্ণকুটীরে নিদ্রিত চণ্ডীদাসকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া মনে করিলেন, ইনিই ব্রজরস-প্রচারের উপযুক্ত পাত্র। তিনি চণ্ডীদাসের গাত্রে চপেটাঘাত করিলেন। চণ্ডীদাস সহসা জাগরিত হইয়া বাশুলীকে দেখিয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন। বাশুলী তখন তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণলীলা গান-প্রচার-সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিলেন এবং রসজ্ঞানের নিমিত্ত রামীর নির্দ্দেশ করিলেন। বাশুলীর কৃপায় চণ্ডীদাসের নব জীবন আরম্ভ হইল। ইহার পর হইতেই তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণবিষয়ক কবিতা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রামমণি বা রামীকে চণ্ডীদাস কখনও অপবিত্র চক্ষে দেখেন নাই, তাহার সহিত বিশুদ্ধ প্রণয় জন্মিয়াছিল। ক্রমে উভয়েই কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হইয়াছিলেন। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক লোক। চণ্ডীদাসের পদাবলী রাধাভাবে এবং বিদ্যাপতির পদাবলী সখীভাবে লিখিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, গীতচিন্তামণি চণ্ডীদাসের

রচিত। চণ্ডীদাস-রচিত পদের সংখ্যা প্রায় ৯৯৬টী। ১৩৯৯ শকে শ্রীবৃন্দাবনে চণ্ডীদাস দেহ ত্যাগ করেন।

জ্ঞানদাস

বীরভূম জেলার ইন্দ্রাণী থানার অন্তর্গত কাঁদড়া নামক গ্রামে কবি জ্ঞানদাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, মঙ্গলবংশে ইহার জন্ম বলিয়া ইনি "মঙ্গল ঠাকুর" 'শ্রীমঙ্গল' এবং 'মদন মঙ্গল' প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। জ্ঞানদাস ঠাকুরের সময় নির্ণয়-সম্বন্ধে একমত নাই। জ্ঞানদাস ঠাকুর মনোহর দাস বা বাবা আউলের সমসাময়িক লোক ছিলেন। দুই জনেই শ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীজাহ্নবী দেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই হিসাবে উভয়েই ১৬০০ শকে বিদ্যমান ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, জ্ঞানদাস ঠাকুর ১৪৫৩ শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মতে বাবা আউল ৩০০ শত বৎসর জীবিত ছিলেন এবং ১৬০০ শকে মনোহর দাস নাম গ্রহণ করেন—তাঁহার উক্ত নাম গ্রহণের অনেক পরে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। জ্ঞানদাস ঠাকুর চিরকাল অবিবাহিত ছিলেন এবং শ্রীজাহ্নবী দেবীর সহিত তিনি শ্রীবৃন্দাবনাদি তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। জ্ঞানদাস যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশের কতিপয় ব্রাহ্মণ সন্তান গোস্বামী নামে পরিচয় দিয়া বাঁকুড়া জেলার কোতলপুর গ্রামে অদ্যাপি বাস করিতেছেন। শ্রীজাহ্নবী দেবীর মন্ত্রশিষ্য বলিয়া জ্ঞানদাস গোস্বামী পদবী লাভ করিয়াছিলেন, এই জন্যই তাঁহার জ্ঞাতিগণ অদ্যাবধি গোস্বামী উপাধিতে ভূষিত হইয়া আসিতেছেন। জ্ঞানদাস ঠাকুরের নামে অদ্যাপি তাহার জন্মভূমি কাঁদড়া গ্রামে এক মঠ আছে। ঐ মঠে প্রতিবৎসর পৌষ পূর্ণিমায় তিন দিন ব্যাপী একটি মেলা এবং মহোৎসবাদি হইয়া থাকে।

গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাস নামে বার তের জন মহাত্মার নাম বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে গোবিন্দ কবিরাজই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৪৫৯ শকে বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড নামক গ্রামে বৈদ্যবংশে গোবিন্দ কবিরাজ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন এবং মাতার নাম সুনন্দা। চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় গোবিন্দদাস বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয় ইহাঁর মন্ত্রগুরু ছিলেন। ইনি শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ১৫৩৫ শকে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে ৭৭ বৎসর বয়সে ইনি দেহ ত্যাগ করেন। ইহাঁর রচিত গ্রন্থ—সঙ্গীত মাধব নাটক এবং কর্ণামৃত।

নরোত্তমদাস

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত রামপুর বোয়ালীয়া সহরের ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী, পদ্মা নদী হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে খেতরী গ্রাম এক সময় একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল। কায়স্থকুলোদ্ভব দত্তবংশীয় কৃষ্ণানন্দ মজুমদার ঐ স্থানের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পত্নী নারায়ণী দাসীর গর্ভে মাঘি-পূর্ণিমার গোধূলি লগ্নে নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল হইতেই নরোত্তমের বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছিল। ক্রমে নরোত্তমের বয়োবৃদ্ধি হইলে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। ঐ সময় শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া নরোত্তমের আর গৃহে অবস্থান করিতে প্রবৃত্তি রহিল না। তিনি গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মনে মনে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন। নরোত্তমকে কায়স্থ-বংশোদ্ভব বলিয়া লোকনাথ গোস্বামী প্রথমে মন্ত্র দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন; কিন্তু নারাত্তমের ভক্তি ও সেবাশুশ্রূষায় তিনি অল্পকাল মধ্যেই এত মুগ্ধ হইলেন যে, একবৎসর পরেই তাঁহাকে মন্ত্র এবং 'ঠাকুর' উপাধি প্রদান করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং শ্যামানন্দ পুরীর সহিত খেতরী গ্রামে প্রত্যাগমন করেন এবং বর্ত্তমান ভজনটুলি গ্রামে ভজনালয় স্থির করিয়া লয়েন। ঐ ভজনালয়ে শ্রীকৃষ্ণ, রাধামোহন, রাধাকান্ত, ব্রজমোহন, বল্লভীকান্ত মহাপ্রভু—এই ছয়টী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সেই উপলক্ষে একটি বৃহৎ মহোৎসব করেন। এই মহোৎসবই "খেতরী মহোৎসব" বলিয়া বিখ্যাত। রাজসাহী, মালদহ, বহরমপুর, রঙ্গপুর, পাবনা প্রভৃতি স্থানে নরোত্তম ঠাকুরের অনেক ভক্ত শিষ্য ছিলেন। তাঁহার শিষ্যশাখাগণ "ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার" বলিয়া প্রসিদ্ধ। কার্ত্তিক কৃষ্ণা পঞ্চমীতে এখনও খেতরীতে মেলা এবং উৎসব হইয়া থাকেন।

বলরামদাস

বলরামদাসের পিতার নাম সত্যভানু উপাধ্যায়—বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বে ইহাঁদের বাসস্থান পূর্ব্ববঙ্গে ছিল। নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বলরামদাস নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী দেগাছী নামক গ্রামে বাস করিতে থাকেন। বলরামদাসের ভজনে সন্তুষ্ট হইয়া নিত্যানন্দ প্রভু ইহাকে নিজমস্তকের শিরোভূষণ "পাগড়ী" প্রদান করেন। বলরামদাসের বংশধরগণের নিকট এখনও সেই পবিত্র "নিত্যানন্দ পাগড়ী" আছে। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে বলরাম দাসের তিরোভাব উপলক্ষে প্রতিবৎসর মেলা হইয়া থাকে। বলরামদাস-বিরচিত প্রেমবিলাসগ্রন্থে ইহাঁর অন্য পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থানুসারে ইনি বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম আত্মারাম দাস এবং মাতার নাম সৌদামিনী, ইনি জাহ্নবী গোস্বামিনীর মন্ত্রশিষ্য।

জয়দেব

প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয় নদীর তীরস্থ কেন্দুবিল্বগ্রামে কবিকুলচূড়ামণি ভক্ত জয়দেব গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভোজদেব ও মাতা বামাদেবী—উভয়েই ধার্ম্মিক ছিলেন। জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বালক জয়দেবেরও ধর্ম্মানুরাগের লক্ষণসমূহ প্রকটিত হইতে লাগিল—তাঁহার চিত্ত কৃষ্ণ-নামে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই জয়দেবের পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ ঘটিল। সংসার বন্ধনমুক্ত জয়দেবের গৃহে আর মন রহিল না। একদিন তিনি জগন্নাথদেবের দর্শনাশায় শ্রীক্ষেত্রের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণ স্বীয় তনয়া পদ্মাবতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য জয়দেবকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের একান্ত অনুরোধে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও জয়দেবের পদ্মাবতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে হইল। বিরাগী জয়দেব সংসারী হইলেন। পত্নীর আগ্রহে জয়দেব স্বীয় কুটীরে রাধামাধব বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। একদিন জীর্ণ কুটীর চাল সংস্কার করিতে করিতে বুঝিলেন, কে যেন কুটীর মধ্যে হইয়া 'গির ফুড়িয়া' তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে। কিন্তু চাল সংস্কার করিয়া যখন তিনি নামিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, পদ্মা গৃহে নাই, তখন তাঁহার আর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। একদিন জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করিতে করিতে আর কবিতার অর্দ্ধপদ পূর্ণ করিতে পারিলেন না। বেলা অধিক হইতেছে দেখিয়া, পদ্মা তাঁহাকে স্নানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে চিন্তাকুল মনে তিনি গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, পদ্মা আহারে বসিয়াছে। জয়দেব বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। পদ্মাও বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে ক্ষণকাল চাহিয়া বলিল,—"প্রভু, একি! আপনি যে গঙ্গাস্নানে যাইতে যাইতে অল্পক্ষণ মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া কবিতার অর্দ্ধপদ সম্পূর্ণ করিয়া স্নানাহার করতঃ শয়ন করিলেন!" জয়দেব ব্যস্ত হইয়া পুঁথি বাহির করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার কবিতার অসম্পূর্ণ পদ সম্পূর্ণ রহিয়াছে,—"দেহিপদ-পল্লবমুদারম্।" পরে জয়দেব বৃন্দাবন প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি স্বীয় জন্মভূমি কেন্দুবিল্ব গ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন। কেন্দুবিল্ব হইতে অনেক দূরে জয়দেবকে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে যাইতে হইত বলিয়া গঙ্গাদেবী অজয় নদীতে উজান বহিয়া আসিয়াছিলেন। ৩০শে পৌষ মকরসংক্রান্তির দিনে তিনি দেহ রক্ষা করেন। এই সমস্ত ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া কেন্দুবিল্ব গ্রামে অদ্যাবধি পৌষসংক্রান্তির দিনে মেলা হয়, গীত-গোবিন্দ-পাঠ ও জয়দেব গোস্বামীর মহিমা কীর্ত্তন হইয়া থাকে। জয়দেব গোস্বামীর "গীত-গোবিন্দ" জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি।

———

কীর্ত্তন-পদাবলী

বিদ্যাপতি

শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি

তিরোতা।

শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল।
শ্রবণক-পথ দুহুঁ লোচন নেল ॥
বচনক-চাতুরি লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ ॥
মুকুর লেই সব করত সিঙ্গার।
সখীরে পুছই কৈছে সুরত-বিহার ॥
নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হাসত আপন পয়োধর হেরি ॥
পহিল বদরি সম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ আগোরল অঙ্গ ॥
মাধব পেখনু অপরূপ বালা।
শৈশব যৌবন দুঁহু এক ভেলা ॥
বিদ্যাপতি কহ তুঁহু অগেয়ানি।
দুহুঁ একযোগ ইহ কো কহে সেয়ানী ।১।

—

দুহুঁ—দুই, শ্রবণক—কর্ণের, লোচন—দৃষ্টি, নেল—লইল, লহু লহু—অল্প অল্প, সিঙ্গার—বেশবিন্যাস, উরজ—কুচযুগ, বেরি—বার, পহিল—প্রথমে, বদরী—কুল, পুন—পরে, নবরঙ্গ—কমলালেবু, আগোরল—অধিকার করিল, ভেলা—হইল, অগেয়ানি—অজ্ঞানী ॥১॥

ধানশী।

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন-কোণে অনুসরই।
ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই ॥
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর-আগে করু বাস ॥
চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥
হৃদয়জ মুকুলি হেরি থোর থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই, ক্ষণে হোয় ভোর ॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিয়ে জ্যেঠ কনেঠ ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান ॥২॥

—

অনুসরই—অনুসরণ করে, দশন—কান্তিবিশিষ্ট, চৌঙকি—চমকি, শীঘ্র, অনুবন্ধ—সম্বন্ধ, হৃদয়জ—স্তন, আঁচর—অঞ্চল, ভোর—বিহ্বল, ভেট—সাক্ষাৎকার, তরুণিম—যৌবন ॥২॥

তিরোতা-ধানশী।

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দল বলে ধনি দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥
কবহুঁ বান্ধয় কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি।
থির নয়ান অথির কছু ভেল।
উরজ-উদয়-থল নালিম দেল॥
চরণ চঞ্চল চিত চঞ্চল ভান।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন॥ ৩॥

—

ধানশী।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥
শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখনু রাই॥
মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ॥
লোচন-যুগল ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥
ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন-ধনু॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি দোতিক বচনে।
বিকশল অঙ্গনা যাওত ধরণে॥ ৪॥

—

ধানশী।

না রহে গুরুজন মাঝে।
বেকত অঙ্গ না ঝাঁপয়ে লাজে॥
বালাজন সঞে যব রহই।
তরুণী পাই পরিহাস তহি করই॥
মাধব তুয়া লাগি ভেটনু রমণী।
কো কহে বালা, কো কহে তরুণী॥
কেলি-রভস যব শুনে।
আনত হেরি ততহি দেই কাণে॥
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি।
কাঁদন-মাখি হাসি দেই গারি॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভণে।
বালা-চরিত রসিক জন জানে॥ ৫॥

—

ধানশী।

কিছু-কিছু উতপতি-অঙ্কুর ভেল।
চরণ চপল গতি লোচন নেল॥
অব সবখণ রহু আচরে হাত।
লাজে সখীগণে না পুছয়ে বাত॥
কি কহব মাধব বয়সকি সন্ধি।
হেরইতে মনসিজ মন রহু বন্ধি॥

কচ—কবরী, বিথারি—বিস্তারিত করে, ঝাঁপয়ে—আবৃত করে, উঘারি,—উদ্‌ঘাটিত, উরজ-উদয়-থল—স্তন, উদ্‌গমস্থলে, নালিম—রক্তআভা॥ ৩। পেখনু—দেখিলাম, সুরঙ্গ—হিঙ্গুলবর্ণ, ভাঙক—ভ্রু, জনু—যেন, বিকশল—প্রফুল্ল হইল ॥৪॥

বেকত—ব্যক্ত, অনাবৃত, ঝাঁপয়ে—ঢাকে, তহি—তখন, ভেটনু—সাক্ষাৎ করিলাম, রভস—রহস্য, আনত—অন্যত্র ততহি—তাহাতে, পরচারি—পরনিন্দা, গারি—গালি॥৫॥

উতপতি-অঙ্কুর কামসঞ্চার, বাত—কথা, মনসিজ—মদন বন্ধি—বাঁধা পড়ে

তইও কাম হৃদয়ে অনুপাম।
রোয়ল ঘট উচল করি ঠাম॥
শুনিতে রসের কথা থাপয়ে চিত।
যৈসে কুরঙ্গিনী শুনই সঙ্গীত॥
শৈশব যৌবনে উপজল বাদ।
কোই না মানই জয় অবসাদ॥
বিদ্যাপতি কৌতুক বলিহারি।
শৈশব সো তছু ছোড়ি নাহি পারি। ৬।

—

ধানশী।

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণ-চপলতা লোচন নেল॥
করু দুহুঁ লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ॥
অব অনুখণ দেই আঁচরে হাত।
সগর বচন কহু নত করু মাথ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব॥
হাম অবধারলু শুন বরকান।
শুনই অব তুহুঁ করহ বিধান।
বিদ্যাপতি কবি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে। ৭॥

তইও - তথাপি, রোয়ল—রোপিল, উচল—উচ্চ, ঠাম—সংস্থান, গঠন। যৈসে—যেমন, উপজল—উপস্থিত হইল, কোই—কেহ, সো—সেই, তছু—তাহার, সো—তাহাকে। ৬।

করু—করিতে লাগিল, দূতক—দূতের, সগর—সকল, কহুঁ—কহে, করু—করিয়া, মাথ—মাথা, অবধারলু—জানাইলাম, তুহুঁ—তুমি ।৭।

তিরোতা-ধানশী

দিনে দিনে পয়োধর ভৈ গেল পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ॥
অবহি মদন বাঢ়য়ল দীঠ।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ।
পহিল-বদরী কুচ পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়য়ে, পীড়য়ে অনঙ্গ॥
সো পুন ভৈ গেল বীজকপোর।
অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর॥
মাধব পেখনু রমণী সন্ধান।
ঝাটসে ভেটনু করত সিনান॥
তনু শুকবসন তনু হিয় লাগি।
যো পুরুখ দেখত তাকর ভাগি॥
উরহি বিলোলিত চাঁচর কেশ।
চামরে ঝাঁপল জনু কনক মহেশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপুরুখ বিলসই সো বরনারী। ৮।

—

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

ধানশী।

গেলি কামিনী, গজহুঁ গামিনী,
বিহসি পালটি নেহারি।

ভৈ গেল—হইয়া গেল, অবহি—এখন, দীঠ—দৃষ্টি, বীজকপোর—গোঁড়ালেবু, ঝাটসে—ত্বরায়, ভেটনু—দেখিলাম, তনু—সূক্ষ্ম, শুক-বসন—বস্ত্রাঞ্চল, তনু—ক্ষুদ্র হিয়—হিয়া, তাকর—তাহার, ভাগি—ভাগ্য, উরহি—উরস্থলে, বিলোলিত—বিলম্বিত, ঝাঁপল = আবৃত হইল, বিলসই—ইচ্ছা করে।৮

ইন্দ্রজালক, কুসুম-সায়ক,
কুহকী ভেলী বর নারী ॥
জোরি ভুজযুগ, মোরি বেঢ়ল,
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে, কাম পূজল,
যৈছে শারদ চন্দ ॥
উরহি অঞ্চল, ঝাঁপই চঞ্চল,
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে, শারদ ঘন জনু,
বেকত কয়ল সুমেরু ॥
পুনহি দরশনে, জীবন জুড়ায়ব,
টুটব বিরহক ওর।
চরণে যাবক, হৃদয়-পাবক,
দহই সব অঙ্গ মোর ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতি,
চিত থির নাহি হোয়।
সে যে রমণী, পরম গুণমণি,
পুন কি মিলব মোয় ॥

ধানশী।

অলখিতে মোহে হেরি বিহসলি থোরি।
জনু রজনী ভেল চান্দ উজোরি ॥
কুটীল কটাক্ষ ছটা পড়ি গেল।
মধুকর-ডম্বর অম্বর ভেল ॥
কাহার রমণী কো উহ জান।
আকুল করি গেও হামারি পরাণ ॥
লীলা-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি।
চমকি চললি ধনী চকিত নেহারি ॥
তৈ ভেল বেকত পয়োধর-শোভা।
কনক-কমল নাহি কাহে মনোলোভা ॥
আধ লুকাইয়লি আধ উদাস।
কুচকুম্ভ কহি গেও আপনকি আশ ॥
বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ।
গোপত মদন-শর কাহে না লাগ ॥ ১০ ॥

ভাটিয়ার বা বেলবার।

যব গোধুলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরি-রেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি ॥
ধনি অলপ-বয়সী বালা
জনু গাঁথনি পুহপ-মালা।
থোরি দরশনে আশা না পূরল
বাঢ়ল মদন জ্বালা ॥

বিহসি—হাসিয়া, কুসুম-সায়ক—মদন, কুহকী—সুন্দরী, জোড়ি—জুড়িয়া, মোরি—মৌলি, বেঢ়ল—বেড়িল, সুছন্দ—সুশোভিত, উরহি—বক্ষঃস্থলে, ঝাঁপই—ঝাঁপিয়া, জনু—যেন, টুটব—ভাঙ্গিবে, ওর—সীমা, যাবক—আলতা, পাবক—অগ্নি, মোয়—আমাকে, মিলব—মিলিবে ॥ ৯ ॥

মোহে—আমাকে, বিহসলি—হাসিল, মধুকর-ডম্বর—ভ্রমরপুঞ্জ, অম্বর—আকাশ কো—কে, উহ—উহা, গেও—গেল, কিয়ে—কেমন, বারি—বন্দী, চললি—চলিয়া গেল, তৈ—তাহে, কাহে—কেন, গেও—গেল, আশ—অভিলাষ, গোপত—গুপ্ত ॥ ১০ ॥

বেলি—বেলা, ভেলি—হইল, বিজুরি-রেহা—বিদ্যুৎ-রেখা, পসারিয়া—বিস্তার করিয়া, অলপ—অল্প, পুহপ—পুষ্প,

গোরি কলেবর নূনা
জনু আঁচরে উজরো সোণা।
কেশরী জিনিয়া, মাঝারি খিনি,
দুলহ লোচন-কোণা ॥
ঈষৎ হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়ন-বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যপতি ভণে ॥১১॥

—

কামোদ।

স্বজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘ-মালা সঞে তড়িত-লতা জনু,
হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥
আধ আঁচর খসি আধ বদনে হাসি,
আধহি নয়ান-তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তবধরি দগধে অনঙ্গ।
একে তনু গোড়া কনক কটোরা,
অতনু কাঁচলা উপাম
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন,
ফাঁস পসারল কাম ॥

দশন-মুকুতা পাতি অধর মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুঃখ রহ
হেরি হেরি না পূরল আশা ॥১২।

—

তিরোতা ধানশী।

অপরূপ পেখনু রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণীহীন হিমধাম ॥
নয়ন নলিনী দউ অঞ্জনে রঞ্জই
ভাঙ-বিভঙ্গি-বিলাস।
চকিত চকোর জোর বিধি বান্ধল
কেবল কাজের পাশ ॥
গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিত
গীয় গজমতী-হারা।
কাম কম্বু ভরি, কনয়া শম্ভু পরি,
ঢারত সুরধনী ধারা ॥
পয়সি প্রয়াগে যুগশত যাপই
সো পাওয়ে বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল নায়ক
গোপীজন-অনুরাগী ॥১৩॥

—

গোরি—গৌরবর্ণ, নূনা—ন্যূন, আঁচরে অঞ্চলে, উজোর—উজ্জ্বল, মাঝারি—কটী দেশ, খিনি—ক্ষীণ, দুলহ—দুলিতেছে, লোচন-কণা—কটাক্ষ, মুঝে—আমাকে, রহু—থাকুন, পঞ্চগৌড়েশ্বর—শিবসিংহ ॥১১॥

পেখন—দেখা, সঞে—হইতে, তাড়িত-লতা—বিদ্যুৎ-প্রভা, খসি—স্খলিত, নয়ান তরঙ্গ—কটাক্ষ, উরজ—স্তন, তবধরি—তদবধি, দগধে—দগ্ধ করিতেছে, গোরা—গৌরবর্ণ, কটোরা—বাটী, কাঁচলাউপাম কাঁচলির মত, অতনু—মদন, পসারল—বিস্তৃত করিল, পাঁতি—পঙ্‌ক্তি, কহতহি কহিতেছি, অতয়ে—অন্তরে ॥১২॥

পেখনু—দেখিলাম, উয়ল—উদিত হইল, হিমধামা—চন্দ্র, দউ—দুই, ভাঙ ভ্রূ, বিভঙ্গি—ভঙ্গি, চকিত—চঞ্চল, গুরুয়া—ভারি, গীম—গ্রীবা, কম্বু—শঙ্খ কনয়া—কনক, ঢারত—ঢালিছে, পয়সি—জলে, যাপই—যাপন করিয়া, সো—সে ॥১৩

ধানশী।

কিয়ে মম দিঠি পড়িল শশিবয়না।
নিমিখ নেহারি রহল দুয়নয়না॥
দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর।
কাল হোই কিয়ে উপজল মোর॥
মানস রহল পয়োধর লাগি।
অন্তরে রহল মনোভব জাগি॥
শ্রবণ রহল ঐছে শুনাইতে রাব।
চলইতে চাহি চরণ নাহি জাব॥
আশা-পাশ না তেজই অঙ্গ।
বিদ্যাপতি কহ প্রেম-তরঙ্গ॥১৪

—

তিরোতা-ধানশী।

নবুঞা-বদনী ধনী বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পুণিম-শশী॥
অপরূপ-রূপ রমণী মণি।
যাইতে পেখনু গজরাজ-গমনী ধনী॥
সিংহ জিনিয়া মাঝারি খিনি,
তনু অতি কোমলিনী।
কুচ-ছিরি-ফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি॥
কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়ন-বর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল-পর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর।
রাই-রূপ হেরি গর গর অন্তর॥১৫॥

—

গান্ধার।

যাইতে পেখনু নাহই গোরী।
কতি সঞে রূপ ধনী আনলি চোরি॥
কেশ নিঙ্গাড়িতে বহে জলধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিমহারা॥
অলকহি তিতল তহি অতি শোভা।
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দূরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজপাতা॥
সজল চীর পয়োধর-সীমা।
কনক বেলে জনু পড়ি গেও হিমা॥
ও নুকি করতহি দেহা।
অবহি ছোড়বি মোয় তেজবিলেহা॥
ঐছে ফেরি রস না পাওব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
বসনের ভাব ওরূপ নেহারি॥১৬॥

—

কিয়ে—কি, দিঠি—দৃষ্টিতে, নিমিখ—নিমেষ, থোর—অল্প, হোই—হইয়া, মনোভব—মদন, ঐছে—ঐরূপ, রাব—রব জাব—যাব, তেজই—ত্যাগ করে॥১৪॥

নবুঞা—নবনীতবদনা, কহসি—কহিতেছে, বরিখে—বরিষে; বলি—বলিয়া, অন্তর··ব্যাকুলিত চিত॥১৫॥

নাহই—স্নান করিতেছে, গোরী—গৌরবর্ণা সুন্দরী, কতিসঞে—কত দ্রব্য হইতে; অলকহি—লম্বমান কেশ, তিতিল—ভিজিল, তহি—তথায়, নিরঞ্জন—অঞ্জন শূন্য, রাতা—রক্তবর্ণ, সজল--আর্দ্র চীর—বস্ত্র, বেলে—বিল্বফল, নুকি—লুক্কায়িত, করতহি—করিতে, অবহি—এখনই, ছোড়বি—ছাড়িবে লেহা—স্নেহ তেজবি—ত্যাগ করিবে; ঐছে—ঐরূপ, ফির—ফের॥১৬॥

গান্ধার ।

কামিনী করই সিনান ।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণ ॥
চিকুরে গলয়ে জলধারা ।
মুখশশী ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা ।
তিতল বসন তনু লাগি ।
মুনিহুঁক মানস মনমথ জাগি ॥
কুচযুগ চারু চকেবা ।
নিজকুল আনি মিলায়ল দেবা ॥
তেঞি শঙ্কা ভুজপাশে ।
বান্ধি ধরল জনু উড়ব তরাসে ॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে ।
গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে ॥১৭॥

সিন্ধুড়া ।

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা ।
কামিনী পেঁখলু সিনানক বেলা ॥
চিকুর গলয়ে জলধারা ।
মেহ বরিখে জনু মোতিহারা ॥
বদন মোছল পরচুর ।
মাজি ধয়ল জনু কনক মুকুর ॥
তেঞি উদাসল কুচজোরা ।
পালটি বৈঠায়ল কনক কটোরা ॥
নীবিবন্ধ করল উদেস ।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ ॥১৮॥

—

করই—করিতেছে; সিনান—স্নান, কিয়ে—কেমন,চকোবাক—চক্রবা, দেবা—কামদেব, নিজ—বাসস্থলে, তেঞি—সেই, তরাসে—ত্রাসে ॥১৭॥

মঝু—আমার; ভেলা--হইল, পেখনু—দেখিলাম, চিকুর—কেশ, মেহ—মেঘ বরিষে—বর্ষে, পরচুর—প্রচুর, তেঞি—সেই জন্য,উদাসল—খুলিল,নিবিবন্ধ--কটী বন্ধ, করল উদেস—অনাবৃত করিল॥১৮॥

সুহই ।

যাহা যাহা পদযুগ ধরই ।
তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই ॥
যাহা যাহা ঝলকত অঙ্গ ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি তরঙ্গ ॥
কি হেরিলেঁা অপরূব গোরি ।
পৈঠল হিয়া মাহা মোরি ॥
যাঁহা যাঁহা নয়ন বিকাশ ।
তাঁহি কমল পরকাশ ॥
যাহা লহু হাস সঞ্চার ।
তাঁহা তাঁহা অমিঞা-বিকার ॥
যাঁহা যাঁহা কুটিল কটাখ ।
তাঁহি মদন-শর লাখ ॥
হেরইতে সে ধনি থোর ।
অব তিন ভুবন আগোর ॥
পুন কিএ দরশন পাব ।
তব মোহে ইহ দুঃখ যাব ॥
বিদ্যাপতি কহ জানি ।
তুয়া গুণে দেয়ব আনি ॥১৯॥

—

যাঁহা—যেখানে, তাঁহি—সেই স্থলে তাঁহা—তথায়, সরোরুহ—পদ্ম, ভরই—ধারণ করেবা পূর্ণ হয়, ঝলকত—প্রকাশ পায়, গোরি—সুন্দরী, পৈঠল—প্রবিষ্ট হইল, মাহা—মধ্যে, মোরি—আমার, তাঁহি—তথায়, লহু—ঈষৎ, অব—এখন, আগের—আবৃত, তুয়া—তোমার, দেয়াব—দিব ॥১৯॥

তিরোতা।

নাহি উঠল তীরে সো ধনী রাই।
মঝু মুখ সুন্দরী অবনত চাই ॥
একলি চলল ধনী হয়ে আগুয়ান।
উমতি কহই সখি করহ পয়ান ॥
এ সখি পেখনু অপরূপ গোরি।
বল করি চিত চোরায়ল মোরি ॥
কিয়ে ধনী রাগী বিরাগিণী হোয়।
আশা নৈরাশে দগধে তনু মোয় ॥
কৈছে মিলব হামে সো ধনী অবলা।
চিত নয়ন মঝু দুহুঁ তাহে রহলা ॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারী।
ধৈরয ধরহ মিলব বর নারী ॥ ২০॥

—

মায়ূর।

কবরী ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে
মুখ-ভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন-ভয়ে স্বর-ভয়ে কোকিল
গতি-ভয়ে গজ বনবাসে ॥
সুন্দরি কাহে মোহে সম্ভাষি না যাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল
তুহুঁ পুন কাহে ডরাসি ॥
কুচভয়ে কমল-কোরক জলে মুদি রহুঁ
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম শ্রীফল গগনে বাস করু,
শম্ভু গরল করু গ্রাসে ॥
ভুজভয়ে কনক, মৃণাল পঙ্কে রহুঁ
করভয়ে কিসলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐছন
কহব মদন-পরদাপে ॥ ২১॥

—

শ্রীরাগ।

সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভব-মঙ্গল
ত্রিভুবনকি জয়ী মালা ॥
সুন্দর বদন চারু অরু লোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনক-কমল মাঝে কালভুজঙ্গিনী
শ্রীযুত খঞ্জন-খেলা।
নাভি বিবর সঞে লোম লতাবলি
ভুজগী নিশ্বাস পিপাসা।
নাসা খগপতি চঞ্চু ভরম ভয়ে
কুচগিরি সান্ধি নিবাসা।
তিন বাণ মদন, তেজল তিন ভুবনে,
অবধি রহল দৌবাণে।

মঝু—আমার, চাই—দেখিয়া, একলি—একাকিনী, উমতি—অন্যমনস্কভাবে, কৈছে—কিরূপে, দুহুঁ—দুই, রহলা—রহিল, ধৈরয—ধৈর্য্য ॥ ২০॥
চামরী চমরীমৃগ, মোহে—আমাকে যাসি—যাইতেছে, দূরহি—দূরে, তুহুঁ—তুমি, কাহে—কাহাকে, ডরাসি—ভয় করিতেছে, রহুঁ—থাকে, হুতাশে—হতাশে, ঐছন—ঐরূপ ॥ ২১॥
কো—কোন, বিহি—বিধি, মনোভব-মঙ্গল—কামদেবের শুভদায়ক, অরু অরুণ, আরক্ত, ভেলা—হইল, শ্রীযুত—

বিধি বড় দারু বধিতে রসিক জন
সোঁপল তোহার নয়ানে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন সব যুবতী
ইহ রস কুল যো জানে ।
রাজা শিব সিংহ রূপ নারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণে ॥২২॥

ধানশী ।

সুন্দর বদনে সিন্দূর বিন্দু
শাঙর চিকুর ভার।
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল
পিছে করি আন্ধিয়ার ॥
রামাহে অধিক চান্দিম ভেল ।
কতনা যতনে কত অদভুত
বিহি বিহি তোহে দেল ॥
উরজ অঙ্কুর চীরে ঝাঁপায়সি
থোর থোর দরশায় ।
কত না যতনে কত না গোপসি
হিমে গিরি না লুকায় ॥
চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারণি
অঞ্জন শোভন তায় ।
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল
অলি ভরে উলটায় ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
এসব এরূপ জান ।
রায় শিব সিংহ রূপ নারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ ॥২৩॥

—

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ ।
বরাড়ী ।

নাহি উঠল তীরে রাই কমল মুখী
সমুখে হেরল বরকান ।
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনী নতমুখী
কৈছনে হেরব বয়ান ।
সখি হে অপরূপ চাতুরী গোরী ।
সব জন তেজিয়া আগুসরি ফুকরই
আড় বদন তঁহি ফেরি ॥
তঁহি পুন মোতি হার টুটি ফেল
কহত হার টুটি গেল ।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনি কেল ॥
নয়ন-চকোর কানুমুখশশিবর
করল আমিয়া রস পান ।
দুহুঁ দোঁহা দরশনে রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভাল কান ॥২৪॥

—

শোভাযুক্ত, সঞে—হইতে, ভরম—ভ্রম সান্ধি—গহ্বর, দারু—কঠিন, অবধি—এ পর্য্যন্ত, ইহ—এই ॥২২॥

শাঙর—কৃষ্ণবর্ণ, সঙ্গহি—সঙ্গে, আন্ধিয়ার—অন্ধকার, চন্দিম—কান্তি, উরজ অঙ্কুর—কুচ কোরক, চীর—বস্ত্র, ঝাঁপায়সি—আবৃত করিতেছে, দরশায় দেখা যায়, গোপসি—গোপন করিতেছে, নেহারণি—দৃষ্টি ॥২৩॥

নাহি—স্নান করিয়া, বর—সুন্দর, কৈছনে—কিরূপে, আগুসরি—অগ্রসর হইয়া, ফুকরি—ডাকিতে লাগিল, তঁহি—তথায়, ফেরি—ফিরিয়া, টুটি—ছিঁড়িয়া, কহত—বলিল, সঞ্চরু—সঞ্চয় করিয়া, কেল—করিল, করল—করিল, অমিয়া—

সুহি।

কি কহব রে সখি কানুকরূপ।
কো পতিয়ায়ব স্বপন স্বরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন-পরা সৌদামিনী সেহ॥
ঝামর ঝামর কুটিলহিঁ কেশ।
কিয়ে শশি মণ্ডল শিখণ্ড সংবেশ॥
জাতকী কেতকী কুসুম সুবাসে
ফুলশর মনমথ তেজল তরাসে॥
বিদাপতি কহ কি বলিব আর।
শূন্য করল বিহি মদন ভাণ্ডার॥২৫॥

—

বালা—ধানশী।

কানু হেরব ছিল মনে বড় সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তদবধি অবোধী মুগধ হাম নারী
কি কহি কি বলি কছু বুঝয় না পারি॥
সাঙন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ॥
কাহে লাগি সজনী দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পর হাতে দেলা॥
না জানিয়ে কি করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর॥
এত সব আদর গেও দরশাই।
যত বিছরিয়ে তত বিহয়ে না যাই॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর নারী।
ধৈরয ধর চিতে মিলিব মুরারী॥২৬॥

—

বালা—ধানশী।

এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি স্বপন স্বরূপ॥
কমলযুগল পর চান্দকি মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল॥
তাওর বেড়ল বিজুরী লতা।
কালিন্দী-তীর ধীর চলি যাতা॥
শাখা শিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি॥
বিমল বিল্বফল যুগল বিকাশ।
তাপর কীর থির করুবাস॥
তাপর খঞ্জন চঞ্চল যোড়।
তাপর সাপিনী বেঢ়ল মোড়॥
এ সখি রঙ্গিনী কহত নিদান।
পুন হেরইতে কাহে হয়ল গেয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাবতি ইহ রস ভাণ॥
সুপুরুখ মরম তুহুঁ ভাল জান॥ ৭॥

—

অমৃত, রসহুঁপসারল—রস বিস্তার করিল॥২৪॥

পতিয়ায়ব—প্রত্যয় করিবে, সেহ—তাহা, ঝামর ঝামর—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কুটিল—কুঞ্চিত, কিয়ে—কিবা, শিখণ্ড সংবেশ—ময়ূরপুচ্ছ সমাবেশ, জাতকী—ফুল, বিহি—বিধাতা॥২৫॥

সাঙন—শ্রাবণ মাস, ঘন—মেঘ, বরু—বর্ষণ করে, কাহে লাগি—কি জন্য, রভসে—রাগের ভরে, জীউ—জীবন, গেও—গেল, দরশাই—দর্শন দিয়া, বিহরিয়ে—বিস্মৃত হইয়ে॥২৬॥

চান্দকি—চন্দ্রের, বেড়ল—বেষ্টিত, কীর—শুক, কর—করিতেছে, বেঢ়ল—বেষ্টন করিয়াছে॥২৭॥

পঠমঞ্জরী।

কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর।
বাঁশী-নিশাস-গরলে তনু ভোর॥
হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝে।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজে॥
বিপুল পুলকে পরিপুরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জানি কেহ॥
গুরুজন সমুখই ভাব-তরঙ্গ।
যতনহি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ॥
লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহমাঝ।
দৈবে সে বিহি আজু রাখল লাজ॥
তনু মন বিবশ খসয়ে নীবিবন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি বহুধন্দ॥২৮॥

—

বিভাষ।

এক দিন হেরি হরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলী বাজায়॥
আজু অতি নিয়ড়ে করল পরিহাস।
ন জানিয়ে গোকুলে কাহার বিলাস॥
শুন সজনি ও নাগর শ্যামরাজ।
মূল বিনু পর ধনে মাগয়ে বেয়াজ॥
অতি পরিচয় নাহি দেখি আন কাজ।
না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ॥

ওর—সীমা, হঠসঞে—হঠাৎ, পৈঠয়ে—প্রবেশ করে, তৈখনে—তৎক্ষণাৎ, জনি কেহ—কোন জন, সমুখই—সম্মুখে, যতনহি—যত্নে, ঝাঁপি—আবৃত করি, লহু লহু চরণে—মৃদু মৃদু পদবিক্ষেপে॥২৮॥

নিয়ড়ে—নিকটে, জানিয়ে—জানি,

আপনা নেহারি নেহারি তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হই যে বিভোর॥
ক্ষণে ক্ষণে বৈদগধি-কলা অনুপাম।
অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম॥
বিদ্যাপতি কহে আরতি ওর।
বুঝহ না বুঝ ইহ রস লোর॥২৯॥

—

পঠমঞ্জরী।

আজুক লাজ তোহে কি কহব মাই!
জল দেই ধোই যদি তবহুঁ না যাই।
নাহই উঠনু হাম কালিন্দী-তীর।
অঙ্গহি লাগল পাতল চীর॥
তাহে বেকত ভেল সকল শরীর।
তহি উপনীত সমুখে যদুবীর॥
বিপুল নিতম্ব অতি বেকত ভেল।
পালটিয়া তাপর কুন্তল দেল॥
উরজ উপর যব দেওল দীঠ।
উর মোড়ি বৈঠনু হরি করি পীঠ॥
হাসি মুখ নিরখয়ে ঠীট মাধাই।
তনু তনু ঝাঁপিতে ঝাঁপন ন যাই॥
বিদ্যাপতি কহে তুহুঁ অগেয়ানি।
পুন কহে পালটি না পৈঠলি পানি॥৩০॥

বেয়াজ—সুদ, বৈদগধি-কলা—বৈদগ্ধ-কলা, অনুপাম—নিরুপম, উদার সুচারু, আরতি—অনুরাগ॥২৯॥

পাতল চীর—পাতলা কাপড় বেকত—ব্যক্ত, প্রকটিত, দীঠ—দৃষ্টি, মোড়ি—ফিরাইয়া, ঠীট—চতুরচূড়ামণি, ঝাঁপিতে—ঢাকিতে, পৈঠলি—প্রবেশ করিলে, পানি—জলে॥৩০॥

দূতী-সংবাদ ও সখী-শিক্ষা

তিরোতা-ধানশী।

ধনি ধনি রমণি জনম ধনি তোর।
সব জন কানু কানু করি ঝুরয়
সো তুয়া ভাবে বিভোর।
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ,
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু-লতিকা অবলম্বনকারী,
মঝু মনে লাগল ধন্দা।
কেশ পশারি যব তুঁহু আছলি
উর-পর অম্বর আধা।
সো সব হেরি কানু ভেল আকুল
কহ ধনি ইথে কি সমাধা॥
হসইতে কব তুহুঁ দশন দেখায়লি
করে কর জোরহি মোর।
অলখিতে দিঠি কর হৃদয়ে পসারলি
পুন হেরি সখি করি কোর।।
এতহু নিদেশ কহলু তোহে সুন্দরি
জানি তুহ করহ বিধান।
হৃদয়পুতলি তুহুঁ সো শূন কলেবর,
কবি বিদ্যাপতি ভান।।৩১।

ধনি—ধন্য, ঝুরয়ে—অশ্রুপাত করে, তুয়া—তোমার, পিয়াসল—তৃষ্ণাযুক্ত, মঝু—আমার, ধন্দা—ধাঁধা, সো—সে, সব, ইথে—এ বিষয়ে, হসইতে—হাস্য করিবার সময়ে, জোরহি—জুড়িয়া, দিঠি—দৃষ্টি, পসারলি—বিস্তার করিলে কোর—কোলে, এতহুঁ—এতাবৎ।।৩১।।

ভুপালী।

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ।
তব যৌবন যব সুপরুখ সঙ্গ।।
সুপরুখ প্রেম কবহুঁ নাহি ছাড়ি।
দিনে দিনে চান্দকলা সম বাঢ়ি॥
তুহুঁ যৈছে নাগরী কানু রসবন্ত।
বড় পুন্যে রসবতী মিলে রসবন্ত।।
তুহুঁ যদি কহসি করিয়া অনুসঙ্গ।।
চৌরি পিরীতি হোয় লাখ গুণ রঙ্গ।
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগমাঝ।
আর তাহে অনুরত বরজ সমাজ॥
বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ।
রূপ গুণ বতিকা ইহা বড় কাজ।।৩২।

তুড়ী।

এ ধনি কর অবধান।
তো বিনে উনমত কান॥
কারণ বিনু ক্ষণে হাস।
কি কহয়ে গদগদ ভাষ।
আকুল অতি উতরোল।
হা ধিক হা ধিক বোল।
কাঁপয়ে দুরবল দেহ।
ধরই না পারই কেহ।।
বিদ্যাপতি কহ ভাখী।
রূপনারায়ণ সাখী।৩৩।

কবহু—কখন, করিঞা—করিয়া, অনুসঙ্গ—দয়া, চৌরি—গুপ্ত, ঐছন—ঐরূপ, রঙ্গ—মজা, জগ—জগৎ, বরজ—ব্রজ, রূপগুণবতিকা—রূপগুণবতীর।।৩২।
তো—তোমা, উনমত—উন্মত্ত,

সুহই।

শুন শুন গুণবতি রাধে।
মাধব বধিলে কি সাধিব সাধে॥
চান্দ দিনহি দীনহীনা।
সো পুন পালটি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা॥
অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরি।
ভাঙ্গি গড়ায়ব বুঝি কত বেরী॥
তোহারি চরিত নাহি জানি।
বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি॥৩৪॥

তিরোতা।

কণ্টক মাহ কুসুম পরকাশ।
ভ্রমর বিকল নাহি পাওয়ে বাস॥
রসবতী মালতী পুনঃপুনঃ দেখি।
পিবইতে চাহে মধু জীউ উপেখি॥
উহ মধু-জীব তুহুঁ মধুরাশে।
সঞ্চিত ধর মধু অবহুঁ লজ্জাসে॥
ভ্রমর বিকল কতহুঁ নাহি ঠাম।
তুয়া বিনু মালতী নাহি বিসরাম।
আপন মনে ধরি বুঝ অবগাহে।
ভ্রমর-বধ পাপ লাগত কাহে।
ভণহি বিদ্যাপতি পায়ব জীবে।
অধর সুধারস যদি বোহ পীবে॥৩৫॥

তিরোতা।

শুনলো রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন, পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলি কি?
বেলি অবসান কালে,
গিয়াছিলি নাকি জলে।
তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া
ধরিলি সখীর গলে॥
দেখায়্যা বদন চান্দে।
তারে ফেলিলা বিষম ফান্দে।
তুহুঁ ত্বরিতে আওলি, লখিতে নারিল,
ওই ওই করি কান্দে॥
তাহে হৃদয় দরশি থোরি।
মন করিলি চোরি।
বিদ্যাপতি কহ শুনহ সুন্দরী
কা জিয়াবে কি করি॥৩৬॥

—

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি কমলিনি শুন হিতবাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥

বিনু—বিনা, উতরোল—উচ্চরব করে, দুরবল—দুর্ব্বল, ভাখী—বক্তা॥৩৩॥

দিনহি—দিনে, ফেরি—ঘুরিতেছে, গড়ায়ব—গড়াইবে, বেরি—বার॥৩৪॥

মাহ—মাঝে, পরকাশ—প্রকাশ, বিকল—বিহ্বল, বাস—আশ্রয়, পিবইতে—পান করিতে, জীউ—জীবন, উপেখি—উপেক্ষা করিয়া, উহ—ও, মধুজীব—ভ্রমর, তুহুঁ—তুমি, অবহু—এখন, লজ্জাসে—লজ্জায়, ঠাম—স্থান, বিসরাম—বিশ্রাম, অবগাহে—তলাইয়া, বোহ—ও, ভ্রমর। পীবে—পান করে, জীবে—জীবন, পাওব—পাইবে॥৩৫॥

আওলি—আসিলে, লখিতে—লক্ষ্য করিতে, নারিল—পারিল না, দরশি—দেখাইয়া, জিয়াবে—বাঁচিবে॥৩৬॥

স্বজনক প্রেম হেম সমতুল।
দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল।
টুটাইতে নাহি টুটে প্রেম অদ্‌ভুত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত॥
সবহুঁ মাতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল-বাণী॥
সকল সময়ে নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
প্রেমক রীত আর বুঝহ বিচারি ॥৩৭॥

—

শ্রীরাগ।

না জানি প্রেমরস নাহি রতিরঙ্গ।
কেমনে মিলিব ধনি স্বপুরুখ সঙ্গ॥
তোহারি বচনে যদি করব পিরীতি।
হাম শিশুমতি তাহে অপযশ ভীতি॥
সখি হে হাম অব কি বলিব তোয়।
তা সঞে রভস কবহুঁ নাহি হোয়॥
সো বর নাগর নব অনুরাগ।
পাঁচশরে মদন মনোরথ জাগ॥
দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জীব নিকসব যব রাখব কোই॥
বিদ্যাপতি কহ মিছাই তরাস।
শুনহ ঐছে নহ তাক বিলাস ॥৩৮॥

—

কানড়া।

শুন শুন মুগধিনি মঝু উপদেশ।
হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ॥
পহিলহি অলকা তিলক করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ॥
যাওবি বসনে অঙ্গ সব গোই।
দূরে রহবি জনু বাত না হোই॥
সজনি পহিলহি নিয়ড়ে না যাবি।
কুটিল নয়নে ধনি মদন জগাবি॥
ঝাপবি কুচ দরশায়বি কন্দ।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহক বন্ধ॥
মান করবি কছু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুন পুন আব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব।
যো গুণবন্ত সোই ফল পাব ॥৩৯॥

—

ভাটিয়ারী।

পরিহর এ সখি তোহে পরণাম।
হাম নাহি যাওব সো পিয়া ঠাম॥
বচন চাতুরী হাম কছু নাহি জান
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান॥
সহচরি মেলি বনায়ত বেশ।
বান্ধিতে না জানিয়ে আপন কেশ॥

মাতঙ্গজে—হস্তীতে, মোতি—মুক্তা ॥৩৭॥
রভস—আনন্দ, হোয়—হইতে পারে মনোরথজাগ— কাম উত্তেজিত করিয়াছেন, নিকসব—বাহির হইবে, রাখব— রাখিবে, কই—কে, নহ—নহে, তাক—তাহার ॥৩৮॥

মুগধিনি—মুগ্ধে, পহিলহি—প্রথমে, বাত—কথা, জগাবি—জাগাইবে, কন্দ—মূল, নিবিহক—কটী, নীবিবন্ধ—কটিবন্ধ, আব—আইসে ॥৩৯॥
ঠাম—স্থানে, মেলি—মিলিয়া, বনায়ত—বানায়, করিয়া দেয়। কেশ—

কভু নাহি শুনিয়ে সুরতকি বাত।
কৈছনে মিলব মাধব সাত ॥
সো বর নাগর রসিক সুজান।
হাম অবলা অতি অলপ-গেয়ান ॥
বিদ্যাপতি কহ কিঁ বলব তোয়।
অবকে মিলন সমুচিত হোয় ॥৪০॥

—

ভূপালী।

শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ।
হাম শিখায়ব বচন বিশেষ ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।
আধ নেহারিব বঙ্কিম গীম ॥
যব পিয়ে পরশয়ে ঠেলবি পাণি।
মৌন ধরবি কছু না কহবি বাণী ॥
যব পিয়ে ধরি বলে লেয় নিজপাশ।
নহি নহি বলবি গদ গদ ভাষ ॥
পিয়-পরিরম্ভণে মোড়বি অঙ্গ।
রভস সময়ে পুন দেয়বি ভঙ্গ ॥
ভণহি বিদ্যাপতি কি বোলব হাম।
আপহি গুরু হোই শিখায়ব কাম ॥৪১॥

—

বালা-ধানশী।

এ সখি এ সখি না বোলহ আন।
তুয়া গুণে লুবুধল সুন্দর কান ॥
নিতি নিতি নিয়র আও বিনু কাজ।
বেকতয় হৃদয় লুকাওয়ে লাজ ॥
অনতহি গমনে এতহি নিহার।
লুবুধল নয়ন ফিরায় কে পার ॥
বিদগধ সেহ তোঁহে তনু তুল।
একনলে গাঁথা জনু দুই ফুল ॥
ভণহি বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহারে।
এক শরে মনমথ দুই জীব মারে ॥৪২॥

—

প্রথম মিলন

কামোদ।

পহিল চললি ধনী পিয়াক পাশে।
হৃদয় আকুল ভেল লাজ তরাসে ॥
ঠাঢ়ি রহল রাই নাহি আগুসারে।
হেন মুরতি জনি নাচল পিছারে ॥
কর দুহুঁ ধরি পহু নিয়রে বৈসায়।
কোপ সরমে ধনী বদন লুকায় ॥
খোলি বয়ান যব চুম্বই মুখে।
সরমহি লুকায়ল মাধব বুকে ॥
বিদ্যাপতি কবি কৌতুক গীত।
রাজা শিবসিংহ শুনি হরষিত ॥৪৩॥

চুল, অলপ-গেয়ান---অল্পজ্ঞান, অবকে—এখন ॥৪০॥

সীগ—সীমা, প্রিয়ে—প্রিয়জন, পাণি—হস্ত, লেয়—লইবে, গদগদ ভাষ—গদগদবাক্যে, পরিরম্ভণে—আলিঙ্গনে, মোড়বি—ফিরাইবে, রভস—রতি, আনন্দ ॥৪১॥

লুবুধল—লুব্ধ, নিধর—নিকটে, আও—আইসে, অনতহি—অন্যত্র, এতহি—এই দিকে, নিহার—দেখ, বিদগধ—রসিক, তোহে—তুমি, তনু—তাহার, তুল—তুল্য ॥৪৩॥

সুহই।

শুন শুন সুন্দর কানাই।
তোহে সোপনু ধনি রাই॥
কমলিনী কোমল কলেবর।
তুহুঁ সে ভোখিল মধুকর॥
সহজে করিব মধু পান।
ভুলহ জনি পাঁচ বাণ॥
পরবোধি পয়োধর পরশিহ।
কুঞ্জর জনু সরোরুহ॥
গণইতে মোতিমহারা।
ছলে পরশরি কুচভারা॥
না বুঝয়ে রতি রসরঙ্গ।
ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে ভঙ্গ॥
শিরিষ-কুসুম জিনি তনু।
থোরি সহাবি ফুলধনু॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
দোতিক মিনতি তুয়া পায়ে।৪৩॥

বালা-ধানশী।

সখি পরবোধিয়ে যতনে আনি।
পিয়া হিয় হরখি ধয়ল নিজ পানি॥
ছুইতে রাই মলিন ভৈ গেলি।
বিধু কোরে কুমুদিনী মলিন ভেলি॥
"নহি নহি" কহয়ে নয়নে ঝরে লোর।
শুতি রহল রাই শয়নক ওর॥
আলিঙ্গনে নীবিবন্ধ বিনি থোরি।
করে কুচ পরশে সেহ ভেল থোরি॥
আচর লেই বদন পর ঝাঁপি।
থির নাহি হোয়ত থরহরি কাঁপি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ধৈরয সার।
দিনে দিনে মদনক হোয় অধিকার॥৪৫।

কামোদ।

একে ধনি পদুমিনী সহজোহি ছোটি।
করে ধরইতে কত করুণা কোটী॥
হঠ পরিরম্ভণে "নহি নহি" বোল।
হরি ডরে হরিণী হরি হিয়ে ডোল॥
বালি বিসাসিনী আকুল কান।
মদন কৌতুকী কিয়ে হঠ নাহি মান॥
নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভান।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ।
রাধা মাধব পহিলহি সঙ্গ॥৪৬॥

পিয়াক—প্রিয়ের, তরাসে—ভয়ে ঠাঢ়ি—স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া, জনি—যেন পিছারে—পশ্চাদ্ভাগে, পহু—প্রভু, সরমে—লজ্জায়॥৪৩॥

পরবোধ—প্রবোধিয়া, পরশিহ—স্পর্শ করিও, কুঞ্জর—শ্রেষ্ঠ, সরোরুহ—কমল, থোরি—অল্প, ফুলধনু—কাম, দোতিক—দূতীর॥৪৪॥

হিয়—হিয়া, হরখি—আনন্দে, নিজ পানি—নিজ হস্তের দ্বারা, (লুপ্ততৃতীয়া) "নহি নহি"—"না না," লোর—জলধারা, শুতি রহল—শুইয়া রহিল, নীবিবন্ধ—কটিবন্ধ, খোরি—খুলিল, ॥৪৫॥

পদুমনি—পদ্মিনী, করুণা—কাতরতা, কোটি—অশেষ প্রকারে, হঠ পরিরম্ভণে—বলপূর্ব্বক আলিঙ্গনে, হরি—সিংহ—এবং কৃষ্ণ, ডরে—ভয়ে, হরিণী—মৃগী

কেদারা।

বালা রমণী-রমণে নাহি সুখ।
অন্তরে মদন দ্বিগুণ দেই দুখ॥
সব সখী মেলি শুতায়ল পাশ।
চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ।
মন্ত্র না শুনয়ে জনু বাল-ভুজঙ্গ॥
বেরি-এক কর ধনি মুদিত নয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান॥
তিল আধ দুঃখ জনম ভরি সুখ।
ইথে কাহে ধনি তুঁহু মোড়সি মুখ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তুহুঁ রস-সাগর মুগধিনী নারী॥৪৭॥

—

বালা-ধানশী।

কহ সখি সাঙরি ঝামরি-দেহা।
কোন পুরুখ সঞে নয়লি লেহা॥
অধর সুরঙ্গ জনু নীরস পঙার।
কোন লুটল তুয়া অমিয়া-ভাণ্ডার।
রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গোর।
মাজি ধরল জনু কনয়া কটোর॥

না যাইহ সো পিয়া তহি এক গুণে।
ফেরি আওলি বহু পূরবক পুণে॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥৪৮॥

—

বিভাষ।

কিহব রে সখি রজনীকি বাত।
বহু দুখে গোঙায়নু মাধব-সাথ॥
করে কুচ ঝাঁপয়ে অধরে মধু পান।
বদনে বদন দিয়া বধয়ে পরাণ॥
নবযৌবন তাহে রস পরচার।
রতিরস না জানয়ে কানু সে গোঙার॥
মদনে বিভোর কিছুই নাহি জ্ঞান।
কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
তুহুঁ মুগধিনি সেই লুবধ মুরারি॥৪৯॥

—

রামকেলি।

কি কহব রে সখি কহইতে লাজ।
যোই করল সোই নাগর রাজ॥

এবং যুবতী রাধা। হিয়ে—হৃদয়ে, ডোল—ঢলিয়া পড়িলেন। বালি—বালিকা। হঠ নাহি মান—হঠিবার পাত্র নহে। অঞ্চল—প্রান্ত॥৪৬॥

শুতায়ল—শোয়াইল। কোরে—কোলে। মোড়ই—পরিবর্ত্তন করে। বেরি-এক—বারেক, একবার। কর—করে। মোড়সি—ফিরাইতেছে॥৪৭॥

সাঙরি—স্মরণ করিয়া। ঝামর-দেহা—বিবর্ণ দেহ। নয়লি—স্থাপন করিলে; লেহা—স্নেহ। সুরঙ্গ—সুন্দর। পঙার—পিঙ্গল। রঙ্গ—সুন্দর।—গোর—গৌর। ধরল—রাখিল। ফেরি—ফিরিয়া। আওলি—আইলে। পুণে—পুণ্যে॥৪৮॥

রজনীকি—রজনীর। গোঙায়নু—যাপন করিলাম। পরচার—প্রচার। গোঙার—কাণ্ডজ্ঞান-হীন। নাহি মান—মানে না। লুবধ—লুব্ধ॥৪৯॥

পহিল বয়স মঝু নাহি রতিরঙ্গ ।
দোতি মিলায়ল কানুক সঙ্গ ॥
হেরইতে দেহ মঝু থরহরি কাঁপ ।
সোই লুবধমতি তাহে করু ঝাঁপ ॥
চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি ।
কি কহব কিয়ে করল রসকেলী ॥
হঠ করি নাহ করল যত কাজ ।
সো কি কহব ইহ সঙ্গিনী-সমাজ ॥
জানসি তব কাহে করসি পুছারি ।
সো ধনি যো থির তাহে নেহারি ॥
বিদ্যাপতি কহ না কর তরাস ।
ঐছন হোয়ত পহিল বিলাস ॥৫০॥

—

পাঠমঞ্জরী ।

পুছমো এ সখি পুছমো তোয় ।
কেলিকলা-রস কহবি মোয় ॥
বেশ ভূষণ তোর সব ছিল পূর ।
অলকা তিলক-মিটি গেলহি দূর ।
কুসুমকুল সব ভেল ভিন ভিন ।
অধরহি লাগল দশনক চিন ॥
কোন অবুঝ হেন কুচে নখ দেল ।
হা ! হা ! শম্ভু ভগন ভৈ গেল ॥
আলসহি পূরল সকলহি গা ॥
বসন লেই ঘন ঘন কর বা ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি ।
সব রস লেয়ল রসিক মুরারি ॥৫১॥

..

শ্রীরাগ ।

না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে ।
কি করব হাম তাক পরবোধে ॥
অলপ-বয়স হাম কানুসে তরুণা ।
অতিহুঁ লাজ ডর অতিহুঁ করুণা ॥
লোভে নিঠুর হরি কয়লহি কেলি ।
কি কহব যামিনী যত দুখ দেলি ॥
হঠ ভেল রস হামে হরল গেয়ান ।
নীবি-বন্ধ তোড়ল কখন কে জান ॥
দেয়লহি আলিঙ্গন ভুজযুগ চাপি ।
তৈখনে হৃদয়ে মঝু উঠল কাঁপি ॥
নয়নে বারি দরশায়নু রোই ।
তবহুঁ কানু উপশম নাহি হোই ॥
অধর নীরস মঝু করলহি মন্দা ।
রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা ॥
কুচযুগে দেয়ল নখ-পরহারে ।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতি নারি ।
তুহুঁ সচেতনী লুবধ মুরারি ॥৫২॥

দোতী—দূতী । ঝাঁপ—আক্রমণ । হঠ করি—জোর করিয়া । নাহ—নাথ । পুছরি—জিজ্ঞাসা । ধনি—ধন্য ॥৫০॥

পুছমো—জিজ্ঞাসা করি । মিটি—মাটী । ভিন ভিন—ভিন্ন ভিন্ন । চিন—চিহ্ন । ভগন—ভগ্ন । আলসহি—আলস্যে । বা—বাতাস । লেয়নে—লইয়াছে ॥৫১॥

তাক পরবোধে—তাহার আশ্বাস বাক্যে । কানুসে তরুণা—কানু হইতে বয়সে ছোট । অতিহুঁ—অতিশয় ।

শ্রীরাগ।

হাম অতি ভীতা রহনু তনু গোই।
সো রস-সাগর থির নাহি হোই॥
রস নাই হোয়ল কয়ল যে শাতি।
মদন-লতা জনু দংশল হাতী॥
কত পুন কাকুতি কয়ল অনুকূল।
তবহুঁ পাপ-হিয়ে মঝু নাহি ভুল॥
হামারি আছিল কত পূরবক ভাগি।
ফিরি আওনু হাম সে ফল লাগি॥
বিদাপতি কহে না করহ খেদ।
ঐছন হোয়ল পহিল সম্ভেদ॥৫৩॥

—

ভূপালী।

নব কুচে নখ দেখি জীউ মোর কাঁপে।
জনু নব কমলে ভ্রমরা করু ঝাঁপে॥
টুটল গীমক মোতিমহার।
রুধিলে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পণ্ডার॥
সুন্দর পয়োধর নখক্ষত ভারি।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারি॥
পুন না যাইও ধনি সো পিয়া ঠাম।
জীবন রহিলে পূরাইহ কাম॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ।
অনলে পুড়িল পুন অনলে কাজ॥৫৪॥

✗ সুহিনী।

আজি কেন তোমায় এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা॥
সঘনে গগনে গণিছ তারা।
দৈব অবঘাত হৈয়াছে পারা॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমী জনার মরমে বাজে॥
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখি॥
বিদ্যাপতি কহ এ কথা দড়।
গোপত পীরিতি বিষম বড়॥৫৫॥

—

সুহিনী।

সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম।
কহয়ে রজনী-বিলাস কাম॥
সে যে সুবদনী সুন্দরী রাই।
আবেশে হিয়ার মাঝারে লই॥
চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ।
রভসে বিহসি মন্দ মন্দ॥
বহুবিধ কেলি কয়ল সোই।
সে সব স্বপন হোয়ল মোই॥

হামে—আমাতে। হই—বল প্রকাশ। তৈখনে—তখন। রোই—কাঁদিয়া। তবহুঁ—তথাপি। মন্দা—মন্দ। পরহার—প্রহার দিল। সচেতনী—সচেতনা॥৫২॥

গোই—গোপন করিয়া। শাতি—শাস্তি। মদনলতা—ময়নাগাছ, দংশল—দংশন করিল। পূরবক—পূর্ব্বের, ভাগি—ভাগ্য। সম্ভেদ—মিলন॥৫৩॥

টুটল—ছিঁড়িয়াছে। গীমক—গ্রীবার। পণ্ডার—পয়ঃপ্রণালী॥৫৪॥

দৈব অবঘাত—দেবতা কর্ত্তৃক আঘাত। পারা—যেন। দড়—নিশ্চিত॥৫৫॥

মোই—আমাতে। কতহু ছন্দ—কতপ্রকার। সোই—সো। মোই—

কিবা সে বচন অমিয়া মিঠ।
ভাঙর ভঙ্গিম কুটিল দিঠ॥
সো ধনি হিয়ার মাঝারে জাগে
বিদ্যাপতি কহে নবীন রাগে॥৫৬॥

—

বালা-ধানশী।

এ সখি এ সখি লই জনি যাহ।
মুঞি অতি বালী সো আরত নাহ॥
পাশ যাইতে জীউ মোর কাঁপে।
কাঁচা কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে॥
দুরবল দেহ মোর ঝাঁপল চীর।
জনু ডগমগ করে নালনীক নীর॥
মাই হে কি সহত জীবক শাতি।
কোন বিহি সিরজিল পাপিনী রাতি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি তখনক ভাণ।
কোন ন দেখত সখি হোত বিহান॥৫৭॥

—

ধানশী।

পরিহর মনে কিছু না কর তরাস।
সাধস নাহি কর, চলু পিয়া পাশ॥
দূর কর দুরমতি, কহলম তোয়।
বিনি দুখে সুখ কবহি নাহি হোয়।
তিল আধ দুখ, জনম ভরি সুখ।
ইথে লাগি ধনি কাহে হোয়বি বিমুখ॥
তিল এক মুদি রহু দুনয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান॥
চল চল সুন্দরি করহ শিঙ্গার।
বিদ্যাপতি কহ এহিসে বিচার॥৫৮॥

—

বিহাগড়া।

সকল সখী পরবোধি কামিনী
আনি দিল পিয়া পাশ।
জনু ব্যাধবন্ধে বিপনস্থেঁ মৃগী
তেজই তীখণি শাস॥
বৈঠলি শয়ন- সমীপে সুবদনী
যতনে সমুখ না হোয়।
ভেলি মানস ভ্রমই দশদিশ
দেলি মনমথ ফোয়॥
কঠিন কাম কঠোর কামিনী
মানে নাহি পরবোধ।
নিবিড় নীবিবন্ধ কঠিন কঞ্চুক
অধরে অধিক নিরোধ॥

আমার। অমিয়ামিঠ— অমৃতে মিষ্ট। ভাঙর—ভ্রূর॥৫৬॥

জনি—যেন, যাহা—যাইও। আরত—রতিক্ষম। কাঁচা-কমল—কমল কোরক। চীর—অনেকক্ষণ। ডগমগ—অস্থির। মাই হে—মাগো (খেদোক্তি)। শাতি—শাস্তি। তখনক—তখনকার। ভাণ—ভাব। ন—না। বিহান—প্রভাত॥৫৭॥

পরিহর—ক্ষমা কর। সাধস—ভয়। চলু—চল। কহলম—কহিলাম। বিনি—বিনা। কবহি—ক ইথে লাগি—ইহার জন্য। ঔখদ—ঔষধ। এহিসে—ইহাই॥৫৮॥

পরবোধি—বুঝাইয়া। পাশ—পার্শ্ব। বিপিনস্থেঁ—বন হইতে। তীখণি তীক্ষ্ম। দেল—দিতে লাগিলেন। ফোয়—ফুৎকার। নিবিড়—দৃঢ়। কঞ্চুক—

সকল গতি দুকূল দৃঢ় অতি
কতিহুঁ নাহি পরকাশ।
পাণি পরশিতে পরাণ-পরিহরে
পূরব কি রীতে আশ॥
কান্ত কাতর কতহুঁ কাকুতি
করত কামিনী পায়।
প্রাণ পীড়ন রাই মানই
বিদ্যাপতি কবি গায় ॥৫৯॥

—

বালা—ধানশী।

বোলন রসিক বিলাসিনী ছোটী।
করে ধরইতে কত করুণা কোটি।
কত পরবোধে আনল অনুরোধি।
নাহ গেহে সখী শুতায়ল বোধি॥
শুতলি বিমুখে ধনী অতি ক্ষীণ হোই।
বাঢ়ল মদন বাহুড়াব কোই॥
আঁচরে ঝাঁপি বদন ধরু গোই
বাদর ডরে শশী বেকত না হোই॥
লগ নাহি সরয়ে শুনয়ে নাহি বোল।
অরু বেরি বেরি করহি কর জোর॥
দুহুঁ ভুজ চাপি জীবন ধন সাঁচে।
কুচ কাঁচলকো বিফল কাঁচে॥

দরশন পরশন দুয় অনিবারে।
মুহিরে মৃদল জনু রতন ভাণ্ডারে॥
এত দিনে সখী সব আছিল ঠাট।
অবহি মদন পঢ়ায়ব পাঠ॥
বিদ্যাপতি অতিশয় সুখ ভেলি।
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলি ॥৬০॥

—

ধানশী।

থরহরি কাঁপল লহু লহু ভাষ।
লাজে না বচন করয়ে পরকাশ॥
আজ ধনী পেখনু বড় বিপরীত।
ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে মানই ভীত।
সুরতক নামে মুদই দুই আঁখি।
পাওল মদন-মহোদধি সাখি॥
চুম্বন বেরি করয়ে মুখ বঙ্কা।
মিলনহুঁ চাঁদ সরোরুহ অঙ্কা॥
নীবিবন্ধ পরশে চমকে উঠে গোরী।
জানল মদন ভাণ্ডারক চোরি॥
ফুয়ল বসন হিয়া ভুজে রহু সাঠি।
বাহিরে রতন আঁচরে দেই গাঁঠি॥
বিদ্যাপতি কি বুঝব বল হরি।
তেজি তলপ পরিরম্ভণ বেরি ॥৬১॥

কাঁচুলি। নিরোধ—চাপিয়া রাখা। গাত—গাত্র। দুকূল—বস্ত্রাবরণ। কতিহুঁ—কোথাও। পরকাশ—প্রকাশ। কতহুঁ—কত ॥৫৯॥

বোলন—বক্তা। নাগর—রসিক। পরবোধে—প্রবোধ দিয়া। আনল আনিল। নাহ—নাথ। শুতায়ল—শোয়াইল। বোধি—বুঝাইয়া। শুতলি—শয়ন করিল। অতি ক্ষীণ—অতি কাতর। বাঢ়ল—বাড়িল। বাহুড়াব--তাড়াইবে। ধরু—ধরে। গোই—গোপন করিয়া। বাদর—বর্ষা। লগ—নিকটে। না সরয়ে—আসে না। অরু—আর। সাঁচে--সঞ্চিত করিয়া রাখে। কাঁচলকো—কাঁচুলিকে। কাঁচে—বন্ধন করে। অনিবারে—অবিরত। মুহি—কন্দর্প। মৃদল—লুকাইল। তরসি সবেগে ॥৬০॥

মানই ভীত—ভয় করে। মদন—

ধানশী।

নাবিবন্ধন হরি কাহে কর দূর।
না হোয়ব তোমার মনোরথ পূর॥
হেরনে কেমন সুখ না বুঝ বিছারি।
বড় তুহুঁ ঢীট বুঝল বনমালি॥
হামারি শপথ যদি হেরহুঁ মুরারি।
লহু লহু তবে হাম পাড়ব গারি॥
বিহর সে হরখি, হেরনে কৈছে কামা।
সো নাহি সহব হি হামার পরাণ॥
কাঁহা নাহি শুনিয়ে এমতি খাকার।
করয়ে বিলাস, দীপ লই জার॥
পরিজন শুনি শুনি তেজব নিশাস।
লহু লহু রমহ পরিজন পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
নৃপ শিবসিংহ লছিমা পরমাণ॥৬২॥

ধানশী।

রতিসুবিশারদ তুহুঁ রাখ মান।
বাঢ়িল যৌবন তাহে দিব দান॥
এবে অলপ রসে না পূরব আশ।
থোরি সলিলে তুয়া না যাব পিয়াস॥
অলপে অলপে যদি চাহ নিতি।
প্রতিপদ্ চান্দ কলা সম রীতি॥
থোরি পয়োধরে না পূরব পাণি।
না দিহ নখ-রেহ হরি রস জানি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি কৈছন রীত।
কাঁচা দাড়িম প্রতি ঐছন প্রীত॥৬৩॥

—

তিরোতা-ধানশী।

গরবে না কর হঠ লুবধ মুরারি।
তুয়া অনুরাগে না জীয়ে বরনারী॥
তুহুঁত নাগর গুরু হাম অগেয়ান।
কেলিকলা সব তুহুঁ ভালে জান॥
খুয়ল কররী মোর টুটল হার।
হাম অবুঝ নারী তুহুঁ ত গোঙার॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
রে. . ..মে যৈছে ঔখদ পান॥৬৪॥

—

তিরোতা-ধানশী

চাণুর-মরদন তুহুঁ বনমালী।
শিরীষ কুসুম দাম কমলিনী নারী॥
দূতী বড় দারুণ সাধল বাদ।
করি-করে সোঁপল মালতী মাদ॥

মহোদধি—কাম-সমুদ্র। সাখি—সাক্ষাৎ। বেরি—বেলা। বঙ্কা—বক্র। ফুয়ল—খোলা। সাঠি—দৃঢ় করিয়া। আঁচরে—অঞ্চলে। গাঁঠি—গ্রন্থি। বুঝব বুঝিবে। তেজি—ত্যাগ করিলেন। তলপ—তল্প, শয্যা। পরিরম্ভণ বেরি—আলিঙ্গন সময়ে॥৬১॥

বিছারি অন্বেষণ করিয়া। । বুঝ—বুঝি না। ঢাট—শঠ। লহু লহু—মৃদু মৃদু। গারি—গালি। কাম—কর্ম্ম সো—তাহা। সবহু—সহিব। খাকার—কাণ্ড। লই লইয়া। জার—জ্বালিয়া। পাশ—নিকট॥৬২॥

থোরি—অল্প, ছোট। নখরেহ—নখাঘাত॥৬৩॥

হঠ—বলপ্রকাশ। খুয়ল—খুলিয়া গেল। টুটল—ছিঁড়িয়া গেল। গোঙার দুর্দ্দান্ত ৬৪॥

নয়নক অঞ্জন নিরঞ্জন ভেল।
মৃগমদ চন্দন ঘামে ভিগি গেল॥
বিদগধ মাধব তোহে পরণাম।
অবলারে বলি দিয়া না পূজহ কাম॥
এ হরি এ হরি কর অবধান।
আন দিবস লাগি রাখই পরাণ॥
রসবতী নাগরী রস-মরিযাদ।
বিদ্যাপতি কহ পূরব সাধ॥৬৫॥

তিরোতা-ধানশী।

এ হরি বলে যদি পরিশিবে মোয়।
তিরিবধ পাতক লাগয়ে তোয়॥
তুহু রস আগর নাগর ঢীট।
হাম না বুঝিয়ে তীত কি মীঠ॥
রস পরসঙ্গে উঠয়ে মঝু কাঁপ।
বাণে হরিণী জনু কয়লহি ঝাঁপ॥
অসময়ে আশা না পূরই কান॥
ভাল জন না করে বিরস পরিণাম॥
বিদ্যাপতি কহে বুঝলহুঁ সাঁচ॥
কলহুঁ না মিঠাই হোয়ত কাঁচ॥৬৬॥

চাণুর-মরদন—চাণুর-মর্দ্দন। মাদ—মালা। মৃগমদ—মৃগনাভি। ভিগি—ভিজিয়া। মরিযাদ—মর্য্যাদা॥৬৫॥

তিরিবধ—স্ত্রীবধ। লাগয়ে—লাগিবে। রস আগর—রসের আলয়। ঢীট—চতুর। তীত—তিক্ত। মীঠ—মিষ্ট। কাঁপ—কম্প। কয়লহি ঝাঁপ—অস্থির হইল। কাঁচ—কাঁচা॥৬৬॥

ভূপালী।

তরল নয়ন শর অথির সন্ধান।
নবীন শিখায়ল গুরু পাঁচ বাণ॥
অগেয়ানে কোন করয়ে ব্যবহার।
বলে নাহি লেও ত জীবন হামার॥
আরতি না কর কানু না ধর চীর।
হাম অবলা অতি রতি-রণ ভীর॥
প্রথম বয়স লেশ না পূরব আশ।
না পূরে অলপধনে দারিদ তিয়াস॥
মাধবী মুকুলিত মালতী ফুল।
তাহে নাহি ভোখিল ভ্রমর অতুল॥
অনুচিত কাজে ভাল নাহি পরণাম।
সাহস না করয়ে সংশয় ঠাম॥
কহই বিদ্যাপতি নাগর কান।
মাতল করী নাহি অঙ্কুশ মান॥৬৭॥

অভিসার

ভূপালী।

রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী।
কতি ক্ষণে আওব কুঞ্জরগমনী॥
ভীমভুজঙ্গম সরণা।
কত সঙ্কট তাহে কোমল চরণা॥

তরল—চঞ্চল। অথির—অস্থির। ভীর—ভীরু, চীর—বস্ত্র, দারিদ—দরিদ্র, তিয়াস—তৃষ্ণা, মাধবী—বৈশাখ মাসে, মুকুলিত—অর্দ্ধফুটন্ত, ভোখিল—ক্ষুধিত॥৬৭॥

রয়নি—রজনী, ভীমভুজঙ্গম—ভীষণসর্পযুক্ত, সরণা—পথ, অবঘিনে—

বিহি-পায়ে করি পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরী করু অভিসার॥
গগন সঘন মহী পঙ্কা।
বিঘিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা॥
দশ দিশ ঘন আন্ধিয়ারা।
চকইতে খলই লখই নাহি পারা॥
সব যোনি পালটী ভুলালি।
আওত মানবী ভাণত লোলি॥
বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহি কুলবধূ পরাভব সহই॥৬৮॥

—

তিরোতা।

করিবর-রাজহংস- গতি-গামিনী
চললিহুঁ সঙ্কেত-গেহা।
অমল তড়িত-দণ্ড, হেম-মঞ্জরী
জিনি অতি সুন্দর দেহা॥
জলধর, তিমির, চামর জিনি কুন্তল,
অলকা ভৃঙ্গ, শৈবালে।
ভাঙ-লতা, ধনু, ভ্রমর, ভুজঙ্গিনী,
জিনি আধ বিধু বর ভালে॥
নলিনী চকোর, সফরী, সব মধুকর
মৃগী, খঞ্জন জিনি আঁখি।
নাসা তিলফুল, গরুড়চঞ্চু জিনি
গিধিনী শ্রবণ বিশেখি॥
কনক-মুকুর, শশী, কমল জিনিয়া মুখ,
জিনি বিম্ব অধর, প্রবালে।
দশন মুকুতা জিনি কুন্দ করগবীজ
জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে॥
বেল, তালযুগ, হেমকলস,গিরি,
কটরি জিনিয়া কুচ সাজা।
বাহু মৃণাল, পাশ, বল্লরী জিনি,
ডমরু, সিংহ জিনি মাঝা॥
লোমলতাবলী, শৈবাল, কজ্জল,
ত্রিবলী তরঙ্গিণীরঙ্গা।
নাভি সরোবর, সরোরুহদল জিনি,
নিতম্ব জিনিয়া গজকুম্ভা॥
উরুযুগ কদলী, করিবরকর জিনি,
স্থল পঙ্কজ পদ পাণি।
নখ দাড়িম-বীজ, ইন্দু রতন জিনি;
পিক জিনি অমিয়া বাণী॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অপরূপ মূরতি;
রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ,
একাদশ অবতারা॥৬৯॥

অবিঘ্নে. করু—করুক, পঙ্কা—পঙ্কিল। বিঘিনি—বিঘ্ন,বিথারিত—বিস্তৃত, খলই স্খলিত হইতে হয়, লখই—লক্ষ্যকরিতে, সব যোনি—পিশাচ সর্পাদি সর্ব্বপ্রাণী। পালটি—ফিরিয়া, ভুলালি—ভুলাইল, ভাণত—ভাণে, লোলি—চপলা॥৬৮॥

তড়িত-দণ্ড—বিদ্যুল্লতা, ভাঙলতা—ভ্রূ-লতা। আধ বিধু—অর্দ্ধচন্দ্র, বর—সুন্দর, বিশেখি—বিশেষী, উৎকৃষ্ট। করগবীজ—দারিম্ববীজ। কটরি—খুরি, বাটী। বল্লরী—লতা, তরঙ্গিণী-রঙ্গ—নদী লহরী, ইন্দুরত্ন--মুক্তা, ইন্দু—চন্দ্র ও রত্ন॥৬৯॥

তিরোতা।

আঁচরে বদন ঝাঁপহ গোরি।
রাজা শুনইছে চান্দকি চোরি॥
ঘরে ঘরে পহরী ছোড়ি গেল যোয়।
অবহি দেখব ধনি নাগরী তোয়॥
হাসি সুধামুখি না কর বিজোরি।
বাণীক ধ্বনি ধনি বোলবি থোরি॥
অধর সমীপ দশন করু জ্যোতি।
সিন্দূর-সমীপ বসায়ল মোতি॥
শুন শুন সুন্দরী হিত উপদেশ।
স্বপনে হোয় জনি বিপদক লেশ॥
চান্দক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক।
ও যে কলঙ্কী তুহু নিষ্কলঙ্ক॥
রাজা শিবসিংহ লছিমোদেবী সঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহুঁ নিশঙ্ক॥৭০॥

—

কেদারা।

নব অনুরাগিণী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়ল পয়াণ।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥
তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানয়ে ভার॥
কর সঞে কঙ্কণ মুদরি।
পন্থহি তেজল সগরি॥
মণিময় মঞ্জরী পায়।
দূরহি তেজ চলি যায়॥
যামিনী ঘন আন্ধিয়ার।
মনমথে হেরি উজিয়ায়॥
বিঘিনি বিথারিত বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছে না হেরি আন॥৭১॥

—

কেদারা।

অবহু রাজপথে পুরজন জাগি।
চাঁদ কিরণ জগমণ্ডলে লাগি॥
রহিতে সোয়াথ নাহি নৌতুন লেহ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ॥
কামিনী কয়ল কতয়ে প্রকার।
পুরুষক বেশে করল অভিসার॥
ধম্মিল্ল লোল ঝুট করি বন্ধ।
পরিহণ বসন আনহি করি ছন্দ॥

ঝাঁপহ—ঢাক, শুনইছে—শুনিয়াছেন, চান্দকি চোরি—চন্দ্রাপহরণ। পহরী—প্রহরী, যোয়—যে, অবহি—এখনি, হাসি—হাসিয়া, বিজোরি—বিদ্যুৎ, বাণীক—কথার, বোলবি—বলিবে॥৭০॥

পন্থ—পথ, পয়ান—প্রস্থান, সঞে—হইতে, কঙ্কণ—বলয়। মুদরি—মুদ্রিত করিয়া, গরসি—সকল, মঞ্জরী—নূপুর, মন্মথে—মদনপ্রভাবে, উজিয়ার—উজ্জ্বল, বিঘিনি—বিঘ্ন, বিথারিত—বিস্তারিত, বাট—পথ, আয়ুধ—অস্ত্র॥৭১॥

সোয়াথ—স্বস্তি. লেহ—প্রেম, কতয়ে—কতই, ধম্মিল্ল—খোঁপা, পরিহণ—পরিধেয়বস্ত্র। অম্বরে

অম্বরে কুচ নাহি সম্বরু গেল।
বাজনযন্ত্র হৃদয় করি নেল॥
ঐছনে মিলিল কুঞ্জক মাঝ।
হেরি না চিহ্নই নাগর রাজ॥
এইতে মাধব পড়লহি ধন্দ॥
পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ॥
বিদ্যাপতি কহ কিয়ে ভেলি।
উপজল কত কত মনমথ কেলি॥৭২॥

বসন্ত-লীলা

বসন্ত।

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবীপন্থ॥
দিনকর-কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেশর কুসুম ধয়ল হেমদণ্ড॥
নৃপ আসন নব পীঠল পাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পড় আশীষ-মন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ।
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ॥
কুন্দ বিল্লি তরু ধয়াল নিশান।
পাটল তূণ অশোকদল বাণ॥
কিংশুক লবঙ্গ-লতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ॥
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিকা-কুল।
শিশিরক সবহুঁ কয়ল নিরমূল।
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নব দলে করু আসন দান॥
নব বৃন্দাবন-রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার॥৭৩॥

মায়ূর।

নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ
নব নব বিকসিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানীল
মাতল নব অলিকুল॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী পুলিন কুঞ্জ নবশোভন
নব নব প্রেম বিভোর॥
নবীন রসাল- মুকুলমধু মাতিয়া
নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত উনমাতই
নবরসে কাননে ধায়॥
নব যুবরাজ, নবীন নব নাগরী
মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি॥৭৪॥

সম্বরু—ঢাকা, ছন্দ—প্রকার, না চিহ্নই—চিনিতে পারিল না, ধন্দ—ধাঁধা॥৭৩॥
কেশর কুসুম—নাগকেশর ফুল। কাঞ্চন-কুসুম—চাঁপা ফুল, রসাল মুকুল—আম্র মুকুল, মৌলি—মুকুট, দ্বিজকুল—পক্ষীকুল; কুন্দ—কুঁদ ফুল, বিল্লি—বেলফুল, পাটল—পারুল, কিংশুক—পলাশ-বৃক্ষ, উধারল—উদ্ধার করিল।৭৩
নওল—নবীন। মাতিয়া—মত্ত হইয়া, উনমাতই—উন্মত্ত করিয়া। মাতি—মত্ত বা মত্ত করে॥৭৪॥

বিহাগড়া।

মধুঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধু মাতি॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ॥
মধুর-যুবতীগণ সঙ্গ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ॥
সুমধুর যন্ত্র রসাল।
মধুর মধুর করতাল॥
মধুর নটন-গতি ভঙ্গ।
মধুর নটিনী নট-রঙ্গ॥
মধুর মধুব রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ॥৭৫॥

কল্যাণ বা বসন্ত।

ঋতুপতি-রতি রসিকবর রাজ।
রসময়-রাস-রভস রস মাঝ॥
রসবতী রমণী রতন ধনী রাই।
রাস রসিক সহ রস অবগাই॥
রঙ্গিণীগণ সব সঙ্গহি নটই।
রণরণি কঙ্কণ কিঙ্কিণী রটই॥
রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত।
রতিরত রাগিণী রমণ বসন্ত॥
রটতি রবাব মহতীক পিনাশ।
রাধারমণ করু মুরলী বিলাস॥
রসময় বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
রূপনারায়ণ ভূপতি জান ৭৬॥

বেলোয়ার।

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি
করে করু তাল প্রবন্ধক ধ্বনিয়া॥
ডগমগ ডম্ফ দ্রিমিকি দ্রিগি মাদল
রুণু রুণু মঞ্জীর বোল।
কিঙ্কিণী রণরণি বলয়া কনয়া মণি
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল॥
বীণ রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল
সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি-সা বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটীতা ঘেনি মৃদঙ্গ গরজনি
চঞ্চল স্বরমণ্ডল করু রাব॥
শ্রমভরে গলিত
মালতী মাল বিথারল মোতি।
সময় বসন্ত রাস রস বর্ণনে
বিদ্যাপতি মতি ক্ষোভিত হোতি॥৭৭

মধু—বসন্ত। পাঁতি—পঙক্তি, শ্রেণী। মধুর রস—শৃঙ্গার রস। নটন—নৃত্য। গতিভঙ্গ—চলিবার সময় অঙ্গের ভঙ্গিমা। নটিনী—নর্ত্তকী। নটিনী-নট-রঙ্গ—নর্ত্তকনর্ত্তকী-রঙ্গ।৭৫।

ঋতুপতি রাতি—বসন্ত রজনী। রাজ—বিরাজ করিতেছেন, শোভা পাইতেছেন। রভস রস—আনন্দ রস। নটই—নৃত্য করিতেছেন। রণরণি—রুণুরুণু। রটই—বাজিতেছে। রহি রহি—থাকিয়া থাকিয়া। রতিরত—শৃঙ্গাররসোদ্দীপক। রমণ—পতি। রসবন্ত—রসপূর্ণ। পিনাশ—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ॥৭৬॥

নটতি—নাচিতেছে। কলাবতী—নৃত্যগীতাদি চৌষট্টি বিদ্যা বিশারদা রমণী। মঞ্জীর—নূপুর। উতরোল

বিভাষ।

রাই জাগ রাই জাগ শুকসারী বলে।
কতনিদ্রা যাও কালমাণিকের কোলে॥
রজনী প্রভাত হইল বলি যে তোমারে।
অরুণ কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
সারী বলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধরে ডাকি অরুণেরে ঢাক॥
শুক বলে শুন সারি আমরা পশুপাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরমকর সাখী
বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাঁই।
অরুণ কিরণ হবে ফিরে ঘরে যাই ॥৭৮॥

—

মান

ললিত।

শুন শুন মাধব নিরদয়-দেহ।
ধিক্ রহুঁ ঐছন তোহারি স্থনেহ॥
কাহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেতবাত।
যামিনী বঞ্চলি আনহি সাথ॥
কপট লেহ করি রাইক পাশ।
আন রমণী সঞে করহ বিলাস॥
কো কহে রসিক-শেখর বর কান।
তুহুঁ সম মুখর জগতে নাহি আন॥
মাণিক ত্যজি কাচে অভিলাষ।
সুধাসিন্ধু ত্যজি ক্ষীরে পিয়াস॥
ক্ষীরসিন্ধু তেজি কূপে বিলাস।
ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাষ॥
বিদ্যাপতি কবি-চম্পতি ভাণ।
রাই না হেরব তোহারি বয়ান ॥৭৯॥

সিন্ধুড়া।

অবনত বয়নী ধরণী নখে লেখি।
যে কহে শ্যামনাম তাহে নাহি পেখি॥
অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ।
আভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ॥
নীরস অরুণ কমলবর বয়নী।
নয়ানক লোরে বহি যাওত ধরণী॥
ঐছন সময়ে আওল বনদেবী।
কহয়ে চলয়ে ধনী ভানুক সেবি॥
অবনত বনয়ী উতর নাহি দেল।
বিদ্যাপতি কহ সো চলি গেল ॥৮০॥

উচ্চশব্দ। রাব—রব। বিথারল—বিস্তারিত হইল। ক্ষোভিতহোতি—দুঃখিত হইতেছে ॥৭৭॥

অরুণ—সূর্য্য। সাখী—সাক্ষী ॥৭৮॥

স্থনেহ—স্নেহ। আনহি—অন্যের। লেহ—স্নেহ। মুখর—মূর্খ। পিয়াস—পিপাসা। ছিয়ে ছিয়ে—ছি ছি। কবি চম্পতি—কবিশ্রেষ্ঠ। বয়ান—মুখ ॥৭৯॥

অবনত বয়নী ইত্যাদি—অবনত মুখী নখ দিয়া মাটিতে লেখে, পেখি—দেখে। অরুণবসন—রক্তবস্ত্র। বিগলিত—আলুলায়িত। নয়ানক লোরে—চক্ষের জলে। ঐছন—ঐরূপ। ভানুক সেবি—সূর্য্যের পূজা করিয়া ॥৮০॥

তিরোতা।

শুন মাধব রাধা স্বাধীন ভেল।
যতনহি কত পরকারে বুঝায়নু
তবু ধনী উতর না দেল॥
তোহারি নাম শুনয়ে যব সুন্দরী
শ্রবণে মুদয়ে দুই পাণি।
তোহারি পিরীতি যো নব নব মানই
সো অব না শুনয়ে বাণী॥
তোহারি কেশ, কুসুম, তৃণ, তাম্বুল,
ধয়লহি রাইক আগে।
কোপে কমলমুখী পালটি না হেরই
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে॥
হেন বুঝি কুলিশ সার তছু অন্তর
কৈছে মিটায়ব মান।
কহ বিদ্যাপতি বচন অব সমুচিত
আপে সিধারহ কান॥৮১॥

—

ধানশী।

এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত।
তুয়া কুচ হেমঘট হার ভুজঙ্গিনী
তাক উপরে ধরি হাত॥
তোঁহে ছাড়ি হাম যদি পরশি করি কোয়
তুয়া হার নাগিনী কাটব মোয়॥
হামারি বচনে যদি নহ পরতীত।
বুঝিয়া করহ শাতি যে হয় উচিত॥
ভুজপাশে বান্ধি জঘন পর তাড়ি।
পয়োধর-পাথর হিয়ে দেহ ভারি॥
উর কারাগারে বান্ধি রাখি দিন রাতি
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি॥৮২॥

—

শ্রীরাগ।

কি লাগি বদন ঝাঁপসি সুন্দরী
হরল চেতন মোর।
পুরুখ বধের ভয় না করহ
এ বড়ি সাহস তোর॥
মানিনি আকুল হৃদয় মোর।
মদল বেদন সহিতে না পারি
শরণ লইনু তোর॥
কিয়ে গিরিবর কনয়া কটোর
তা দেখি লাগয়ে ধন্দ।
হিয়ার উপর শম্ভু পূজিত
বেড়িয়া বালক চন্দ॥
এ করকমলে পরশিতে চাহি
বিহি নহে যদি বামা।
তোহারি চরণে শরণ লইনু
সদয় হইবে রামা॥
চঞ্চল দেখিয়া আকুল হইনু
ব্যাকুল হইল চিত।
কহে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী
কানুর করহ হিত॥৮৩॥

পরকারে—প্রকারে। সো অব—সে এখন। সিধারহ—আপনি সরল থাকিও॥৮১॥

সঞ্জাত—সংযত, তাক—তাহার, কোয়—কাহাকেও, কাটব—দংশন করিবে, পরতীত—প্রতীত, শাতি—শাস্তি, তাড়ি—তাড়না করিয়া॥৮২॥

ঝাঁপসি—আবৃত করিতেছে, বালক-চন্দ—চন্দন রাগ॥৮৩॥

ধানশী।

পীন কঠিন কুচ কনয়া কটোর।
বঙ্কিম নয়নে চিত হরি নিল মোর॥
পরিহর সুন্দরী দারুণ মান।
আকুল ভ্রমরে করাহ মধুপান॥
এ ধনি সুন্দরী করে ধরি তোর।
হঠ না করহ মহত রাখ মোর॥
পুনঃ পুনঃ কত যে বুঝাব বারে বার।
মদন-বেদন হাম সহই না পার॥
ভণহুঁ বিদ্যাপতি তুহুঁ সব জান।
আশা-ভঙ্গ-দুঃখ মরণ সমান॥৮৪॥

ধানশী।

কত কত অনুনয় করু বরনাহ।
ও ধনী মানিনী পালটি না চাহ॥
বহু বিধ বাণী বিলাপয়ে কান।
শুনাইতে শতগুণ বাঢ়য়ে মান॥
গদগদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন না নিকসয়ে চমকিত চিত॥
পরশিতে চরণ সাহস নাহি হোয়।
কর যোড় ঠাড়ি বদন পুন জোয়॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
কি করবি তুহুঁ অব দুর্জ্জয় মান॥৮৫॥

গান্ধার।

ছোড়ল আভরণ মুরলি বিলাস।
পদতলে লুটয়ে সো পীতবাস॥
যাক দরশ বিনে ঝুরয়ে নয়ান।
অব নাহি হেরসি তাক বয়ান॥
সুন্দরি তেজহ দারুণ মান।
সাধয়ে চরণে রসিক বরকান॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সময় বসন্ত॥
ভাগ্যে মিলয়ে হেন প্রেম সঙ্গতি।
ভাগ্যে মিলয়ে এহ সুখময় রাতি॥
আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত।
জনম গোঙায়বি রোই একান্ত॥
বিদ্যাপতি কহে প্রেমক রীত।
যাচিত তেজি ন হোয় সমুচিত॥৮৬॥

শ্রীরাগ।

হরি পরসঙ্গ না কর মঝু আগে।
হাম নহ নায়রী ভয়া, মাধব লাগে॥
যাকর মরমে বৈঠে বর নারী।
তা সঞে পিরীতি দিবস দুই চারি॥
পহিলহি না বুঝল এত সব বোল।
রূপ নেহারি পড়ি গেনু ভোল॥

পীন—স্থূল, কনয়া কটোর—সোণার বাটীর ন্যায়, হঠ—অত্যাচার, অন্যায়। মহত—মান॥৮৪॥

বরনাহ—সুন্দরনাগর, কান—কানাই, নিকসয়ে—নিঃসৃত হয়, ঠাড়ি—থাড়ি, দণ্ডায়মান থাকিয়া। জোয় ঔৎসুক্যের সহিত দেখা॥৮৫॥

যাক—যাহার, নাহি হেরসি—দেখিতেছ না, সাধয়ে চরণে—পায়ে ধরিয়া সাধিতেছে, সঙ্গতি—মিলন; রোই—কাঁদিয়া, তেজি—ত্যাগ করা॥৮৬॥

হরি পরসঙ্গ ইত্যাদি—আমার সম্মুখে কৃষ্ণকথা ম

আন ভাবিতে বিহি আন ফল দেল।
হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল॥
এ সখি এ সখি যব রহু জীব।
হরি দিকে চাহি পানি না হ পীব॥
হাম যদি জানিতু কানুক রীত।
তব কিয়ে তা সঞে বাঁধয়ে চিত॥
হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব বিবাদ।
তবহুঁ ব্যাধক গীত শুনিতে করু সাধ॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
পানি পিয়ে কিয়ে জাতি বিচারি॥৮৭॥

—

গান্ধার।

তোহারি বিরহ বেদনে বাউর
সুন্দর মাধব মোর।
ক্ষণে সচেতন ক্ষণে অচেতন
ক্ষণে নাম ধরে তোর॥
রামা হে তু বড়ি কঠিন দেহ।
গুণ অপগুণ না বুঝি তেজবি
জগত-দুলহ লেহ॥
তোহারি কাহিনী কহিতে জাগল
শুনই দেখই তোয়।
না ঘর বাহিরে ধৈরয না ধরে
পথ নিরখিয়ে রোয়॥

কৃষ্ণকে পাইবার জন্য নাগরী হই নাই, ভয়া—হইয়াছি॥৮৭॥

বাউর—পাগল, তু—তুমি, কঠিন দেহ—কঠিনহৃদয়া, না ঘর বাহিরে—না ঘরে না বাহিরে, রহসি—নির্জ্জনে কাঠমুরতি—কাষ্ঠমূর্ত্তি॥৮৮॥

কত পরবোধি না মানে রহসি
না করে ভোজন-পান।
কাঠ মূরতি ঐছন আছয়ে
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥৮৮

—

কামোদ।

দিবস তিল-আধ রাখবি যৌবন
বহই দিবস সব যাব।
ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি যায়ব
পর-উপকার সে লাভ।
সুন্দরি হরিবধে তুহুঁ ভেলি ভাগী।
রাতি দিবস সোই আন নাহি ভাবই
কাল বিরহ তুয়া লাগি॥
বিরহ-সিন্ধু মাহা ডুবাইতে আছয়ে
তুয়া কুচ-কুম্ভ লখি দেই।
তুহুঁ ধনী গুণবতী, উধার গোকুলপতি
ত্রিভুবন ভরি যশো লেই॥
লাখ লাখ নাগরী যো কানু হেরই
সো শুভ দিন করি মান।
তুয়া-অভিমান লাগি সোই আকুল
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥৮৯॥

—

ভূপালী।

এ ধনি মানিনি কঠিন পরাণি।
এতুহু বিপদে তুহু না কহসি বাণী॥
ঐছন নহ ইহ প্রেমক রীত।
অবকে মিলন হোয় সমুচিত॥

দিবস তিল আধ—দিবসের তিলার্দ্ধ, মাহা—মাঝে, ডুবাইতে আছয়ে—ডুবিতেছে, লখি দেই—দেখিতে দাও॥৮৯

তোহারি বিরহে ষব তেজব পরাণ ।
তব তুহু কাসঞে সাধবি মান ॥
কো কহে কোমল অন্তর তোয় ।
তু সম কঠিন হৃদয় নাহি হোয় ॥
অব যদি না মিলহ মাধব সাথ ।
বিদ্যাপতি তব না কহব বাত ॥৯০

ধানশী ।

সখি হে না বোল বচন আন ।
ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নিনু
যৈছন কুটিল কান ।
কাঠ-কঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড় ।
কনয়া কলস বিখে পূরাইয়া
উপরে দুধক পূর ॥
কানু সে স্থজন হাম দুরজন
তাহার বচনে ষাই ।
হৃদয় মুখেতে এক সমতুল
কোটিকে গুটিক পাই ॥
যে ফুল তেজসি সে ফুলে পূজসি
সে ফুলে ধরসি বাণ ।
কানুর বচন ঐছন চরিত
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥৯১

তিরোতা ।

কাঞ্চন-জ্যোতি কুসুম পরকাশ ।
রতন ফলিবে বলি বাঢ়ায়নু আশ ॥
তাকর মূলে দিনু দুধক ধার ॥
ফলে কিছু না হেরিয়ে ঝনঝনি সার ॥
জাতি গেয়ালিনী হাম মতিহীন ।
কুজনক পিরীতি মরণ অধীন ॥
হাহা বিহি মোরে এত দুখ দেল ।
ভালক লাগি মূল ডুবি গেল ।
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান ।
কুকুরক লাঙ্গুল নহত সমান ॥৯২॥

কামোদ ।

সুন্দর কুলশীল ধনী বর যুবক
কি করব লোচন হীনে ।
কি করব তপ জপ দান ব্রত আদিক
যদি করুণা নাহি দীনে ॥
এ সখি বুঝয়ে কহসি কটুবাণী
ঐছন এক গুণ বহু দোষ নাশই
এক দোষে বহুগুণ হানি ॥
গরল-সহোদর গুরু-পত্নীহর
রাহু-বদন-উগারা ।
বিরহ হুতাশন বারিজি নাশন
শীল গুণে শশী উজিয়ারা ।

এতহুঁ—এত, নহ—নহে, অবকে—এখন, কাসঞে—কাহার সহিত, তু সম—তোমার সমান ॥৯০

আন—অন্যরূপ, কানু সে সুজন ইত্যাদি—কানুই সুজন আমিই দুর্জ্জন, নইলে তার কথা শুনিতে যাইবে কেন ? পরিত্যাগ করে, সেই ফুলেই পূজা করে এবং সেই ফুলেরই বাণ ধারণ করে ।৯২

কাঞ্চন জ্যোতি—স্বুবর্ণবর্ণ, তাকর—তাহার, মূল—আসল ।৯ ॥

গরল সহোদর গুরুপত্নী হর—চন্দ্রকে বুঝাইতেছে, বারিজি—পদ্ম, উজিয়ারা

পরস্থতে অহিত যতন নাহি নিজস্থতে
কাক-উচ্ছিষ্ট রস-পাণি।
সো সব অবগুণ ঢাকল একল পিক
বোলত মধুরিম বাণী॥
কানুক পিরীতি কি কহব এ সখি
সব গুণ মূল অমূলে।
বংশী পরশি শপথি শত শত
তবহি প্রতীত নাহি বোলে॥
পুন পরিরম্ভণ চুম্বন কোরে করি
সঙ্কেত কর বিশোয়াসে।
আন রমণী সঞে সো নিশি বঞ্চল
মোহে করল নিরাশে॥
অনলহু অধিক মো তনু দহই
রতি-চিন দেখি প্রতি অঙ্গে।
বিদ্যাপতি কহ জীউ নিকসব
তবহি না মিল হরি সঙ্গে॥ ৯৩

ললিত।

অরুণ পূরবদিশ বহল সগর নিশ
গগন-মগন ভেল চন্দা।
মুনি গেল কুমুদিনী, তইও তোহর ধনি
মুনল মুখ-অরবিন্দা।

কমল বদন কুবলয় দুই লোচন
অধর মধুরি নিরমাণে।
সকল শরীর কুসুম তুয় সিরজিল
কিঅদঙ্গ হৃদয় পথাণে॥
অশকতি কর কঙ্কণ নহি পরিহসি
হৃদয়হার ভেল ভারে।
গিরি সম গরুঅ মান নহি মুঞ্চসি
অপরুব তুঅ ব্যবহারে॥
অবগুণ পরিহসি হরথি হরু ধনি
মানক অবধি বিহানে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
বিদ্যাপতি কবি ভাণে। ৯৪

বিভাষ।

চরণ-নথর-মণি-রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ল গোকুলচাঁদ॥
ঢরকি ঢরকি পড় লোচনে লোর।
কতরূপে মিনতি কয়ল পহুঁ মোর॥
লাগল কুদিন কয়লু হাম মান।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
রোথ-তিমির এত বৈরী কি জান।
রতনক ভৈ গেল গৈরিক ভাণ॥

—উজ্জ্বল, প্রতীত—প্রত্যয়, পরিরম্ভণ —আলিঙ্গন, বিশোয়াসে—বিশ্বাসে, চিন—চিহ্ন, বিদ্যাপতি কহ ইত্যাদি, —বিদ্যাপতি বলিতেছেন, জীবন বাহির হয় হউক, তথাপি কানুর সঙ্গে মিলিত হইও না। ৯৩

বহল— অতিবাহিত হইল, সগর নিশ—সমস্ত রাত্রি, মুনি—মুদি, তইও—তথাপি, তোহর—তোর। মুনল—মুদিত। মধুরি—মধুর, মাধুরী-যুক্ত। তুয়—তোমার। পথানে—পাষাণে। অশকতি—অশক্ত। পরিহসি—পর। গরুঅ—ভারি। অপরুব —অপরূপ। ৯৪

চরণ-নথর মণিরঞ্জন—পায়ের নথ কাটিবার নরুণ। লাগল কুদিন—কুক্ষণ

নারী জনমে হাম না করিনু ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মানক লাগি॥
বিদ্যাপতি কহ শুন ধনি রাই।
রোখসি কাহে মোহে সমুঝাই॥ ৯৫

তিরোতা বা ধানশী।

হরি বড় গরবী গোপী মাঝে বসই।
ঐছে করবি যৈছে বৈরী না হসই॥
পরিচয় করাব সময় ভাল চাই।
আজু বুঝব হাম তুয়া চতুরাই॥
পহিলহি বৈঠবি শ্যাম করি বাম।
সঙ্কেতে জানায়বি হামারি পরণাম॥
পুছইতে কুশল উলটায়বি পাণি।
বচন না বান্ধবি শুনহ সেয়ানি॥
হরি যদি ফেরি পুছয়ে ধনি তোয়।
ইঙ্গিতে নিবেদন জানায়বি মোয়॥
যব চিতে দেখবি বড় অনুরাগ।
তৈখনে জানায়বি হৃদয়ে জনু লাগ॥
সখীগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী॥
ইহ রস বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥ ৯৬

ধানশী।

শুনইতে ঐছন রাইক বাণী।
নাহ নিকটে সখী কয়লি পয়াণি॥
দূর সঞে সো সখী নাগর হেরি।
তোড়ই কুসুম, নেহারই ফেরি॥
হেরইতে নাগর আওল তহি।
কি করত এ সখি, আওল কাহি॥
হামারি বচন কিছু কর অবধান।
তুহুঁ যদি কহসি সো মানিনী ঠাম॥
শুনি কহে সে সখী নাগর পাশ।
বিদ্যাপতি কহে পুরল আশ॥ ৯৭

কেদারা।

শুন শুন গুণবতি রাধে।
পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে॥
গগনে উদয় কত তারা।
চান্দ আন হি অবতারা॥
আন কি কহব বিশেখি।
লাখ লখিমী চয় লখি না লখি॥
শুনি ধনি মনোহৃদি ঝুর।
তবহি মনহি মনপূর॥
বিদ্যাপতি কহে মিলন ভেল।
শুনইতে ধন্দ সবহি দৈ গেল॥ ৯৮

উপস্থিত হইল। কয়লু—করিনু। রোখ-তিমির—রোষরূপ অন্ধকার। ভাগি—ভাগ্য। মোহে—আমাকে। ৯৫

বান্ধলি—বাঁধিবে। সেয়ানি—সেয়ানা। ৯৬

শুনইতে—শুনিয়া। কয়লি—করিল। পয়াণি—গমন। দূরসঞে—দূর হইতে। তোরই—ছিঁড়িতে লাগিল। ফেরি—ফিরিয়া। তহি—তথায়। কাহি—কেন বা কোথায়। আওল—আসিয়াছ। ৯৭

বিশেখি—বিশেষ করিয়া। লাখ ইত্যাদি—লক্ষ লক্ষ সুন্দরী রমণীকে দেখিয়াও দেখি না। মনহি মনপূর—মনে মনে মিল হইল। ৯৮

মানান্তে মিলন ও প্রেম-বৈচিত্র্য।

সোহিনী।

দূরে গেল মানিনী-মান।
অমিয়া-সরোবরে ডুবল কান॥
মাগয়ে তব পরিরম্ভ।
প্রেম-ভরে সুবদনী তনু জনু স্তম্ভ॥
নাগর মধুরিম ভাষ।
সুন্দরী গদগদ দীর্ঘ নিশ্বাস॥
কোরে আগোরল নাহ।
করই সঙ্কীরণ রস নিরবাহ॥
লহ লহ চুম্বই বয়ান।
সরস বিরস হৃদি, সজল নয়ান॥
সাহসে উরে কর দেল।
মনহি মনোভব তব নাহি ভেল॥
তোড়ল যব নীবি-বন্ধ।
হরি-সুখে তবহি মনোভব মন্দ॥
কব কছু নাহক সুখ।
ভণ বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ॥ ৯৯

ভূপালী।

অপরূপ রাধা-মাধব-সঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনী-মান ভেল ভঙ্গ॥
চুম্বই মাধব রাই-বয়ান॥
হেরই মুখশশী সজল নয়ান॥
সখীগণ আনন্দে নিমগন ভেল।
দুহুঁ জন মন মাহা মনসিজ গেল॥
দুহুঁ জন আকুল দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ দরশনে বিদ্যাপতি ভোর॥ ১০০

ভূপালী।

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল
চাঁদে বেঢ়ল ঘন মালা।
মণিময় কুণ্ডল শ্রবণে দুলিত ভেল
ঘামে তিলক বহি গেলা॥
সুন্দরি তুয়া মুখ মঙ্গলদাতা।
রতি বিপরীত সম- রে যদি রাখবি
কি করব হরি হর ধাতা॥
কিঙ্কিণী কিণি কিণি, কঙ্কণ কণ কণ,
ঘন ঘন নূপুর বাজে।
নিজ মদে মদন পরাভব মানল
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে॥
তলে এক জঘন সঘন রব করইতে
হোয়ল সৈনক ভঙ্গ।
বিদ্যাপতি পতি ও রস গাহক
যামুনে মিলল গঙ্গ তরঙ্গ॥ ১০১

পরিরম্ভ—আলিঙ্গন। আগোরল—আগলাইল। সঙ্কীরণরস—মিশ্রিত রস। নিরবাহ—নির্ব্বাহ। উরে—বক্ষঃস্থলে। মনহি—মনে। মনোভব—কামের উদ্রেক। তোড়ল—খুলিল। নাহক—নাথের। চুম্বই—চুম্বন করিলেন। মাহা—মধ্যে। মনসিজ—মদন। কোর—কোলে। ভোর—অভিভূত। ৯৯—১০০

বহি—বহিয়া। বিদ্যাপতিপতি—শ্রীকৃষ্ণ। গাহক—গায়ক। যামুনে—কৃষ্ণে। গঙ্গ-তরঙ্গ—গঙ্গাতরঙ্গ, রাধা। ১০১

ধানশী।

আকুল অলক বেঢ়ল মুখ শোভা।
রাহু কয়ল শশিমণ্ডল লোভা॥
কুন্তল কুসুম-মাল করু সঙ্গ।
জনু যমুনা মিলু গঙ্গ-তরঙ্গ॥
বড় অপরূপ দুঁহে অচেতন ভেলি।
বিপরীত রতি কামিনী করু কেলি॥
প্রিয়মুখে সুমুখি চুম্বয়ে ওজ।
চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ॥
বদন সোহায়ল শ্রমজলবিন্দু।
মদন মোতি লেই পূজল ইন্দু॥
কুচযুগ-উপর বিলম্বিত হার।
কনককলস পর দুধক ধার॥
কিঙ্কিণী রবয়ে নিতম্বহি সাজ।
মদন-বিজয়ে রণ বাজন বাজ॥
ভণই বিদ্যাপতি রসবতী নারী।
কামকলা জিনি বচন হামারি॥ ১০২

ভূপালী।

মদন-মদালসে শ্যাম বিভোর।
শশিমুখী হাসি হাসি করু কোর॥
নয়ন ঢুলাঢলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ ভাষ॥
রসবতী নারী রসিক বর কান।
হিয়ায় হিয়ায় দোঁহার বয়ানে বয়ান।
দুহুঁ পুন মাতল দুহুঁ শর হান।
বিদ্যাপতি করু সো রস গান॥ ১০৩

সুহই।

শুন শুন মাধব কি কহব আন।
তুলনা দিতে নারি পিরীতি সমান॥
পূরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়।
সুজনক পিরীতি করহুঁ দূর নয়॥
ক্ষিতিতলে লিখি যদি আকাশের তারা।
দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক-ধারা॥
ভণই বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়।
অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায়॥ ১০৪

বরাড়ী।

দুহুঁ রসময় তনু গুণে নাহি ওর।
লাগল দুহুঁক না ভাঙ্গই জোর॥
কেহ নাহি কয়ল কতহুঁ পরকার।
দুহুঁ জন ভেদ করই নাহি পার॥
যো খল সকল মহীতল গেহ।
ক্ষীর নীর সম না হেরনু লেহ॥

শ্রীমতীর কুন্তল ও শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ-স্থিত পুষ্পমাল্য মিলিত হইল। ওজ—আগ্রহ সহকারে। অব্জ—চন্দ্র। রাধা-কৃষ্ণের চুম্বনে কবি বলিতেছেন, চন্দ্র যেন পদ্মকে চুম্বন করিতেছে। সোহায়ল—শোভা করিল। বদন ইত্যাদি—বিন্দু বিন্দু ঘামে বদন শোভিত হইল, বোধ হইল যেন মদন মতি দ্বারা চন্দ্রকে পূজা করিল। ১০২

আন—আর। কবহুঁ—কখনও সিন্ধুক ধারা—সমুদ্রের জল। জুয়ায়—উচিত হয়। ১০৪

ওর—সীমা। যো খল ইত্যাদি—পৃথিবীর লোক যেরূপ শঠ, তাহাতে পবিত্র প্রণয় আর দেখা যায় না।

যব-কোই-বেরি আনলমুখ আনি।
ক্ষীর দণ্ড দেই নিসরিতে পানি॥
তবহুঁ ক্ষীর উমড়ি পড়ু তাপে।
বিরহ-বিয়োগ আগ দেই ঝাঁপে॥
যব কোই পানি আনি তাহে দেল।
বিরহ-বিয়োগ তবহুঁ দূরে গেল॥
ভণহুঁ বিদ্যাপতি এতনি সুরেহ।
রাধা-মাধব ঐছন লেহ॥ ১০৫

——

বিভাষ।

কহ কহ সখি নিকুঞ্জ মন্দিরে
আজ কি হোয়ল ধন্দ।
চপলে ঝাঁপল জনু জলধর
নীল উৎপল চন্দ॥
ফণী মণিবর উগরে নিরখি
শিখিনী আনত গেল।
সুমেরু-উপরে সুর-তরঙ্গিণী
কেবল তরল ভেল॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ করু কলরব
নূপুর অধিক তাহে।
সুকাম নটনে তুরিয়তি কহু
ঐছন সকল শোহে॥
নাকর গোপকে নিজ পরিজনে
ইহ বুঝি অনুমান।
বিদ্যাপতিকৃত কৃপায়ে তাহারি
কো ন জান ইহ গান॥ ১০৬

সুহই।

কি কহব রে সখি কেলি-বিলাস।
বিপরীত-সুরত নায়ক-অভিলাষ।
মানায়ত নায়র দূরে রহু লাজ।
অবিরল কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজ॥
শুনইতে ঐছন লহু লহু ভাষ।
দুহুঁ মুখে হেরইতে উপজল হাস॥
শ্রমজলবিন্দু মুখে সুন্দর জ্যোতি।
কনককমলে যৈছে ফুটি রহু মোতি॥
কুচযুগ কনক-ধরাধর জানি।
ভাঙ্গি পড়ল জনি পহু দিল পাণি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
নহিলে কি বশ কৈছে তোহারি
মুরারি॥ ১০৭

শ্রীরাগ।

অজু মঝু সরম ভরম রহু দূর।
আপন মনোরথ সো পরিপূর॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
সব বিপরীত ভেল আজুক বিলাস॥

কোই-বেরি—কখন। উমারি পড়ু—উথলিয়া পড়ে। সুরেহ—স্নেহ। ১০৫

ধন্দ—বিস্ময়কর ব্যাপার, চপলে—চপলা, বিদ্যুৎ। উৎপল—পদ্ম, যেন জলধরকে চপলা এবং নীল উৎপলকে চন্দ্র ঢাকিল। আনত—অন্যস্থানে। তরলে—চঞ্চল। শোহে—শোভে। ১০৭

মানায়ত—মানাইল, সেই কার্য্য করিতে স্বীকার করাইল। নায়র—নাগর। কুচযুগ ইত্যাদি,—অধোমুখ হওয়াতে যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে-পড়ে হইল প্রভু তাই হাত দিয়া ধরিলেন, কৈছে—করিয়াছ বা করিয়াছে। ১০৭

জলধর উলটী পড়ল মহীমাঝ।
উয়ল চারু ধরাধররাজ॥
মরকত-দরপণ হেরইতে হাম॥
উচ নীচ না বুঝি পড়লু সেই ঠাম॥
পুন অনুমানিয়ে নাগর কান।
তাকর বচনে ভেল সমাধান॥
নিবাসে বাস পুন দেয়ল সোই।
লাজে রহলু হিয়ে আনল গোই॥
সোই রসিকবর কোবে আগোরি॥
আঁচলে শ্রমজল মোছল মোরি॥
মৃদু বীজইতে ঘুমনু হাম।
ভণয়ে বিদ্যাপতি রস অনুপাম॥ ১০৮

ধানশী।

কহ কহ সুন্দরী রজনী-বিলাস।
কৈছে নাহ পূরল তুয়া আশ॥
কতহু যতনে বিধি করি অনুমান।
নাগর নাগরী কয়ল নিরমাণ॥
অখিল ভুবন মাহা দুহু বর নারী।
সুপুরুখ নাহ তোহে মিলল মুরারী॥
পিয়াক পিরীতি হাম কহই না পার।
লাখ বদন বিহি না দিল হামার॥
আপনক গজমোতি হার উতারি।
যতনে পরাওল কণ্ঠে হামারি॥

করে ধরি পিয়া বৈসায়ল নিজ কোর।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপল মোর॥
ফুরল কয়রী বান্ধয়ে অনুপাম।
তাহে বেড়ি দেয়ল চম্পকদাম॥
মধুর মধুর দিঠে হেরই কান।
আনন্দজলে পরিপূরল নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ভাব-তরঙ্গ।
এবে কহি শুন সখি সো পরসঙ্গ॥ ১০৯

ভাটিয়ারি।

সখি হে কি কহব নাহিক ওর।
স্বপন কি পরতেক, কহই না পারিয়ে
কি অতি নিকট কি দূর॥
তড়িত লতাতলে, তিমির সন্তায়ল,
আঁতরে সুরধুনী-ধারা।
তরল তিমির শশী সুর গরাসল
চৌদিকে খসি পড়ু তারা॥
অম্বর খসল, ধরাধর উলটল
ধরণী ডগমগি ডোলে।
খরতর বেগ সমীর সঞ্চরু
চঞ্চরীগণ করু রোলে॥
প্রলয় পয়োধি- জলে জনু ছাপল
ইহ নহ যুগ অবসানে।
কো বিপরীত কথা পতিয়ায়ব
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥ ১১০

সরম—লজ্জা। ভরম—ভ্রম, বা জাক (ভড়ং)। উয়ল—উঠিল। ধরাধররাজ—গিরিরাজ। নিবাসে—গাত্রে; সে পুনরায় গাত্রে কাপড় দিল। গোই—গোপন করিয়া। বীজইতে—বাতাস দিতে। ১০৮

পিয়া—প্রিয়। ফুরল (১) এলায়িত; (২) পুষ্পশোভিত।১০৯

পরতেক—প্রত্যক্ষ। সন্তায়ল—বিরাজ করিতে লাগিল। আঁতরে—অন্তরে। সুর—সূর্য্য। ডোলে—

বিভাষ।

এ সখি এ সখি কি কহব হাম।
পিয়া মোর বিদগধ, বিহি মোহে বাম ॥
কত দুখে আয়ল পিয়া মঝু লাগি।
দারুণ শাশ রহল তহিঁ জাগি ॥
ঘরে ঘোর আন্ধিয়ার কি কহব সখি!
পাশে লাগল পিয়া কিছুই না দেখি ॥
চিত মোর ধস ধস কহিতে না পাই।
এ বড় মনের দুখ রহু চিরথাই ॥
বিদ্যাপতি কহ তুহু অগেয়ানী।
পিয়া হিয়া করি কাহে না ফেরি
বয়ানী ॥ ১১১

সুহই।

এমন পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছিয়া তারে দিয়ে।
গড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া
আলাই-বালাই তার নিয়ে ॥
হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিয়া
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
দরিদ্রে যেমত পাইয়া রতন
থুইতে ঠাঞি না পায় ॥
হিয়ার উপরে শোয়াইয়া মোরে
অবশ হইয়া রয়।
তাহার পিরীতি তোমার এ মতি
কবি বিদ্যাপতি কয় ॥ ১১২

কামোদ।

রাধামাধব রতনহি মন্দিরে
নিবসই শয়নক সুখে।
রসে রসে দারুণ দ্বন্দ্ব উপজায়ল
কান্ত চলল তহি রোখে ॥
নাগর-অঞ্চল করে ধরি নাগরী
হাসি মিনতি করু আধা।
নাগর হৃদয় পাঁচ শর হানল
উরজ দরশি মনবাধা।
দেখ সখি ঝুটক মান।
কারণ কিছুই বুঝই না পারিয়ে
তব কাহে রোখল কান ॥

দোলে। চঞ্চরীগণ—ভ্রমরীগণ। তড়িৎ-লতা—শ্রীমতী। তিমির—শ্রীকৃষ্ণ। সুরধুনীধারা—মুক্তাহার। তরল তিমির—শ্রীকৃষ্ণের মুখ। শশিসূর্য্য—শ্রীমতীর কপোলদ্বয়। তারা—করবীর পুষ্প ও মুক্তা। অম্বর—বস্ত্র, অথবা আকাশ। ধরাধর—স্তন। ধরণী—নিতম্ব। সমীরণ—নিশ্বাসবায়ু। ভ্রমরগণ—নূপুর-কঙ্কণ। প্রলয় সমুদ্রজল—ঘর্ম্মাদি। পতিয়ায়ব—প্রত্যয় করিতে। ১১০

শাশ—শ্বশ্রূ, শাশুড়ী। তহিঁ—তথায়, বা তখন। ধস ধস—ভাব-বিশেষ-ব্যঞ্জক অনুকরণ-শব্দ, যথা—দুরু দুরু। চিরথাই—চিরস্থায়ী। মুখ ফিরিয়া কেন না প্রিয়াকে হৃদয়ে করিলে। ১১১

নিছিয়া—বিদারণ করিয়া। দিয়ে—প্রদান করি। মাথায় কুটা ছোয়াল প্রভৃতি শুভজনক ক্রিয়া পুরাকালে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এ মতি—এইরূপ। ১১২

নিবসই—নিবসতি, বসিয়াছেন। শয়নক—শয্যাতে। রসে রসে—রসা

রোখ সমাপি পুন রহসি পসারল
তারি মধ্যাত পাঁচ-বাণ।
অবসর জানি মানবতী রাধা
বিদ্যাপতি ইহ ভাণ॥ ১১৩

ধানশী।

তুহুঁ যদি মাধব চাহসি লেহ।
মদন সাথী করি খত লিখি দেহ॥
ছোড়বি কেলি-কদম্ব বিলাস।
দূরে করিবি গুরুজন আশ॥
সো বিনু স্বপনে না হেরিব আন।
হামারি বচনে করবি জলপান॥
রজনী-দিবস গুণ গায়বি মোর।
আন যুবতী কোই না করবি কোর॥
ঐছন কবচ ধরব যব হাত।
তবহুঁ তুয়া সঞে মরমক বাত॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বরকান।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ। ১১৪

ভূপালী।

বড়ই চতুর মোর কান।
সাধন বিনহি ভাঙ্গল মঝু মান॥
যোগি-বেশ ধরি আওল আজ।
কো ইহ সমুঝব অপরূপ কাজ॥
শাশ-বচনে হাম ভিখ লেই গেল।
মঝু-মুখ হেরইতে গদগদ ভেল॥
কহে তব মান রতন দেহ মোর।
সমুঝনু তব হাম সুকপট সোয়॥
যো কছু কহল তব কহইতে লাজ।
কোই না জানল নাগররাজ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি রাই।
কিয়ে তুহু সমুঝবি সো চতুরাই॥ ১১৫

বিভাষ।

কি কহব রে সখি আজুক বাত।
মাণিক পড়ল কুবণিক-হাত॥
কাচ কাঞ্চন না জানয়ে মূল।
গুঞ্জা রতন করই সমতুল॥
যো কছু কভু নাহি কলা রস জান।
নীর ক্ষীর দুহু করই সমান॥
তাহা সঙ্গে কাঁহা পিরীতি রসাল।
বানর-কণ্ঠে কি মোতিম মাল॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রসজান।
বানর মুখে কি শোভয়ে পান॥ ১১৬

লাপ করিতে করিতে। রোখে—রোষে। উরজ—স্তন। রোখ ইত্যাদি,—রাগ শেষ হইলে রহস্য আরম্ভ করিল। মধ্যাত—মধ্য হইতে। ১১৩

সো বিনু ইত্যাদি,—আমাভিন্ন অন্য কাহাকে স্বপ্নেও ভাবিবে না। কবচ—খত। ঐরূপ খত যখন হাতে পাইব। ১১৪

বিনহি—বিনা, সা সাধিয়া। কো—কে। সমুঝব—বুঝিবে। গেল—গেলাম। গদগদ—বিহ্বল। সমুঝনু—বুঝিলাম। সোয়—তাহাকে। সেই কপটকে চিনিলাম। সো—সে। ১১৫

আজুকে—আজিকার। কাচ ও কাঞ্চনের মূল্য জানে না। গুঞ্জা—কুঁচ; কুঁচ ও রত্ন একই দরের মনে করে। ১১৬

বিভাষ।

কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
স্বপনে হি শুতলু কুপুরুখ সঙ্গ॥
বড়ি সুপুরুখ বলি আওলু ধাই।
শুতি রহলু মুখে আঁচল ঝাঁপাই॥
কাঁচলি খোলি আলিঙ্গন দেল।
মোহে জাগায়ল তঁহি নিদ গেল॥
হে বিহি হে বিহি বড় দুখ দেল।
সে দুখ রে সখি অবহুঁ না গেল॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস-ধন্দ।
ভেক কি জানে কুসুম-মকরন্দ॥ ১১৭

রামকেলী।

বুঝনু এ সখি কানু গোঙার।
পিতল-কাটারি কামে নাহি আয়ল
উপরহি ঝকমকি সার॥
আঁখি দেখাইতে কোপে ধাস খসল
কাহে গহন দুই বাটে।
চন্দন-ভরমে শিঙলি আলিঙ্গনু
শেল রহলহি কাঁটে॥
পশুক মাঝে যো জনম গোঙায়ল
সো কিয়ে জান রতিরঙ্গ।

শুতি—শুইয়া। রহলু—রহিলাম। নিদ গেল—ঘুম ভাঙ্গিল। ১১৭

কামে নাহি আয়ল—কাজের হইল না। ধাস—গিরি। চন্দন ইত্যাদি,—চন্দন বৃক্ষ মনে করিয়া শিমুলকে আলিঙ্গন করিলাম, কাঁটা শেল সম বাজিয়া রহিল। পুছারে—তাচ্ছিল্য, তুচ্ছ করা, ত্যাগ। ১১৮

মধুযামিনী আজু বিফলে গোঙায়নু
গোপ-গোঙারক সঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
সো থির, নহে গোঙারে।
তুহুঁ গোঙারিণি সহজে আহিরিণী
সো হরি না করু পুছারে॥ ১১৮

পঠমঞ্জরী।

এ সখি কাহে কহসি অনুযোগে।
কানুসে অবহি করবি প্রেমাভাগে॥
কোলে লেয়ব সখি তুহুঁক পিয়া।
হাম চললু, তুহুঁ থির কর হিয়া॥
এত কহি কানু পাশে মিলল সো সখি।
প্রেমক রীত কহল সব দুখী॥
শুনতহি কানু মিলিল ধনি-পাশ।
বিদ্যাপতি কহে অধিক উল্লাস॥ ১১৯

ধানশী।

এ ধনি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আজুক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি শুতিয়াছিনু কুসুমশয়ান।
দোসর মনমথ করে ফুলবাণ॥
নূপুর ঝুনু ঝুনু আওল কান।
কৌতুকে হাস মুনি রহনু নয়ান॥
আওল কানু বৈঠল মঝু পাশ।
পাশ পোড়ি হাম লুকায়নু হাস॥

কানুসে—কানু হইতে। অবহি—এখনই। দুখী—দুঃখ। শুনতহি—শুনিয়া। ১১৯

বরিহামাল—বর্হযুক্ত শিরোমাল্য।

কুন্তল-কুসুম-দাম হরি নেল।
বরিহা-মাল পুনহি মুঝে দেল॥
নাসা মোতিম গীমক হার।
যতনে উতারল কত পরকার॥
কাঞ্চুক ফুগইতে পহু ভেল ভোর।
জাগল মনমথ বান্ধলু চোর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসিক সুজান।
তুহুঁ রসবতী পহু সব রস জান॥ ১২০

ভূপালী।

আছিনু হাম অতি মানিনী হোই।
ভাঙ্গল নাগর নাগরী হোই॥
কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
কানু আওল তঁহি দোতিক সঙ্গ॥
বেণী বনায়ল চাঁচর কেশে।
নাগর-শেখর নাগরী-বেশে॥
পহিরল হার উরজ করি উরে।
চরণহি নেয়ল রতন-নূপুরে॥
পহিলহি চলইতে বামপদ ঘাত।
নাচত রতিপতি ফুলধনু হাত॥
হেরি হাম সচকিত আদর কেল।
অবনত হেরি কোর পর নেল॥

নাসামতিম—নোলক। পরকার—প্রকার। উত্তারল—খুলিয়া লইল। কাঞ্চুক—কাঁচলি। ফুগইতে—খুলিতে। পহু—প্রভু। সুজান—সুজন॥ ১২০

পহিরল—পরিল। উরে—বক্ষঃ-স্থলে। হেরি হাম ইত্যাদি,—মুখ অবনত দেখিয়া চমকিত হইয়া সমাদরে কোলে লইলাম। ১২১

সো তনু সরস পরশ যব ভেল।
মানক গরব রসাতল গেল॥
নাসা পরশি রহল হাম ধন্ধ।
বিদ্যাপতি কহে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব॥ ১২১

তিরোতা।

মন্দিরে আছিনু সহচরী মেলি।
পরসঙ্গে রজনী অধিক ভৈ গলি॥
যব সখি চললহু আপন গেহ।
তব মঝু নিন্দে ভরল সব দেহ॥
শুতি রহলু হাম করি একচিত।
দৈবে বিপাক ভেল বিপরীত॥
না বোল স্বজনি শুন স্বপন সংবাদ।
হসইতে কেহ জনি করে পরিবাদ॥
বিষাদ পড়লু মঝু হৃদয়ক মাঝ।
তুরিতে ঘুচায়নু নীবিক কাচ॥
এ পুরুথ পুন আওল আগে।
কোপে অরুণ আঁখি অধরক রাগে॥
সে ভয়ে চিকুর চীর আনহি গেল।
কপালে কাজর মুখে সিন্দুর ভেল॥
অতয়ে করব কেহ অপযশ গাব।
বিদ্যাপতি কহে কো পতিয়াব॥ ১২১

মেলি—মিলিয়া। পরসঙ্গে—কথায় কথায়। হসইতে ইত্যাদি—তামাসা করিতে গেলে পাছে নিন্দা হয়। নিদে—নিদ্রায়। পরিবাদ—নিন্দা। কাচ—বন্ধন; অতয়ে—অন্তরে। অতয়ে করব কেহ—কে কি মনে করিবে। ১২১

ধানশী।

সখি হে সে সব কহিতে লাজ।
যে করে রসিক-রাজ।
আঙ্গিনা আওল সেহ।
হাম চলিনু গেহ॥
অধরু আচর ওর।
ফুয়ল কবরী মোর॥
চীট নাগর চোর।
পাওল হেম কটোর।
ধরিতে ধায়ল তায়।
তোড়ল নখের ঘায়॥
চকোরে চপল চাঁদ।
পড়ল প্রেমের ফাঁদ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
পূরল দুহুঁক কাম॥ ১২৩

পঠমঞ্জরী।

এ সখি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আর এক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি আছিনু ঘরে হীনপরিধান।
অলখিতে আওল কমলনয়ান॥
এদিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ॥
করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপন না যায়।
মলয়শিখর জনু হিমে না লুকায়॥
ধিক্ যাউক জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী রাই।
চতুরক আগে কিয়ে চতুরাই॥ ১২৪

ধানশী।

শাশ ঘুমাওত কোরে আগোরি।
তহি রতি-চীট পীঠ রহু চোরি॥
কিয়ে হাম আখরে কহলু বুঝাই।
আজুক চাতুরী রহব কি যাই॥
না কর আরতি এ অবুধ নাহ।
অব নাহি হোত বচন নিরবাহ॥
পীঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।
পানিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব॥
কত মুখ মোড়ি অধর রস নেল।
কত নিশবদ করি কুচে কর দেল॥
সমুখে না যায় সঘনে নিশোয়াস।
হাস কিরণ ভেল দশনবিকাশ॥
জাগল শাশ, চল তব কান।
না পূরল আশ বিদ্যাপতি ভাণ॥ ১২৫

আঙ্গিনা—অঙ্গন, উঠান। অধরু—অধরে, আচরওর—অঞ্চলসীমা, অঞ্চল প্রান্ত। চীট—চতুর। পড়ল—পড়িল, ফেলিল। ১২৩

হীনপরিধান—ছোট কাপড়। ঝাঁপিতে—ঢাকিতে, উদাস—অনাবৃত, আলুগা। পাউ—পাই। ১২৪

আগোরি—আগলাইয়া। রতিচীট—রতিচতুর, পীঠ—পৃষ্ঠভাগে, চোরি—গুপ্তভাবে, আখরে—সঙ্কেতে, কহলু—কহিলাম, আরতি—আগ্রহপ্রকাশ, মুখ মোড়ি—মুখ ফিরাইয়া। নিশবদ—নিঃশব্দ। ১২৫

ধানশী।

একলি আছিনু হাম গাঁথইতে হার।
ঘগরি খসল কুচ-চীর হামার॥
তৈখনে হাসি হাসি আওল কান্ত।
কুচ কিয়ে ঝাঁপব, কিয়ে নীবিবন্ধ॥
হাসি বহু বল্লভ আলিঙ্গন দেল।
ধৈরয লাজ রসাতল গেল॥
করে কি বুতায়ব দূরহি দীপ।
লাজে না যায়ল এ কঠিন জীব॥
বিদ্যাপতি কহে মরমক কাজ।
জীবন সোঁপল যাহে তাহে কিয়ে লাজ॥ ১২৬

পঠমঞ্জরী।

কুচযুগ চারু ধরাধর জানি।
হৃদি পৈঠব জনি পহু দিল পাণি॥
ঘামবিন্দু মুখে হেরয়ে নাহ।
চুম্বয়ে হরষ-সরস অবগাহ॥
বুঝই না পারিয়ে পিয়ামুখভাষ।
বদন নেহারিতে উপজয়ে হাস॥
আপন ভাব মোহে অনুভাবি।
না বুঝিয়ে ঐছন কিয়ে সুখ পাবি॥
তাকর বচনে কয়লু সব কাজ।
কি কহব সো অব কহইতে লাজ॥
এ বিপরত বিদ্যাপতি ভাণ।
নাগরী রমইতে ভয় নাহি মান॥ ১২৭

ঘগরি—ঘাগরা। চীর—বসন। বুতায়ব—নিবাইব। ১২৬

জনি—পাছে। পৈঠব—প্রবেশ করিবে, হরষ-সরস—আনন্দসরোবরে। মোহে অনুভাবি—আমাকে দিয়া। না বুঝিয়ে—বুঝিতে পারি না। ১২৭

ধানশী।

জটিলা শাশ ফুকরি তহি বোলত
বহুরি বেরি কাহে থাড়ি।
ললিতা কহত অমঙ্গল শুনলু
সতী পতি-ভয় অবগাঢ়ি॥
শুনি কহে জটিলা ঘটিল কি অকুশল
ঘর সঞে বাহির হোয়।
বহুরিক পাণি ধরি হেরহ
কিয়ে অকুশল কহ মোয়॥
যোগেশ্বর ফেরি বহুরিক পাণি ধরি
কুশল করব বনদেব।
ইহ এক অঙ্ক বঙ্ক বিশঙ্কউ
বনহু পশুপতি সেব॥
পূজনক মন্ত্র তন্ত্র বহু আছয়ে
সো ইহ কিছু নাহি জান।
জটিল কহে আন দেব কাঁহা পাওব
তুহু বীজ ইহ বর দান॥
এত কহি দুহুঁ জন মন্দিরে পরবেশল
দুহুঁ জন ভেল এক ঠাম।
মনমথ মন্ত্র পড়াওল, দুহুঁ জনে
পূরল দুহুঁ জন-মনকাম॥
পুন দুহুঁ জন মন্দির সঞে নিকসল
জটীলা সনে কহে ভাখী।
"যব ইহ গৌরী আরাধনে যাওব
বিধবা জনে ঘর রাখি॥"

ফুকরি—চীৎকার করিয়া, বহুরি—বধু, বেরি—বাহিরে, অবগাঢ়ি—বিহ্বল, ফেরি—ফিরিয়া, এক অঙ্ক—এক রেখা, বঙ্ক—বক্র, বিশঙ্ক—আশঙ্কা করিতেছি,

এত কহি সবহু চলল নিজ মন্দিরে
যোগিচরণে পরণাম।
বিদ্যাপতি কহ নটবর শেখর
সাধি চলল মনকাম॥ ১২৮

ভাবি-বিরহ।

বালা-ধানশী।

মাধব, বিধু-বদনা।
কবহুঁ না জানই বিরহক বেদনা॥
তুহুঁ পরদেশ যাওব শুনি ভই ক্ষীণা।
প্রেম পরতাপে চেতন হরু দীনা॥
কিশলয় তেজি ভূমে শুতলি আয়াসে।
কোকিল-কলরবে উঠয়ে তরাসে॥
লোরহি কুচ-কুঙ্কুম দূর গেল।
কৃশ ভুজ ভূখণ ক্ষিতিতলে মেল।
আনত বয়ানে রাই, হেরই গীম।
ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছীন॥
কহই বিদ্যাপতি সোঙরি চরিত।
সো সব গণইতে ভেলি মুরছিত॥ ১২৯

ধানশী।

করে কর ধরি যো কিছু কহল
বদন বিহসি থোর।
যৈছে হিমকর মৃগ পরিহরি,
কুমুদ কয়ল কোর॥
রামা হে, শপখি করহু তোর।
সোই গুণবতী গুণ গণি গণি
না জানি কি গতি মোর॥
গলিত বসন লোহিত ভূষণ
ফুরল কবরীভার।
আহা উহু করি যে কিছু কহল
তাহা কি বিছুরি পার॥
নিভৃত কেতন হরল চেতন
হৃদয়ে রহল বাধা।
ভণে বিদ্যাপতি ভালে সে উমতি
বিপতি পড়ল রাধা।১৩০

তিরোতা।

কানুমুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।
ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী॥
অনুমতি মাগিতে বর বিধু-বদনী।
হরি হরি শবদে মুরছি পড়ু ধরণী॥
আকুল কত পরবোধই কান।
অব নাহি মাথুর করব পয়াণ॥
ইহ সব শবদ পশিল যব শ্রবণে।
তব বিরহিণী ধনী পাওল চেতনে॥
নিজ করে ধরি দুহু কানুক হাত।
যতনে ধরিল ধনী আপনক মাথ॥

দেব—গুরু, বীজ—বীজমন্ত্র, কহে ভাখী—কথা কহিল। ১২৮

ভই—হইয়াছে, পরতাপে—প্রতাপে হর—হরণ করে, লোরহি—অশ্রুজলে। ভূখণ—ভূষণ, মেল—মিলিত হয়, গীম—গ্রীবা, সোঙরি—স্মরণ করিয়া। ১২৯

বিহসি—হাসিয়া, থোর—অত্যল্প। কয়ল কোর—কোলে করিল। বিছুরি পার—বিস্মৃত হইতে পারি। নিভৃত কেতনে—জনশূন্য কুঞ্জে, উমতি—উন্মত্ত, বিপতি—বিপত্তিতে। ১৩০

ফুকরই—উচ্চৈঃস্বরে। রোয়ত—কাঁদিতে লাগিল; মুরছি—মূর্চ্ছিত হইয়া

বুঝিয়া কহয়ে বর নাগর কান।
হাম নাহি মাথুর করব পয়াণ॥
যব ধনী পাওল ইহ আশোয়াস।
বৈঠলি পুহু তব ছোড়ি নিশোয়াস॥
রাই পরবোধিয়া চলল মুরারি।
বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি॥১৩১

বর্ত্তমান বিরহ বা মাথুর।

শ্রীগান্ধার।

হরি কি মথুরাপুরে গেল।
আজু গোকুল শূন্য ভেল॥
রোদিতি পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥
অব সই যমুনার কুলে।
গোপ গোপী নাহি বুলে॥
হাম সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥
বিদ্যাপতি কহ নীত।
অব রোদন নহে সমুচিত॥১৩২

সুহই।

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়॥
পিয়ার লাগিয়ে হাম কোন দেশে যাব।
রজনী প্রভাত হৈলে কার মুখ চাব॥
বন্ধু যাবে দূরদেশে মরিব আমি শোকে।
সাগরে ত্যজিব প্রাণ নাহি দেখে লোকে॥
নহেত পিয়ায় গলার মালা যে করিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখ গান।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণ॥ ১৩৩

সুহই।

পাসরিতে শরীর হোয় অবসান।
কহিতে না লয় অব বুঝই অবধান॥
কহনে বা পারিয়ে সহনে না যায়।
রচহ সজনি অব কি করি উপায়॥
কোন্ বিহি নিরমিল এই পুন লেহ।
কাহে কুলবতী করি গড়ল মোর দেহ॥
কাম করে ধরিয়ে সে কহয়ে বেভার।
রাখয়ে মন্দিরে এ কুল আচার॥
সহই না পারিয়ে চলই না পারি।
যন ফিরি যৈছে পিঞ্জর মাহা সারী॥
এতহুঁ বিপদে কাহে জীবয়ে দেহ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি বিষম লেহ॥ ১৩৪

ধানশী।

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল॥

ভূতলে পড়িল, মাথ—মাথায়, নিশোয়াস—নিশ্বাস, পুহু—পুনর্ব্বার। ১৩১

ধাবই—ধাইতেছে, বুলে—ভ্রমণ করে, বাধা—যন্ত্রণা, নীত—উপদেশ—বাক্য। ১৩২

সোয়াথ—চিত্তের স্থিরতা, শান্তি। নাহি দেখ—যেন নাহি দেখে। ভরমিব—বেড়াইব। ১৩৩

কহিতে না লয়—বলা উচিত নয়, রচহ—সুস্থির কর। বেভার—বাহার। মাহা—মধ্যে। ১৩৪

গোকুলে উছলল করুণার রোল।
নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিল্লোল॥
শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ, শূন ভেল সগরি॥
কৈছনে যায়ব যমুনা-তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর॥
সহচরী সঞে যাহা কয়ল ফুলধারী।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি।
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপিতে তঁহি রহু কান॥ ১৩৫

—

সুহই।

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখইতে "কালি" ভীত ভরি গেল॥
ভেল পরভাত, পুছই সবহুঁ।
কহ কহ রে সখি কালি কবহুঁ॥
কালি কালি করি তেজিনু আশ।
কান্ত নিতান্ত না মিলল পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
পুররমণীগণ রাখল বারি॥ ১৩৬

—

সিন্ধুড়া।

কত-গুরু-গঞ্জন দুরজন-বোল।
মনে কিছু না গণলু ও রসে ভোল॥
কুলজা-রীতি ছোড়লু যছু লাগি।
সো অব বিছুরল হামারি অভাগি॥
সোঙরি সোঙরি সখি কহবি মুরারী।
সুপুরুখ পরিহরে দোখ বিচারি॥
যো পুন সহচরি হোয় মতিমান্।
করয়ে পিশুন-বচন অবধান॥
নারী অবলা হাম কি বলিব আন।
তুহুঁ রসনানন্দ-গুণক নিধান॥
মধুর বচন কহি কানুকে বুঝাই।
এহি কর দেখি রোখ অবগাই॥
তুহুঁ বর চতুরী হাম কিয়ে জান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রসগান। ১৩৭

—

তিরোতো ধানশী।

হরি গেও মধুপুর, হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন-রজনী॥
নয়নক নিন্দ গেও, বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ, দুঃখ হাম পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি। ১৩৮

উছলল—উচ্ছলিত হইল। রোল—ধ্বনি। সগরি—সকলি। ১৩৫

অবধি—সীমা, প্রত্যাগমনের সীমা। ভীত—ভিত্তি। কালি—পরদিন। বারি—বারণ করিয়া। ১৩৬

ভোল—গদগদ। বিছুরিল—ভুলিল। দোখ—দোষ। রসনানন্দ—বাক্পটু। অবগাই—দূর করিয়া। ১৩৭

কৈছনে—কেমন করিয়া। নিন্দ—নিদ্রা, ঘুম। ১৩৮

গান্ধার।

কি কহবি মোহে নিদান।
কহইতে দহই পরাণ॥
তেজলু গুরুকুল সঙ্গ।
পূরল দুকুল কলঙ্ক॥
বিহি মোরে দারুণ ভেল।
কানু নিঠুর ভৈ গেল॥
হাম অবলা মতি-বামা।
না গণলু পরিণামা॥
কি করব ইহ অনুযোগ।
আপন করমক দোখ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
তুরিতে মিলায়ব কান॥ ১৩৯

তিরোতা।

সখি হে মন্দ প্রেম পরিণামা।
বরকে জীবন কয়ল পরাধীন
নাহি উপকার এক ঠামা॥
ঝাঁপন কূপ লখই না পারনু
আইতে পড়লহুঁ ধাই।
তখনক লঘুগুরু কছু না বিচারনু
অব পাছু তরইতে চাই॥
মধুসম বচন প্রেম সম মানুখ
পহিলহি জানন ন ভেলা।
আপন চতুরপণ পরহাতে সোঁপনু
হৃদিসেঁ গরব দূরে গেলা॥
এতদিনে অ'নু ভাণে হাম আছনু
অব বুঝনু অবগাহি।
আপন শূল হাম আপনি চাঁচনু
দেখি দেয়ব অব কাহি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
চিতে নাহি গুণবি আনে।
প্রেম কারণ জীউ উপেখিতে
জগজন কে নাহি জানে॥ ১৪০

—

তিরোতা।

প্রেমক গুণ কহই সবকোই।
যে প্রেমে কুলবতী কুলটা হোই॥
হাম যদি জানিয়ে পিরীতি দুরন্ত।
তব কিয়ে যায়ব পাপক অন্ত॥
অব সব বিষসম লাগয়ে মোই।
হরি হরি পীরিতি না কর জনি কোই॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
পানি পিয়ে পিছে জাতি বিচারি॥ ১৪১

—

গান্ধার।

সজল নয়ান করি, পিয়া-পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।

তেজলু—ত্যজিলাম, পরিত্যাগ করিলাম। দোখ—দোষ। তুরিতে—ঝটিতে, শীঘ্র। ১৩৯

বরকে—শঠে,—কপটে। বর—বিলাসী, কামুক। এক ঠামা—একটুও। ঝাপ—প্রচ্ছন্ন। মানুখ—মানুষ। আনু—অন্য। ভাণে—ভাবে। অবগাহি—মজিয়া। দোখি—দোষ।১৪০

বিষসম ইত্যাদি—বিষতুল্য বোধ হইতেছে। মোই—আমাকে। জনি—যেন না। ১৪১

বধি বড় দারুণ, তাহে পুন ঐছন
দূরহি কয়ল মুরারি ॥
সজনি ! কিয়ে করব পরকার।
কি মোর করমফলে, পিয়া গেল দেশান্তরে
নিতি নিতি মদন-ঝঙ্কার ॥
নারীর দীর্ঘ নিশ্বাস, পড়ুক তাহার পাশ,
মোর পিয়া যার পাশে বৈসে।
পাখী জাতি যদি হঙ,পিয়া-পাশ উড়ি যাঙ
সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে ॥
আনি দেই মোর পিউ, রাখই আমার জীউ
কো ইহ করুণাবান্।
বিদ্যাপতি কহ ধৈরয ধর চিতে
তুরিতহি মিলব কান ॥ ১৪২

সুহই।

কত দিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি, নখর খোয়াইনু
বিছুরল গোকুল নাম ॥
হরি হরি কাহে কহব এ সংবাদ।
সোঙরি সোঙরি লেহ, ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ,
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ ॥
পূরব পিয়ারী নারী হাম আছনু
অব দরশনহুঁ সন্দেহ।
ভ্রমরী ভ্রমরী ভ্রমি, সবহু কুসুমে রমি,
না তেজই কমলিনী লেহ ॥
আশ নিগড় করি, জীউ কত রাখব,
অবহি যে করত পরাণ।
বিদ্যাপতি কহ, আশাহীন নহ
আওব সো বরকান ॥ ১৪৩

পাহিড়া।

হাম ধনী তাপিনী, মন্দিরে একাকিনী,
দোসর জন নাহি সঙ্গ।
বরিখা পরবেশ পিয়া গেল দূরদেশ
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ ॥
সজনি ! আজু শমন দিন হোয়।
নবজলধর চৌদিকে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকসয়ে মোয় ॥
ঘন ঘন গরজিত শুনি জীউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।
পাপিহা দারুণ পিউ পিউ সোঙরণ
ভ্রমি ভ্রমি দেই তছু কোর ॥
বরিখয়ে পুন পুন আগি দহন জনু
জানলু জীবন অন্ত।
বিদ্যাপতি কহ শুন রমণীবর
মিলব পহুঁ গুণবন্ত ॥ ১৪৪

হয় যুগ চারি—চারি যুগ বলিয়া বোধ হয়। পরকার—উপায়। তুরিতহি—ঝটিতি। ১৪২

বিছুরল ইত্যাদি,—গোকুলের কথা তার বুঝি মনেও নাই। সোঙরি—স্মরণ করিয়া। পিয়ারী—অধিক প্রিয়।

আশনিগড়করি—আশা-বন্ধনে বাঁধিয়া। আশাহীন—নিরাশ। ১৪৩

তাপিনী—মন্দভাগিনী। পরবেশ—প্রারম্ভ। নিকসয়ে—বাহির হয়। জীউ—জীবন। ঘনগরজিত—মেঘ-গর্জ্জন। আগি—অগ্নি, আগুন। দহন—সন্তাপ। জানলু—বুঝিলাম। ১৪৪

জয়জয়ন্তী।

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝাঞ্জা ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী
থির বিজুরি পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥ ১৪৫

ধানশী।

X

যো দিন মাধব পয়াণ করল
উথল সো সব বোল।
শুনিয়া হৃদয়ে করুণা বাঢ়ল
নয়ানে গলতহি লোর॥

বাদর—বাদল, বর্ষা। মাহ—মাস। ভাদর—ভাদ্র। সন্ততি—সতত, সর্ব্বদা। গরজন্তি—গর্জ্জন করিতেছে। বরিখন্তিয়া—বৃষ্টিপাত হইতেছে, পাহুন—প্রবাসী। দাদুরি—ভেক। ছাতিয়া—বুক। পাঁতিয়া—শ্রেণী। গোঙায়বি—কাটাইবি। ১৪৫

উথল ইত্যাদি—সে সব কথা

দিবি করিয়া শপথ করল
নিয়ড় আসিয়া কান।
মঝু কর ধরি শিরে ঠেকায়লু
সো সব ভৈ গেল আন॥
পথ নিরখিতে চিত উচাটন
ফুটল মাধবী লতা।
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরই
গুঞ্জরে ভ্রমর যতা॥
কোন সে নগরে হরল নাগর
নাগরী পাইয়া ভোর।
কহে বিদ্যাপতি শুনলো যুবতী
তোহারি নাগর চোর॥ ১৪৬

শ্রী-গান্ধার।

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জকুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওই রে।
মলয়ানীল হিম- শিখরে সিধায়ল
পিয়া নিজ দেশ না আওইরে॥
চান্দ-চন্দন তনু অধিক উতাপই
উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কান্ত রহুঁ দূরদেশ
জানলু বিহি প্রতিকুল॥
অনিমিখ নয়নে নাহ-মুখ নিরখিতে
তিরপিত না হোয়ে নয়ান।

উঠিল। দিবি—দিব্য। নিয়ড়ে—নিকটে। ঠেকায়লু—ঠেকাইল। যতা—যত। ১৪৬

সিধায়ল—ঢুকিল। উতাপই—উত্তাপ করে। উতরোল—ঝঙ্কা।

এ সুখ সময়ে সহয়ে এত সঙ্কট
অবলা কঠিন-পরাণ ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু,হিমে কমলিনী জনু
না জানি কি ইহ পরিযন্ত।
বিদ্যাপতি কহ ধিক্ ধিক্ জীবন
মাধব নিকরুণ অন্ত ॥ ১৪৭

কড়খা—তিরোতা।

হিম হিমকর-কর তাপে তাপায়লু
ভৈ গেল কাল বসন্ত।
কান্ত কাক মুখে নাহি সংবাদই
কিয়ে করু মদন দুরন্ত ॥
জাননু রে সখি কুদিবস ভেল।
কি ক্ষণে বিহি মোর, বিমুখ ভেল রে
পালটি দিঠি নাহি দেল ॥
এতদিন তনু মোর সাধে সাধায়নু
বুঝনু আপন নিদাম।
অবধিক আশ, ভেল সব কাহিনী
কত সহ পাপ পরাণ ॥
বিদ্যাপতি ভণ মাধব নিকরুণ
কাহে সমুঝায়ব খেদ।
ইহ বড়বানল তাপ অধিক ভেল
দারুণ পিয়াক বিচ্ছেদ ॥ ১৪৮

উপবনে অলি ঝঙ্কার দিতেছে। পরিযন্ত—পরিণাম। নিকরুণ-অন্ত—অতিশয় নির্দ্দয়হৃদয়। ১৪৭

তাপায়লু—উত্তপ্ত করিল। পালটী—ফিরে। দিঠি—দেখা। সাধে সাধায়নু—আশায় আশায় রাখিয়াছি।

তিরোতা-ধানশী।

সজনি কো কহু আওব মাধাই।
বিরহ-পয়োধি পার কিয়ে পায়ব
মঝু মনে নাহি পতিয়াই ॥
এখন তখন করি, দিবস গোঙায়নু,
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি, বরিখ গোঙায়নু,
ছোড়নু জীবনক আশা ॥
বরিখ বরিখ করি, সময় গোঙ
খোয়নু এ তনু আশে ॥
হিম-কর-কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করবি মাধবী মাসে ॥
অঙ্কুর তপন- তাহে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে ॥
ইহ নব যৌবন, বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতি,
অব নাহি হোত নিরাশ।
সো ব্রজ-নন্দন, হৃদয় আনন্দন,
ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ ॥ ১৪৯

নিদান—পরিণাম। অবধিক—বিরহ শেষ হওয়ার। ভেল সব কাহিনী—গল্পে পরিণত হইল। ১৪৮

পতিয়াই—বিশ্বাস হয়, প্রত্যয় হয়। কিয়ে—কিরূপে। বরিখ—বৎসর; হিম-কর-কিরণে—চন্দ্রকিরণে। মাধবী মাসে—বসন্ত কালে। জারব—জর্জ্জরিত হয়। মেহে—মেঘে। অব নাহি ইত্যাদি,—এখনই নিরাশ হইও না। ১৪৯

তিরোতা—ধানশী।

হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ সুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দন-তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরখিব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরখিব
সুরতরু বাঁঝকি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পাওব
বিদ্যাপতি রহু ধন্দে॥ ১৫০

পাহিড়া।

যহুঁক বিরহ ডরে উরে হার না দেলা।
সো অব নদী গিরি-আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি না কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে॥
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দেখি নাহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরয ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥ ১৫১

সুখায়ব—শুকাইব, আগি—আগুন, সুরতরু—কল্পতরু, ঝাঁঝ—বন্ধ্যা।১৫০ যহুঁক—যাঁহার, আঁতর—অন্তর, ভরমে—ভ্রমে, আনদেশে—অন্য দেশে। ১৫১

তিরোতা-ধানশী।

হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করিয়া জনম বহি গেলা॥
আওব করি মোর পিয়া চলি গেলা।
পূরবক যত গুণ বিসরিত ভেলা॥
মনে মোর যত দুঃখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুঃখ নাহি জানে লোকে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন ধনি রাই।
কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই॥ ১৫২

তিরোতা-ধানশী।

নহি দরশ সুখ বিহি কৈলে বাদ।
অঙ্কুরে ভাঙল বিনি অপরাধ॥
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল॥
আন করল চিতে, বিহি কৈল আন।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
এ সখি বহুত কয়ল প্রিয় মাহ।
দরশন না ভেল সুপুরুখ নাহ॥
শুনইতে নিকসই কঠিন পরাণ।
শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।
মরণ-সমাপন প্রেম-বিথারি॥ ১৫৩

দোসর—সঙ্গী, বহি গেলা—চলিয়া গেল। পূরবক—পূর্ব্বের। বিসরিত—বিস্মৃত। সমঝাইতে—বুঝাইতে॥ ১৫২

আন—অন্য মনে। কয়ল—করিলাম। মরণ-সমাপন—মৃত্যু শেষ অবধি। বিথারি—বিস্তার করে। ১৫৩

তিরোতো-ধানশী।

হাম অবলা দুঃখ সহনে না যায়।
বিরহ দারুণ দুজে মদন সহায়॥
কোকিল কলরবে মতি ভেল ভোরা।
কহ জনি সজনি কোন্ গতি মোরা॥
পহিল বয়স মোর না পূরল সাধে।
পরিহরি গেল পিয়া কোন্ অপরাধে॥
ঐছন সখীর করম কিয়ে ভেল।
বিদ্যাপতি কহে হবে পুন মেল॥ ১৫৪

সুহিনী।

কত দিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কত দিনে ঘুচব গুরুয়া দুখভার॥
কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কত দিনে ভ্রমরা কমলে কুরু কেলি॥
কত দিনে পিয়া মোর পুছব বাত্।
কব পয়োধরে দেয়ব হাত॥
কত দিনে করে ধরি বৈঠায়ব কোর।
কত দিনে মনোরথ পূরব মোর॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
ভাগউ তব দুখ, মিলত মুরারি॥ ১৫৫

ধানশী।

কহত কহত সখি বোলত বোলত রে,
হামারি পিয়া কোন্ দেশ রে।
মদন শরানলে এ তনু জর জর
কুশল শুনিতে সন্দেশ রে॥
হামারি নাগর, তথায় বিভোর,
কেমন নাগরী মিলিল রে।
নাগরী পাইয়া, নাগর সুখী ভেল,
হামারি বুকে দিয়া শেল রে॥
শঙ্খ কর চুর, বসন কর দূর,
তোড়ত গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল, কি কাজ শিঙ্গারে,
যমুনা সলিলে সব ডার রে॥
সীঁথার সিন্দুর, মুছিয়া কর দূর
পিয়া বিনু সকলি নৈরাশ রে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতী
দুখ ভেল অবশেষ রে॥ ১৫৬

তিরোতা।

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহুঁ শঙ্কর, হুঁ বরনারী॥
নহি জটা, ইহ বেণী-বিভঙ্গ।
মালতী মাল শিরে, নহ গঙ্গ॥
মোতিম বদ্ধ মৌলি, নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ, সিন্দুর বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ, মৃগমদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে, মণিহার॥

দুজে—দ্বিতীয়। একে দারুণ বিরহ তাহাতে আবার মদন সহায় হইয়াছে। পুছব—জিজ্ঞাসিবে। ভাগউ—দূরে যাউক। ১৫৪—১৫৫

সন্দেশ—সংবাদ। শঙ্খ—শাখা। চুর—চূর্ণ। কি কাজ শিঙ্গারে—বেশ বিন্যাসে আবশ্যকতা কি? ডার—ফেল, বিসর্জ্জন দাও। ১৫৬

নীল পটাম্বর, নহ বাঘ-ছাল।
কেলিক কমল ইহ, না হয় কপাল ॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন ছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ, মলয়জপঙ্ক ॥ ১৫৭

——

ধানশী।

পহিল পিয়া মোর, সুখে মুখ হেরল,
তিল এক না ছোড়ল অঙ্গ।
অপরূপ প্রেম পাশে তনু গাঁথল,
অব তেজল মোর সঙ্গ ॥
সখি! হাম জিয়ব কথি লাগি।
যো বিনু তিল এক, রহই না পারিয়ে
সো ভেল পর অনুরাগী ॥
অঙ্গুলক আঙ্গুটি, সো ভেল বাহুটি,
হার ভেল অতি ভার।
মনমথ বাণহি, অন্তর জর জর,
বিদ্যাপতি দুখ কহই না পার ॥১৫৮

——

গান্ধার।

মনে ছিল না টুটব লেহা।
সুজনক পিরীতি পাষাণক রেহা ॥
তাহে ভেল অতি বিপরীত।
না জানিয়ে ঐছন দৈবগঠিত ॥

এ সখি কহবি বন্ধুরে কর যোড়ি।
কি ফল প্রেমক আঁকুর মোড়ি ॥
যদি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।
হাম সোঁপনু হিয়া নিজ করি জানি॥
বিদ্যাপতি কহে লাগল ধন্দা।
যা কর পিরীতি সো জন অন্ধা ॥ ১৫৯

তুড়ি।

ফুটল কুসুম সকল বন-অনন্ত।
মিলল অব সখি সময় বসন্ত ॥
কোকিলকুল কলরব হি বিথার।
পিয়া পরদেশ, হাম সহই না পার ॥
অব যদি যাই সম্বাদহ কান।
আওব ঐছে হামারি মন মান ॥
ইহ সুখ সময়ে সোহ মঝু নাহ।
কা সঞে বিলসব, কো অব তাহ ॥
তুহ যদি ইহ সুখ কহ তছু ঠাম।
বিদ্যাপতি কহে পূরব কাম ॥ ১৬০

শ্রীরাগ।

সজনি, কানুকে কহবি বুঝাই।
রোপিয়া প্রেমের বীজ অঙ্কুরে মোড়লি
বাঁচব কোন উপাই ॥

কতিহুঁ—কিজন্য। হুঁ—হই। মোতিম-বন্ধ—মুক্তাবাঁধা। মৌলি—ঝুঁটি। কেলিক কমল—লীলা কমল।১৫৭

কথি—কি জন্য। অঙ্গুলক ইত্যাদি—প্রিয়তমের বিরহে এত ক্ষীণ হইয়াছি যে, আঙ্গুলের আংটী আঙ্গুলে না পরিয়া বাউটী র মত হাতে পরিলেও হয়। ১৫৮

না জানিয়ে—জানি নাই। ঐছন—এরূপ। মোড়ি—নষ্ট করিয়া। আঁকুর—অঙ্কুর। যাকর—যাহার।১৫৯

অন্ত—মধ্যে। অবযদি যাই ইত্যাদি—আমার মনে হইতেছে, এই সময় কাহারও নিকট সংবাদ পাইলে কানু নিশ্চয়ই আসিবেন। সংবাদহ—সংবাদ দাও। কা সঞে ইত্যাদি—কাহার সঙ্গে বিলাস করিবে? ১৬০

তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারল
ঐছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল যৈছে খনহি শুখায়লি
ঐছন তুহারি সোহাগে॥
কুলকামিনী ছিনু কুলটা ভৈ গেনু
তাকর বচন লোভাই।
আপন করে হাম মূড় মুড়ায়নু
কানুক প্রেম বাঢ়াই॥
চোর রমণী জনু মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছাপাই।
দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল
সো ফল ভুজইতে চাই॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগ-রীতি
চিন্তা না কর কোই।
আপন করম-দোষে আপহি ভুঞ্জই
যো জন পরবশ হোই॥ ১৬১

পঠমঞ্জরী।

মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব॥
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সহি মন্ত্র দিয়ে কাণে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে॥
না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ
না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরি ডালে॥
সেই ত তমাল-তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া দরশনে॥
পুন যদি চাঁদ-মুখ দেখনে না পাব।
বিরহ-অনল মাহ তনু তেয়াগিব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরয ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ১৬২

পঠমঞ্জরী।

যেখানে সতত রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিহ মোর নাম দুই চারি॥
মোর অঙ্গের আভরণ দিহ পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরণাম॥
নিজগণ গণইতে লিহে মোর নাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি ভেল বাম॥
নিচয় মরিব আমি সে কানু উদেশে।
অবসর জানি কিছু মাগিও সন্দেশে॥

পসারল—ভাসিয়া বেড়ায়। তেল যেরূপ জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়, তোমার স্নেহও সেইরূপ। শুখায়লি—শুখায়। লোভাই—লোভে। চোর-রমণী ইত্যাদি—চোর যেন চেঁচাইয়া কাঁদিতে পায় না, আমিও সেইরূপ মনে মনে কাঁদি। শলভ—পতঙ্গ। ধায়ল—ধাবমান হয়। ১৬১

নিচয়—নিশ্চয়। মঝু—আমার। সহি—সখী। অবিরত ইত্যাদি—সেই কৃষ্ণবর্ণ তমাল বৃক্ষে আমার তনু যেন সর্ব্বদা থাকে। কবহুঁ—কখনও। অনলমাহ—অগ্নিমধ্যে। ১৬২

পরণাম—প্রণাম। লিহে—লয়। অরুণ দুলহ—অরুণকান্তিবিশিষ্ট। বিদগধ—সুরসিক। পহুঁ—প্রভু। ১৬৩

দিনে একবার পহুঁ লিহ মোর নাম।
অরুণ-তুলহ করে দিহে জল দান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
ধৈরয ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥ ১৬৩

ধানশী।

কি কহব মাধব কি করব কাজে।
পেখনু কলাবতী প্রিয় সখি মাঝে॥
আছইতে আছল কাঞ্চন পুতুলা।
ভুবনে অনুপাম রূপ গুণে কুশলা॥
এবে ভেল বিপরীত ঝামর দেহা।
দিবসে মলিন জনু চাঁদকি রেহা॥
বাম করে কপোল লুলিত কেশ-ভার।
কর-নখে লিখু মহী আঁখি জলধার॥
বিদ্যাপতি ভণ শুন বর কান।
রাজা শিবসিংহ ইথে পরমাণ॥ ১৬৪

বালা-ধানশী।

শুন শুন মাধব পড়ল অকাজ।
বিরহিণী রোদিতি মন্দির মাঝ॥
অচেতন সুন্দরী না মিলয়ে দিঠি।
কনকপুতলি যৈছে অবনীয়ে লোটি॥
কো জানে কৈছন তোহারি পিরীতি।
বাঢ়ই দারুণ প্রেম বধহ যুবতী॥
কহ বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপুরুখ না ছোড়ই রসবতী নারী॥ ১৬৫

ঝামর-দেহা—মলিন অঙ্গ। দিবসে ইত্যাদি—দিবাভাগে শশিলেখা যেন বিবর্ণ হইয়াছে। দিঠি—চক্ষু, লোটি—লুটায়, বাঢ়ই—বাড়ইয়া। ১৬৪—১৬৫

বালা-ধানশী।

মাধবি সো অব সুন্দরী বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝরু নীঝর
জনু ঘন সাওন মালা॥
পুণমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর
সো ভেল অব শশি-রেহা।
কলেবর কমল- কাঁতি জিনি কামিনী
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা॥
উপবন হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ।
পদ-অঙ্গুলি দেই ক্ষিতি পর লিখই
পাণি কপোল অবলম্ব॥
ঐছন হেরি তুরিতে হাম আয়নু
অব তুহুঁ করহ বিচার।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
বুঝনু কুলিশক সার॥ ১৬৬

সিন্ধুড়া।

কুসুমিত কানন হেরি কমলমুখী
মুদি রহয়ে দুনয়ান।
কোকিল কলরব মধুকর ধ্বনি শুনি
কর দেই ঝাঁপল কাণ॥

অবিরত ইত্যাদি,—তাহার নয়নে ঝরণার জলের ন্যায় অনবরত বারিধারা বহিতেছে, পুণমিক ইত্যাদি,—পূর্ণচন্দ্র-বিনিন্দিত সুন্দর আনন এক্ষণে ক্ষীণ শশিকলার ন্যায় মলিন ভাব ধারণ করিয়াছে, কুলিশক সার—বজ্রের সার ভাগের ন্যায় কঠিন। ১৬৬

মাধব ! শুন শুন বচন হামারি।
তুয়া গুণে সুন্দরী অতি ভেল দুবরি
গুণি গুণি প্রেম তোহারি ॥
ধরণী ধরিয়া ধনি কত বেরি বৈঠত
পুন তহি উঠই না পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি
নয়নে গলয়ে জলধারা ॥
তোহারি বিরহে দীন ক্ষণে ক্ষণে তনু ক্ষীণ
চৌদশী চাঁদ সমান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি
লাছিমা দেবী পরমাণ ॥ ১৬৭

বরাড়ী।

লোচন লোরে তটিনী নিরমাণ।
তহি কমল-মুখী করত সিনান ॥
বেরি এক মাধব তুয়া রাই জীবই।
যব তুয়া রূপ নয়ন ভরি পিবই ॥
ফুয়ল কবরী উলটি উরে পড়ই।
জনু কনয়াগিরি চামর চরই ॥
তুয়া গুণ গণইতে নিন্দা না হোয়।
অবনত আননে ধনী কত রোয় ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর কান।
বুঝনু তুয়া হিয়া দারুণ পাষাণ ॥ ১৬৮

মল্লার।

মলিন চিকুর তনু চীরে ॥
করতলে নয়াল নয়ন ঝরু নীরে ॥
শুন মাধব কি বোলব তোয়।
তুয়া গুণে লুবুধি মুগুধি ভেল সোয় ॥
কোই কমল-দলে করই বাতাস।
কোই চতুর ধনী হেরই নিশ্বাস ॥
কোই কহে আয়ল হরি।
শুনিয়া চেতন ভেল নাম তোহারি ॥
উরে দোলে শ্যামল বেণী।
কমলিনী করে জনু কাল সাপিনী ॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
বিরহিণী বেদন সখী সমুঝাওয়ে ॥ ১৬৯

——

মল্লার।

নদী বহে নয়নক নীরে।
মুরছি পড়ল তছু তীরে ॥
মাধব তোহারি করুণা অতি বঙ্কা ॥
তোহে নাহি তিরিবধ-শঙ্কা ॥
তৈখনে থিন ভেল শাসা।
কোই নলিনী দলে করয়ে বাতাসা ॥
চৌদশী চান্দ সমান।
তুয়া বিনু শূন ভেল প্রাণ ॥

ঝাঁপল—ঢাকিল, দুবরি—দুর্ব্বল। চৌদশী—চতুর্দ্দশী। ১৬৭

লোচন ইত্যাদি,—চক্ষের জলে নদী বহিল, তহি—তাহাতেই, করত সিনান—স্নান করিল, অবনত ইত্যাদি—আনত বদনে ধনী তোমার জন্য কত কাঁদে, বুঝনু ইত্যাদি,—বুঝিলাম তোমার হৃদয় বড়ই কঠিন। ১৬৮

সোয়—সো, সে। লুবুধি—লুব্ধ, মুগুধি—মুগ্ধ, উরে ইত্যাদি,—কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম বক্ষোপরি দুলিতেছে। ১৬৯

তছু—তাহার, বঙ্ক,—বাঁকা, তিরিবধশঙ্কা—স্ত্রীহত্যার আশঙ্কা, তৈখনে ইত্যাদি—তখন নিশ্বাস ক্ষীণ হইল।

কোই রহ রাই উপেখি।
কোই শির ধুনি ধুনি দেখি॥
কোই সখী পরিখই শ্বাস।
হাম ধায়লু তুয়া পাশ॥
পালটি চলহ নিজহ গেহ।
মনে গুণি পূরহ সিনেহ॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণ।
মনে জানি বুঝহ সেয়ান॥ ১৭০

কানড়া-কামোদ।

অনুখণ মাধব রাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই॥
মাধব অপরূপ তোহারি সুলেহ।
আপন বিরহে আপন তনু জর জর
জীবইতে ভেল সন্দেহ॥
ভোরহি সহচরি কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পাণি।
অনুখণ রাধা রাধা রটতহি
আধ আধ কহু বাণী॥

শূন—শূন্য, ধুনি ধুনি—লাড়িয়া চাড়িয়া, পরিখই—পরীক্ষা করে, সিনেহ—স্নেহ। ১৭০

অনুখণ—সদা সর্ব্বদা, লুবধাই—লুব্ধ হইয়াছে, ভোরহি—বিহ্বল হইয়া, কাতর দিঠি হেরি—করুণ দৃষ্টিতে দেখিতেছে, দুহু দিশ—দুই দিকে, ঐছন ইত্যাদি,—সুধামুখীও প্রিয়তমাকে দেখিয়া অবধি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৭১

রাধা সঙ্গে যব পুন তহি মাধব
মাধব সঙ্গে যব রাধা।
দারুণ প্রেম, তরহি নাহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা॥
দুহু দিশ দারুণ- দহনে যৈছে দগধই
আকুল কীট পরাণ।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখী
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥১৭১

মায়ূর।

মাধব! অবলা পেখনু মতিহীনা।
সারঙ্গ শবদে মদন অতি কোপিত
তাই দিনে দিনে ভেল ক্ষীণা॥
রহত বিদেশ সন্দেশ না পাঠায়সি
কৈছে জীবয়ে ব্রজবালা।
সোহেন সুন্দরী রূপে গুণে আগরি
জারল বিরহ-বিখ জ্বালা॥
উরু বিনু শেজ পরশ নাহি পারই
সোই লুঠত মহীঠামে।
পুণমিক চাঁদ টুটি পড়ল জনু
ঝামর চম্পকদামে॥
সোহি অবধি দিন বহু আশোয়াসলু
তৈঁ ধনী রাখত পরাণে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি নিকরুণ মাধব
শুনইতে হরল গেয়ানে॥ ১৭২

সারঙ্গ—ভ্রমর, আগরি—প্রধান, উর বিনু শেজ—বক্ষঃস্থল বিনা অন্য শয্যা, শেজ—শয্যা, মহীঠামে—ভূতলে, টুটি পড়ল—খসিয়া পড়িয়াছে, হরল গেয়ানে—জ্ঞান হরণ করিয়াছে। ১৭২

গুর্জ্জরী ।

মাধব যাইঞা পেখহ বালা ।
আজিহুঁ কালি পরাণ পরিতেজব
কত সহ বিরহক জ্বালা ॥
শীতল সলিল কমল-দল শেজ হি
লেপহুঁ চন্দনপঙ্কা ।
সো সব যতহুঁ আনল-সম হোয়ল
দশ গুণ দহই মৃগঙ্কা ॥
শকতি গেল ধনী উঠই ধরণী ধরি
ক্ষেপহি নিশি নিশি জাগি ।
চমকি চমকি ধনি বোলত শিব শিব
জগত ভরল তছু আগি ॥
প্রিয়ে উপচার বুঝই না পারই
কবি বিদ্যাপতি ভাণে ।
কেবল দশমী দশা বিধি সিরজিল
অবহু করহ অবধানে ॥ ১৭৩

ধানশী ।

মাধব কত পরবোধব রাধা ।
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি
অব জীউ করব সমাধা ॥
ধরণী ধরিয়া ধনী যতনহি বৈঠত
পুনহি উঠই নাহি পারা ।
সহজহি বিরহিণী জগমাহা-তাপিনী
বৈরী মদন-শরধারা ॥
অরুণ নয়ান লোরে তিতল কলেবর
বিলোলিত দীঘলকেশা ।
মন্দির বাহিরে করইতে সংশয়
সহচরী গণত হি শেষা ॥
কি কহব খেদ ভেদ জনু অন্তর
ঘন ঘন উতপত শ্বাস ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি সেই কলাবতী
জীবন-বন্ধন আশ পাশ ॥ ১৭৪

x ধানশী ।

মাধব হেরিয়া আইনু রাই ।
বিরহ-বিপতি না দেই সমতি
রহল বদন চাই ॥
মরকত-স্থলী শুতলি আছলি
বিরহে সে ক্ষীণ দেহা ।
নিকষ-পাষাণে যেন পাঁচ বাণে
কষিল কনক রেহা ॥
বয়ান-মণ্ডল লোটায় ভূতল
তাহে সে অধিক সোহে ।
রাহু ভয়ে শশী ভূমে পড়ু খসি
ঐছে উপজল মোহে ॥

পরিতেজব—পরিত্যাগ করিবে, কমল দল শেল—কমলদলতুল্য কোমল শয্যা, লেপহুঁ—প্রলেপ, মৃগঙ্কা—চন্দ্র, ক্ষেপহি—যাপন করে, উপচার—চিকিৎসা, দশমী দশা—শেষাবস্থা, মৃত্যুর দশা । ১৭৩

পরবোধ—প্রবোধ দিব, বুঝাইব । বেরি বেরি—বারম্বার । জগমাহা—পৃথিবীভিতরে । দীঘল—লম্বা । বিলোলিত—আলুলায়িত । ভেদ জনু ইত্যাদি,—যেন মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া উষ্ণ শ্বাস ঘন ঘন বহিতেছে । জীবন ইত্যাদি—আশা-বন্ধনেই যেন জীবন বাঁধিয়া আছে । ১৭৪

বিরহ বেদন কি তোরে কহব
শুনহ নিঠুর কান ॥
ভণে বিদ্যাপতি সে যে কুলবতী
জীবনসংশয় জান ॥ ১৭৫

সুহই।

মাধব পেখনু সো ধনি রাই
চিত পুতলি জনু এক দিঠে চাই ॥
বেঢ়ল সকল সখী চৌপাশা।
অতি ক্ষীণ শ্বাস বহত তছু নাসা ॥
অতি ক্ষীণ তনু জনু কাঞ্চনরেহা।
হেরইতে কোই না ধর নিজ দেহা ॥
কঙ্কণ বলয়া গলিত দুই হাত।
ফুয়ল কবরী না সংবরি মাথ ॥
চেতন মুরছন বুঝই না পারি।
অনুক্ষণ ঘোর বিরহজ্বর জারি ॥
বিদ্যাপতি কহে নিরদয় দেহ।
তেজল অব জগজন অনুলেহ ॥ ১৭৬

মল্লার।

হিমকর পেখি, আনত করু আনন
রহত করুণা-পথ হেরি।
নয়ন-কাজর দেই লিখই বিধুন্তুদ
তা সঞে কহত হি টেরি ॥
মাধব কঠিনহৃদয় পরবাসী।
তোহারি বিলাসিনী পেখনু বিরহিণী
অবহু পালটি গৃহে যাসি ॥
দখিণ পবন বহে কৈছে যুবতী সহে
তাহে দুঃখ দেই অনঙ্গ।
গেলহুঁ পরাণ আশা দেই রাখই
দশ নখে লিখই ভুজঙ্গ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি
বিরহক ইহ উপচারি।
পরভৃতক ডর পায়স লেই কর
বায়স নিয়ড়ে ফুকারি ॥ ১৭৭

মল্লার।

সখীগণ কন্দরে থোই কলেবর
ঘরসঞে বাহির হোয়।
বিনা অবলম্বনে উঠই না পারই
অত এ নিবেদলু তোয় ॥
মাধব কত পরবোধব তোই।
দেহ দীপতি গেল হার ভার ভেল
জনম গোঙায়লি রোই ॥

বিপতি—বিপত্তি। মরকতস্থলী—মরকত-মণ্ডিত শিবির বা হরিৎ ক্ষেত্র। নিকষ পাষাণে—কষ্টি পাথরে। উপজল—বোধ হইল। ১৭৫

চিত পুতলি—চিত্রিত পুতুল। গলিত—খসিয়া পড়িয়াছে। ফুয়ল ইত্যাদি,—আলুলায়িত কেশপাশ মাথায় আটকান যায় না। জারি—জর্জ্জরিত করে। অনুলেহ—স্নেহ ॥ ১৭৬

রহত ইত্যাদি,—কাতরা হইয়া পথপানে চেয়ে থাকে। বিধুন্তুদ – রাহু। টেরি— কুপিতভাবে। গেলহুঁ—গত প্রায়। পরভৃতক—কোকিল। নিয়ড়ে—নিকটে। ১৭৭

কন্দরে—স্কন্ধে। সখিগণের স্কন্ধে দেহভার অর্পণ করিয়া ঘর হইতে বাহির হয়। ঘর সঞে—গৃহ হইতে। দীপিত

অঙ্গুরী বলয়া ভেল কামে পিন্ধাওল
দারুণ তুয়া নব লেহা।
সখীগণ সাহসে ছোই না পারই
তন্তক দোসর দেহা॥
নবমী দশা গেলি দেখি আয়লু চলি
কালি রজনী-অবসানে॥
আজুক এতক্ষণ গেল সকল দিন
ভাল মন্দ বিহিপয়ে জানে॥
কেলি কল্পতরু সুপুরুখ অবতরু
বিদ্যাপতি কবি ভাণে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণে॥ ১৭৮

ফুয়ল কবরী না বান্ধে সংবরি
ধনী অবশ এতা।
রুখলি ভুখলি দুখলি দেখলি
সখিনী-সঙ্গ-সমেতা॥
তুসসি তুসসি পড়ু খসি খসি
আলি আলিঙ্গন চাহে।
যাকর বেয়াধি পরাধীন ঔখধি
তা কর জীবন কাহে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি করিয়ে শপথি
আর অপরূপ কথা।
ভাবিতে ভাবিতে তোহারি চরিতে
ভরম হৈল যথা॥ ১৭৯

তুড়ী।

মাধব ও নব-নাগরী বালা।
তুহু বিছুরলি বিহিক ডারলি
ভেলি নিমালিক মালা॥
সে যে সোহাগিনী দেখে দিনা গণি
পন্থ নেহারই তোরা।
নিচল লোচন না শুনে বচন
ঢরি ঢরি পড়ু লোরা॥
তোহারি মুরলী সে দিক ছাড়লি
ঝমরু ঝামরু দেহা।
জনু সে সোণারে কোথিক পাথরে
তেজল কনক-রেহা॥

পাহাড়ী।

বর রামা হে সো কিয়ে বিছুরণ যায়।
করে ধরি মাথুর অনুমতি মাগিতে
ততহি পড়ল মুরছায়॥
কিছু গদ গদ স্বরে লহু লহু আখরে
যো কছু কহল বররামা।
কঠিন শরীর মোর তেঁই চলু আওলু
চিত রহল-সোই ঠামা॥
তা বিনে রাতি দিবস নাহি ভাওই
তাহে রহল মন লাগি।

কান্তি, পিন্ধাওল—পরাইল। তন্তক-দোসর—তাঁতের ন্যায়। বিহিপয়ে—কেবলমাত্র বিধাতাই। ১৭৮

ঝামরু—শুষ্ক। সোণারে—স্বর্ণকারে। রুখলি—রুক্ষ। ভুখলি—কৃশা। দুখলি—দুঃখিতা। যাকর ইত্যাদি—যাহার ব্যাধির ঔষধ অন্যের অধীন। ১৭৯

ডারলি—অর্পণ করিলে। নিমালিক—নির্ম্মাল্যের। গণি—অনুভব করি।

বিছুরণ—বিস্মরণ। ততহি ইত্যাদি—তখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। লহু লহু আখরে—লঘু লঘু স্বরে। সোই

আন রমণী সঞে রাজ সম্পদময়ে
আছিয়ে যৈছে বৈরাগী ॥
দুই এক দিবসে নিচয়ে হাম যায়ব
তুহুঁ পরবোধবি তাই ।
বিদ্যাপতি কহ চিত রহল তাহ
প্রেমে মিলায়ব যাই ॥ ১৮০

সুহই ।

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান ।
নহি রসিকবর বিদগধ জান ॥
কাহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ ।
অবহুঁ মিলব সোই সুপুরুখ আপ ॥
উদভট প্রেমে করসি অনুরাগ ।
নিতি নিতি ঐছন হিয়া মাহা জাগ ॥
বিদ্যাপতি কহ বান্ধব থেহ ।
সুপুরুখ কবহুঁ না তেজয়ে নেহ ॥ ১৮১

ভাবসম্মিলন ও পুনর্ম্মিলন ।

ধানশী ।

যব হরি আয়ব গোকুল পুর ।
ঘরে ঘরে নগরে বাজাবে জয়তুর ॥
আলিপন দেওব মোতিম হার ।
মঙ্গল কলস করব কুচভার ॥
সহকার পল্লব চুচুক দেবি ।
মাধব সেবি মনোরথ নেবি ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে ।
লোচন-নীরে করব অভিষেকে ॥
আলিঙ্গন দেয়ব পিয়া কর আগে ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে ॥ ১৮২

ধানশী ।

পিয়া যব আয়ব এ মঝু গেহে ।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে ॥
কনয়া কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি ।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি ॥
বেদী বানাব হাম আপন অঙ্গমে ।
ঝাড়ু করব হাতে চিকুর বিছানে ॥
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব ।
আম্রপল্লব তাহে কিঙ্কণী সুঝম্প ॥
দিশি দিশি আওব কামিনী ঠাঠ ।
চৌদিকে পসারব চাঁদ কি হাট ।
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ ।
দুয় এক পলকে মিলব তুয়া পাশ ॥ ১৮৩

বালা-ধানশী ।

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া ।
পালটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া ॥
আবেশে আচর পিয়া ধরবে ।
যাওব হাম যতন তহুঁ করবে ॥

ঠামা—সেই স্থানে। ভাওই—শোভা পায়। তুহুঁ ইত্যাদি—তুমি তাহাকে প্রবোধ দিও। ১৮০

বিদগধ—সুপণ্ডিত। উদ্‌ভট—উৎকট। ঐছন ইত্যাদি,—হৃদয়মধ্যে ঐরূপ ভাবাবেশ হয়। বান্ধব থেহ—ধৈর্য্য ধর। থেহ—স্থিরতা। ১৮১

জয়তুর—জয়সূচক তূর্য্যধ্বনি। আলিপন—আলপনা। দেবি—দিব। ভাগে—অদৃষ্টে। ১৮২

মঝু—আমার। ঝাড়ু—চামর। বিছানে—বিস্তারে। ঠাঠ—শ্রেণী। কামিনী ঠাঠ—কামিনীবৃন্দ। ১৮৩

রভস মাগব পিয়া যবহি।
মুখ বিহসি নহি বোল তবহি॥
কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া।
করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
সো পহু সুপুরুখ ভ্রমরা।
চিবুক ধরি অধর মধু পিয়ব হামারা॥
তৈখনে হরব মো চেতনে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া জীবনে॥ ১৮৪

সুহই।

হামক মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সে চান্দবয়ান॥
নহি নহি বোলব যব হাম নারী।
অধিক পিরীতি তব করব মুরারি॥
করে ধরি হামক বৈঠয়াব কোর।
চিরদিনে হৃদয় জুড়ায়ব মোর॥
করব আলিঙ্গন দুর করি মান।
ও রসে পূরব হাম মুদব নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
তোহারি পিরীতক যাঙ বলিহারি॥ ১৮৫

ধানশী।

আওল গোকুলে নন্দকুমার।
আনন্দ কোই কহই জনি পার॥

কি কহব রে সখি রজনীক কাজ।
স্বপনহি হেরনু নাগর-রাজ॥
আজু শুভনিশি কি পোহায়নু হাম।
প্রাণ পিয়ারে করনু পরণাম॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর নারি।
ধৈরয ধর তোহে মিলব মুরারি॥ ১৮৬

গন্ধার-শ্রীরাগ।

আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয়া করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব সো ন যবহুঁ মোহে পরিহোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা

রসিয়া—রসিক। তঁহু—সে। কাঁচুয়া—কাচুলি। হঠিয়া—সরিয়া। করে কর বারব—হস্ত দ্বারা নিবারণ করিব। আধদিঠিয়া—আড়নয়নে চাহিয়া মো—আমার। ধনি—ধন্য। ১০৪

দিঠি ভরি—নয়ন ভরিয়া। কোর—কোলে। যাঙ—যাই। ১৮৫

পেখনু—হেরিলাম। নিরদন্দা—সুপ্রসন্ন। আজু মঝু ইত্যাদি,—আজ আমার গৃহকে গৃহ বলিয়া মনে করিলাম। টুটল ইত্যাদি,—সমস্ত সন্দেহ দুর হইল। সোই—সেই। লাখ ডাকউ—লক্ষ ডাক ডাকুক। অব ইত্যাদি—এক্ষণে, সে যতক্ষণ আমাকে ছাড়িয়া

বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা। ১৮৭

—

ধানশী।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুঃখ-দেল।
পিয়া-মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর-দেশে না পাঠাই॥
শীতের ওঢ়নী পিয়া, গিরিষীর বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুঃখ দিবস দুই চারি॥ ১৮৮

—

ধানশী।

দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল।
হরি-মুখ হেরইতে সব দূরে গেল॥
যতহুঁ আছিল মম হৃদয়ক সাধ।
সো সব পূরল পিয়া পরসাদ॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
পিয়া অঙ্গ পরশে কত সুখ দেল॥
চিরদিনে বহি আজু পূরল আশ।
হেরইতে নয়ানে নাহি অবকাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি আর নাহি আধি॥
সমুচিত ঔখদে না হরে বেয়াধি॥ ১৮৯

—

ভূপালী।

চিরদিনে সো বিহি ভেলি অনুকূল॥
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ সে আকুল॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু॥
দুহুঁ তনু কাঁপই বদনক বচনে।
কিঙ্কিণী রোল করত পুনঃ সদনে॥
বিদ্যাপতি অব কি কহিব আর॥
যৈছে প্রেম দুহুঁ তৈছে বিহার॥ ১৯০

—

ভূপালী।

দোঁহার দুলহ দুহুঁ দরশন ভেল।
বিরহ জনিত দুখ সব দূরে গেল॥
করে ধরি বৈসায়ল বিচিত্র আসনে।
রময়ে রতন শ্যাম রমণী রতনে॥
বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ।
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ॥
নয়ানে নয়ানে দোঁহার বয়ানে বয়ানে।
দুহুঁ গুণে দুহুঁ গুণ দুহুঁ জনে গান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি নাগর ভোর।
ত্রিভুবনবিজয়ী নাগরী চোর॥ ১৯১

না যায়। তবহুঁ—ততক্ষণ। পরিহোয়ত—ত্যাগ করে, পরিহার করে। ১৮৭

ওর—সীমা। ওঢ়নী—চাদর। বা—বাতাস। দরিয়া—নদী। না—নৌকা॥ ১৮৮

পরসাদ—অনুগ্রহে। আধি—মনোদুঃখ। ঔখদে—ঔষধে। ১৮৯

অনুকূল—সদয়। যৈছে—যেরূপ। ১৯০

দুলহ—দুর্লভ। মধুপ—ভ্রমর। ১৯১

ভূপালী।

হাতক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি॥
তুহুঁ কৈছে মাধব কহবি মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোঁহা হোয়॥ ১৯২

ধানশী।

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহে নাহি পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥

দরপণ—দর্পণ। মৃগমদ—কস্তূরী। সরবস—সর্ব্বস্ব। কৈছে—কিরূপ। ১৯২

বাখানিতে—বর্ণনা করিতে গেলে। তিলে তিলে ইত্যাদি—প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন হয়। তিরপিত—তৃপ্ত। রভসে—আনন্দে। কাহে—কাহাকেও। না পেখ—হেরিলাম না॥ ১৯৩

আত্মনিবেদন।

ধানশী।

যতনে যতেক ধন পাপে বাঁটায়নু
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছই
করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বন্দো তুয়া পদ নায়।
তুয়া পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়॥
যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু
যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত ত্যজি কিয়ে হলাহল পীয়নু
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভনহু বিদ্যাপতি সেহ মনে গুণি
কহিলে কি বাঢ়ব কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই
হেরইতে তুয়া পদ লাজে॥ ১৯৪

ধানশী।

তাতল সৈকতে বারি-বিন্দু সম
সুত-মিত রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব, হাম পরিণাম-নিরাশা।
তুহুঁ জগত তারণ দীন-দয়াময়
অতএব তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়নু
জরা শিশু কত দিন গেলা।

বাঁটায়নু—ভাগ করিলাম। বেরি—কাল। পয়োনিধি—সমুদ্র। ময়—মধ্যে। মেলি—মিলিত হইয়াছি। সাঁঝক বেরি—অন্তিম দশায়। ১৯৪

নিধুবনে রমণী রস রঙ্গে মাতনু
তোহে ভজব কোন্ বেলা ॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগরী লহরী সমানা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয়ে
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কহায়সি,
অবতারণ ভার তোহারা ॥ ১৯৫

বরাড়ী।

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়া জানি ছোড়বি মোয় ॥
গণইতে দোষ গুণ লেশ না পাওবি,
যব্ তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়লি,
জগ বাহির নহি মুঞি ছার ॥
কিয়ে মানুষ পশু, পাখী যে জনমিলে,
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম-বিপাকে, গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ পল্লব, করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ১৯৬

তাতল—উত্তপ্ত, সৈকতে—বালুকা-পূর্ণ ভূমিতে, সুত—পুত্র, মিত—মিত্র, রমণীসমাজ—নারীগণ, বিসরি—বিস্মৃত হইয়া, গোঙায়নু—নিদ্রায় কাটাইলাম। দয়া জানি ইত্যাদি—দয়া করিয়া আমাকে নিষ্কৃতি দাও। ছার—অধম। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে, তিল এক ইত্যাদি—তিল মাত্র স্থান বা সময় দাও ॥ ১৯৫।১৯৬

শ্রীরাধার রূপ।

ধানশী।

মাধব, কি কহব সুন্দরী রূপে।
কত না যতনে বিধি আনি মিলায়ল
দেখলু নয়ান স্বরূপে ॥
পল্লব রাজ চরণযুগ শোভিত
গতি গজরাজক ভানে।
কনক কদলীকর সিংহ সমাহল
তা পর মেরু সমানে ॥
মেরু উপরে দুই কমল ফুলায়ল
নাল বিনা রুচি পায়।
মনিময় হার ধার বহু সুরসরি
তেঞি নাহি কমল শুকায় ॥
অধর বিম্বসনে দশন দাড়িম্ববীজু
রবি শশী উভয় পাশ।
রাহু দূরে রহু নিকটে না আওয়ে
তেঁই না করয়ে গরাস ॥
সারঙ্গ বচন জানু সারঙ্গ নয়ন
সারঙ্গ তসু সমধানে।
সারঙ্গ উপরে জনু দউ সারঙ্গ
কেলি করই মধুপানে ॥
ভণতি বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
এহন জগৎ নহি আনে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমাদেবী পরমাণে ॥ ১৯৭

স্বরূপে—প্রত্যক্ষে, ভানে—সদৃশ, সমাহল—স্থাপন করিল। ফুলায়ল—ফুটাইয়াছে। নালবিনা—নালবিশিষ্ট না হইয়াও। সুরসরি—গঙ্গা। বীজু—বীজ, গরাস—গ্রাস, সারঙ্গ—চাতক। তসু—তাহার, দউ—দুই, এহন—এমন, আনে—অন্য। ১৯৭

চণ্ডীদাস

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

তুড়ী।

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরি
চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী
ততহি উদয় ভেল ॥
সই জনমিয়া দেখি নাই হেন নারী।
ভঙ্গিম রঙ্গিম ঘন যে চাহনী
গলে যে মতিম হারি।
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাওয়ে
ঝঙ্কার করয়ে যাই।
অঙ্গের বসন ঘুচায় কখন
কখন ঝাঁপয়ে তাই ॥
মনের সহিতে মরম কৌতুকে
সখীর কান্দেতে বাহু।
হাসির চাহনি দেখাল কামিনী
পারাণ হারানু তহু ॥
চলন-ভঙ্গী অতি সুরঙ্গী
চাপটিলে জীবন মোর।
অঙ্গুলির আগে চাঁদ যে ঝলকে
পড়িছে উছলি জোর ॥
চাহে যাহা পানে বধয়ে পরাণে
দারুণ চাহনি তার।
হিয়ার ভিতরে পাঁজর কাটিয়ে
বিঁধিলে বাণ যে মোর॥
জর জর হিয়া রহিল পড়িয়া
চেতন নহিল মোর।
চণ্ডীদাসে কয় ব্যাধি সমাধি নয়
দেখিয়া হইনু ভোর ॥

তুড়ী।

পথে জড়াজড়ি দেখনু নাগরী
সখীর সহিত যায়।
সকল অঙ্গ মদন-তরঙ্গ
হসিত বদনে চায় ॥
সই, কেমন মোহিনী সেহ।
যদি সহায় পাই এমতি হয়
তা সহ করি যে লেহ ॥
ললিত আকার মুকুতা হার
শোভিত দেখিনু ভাল।
যেন তারাগণ উদিত গগন
চাঁদেরে বেড়িয়া জাল ॥
কুচ যে মণ্ডলি কনক কটোরি
বনালে কেমন ধাতা।
হাসির রাশি মনে মনে খুসি
দান করে যদি দাতা ॥
চণ্ডীদাস কহে যদি দান নহে
কি জানি মাগি বা তায়।
যে ধন মাগয়ে তাহা না পাইয়ে
অপযশ রহি যায় ॥ ২

তুড়ী।

বেলি অসকালে দেখিনু ভালে
পথেতে যাইতে সে।
জুড়াল কেবল নয়ন যুগল
চিনিতে নারিনু কে॥
সই, রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা বদন-শোভা
পাসরিতে নারি তারে॥
বাম অঙ্গুলিতে মুকুর সহিতে
কনক-কটোরি হাতে।
সীতায় সিন্দূর নয়ানে কাজর
মুকুতা শোভে নথে।
নীল সাড়ী মোহন কবরী
উছলিছে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে সঁাপিনু চরণে
দাস করি মনে আশ॥
কুচযুগ গিরি কনক-কটোরি
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায় চমকিয়ে চায়
ঘন না চাহে লোকলাজে॥
কিবা সে ভঙ্গিমা নাহিক উপমা
চলন মন্থর গতি।
কোন ভাগ্যবানে পাঞাছে কি দানে
ভজিয়া সে উমাপতি॥
চণ্ডীদাসে কয় মুরতি এ নয়
বধিতে রসিক জনে।
অমিয়া ছানিয়া যতন করিয়া
গড়িল সে অনুমানে॥ ৩

——

তুড়ী।

তড়িত বরণী হরিণ-নয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা বা দিঞা অমিয়া ছানিয়া
পড়িল কোন বা রাজে॥
সই কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে পশি গেল চিতে
বড়ই রসের কূপ॥
সোণার কোটারি কুচযুগ গিরি
কনকমন্দির লাগে।
তাহার উপরে চূড়াটী বনালে
সে আর অধিক ভাগে॥
কে এমন কারিগর বনাইলে ঘর
দেখিতে নারিনু তারে।
দেখিতে পাইতুঁ শিরোপা করিতুঁ
এমতি মন যে করে॥
হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
দেখিতে পাইনু সে।
ঐছন মন্দিরে শয়ন করে যে
সে মেনে নাগর কে॥
হিয়ার মালা যৌবনের ডালা
পসারী পসারল যেন।
চাকুতে কাটিয়া চাক যে করিয়া
তাহাতে বসাইল হেন॥
অধর-সুধা পড়িছে ক্ষুধা
দশন মুকুতা শশী।
মোর মনে হয় এমতি করয়
তাহাতে যাইয়া পশি॥

চণ্ডীদাসে কয় ও কথা কি হয়
মরম কহিলে বটে।
আর কার কাছে কহ যদি পাছে
তবে যে কুৎসা রটে॥ ৪

শ্রীগান্ধার।

বদন সুন্দর যেন শশধর
উদিত গগনে হয়।
ছটার ঝলকে পরাণ চমকে
তিমিরে লাগয়ে ভয়॥
নয়ান-চাহনি বিভঙ্গী সে যনি
তিখিণী তিখিণী শর।
দেখিয়া অন্তর উপজিল ডর
মদন পাইল ডর॥
সই, কে বলে কুচযুগ বেল।
সোণার গুলি শোভয়ে ভালি
যুবক বধিতে শেল॥
আজানু লম্বিত করিবর শুণ্ডিত
কনক ভুজ যে সাজে।
হেরিয়া মদন গেল সে সদন
মুখ না তুলিল লাজে॥
মাঝা ডম্বুর সিংহিনী আকার
নিতম্ব বিমানচাক।
চরণ-কমলয়ে ভ্রমরা বুলয়ে
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক॥
অঙ্গুলির মাঝে যাবক সাজে
মিহির শোভিত জম্বু।
চণ্ডীদাসে কয় কি জানি কি হয়
লখিতে নারিনু তনু॥ ৫

শ্রীগান্ধার।

একে যে সুন্দরী কনক-পুতলী
খঞ্জন-লোচন তার।
বদন কমলে ভ্রমরা বুলয়ে
তিমির কেশের ধার।
সই, নবীন বালিকা সেহ।
দেব উপজিল দেখিতে না পাইল
সুমতি না দিল সেহ॥
নজরে নজরে পরাণে পরাণে
ধৈরয উঠাল যে।
সঙ্গে কেহ নাই শুনহ ভাই
কাহারে শুধাবে কে॥
দন্তটি যে দাড়িম্ব বীজে
ওষ্ঠ বিম্বক শোভা।
দেখিয়া জুলুফে মদন কুলুফে
মন যে হইল লোভা॥
গলায় মাল শোভিছে ভাল
তাম্বুল বদনে তার।
চর্ব্বিত-চর্ব্বণে পড়িছে বদনে
শোভিত পিন্ধন ধার॥
চণ্ডীদাস বলে গিয়াছিল জলে
আইল পরাণ ঘরে।
রাজার ঝিয়ারি সুন্দরী নারী
তুমি কি করিবে তারে॥ ৬

তুড়ী।

চম্পকবরণী বয়সে তরুণী
হাসিতে অমিয়াধারা।
সুচিত্র বেণী দুলিছে যনি
কপিলা-চামর পারা॥

সখি, যাইতে দেখিনু ঘাটে।
জগত-মোহিনী, হরিণ-নয়নী
ভানুর ঝিয়ারি বটে॥
হিয়া জর জর খসিল পাঁজর
এমতি করিল বটে।
চঞ্চল কামিনী বঙ্কিম চাহনি
বিঁধিল পরাণ তটে॥
না পাই সমাধি কি হইল বেয়াধি
মরম কহিব কারে।
চণ্ডীদাসে কয় ব্যাধি সমাধি হয়
পাইবে যবে তারে॥ ৭

ধানশী।

সজনি ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা-গৌরী নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুনহে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন কৈরাছে আসন
আলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ মূলে হেম-হার দোলে
সুমেরুশিখর জানি॥
সিনিয়া উঠিতে নিতম্বতটীতে
পড়েছে চিকুররাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার কলঙ্ক চাঁদার
শরণ লইল আসি॥
কিবা সে ভুরুগুলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশিকলা।
সাঁজেতে উদয় সুধু সুধাময়
দেখিয়া হইনু ভোলা॥
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গারি নিঙ্গারি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নাহে থির
মনমথ-জ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
শুনহে নাগর চন্দা।
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা॥ ৮

তুড়ী।

থির বিজুরি বদন গৌরী
পেখনু ঘাটের কুলে।
কানাড়া ছাঁদে কবরী বান্ধে
নবমল্লিকার মালে॥
সই, মরম কহিনু তোরে।
আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া
আকুল করিল মোরে॥
ফুলের গেড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে
সঘনে দেখায়ে পাশ।
উচু কুচযুগ বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ-কমলে মল্ল-তাড়ল
সুন্দর যাবকরেখা।
কহে চণ্ডীদাসে হৃদয়-উল্লাসে
পুন কি হইবে দেখা॥ ৯

কামোদ।

সখীগণ সঙ্গে, যায় কত রঙ্গে,
যমুনা সিনান করি।
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাবয়ে
ঝঙ্কার করয়ে ফিরি॥
নানা আভরণ মণির কিরণ
সহজে মলিন লাগে।
নবীন কিশোরী বরণ বিজুরী
সদাই মনেতে জাগে॥
সই, সে সব রমণী কে।
চকিতে হেরিয়া জ্বলত এ হিয়া
ধরিতে নারি এ দে॥
পুন না হেরিলে না রহে জীবন
তোমারে কহিনু দড়।
কহে চণ্ডীদাস পূরাহ লালস
নাগর আতুর বড়॥ ১০

তুড়ী।

কাঞ্চন-বরণী কে বটে সে ধনী
ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে চপলা চমকে
নীল শাড়ী শোভে গায়॥
দেখিতে বদন মোহিত মদন
নাসাতে দুলিছে দুল।
সুবিশাল আঁখি মানস ভাবিয়া
ছুটিছে মরালকুল॥
আঁখি তারা দুটি বিরলে বসিয়া
সৃজন করেছে বিধি।
নীল পদ্ম ভাবি লুবধা ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি॥
কিবা দন্তভাঁতি মুকুরতার পাতি
জিনিয়া কুন্দক কুঁড়ি।
সীঁথায় সিন্দুর জিনিয়া অরুণ
কানে কর্ণফালা চেঁড়ি॥
শ্রীফল-যুগল জিনি কুচযুগ
পাতালা কাঁচলি তাহে।
তাহার উপর মণিময় হার
উপমা কহিব কাহে॥
কেশরী জিনি কৃশ মাঝাখানি
মুঠে করি যায় ধরা।
গজকুম্ভ জিনি নিতম্ব-বলনি
উরু করি-কর পারা॥
চরুণ-যুগল জিনিয়া কমল
আলতা রঞ্জিত তায়।
মঞ্জু মন তাহে, কাহে না ভুলব
মদন মুরছা পায়॥
কাহার নন্দিনী কাহার রমণী
গোকুলে এমন কে।
কোন্ পুণ্যফলে বল বল সখা
সে রামা পাইল সে॥
চণ্ডীদাস বলে ভেব না ভেব না
ওহে শ্যাম গুণমণি।
তুমি সে তাহার সরবস ধন
তোমারি আছে সে ধনী॥ ১১

আশাবরী।

রমণীর মণি পেখনু আপনি
ভূষণ সহিত গায়।
দেখিতে দেখিতে বিজুরি ঝলকে
ধৈরযে ধৈরয যায়॥

সই, চাহনি মোহনী থোর।
মরমে বান্ধিনু হেরিয়া ভুলিনু
রূপের নাহিক ওর॥
বসন খসয়ে অঙ্গুলি চাপয়ে
কর করছে থুইয়া।
দেখিয়া লোভয়ে মদন ক্ষোভয়ে
কেমনে ধরিবে হিয়া॥
বদন-ছাঁদ কামের ফাঁদ
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে।
কেশের আগ চুম্বয়ে টাগ
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥
জলের কান্ধারে কেশের আন্ধারে
সপিনী লাগয়ে মোর।
কেমনে কামিনী আছয়ে আপনি
এমন সাপিনী থোয়॥
দশন-কাঁতি মুকুতা-পাতি
হাস উগারয়ে শশী।
পরাণ পুতুলি হইনু পাগলি
মরমে রহিল পশি॥
শূন যে হিয়া রহিল পড়িয়া
বস্তু রহল তায়।
চণ্ডীদাসে কয় পুন দেখা হয়
তবে সে পরাণ রয়॥ ১২

তুড়ী।

কনক-বরণ কিয়ে দরপণ
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত চাঁদ শোভিত
সিন্দূরে অরুণ আর।

সই, কিবা সে মধুর হাসি।
হিয়ার ভিতর পাঁজর কাটিয়া
মরমে রহল পশি॥
গলার উপর মণিময় হার
গগনমণ্ডল হেরু।
কুচযুগ গিরি কনক-গাগরী
উলটি পড়ল মেরু॥
গুরু সে উরুতে লম্বিত কেশ
হেরি সে সুন্দর ভার॥
বহিয়া দুকুল বরণের ফুল
জলদ শোভিত ধার॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
হেরিলে নখের কোণে।
জনম সফলে যমুনার কূলে
মিলায়ল কোন জনে॥ ১৩

সুহই।

হেদেলো সুন্দরী প্রেমের আগরি
শুনহ নাগর কথা:
নিকুঞ্জে আসিয়া তোহারি লাগিয়া
কান্দিয়া আকুল তথা॥
রাই রাই করি ফুকুরি ফুকুরি
পড়ল ভূমির তলে।
ধরি মোর করে কহয়ে কাতরে
কেমনে সে ধনি মিলে॥
রাই, অতএ আইনু আমি।
কানুর পিরীতি যতেক আরতি
যাইলে জানিবা তুমি॥

প্রেম অমিয়া বাঢ়াও উহারে
তাহারে কে করে বাধা।
চণ্ডীদাসে বলে রাখি কুল শীল
পূরাহ মনের সাধা॥ ১৪

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ।

কামোদ।

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম-পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী-ধরম কৈসে রয়॥
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল-নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥ ১৫

তিরোতা।

হাম সে অবলা হৃদয় অখলা
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখালে আনি॥
হরি হরি এমন কেন বা হলো।
বিষম বাড়বা অনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল॥
বয়েসে কিশোর রূপ মনোহর
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন যুগল করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ॥
নিজ পরিজন সে নহে আপন
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি॥
চাহি ছাড়াইতে ছাড়া নহে চিতে
এখন করিব কি॥
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম-নবরসে
ঠেকিলা রাজার ঝি॥ ১৬

কামোদ।

জলদবরণ কানু দলিত অঞ্জন জনু
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর, পিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়॥
সখি, দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে।
ভালে সে নাগরী হয়েছে পাগলী
সকল লোকেতে বলে॥
কিবা সে চাহনি ভুবন-ভুলনী
দোলনি গলে বনমাল।
মধুর লোভে ভ্রমর বুলে
বেড়িয়া তহি রসাল॥

দুইটী মোহন নয়নের বাণ
দেখিতে পারাণে হানে।
পশিয়া মরমে ঘুচায় ধরমে
পরাণ সহিতে টানে॥
চণ্ডীদাসে কয় ভুবনে না হয়
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল সে জন ভুলিল
কি তার কুল-বিচার॥ ১৭

কামোদ।

বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়াত কোটী কাম
বদন জিতল কোটি শশী।
ভাঙ ধনুভঙ্গী ঠাম, নয়ানকোণে পূরে বাণ
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি॥
সই, এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সেই মুরতি, সতী ছাড়ে নিজপতি
তেয়াগিয়ে লাজ ভয় মান॥
এ বড় কাড়িগরে কুঁদিলে তাহারে
প্রতি অঙ্গে মদনের শরে।
যুবতী-ধরম ধৈর্য্য ভুজঙ্গম
দমন করিবার তরে॥
অতি সুশোভিত বক্ষ বিস্তারিত
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে মালা বিরাজিত
কি দিব উপমা তার॥
নাভির উপরে লোম-লতাবলী
সাপিনী আকার শোভা॥
ভুরুর বলনী কামধনু জিনি
ইন্দ্রধনুকের আভা॥
চরণ-নখরে বিধু বিরাজিত
মণির মঞ্জির তায়।
চণ্ডীদাস-হিয়া সে রূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায়॥ ১৮

ধানশী।

শ্যামের বদনের ছটার কিবা ছবি।
কোটি মদন জনু, জিনিয়া শ্যামের তনু,
উদইছে যেন শশী রবি॥
সই, কিবা সে শ্যামের রূপ,
নয়ন জুড়ায় চেঞা।
হেন মনে লয়, যদি লোক ভয় নয়,
কোলে করি যেয়ে ধেঞা॥
তরুণ মুরলী করিল পাগলী
রহিতে নারিনু ঘরে।
সবারে বলিয়া বিদায় লইলাম,
কি করিবে দোসর পরে॥
ধরম করম দূরে তেয়াগিনু
মনেতে লাগিল সে।
চণ্ডীদাস ভণে আপনার মনে
বুঝিয়া করিবে যে॥ ১৯

কামোদ।

সুধা ছানিয়া কেবা, ও সুধা ঢেলেছে গো,
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা, খঞ্জন আনিল রে,
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা॥
সে থেহা নিঙ্গারি কেবা, মুখ বনাইল রে
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড।

বিম্বফল জিনি কেবা, ওষ্ঠ গড়ল রে,
ভুজ জিনিয়া করি-শুণ্ড ॥
কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে,
কোকিল জিনিয়া সুস্বর ।
আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর ॥ ।
বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইল রে
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা ।
দাম-কুসুম কেবা, সুষমা করেছে রে,
এমতি তনুর দেখি আভা ॥
আদলি উপরে কেবা, কদলি রোপল রে
ঐছন দেখি উরুযুগ ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা, দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ ॥ ১০

কামোদ ।

সজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে ।
ব্রজকুল-নন্দন হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা তরুমূলে ॥
গোকুল-নগর মাঝে,আর কত নারী আছে
তাহে কেন না পড়িল বাধা ।
নিরমল কুলখানি, যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে 'রাধা রাধা' ॥
মল্লিকা-চম্পক দামে চূড়ার চালনী বামে
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে ।
আশেপাশে ধেয়েধেয়ে, সুন্দরসৌরভপেয়ে
অলি উড়ে পরে লাখে লাখে ॥
সে কিরে চূড়ার ঠাম, কেবল যেমন কাম
নানা ছাঁদে বাঁধে পাকমোড়া ।
শিরবেড়ল বৈলানজালে,নবগুঞ্জামণিমালে
চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া ॥
পায়েরউপরে থুয়ে পা, কদম্বে হেলায়ে গা,
গলে শোভে মালতীর মালা ।
বড়ু চণ্ডীদাস কয়, না হইল পরিচয়,
রসের নাগর বড় কালা ॥ ২১

সখী-সংবাদ ।

ধানশী ।

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার
তিলে আসে যায় ।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায় ॥
রাই এমন কেন বা হলো ।
গুরু-দুরজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কি দেব পাইল ॥
সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে ।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসিয়ে পরে ॥
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূ বালা ।
কিবা অভিলাসে বাড়য় লালসে
না বুঝি তাহার ছলা ॥
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইল চাঁদে ।
চণ্ডীদাস ভণে করি অনুমানে
ঠেকেছি কালিয়া ফাঁদে ॥ ২২

সিন্ধুড়া।

রাধার কি হ'লো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দুহাত তুলি॥
একদিঠ করি ময়ুর ময়ুরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥ ২৩

ধানশী।

কালিয় বরণ হিরণ পিধন
যখন পড়য়ে মনে।
মুরছি পড়িয়া কাঁদয়ে ধরিয়া
সব সখী জনে জনে॥
কেহ কহে মাই ওঝা দে ঝাড়াই
রাইয়ের পেয়েছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে কহিলে না টুটে
সে যে বৃষভানু-সুতা॥
রক্ষামন্ত্র পড়ে নিজ চুল ঝাড়ে
কেহ বা কহয়ে ছলে।
নিশ্চয় কহিয়ে আনি দেও এবে
কালার গলার ফুলে॥
পাইলে সে ফুল চেতন পাইয়া
তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত আদি ঘুচিয়া যাইবে
যাইবে অঙ্গের জ্বালা॥
কহে চণ্ডীদাসে আন উপদেশে
কুলের বৈরী যে কালা।
দেখাও যতনে পাইবে চেতনে
ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা॥ ২৪

ধানশী।

ওঝা আনি গিয়া পাছে আছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে এই বৃষভানুসুতা॥ ধ্রু
কালিয়কোঙরহিরণ-পিধনযবে পড়েমনে।
মুরছি পড়িয়া কান্দে ধরি ভূম খানে॥
রক্ষা রক্ষা মন্ত্র পড়ে ধরি ধনীর চুলে।
কেহবলে আনিদেহ কালারগলার ফুলে॥
চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত ঘুচিবেক যাইবেক জ্বালা॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় যারে কহ ভূত।
শ্যামচিকণিয়া সে নন্দের ঘরের পুত॥ ২৫

ধানশী।

সোণার নাতিনী এমন যে কেনি
লইয়া বাউরী পারা।
সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা॥
যমুনা যাইতে কদম্ব-তলাতে
দেখিলা যে কোন্ জনে।
যুবতী জনার ধরম নাশক
বসিয়া থাকে সেইখানে॥

সে জন পড়ে তোর মনে।
সতীর কুলের কলঙ্ক রাখিল
চাহিয়া তাহার পানে॥
একে কুলনারী কুল আছে বৈরী
তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে চণ্ডীদাসে কুল-শীল নাশে
কালিয়া প্রেমের মধু॥ ২৬

কামোদ।

সোণার নাতিনি কেন,
আইস যাও পুনঃ পুনঃ,
না বুঝি তোমার অভিপ্রায়।
সদাই কাঁদনা দেখি,
অঝরু ঝরয়ে আঁখি
জাতি কুল সকল পাছে যায়॥
যমুনার জলে যাও,
কদমতলার পানে চাও,
না জানি দেখিলা কোন জনে।
শ্যামলবরণ হিরণ-পিধন,
বসি থাকে যখন তখন,
সে জন পড়েছে বুঝি মনে॥
ঘরে আসি নাহি খাও,
সদাই তাহারে চাও,
বুঝিলাঙ তোমার মনের কথা।
এখনি শুনিলে ঘরে,
কি বোল বলিবে তোরে,
বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা॥

একে তুমি কুলনারী,
কুল আছে তোমার বৈরী,
আর তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে বড়ু চণ্ডীদাসে
কুল শীল সব ভাসে,
লাগিল কালিয়া-প্রেম-মধু॥ ২৭

সুহই।

না যাইও যমুনার জলে, তরুয়া কদম্বমূলে
চিকণকালা করিয়াছে থানা।
নব জলধর রূপ, মুনির মন মোহে গো,
তেঞি জলে যেতে করি মানা॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাতি, বহিয়া মদনজিতি,
চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে।
ভুবনবিজয়ী মালা মেঘে সৌদামিনীকলা
শোভা করে শ্যামচাঁদের গলে॥
নয়ান-কটাক্ষছাঁদে, হিয়ার ভিতরে হানে
আর তাহে মুরলীর তান।
শুনিয়া মুরলীর গান, ধৈরয না ধরে প্রাণ
নিরখিলে হারাবি পরাণ॥
কানড়াকুসুমজিনি, শ্যামচাঁদেরবদনখানি,
হেরিবে নয়ানের কোণে যে।
দ্বিজচণ্ডীদাস ভণে, চাহিয়া গোবিন্দপানে
পরাণে বাঁচিবে সখি কে॥ ২৮

ধানশী।

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইল বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া
ধেয়ায় শ্যামরূপ খানি॥

নিজ করোপর রাখিয়া কপোল
মহাযোগিনীর পারা ॥
ও দুটি নয়ানে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ-মেঘেরি ধারা।
হেন কালে তথা আইল ললিতা
রাই দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়া ব্যথিত হইয়া
তুলিয়া লইল কোরে ॥
নিজ বাস দিয়া মুছিয়া পুছয়ে
মধুর মধুর বাণী।
আজু কেন ধনি হয়েছে এমনি
কহ না কি লাগি শুনি ॥
আজনম সুখে হাসি বিধুমুখে
কভু না হেরিয়ে আন।
আজু কেন বল কান্দিয়া ব্যাকুল
কেমন করিছে প্রাণ ॥
চাঁচর চিকুর কিছু না সম্বর
কেনে হইলে অগেয়ান।
চণ্ডীদাস কহে বেজেছে হৃদয়ে
শ্যামের পিরীতিবাণ ॥ ২৯

তুড়ী।

অঙ্গ পুলকিত মরম সহিত
অঝরে নয়ন ঝরে।
বুঝি অনুমানি কালা রূপখানি,
তোমারে করিয়া ভোরে ॥
দেখি নানা দশা অঙ্গ যে বিবশা
নাহত এ বড় ভারে।
সে বর নাগর গুণের সাগর
কি না করিতে পারে ॥
শুন শুন রাই কহি তুয়া ঠাই
ভাল না দেখিয়ে তোরে।
সতী কুলবতী তুয়া যে খেয়াতি
আছয়ে গোকুল পুরে ॥
ইহাতে এখন দেখিয়ে কেমন
নাহি লাজ গুরুতরে।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম নব রসে
বুঝিলে বুঝিতে নারে ॥ ৩০

তিরোতা-ধানশী।

সে যে নাগর গুণধাম।
জপয়ে তোহারি নাম ॥
শুনিতে তোহারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাত ॥
অবনত করি শির।
লোচনে ঝরয়ে নীর ॥
যদি বা পুছয়ে বাণী।
উলট করয়ে পাণি ॥
কহিয়ে তোহারি রীতে।
আন না বুঝিব চিতে ॥
ধৈরয নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডীদাসে গায় ॥ ৩১

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইনু পুন ॥
না বাঁধে চিকুর না পরে চীর।
না খাই আহার না পিয়ে নীর ॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি।
যত তত করি নহিয়ে সুদি ॥

সোণার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম॥
না চিহ্নে মানুখ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলি রহিছে চাই॥
তুলাখানি দিলে নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে॥
আছয়ে শ্বাস না রহে জীব।
বিলম্ব না কর আমার দিব॥
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা।
কেবল মরমে উথদ রাধা॥ ৩২

গোষ্ঠ-বিহার।

কামোদ। ৯

ব্রজ-কুলবাল রাজপথে আইল
লইয়া ধেনুর পাল।
সঙ্গে সখাগণ ভাইয়া বলরাম
শ্রীদাম সুদাম ভাল॥
সুবল সঙ্গেতে তার কান্দে হাত
আরপি নাগর-রায়।
হাসিতে হাসিতে সঙ্কেতে বাঁশীতে
এ দুই আখর গায়॥
এ কথা আনেতে না পারে বুঝিতে
সুবল কিছু সে জানে।
হৈ হৈ বলি রাজপথে চলি
গমন করিছে বনে॥
গবাক্ষে বদন দিয়ে প্রেমময়ী
রূপ নিরীক্ষণ করে।
দোঁহার নয়নে নয়ন মিলিল
হৃদয়ে হৃদয় ধরে॥

দেখিতে শ্রীমুখ মণ্ডল সুন্দর
ব্যথিত হইলা রাধা।
এ হেন সম্পদ বনে পাঠাইতে
তিঁহ কৈ না করে বাধা॥
কেমনে যশোদা মায়ের পরাণ
পুথলি ছাড়িয়া দিয়া।
কেমনে রয়েছে গৃহমাঝে বসি
চণ্ডীদাসে কহে ইহা॥ ৩৩

ধানশী।

কি আর বলিব মায়।
কিছু দয়া নাই তাহার হৃদয়ে
একথা বলিব কায়॥
মায়ের পরাণ এমনি কঠিন
এহেন নবীন তনু।
অতি খরতর বিষম উত্তাপ
প্রখর গগন-ভানু॥
বিপিনে বেকত ফণী কত শত
কুশের অঙ্কুর তায়।
ও রাঙ্গা চরণে ছেদিয়া ভেদিবে
মোর মনে ইহা ভায়॥
ননীর অধিক শরীর কোমল
বিষম রবির তাপে।
কি জানি অঙ্গ গলিয়া পরয়ে
ভয়ে সদা তনু কাঁপে॥
কেমন যশোদা নন্দঘোষ পিতা
এ হেন সম্পদ ছাড়ি।
কেমনে হৃদয় ধরিয়া রয়েছে
এই মনে আমি ডরি॥

ছারে খারে যাও এ সব সম্পদ
অনলে পুড়িয়া যাক।
হেন নবীনে বনে পাঠাইয়া
পায় কত সুখ পাক॥
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনী
সকল সপথ মানি।
যাহার কারণে বনেতে গমন
আমি সে কারণ জানি॥ ৩৪

—

শ্রীরাগ।

ঘন শ্যাম শরীর কেলিরস
যমুনাক তীর বিহার বনি।
শ্রীদাম সুদাম ভায়া বলরাম
সঙ্গে বসুদাম রঙ্গে কিঙ্কিণী॥
বন চন্দন ভাল কানে ফুল ডাল
অঙ্গে গিরি লাল কিয়ে চলনি॥
জুকিছে পাচনি বাজিছে কিঙ্কিণী
পদ-নূপুর ঝুনুঝুনু শুনি॥
কত যন্ত্র সুতান কলারস গান
বাজায়ত মান করি সুমেলে।
যব বেণু পূরে মৃগ পাখী ঝুরে
পুলকে তরু পল্লব পুষ্পফলে॥
কেহ রূপ চাহে কেহ গুণ গাহে
কেহ প্রেমক আনন্দে বোল কহে।
চণ্ডীদাস, মনে অভিলাষ
স্বরূপ অন্তরে জাগি রহে॥ ৩৫

—

রাই রাখাল।

ধানশী।

বন্ধু যদি গেল বনে শুন ওগো সখি।
চূড়া বেন্ধে যাব চল যেথা কমল-আঁখি॥
বিপিনে ভেটিব যেয়া শ্যাম জলধরে।
রাখালের বেশে যাব হরিষ অন্তরে॥
চূড়াটি বান্ধহ শিরে যত সখীগণ।
পীত ধড়া পর সবে আনন্দিত মন॥
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনী।
নয়ানে দেখিব সেই শ্যাম গুণমণি॥ ৩৬

—

সুহই।

কেহ হও দাম শ্রীদাম সুদাম
সুবলাদি যত সখা।
চল যাব বনে নটবর সনে
কাননে করিব দেখা॥
পর পীত ধড়া মাথে বান্ধ চূড়া
বেণু লও কেহ করে।
হারে রে রে বোল কর উচ্চ রোল
যাইব যমুনা-তীরে॥
পর ফুলমালা সাজাহ অবলা
সবারে যাইতে হবে।
দাম বসুদাম সাজ বলরাম
যাইতে হইবে সবে॥
যোগমায়া তখন করিছে বচন
রাখাল সাজহ রাই।
চণ্ডীদাসে ভণে দেখিগে নয়নে
আমি তব সঙ্গে যাই॥ ৩৭

—

ধানশী।

যোগমায়া পৌর্ণমাসী সাক্ষাতে আসিয়া।
লইল হরের শিঙ্গা আপনি মাগিয়া॥
সাজল রাখাল বেশ রাধা বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম কানাই আপনি॥
বলরামের হেলে শিঙ্গা বলে রাম কানু।
মুরলী নহিলে কে ফিরাইবে ধেনু॥
চণ্ডীদাসে বলে যদি রাই বনমালী।
সলিল আনিয়া পত্রে করহ মুরলী॥ ৩৮

বরাড়ী।

আনন্দিত হৈয়া সবে পোরে শিঙ্গা বেণু।
পাতাল হইতে উঠে নব লক্ষ ধেনু॥
চৌদিকে ধেনুর পাল হাম্বা হাম্বা করে।
তা দেখিয়া আনন্দিত সবার অন্তরে॥
ইন্দ্র আইল ঐরাবতে দেখয়ে নয়নে।
হংসবাহনে ব্রহ্মা আনন্দিত মনে॥
বৃষভবাহনে শিব বলে ভালি ভালি।
মুখ-বাদ্য করে নাচে দিয়া করতালি॥
চণ্ডীদাসের মনে আন নাহি ভায়।
দেখিয়া সবার রূপ নয়ান জুড়ায়॥ ৩৯

বিভাষ।

গায়ে রাঙ্গা মাটি, কটিতটে ধটি,
মাথায় শোভিত চূড়া।
চরণে নূপুর, বাজে সবাকার,
গলে গুঞ্জমালা বেড়া॥
সবাকার কুচ, হইয়াছে উচ,
এ বড় বিষম জ্বালা॥
কমলের ফুল, গাঁথি শতদল
সবাই গাঁথিল মালা॥
ঠারে ঠারে চূড়া, গলে দিল মালা,
নাসিয়া পড়েছে বুকে।
ফুলের চাপানে, কুচ ঢাকা গেল,
চলিল পরম সুখে॥
কেহ পীত ধটি, কেহ লয়ে লাঠি,
গর্জ্জন শব্দে ধায়।
চণ্ডীদাসে ভণে, গহন কাননে,
শ্যাম ভেটিবারে যায়॥ ৪০

বিভাষ।

যমুনার তীরে সবে যায় নানা রঙ্গে।
শাঙলী ধবলী বলী আনন্দিত অঙ্গে॥
আসিয়া নিভৃত কুঞ্জে সবে দাঁড়াইল।
রাখাল দেখিয়া শ্যাম চমকি উঠিল॥
কোন্ গ্রামে বসতিরে কোন্ গ্রামে ঘর।
আমার কুঞ্জেতে কেন হরিষ অন্তর॥
কাহার নন্দন তোরা সত্য করি বল।
মুখে হেসে বাক্য কহে অন্তরে বিভল॥
রাধা অঙ্গের গন্ধে কৃষ্ণের নাসিকা মাতায়
আপাদ মস্তক কৃষ্ণ ঘন ঘন চায়॥
ললিতা হাসিয়া বলে শুন শ্যামধন।
রাধারে না চেন তুমি রসিক কেমন॥
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনি।
হেরগো শ্যামের রূপ জুড়াবে পরাণি॥ ৪১

শ্রীকৃষ্ণের দৈত্য।

তুড়ী।

কানুর পিরীতি, কুহকের রীতি,
সকলি নিছাই রঙ্গ।
দড়াদড়ি লৈঞা, গ্রামেতে চড়িয়া,
ফিরয়ে করিয়ে সঙ্গ॥
সই, কানু বড় জানে বাজি।
বাঁশ বংশীধারী, মদন সঙ্গে করি
ঢোলক ঢালক-সাজি॥
মদন ঘুরিয়া, বেড়ায় ফিরিয়া,
যুবতী বাহির করে।
দুইটি গুটিয়া, ফেলাঞা লুফিয়া,
বুকের উপর ধরে॥
ধীরি ধীরি যায়, ভঙ্গী করি চায়,
রঙ্গ দেখে সব লোকে।
দাঁড়ায়ে পায়ে, উঠয়ে তাহে,
থাকি থাকি দেই ঝোঁকে॥
মুকুতা প্রবাল, উগরে সকল,
আর বহুমুল্য হীরা।
একবার আসি, উগরে রাশি,
নাচিয়া বেড়ায় ফিরা॥
কতক্ষণ বই, বাঁশ হাতে লই,
যুবতী হিয়ায় পাড়ে।
জঙ্ঘে জঙ্ঘ দিয়, পায়েতে ছান্দিয়া,
বাঁশের উপরে চড়ে॥
চড়িয়া উপরে, ঝুলিয়া পড়য়ে,
চুম্বই যুবতী-মুখে।
মুখে মুখ দিয়া, পান গুয়া নিয়া
ঘুরিয়া বেড়ায় সুখে॥
লোক নহে রাজি, কেমন সে বাজি,
রমণী ভুলাবার তরে।
চণ্ডীদাস কয়, বাজি মিছে নয়,
রঙ্গ কে বুঝিতে পারে॥ ৪২

কামোদ।

নামিল আসিয়া, বসিল হাসিয়া,
কহয়ে বেতন দেও।
বেতনের কালে, হাত দিয়া গালে,
যুবতী সকলে কয়॥
সই, বাজিকরে নিবে যে কি?
যত কিছু দেই, কিছুই না লয়,
(বলে) আমারে জিজ্ঞাস কি॥
মনে এই করি, দেহ কুচ-গিরি,
আর তব মুখ-সুধা।
আর এক হয়, মোর মনে লয়,
তাহা মোরে দেহ জুধা॥
সুন্দরীগণে, বুঝিল মনে,
ইহার গ্রাহক তুমি।
টীটের টীটানি, খেতের মিঠানি,
সকল জানি যে আমি॥
চণ্ডীদাস কয় তবে কেন নয়
জানিয়া চতুরপণা।
বুঝিলে না বুঝে কহিলে না সুঝে
তাহারে বলি যে কানা॥ ৪৩

বরাড়ী।

বাদিয়ার বেশধরি বেড়ায় সে বাড়ীবাড়ী
আইলেন ভানুর মহলে।
খুলি হাঁড়ি ঢাকনি, বাহির করয়ে ফণী,
তুলিয়া লইল এক গলে॥
বিষহরি বলি দেয় কর।
শুনিয়া যতেক বালা, দেখিতে আইল খেলা
খেলাইছে মাল পুরন্দর॥
সাপিনীরে দেয় থোব,সাপিনীবাঢ়য়েকোব
দন্ত করি উঠি ধরে ফণা।
অঙ্গুলি মুড়িয়া যায় সাপিনী ফিরিয়া চায়,
ছুঁয়ে যায় বাদিয়ার দাপনা।
খেলা দেখি গোপীগণ,বড় আনন্দিত মন,
কহে"তুমি থাক কোন স্থানে॥"
থাকি বনের বিতরে, নাগদমনবলেমোরে
নাম মোর জানে সব জনে॥
বসন মাগিবার তরে,আইনু তোমারঘরে,
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি।
ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব,ভাল একখানি পাব,
দেখি দেও শ্রীঅঙ্গের খানি॥
বটের ভিখারী হও, বহুমূল্য নিতে চাও,
নহিলে শোভিত চায় বটে।
বনে থাক সাপ ধর, তেনা পরিধান কর,
সদাই বেড়াও নদীতটে॥
বেদে কহে ধীরে ধীরে,
তোমার বস্ত্র নিব শিরে,
মনে মোর হবে বড় সুখ॥
তোমার সঙ্গ করিতে,অভিলাষ হয় চিতে,
তুমি যদি না বাসহ দুখ॥
"চুপকরে থাকবেদে,যাপাও তা নেওসেধে,
ভরমে ভরমে যাও ঘরে।"
"চুরিদারি নাহিকরি,ভিক্ষাকরিপেটভরি,
আমি ভয় করিব কাহারে॥
তোমা লঞা করি ক্রীড়া,
তুমি কেন মানপীড়া,
সুখী কর এ দুখিয়া জনে।"
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, বাদিয়া যে এই নয়,
বুঝিয়া দেখহ আপন মনে॥ ৪৪

বালা-ধানশী।

গোকুল নগরে, ইন্দ্র পূজা করে,
দেখি আইল যত নারী॥
নগর ভিতর, মহা কলরব,
নাগর হইল পসারী॥
দোকান দোকান, মেলিল তখন,
দেখিয়া গ্রাহকীগণ॥
কহয়ে পসারী, "বহুদ্রব্য আছে,
যে নিতে চাহে যে ধন॥
মুকুতা প্রবাল, মণিময় হার,
পোতিক মাণিক যত।
বহু দিন মেনে, আনিনু যতনে,
তোমাদের অভিমত॥
খন্তিক পুতিয়া, মুকুতা ঝালায়া,
কহয়ে গাহকী আগে।
শুনি গাহকিনী, আসিয়া আপনি,
দোকান-নিকটে লাগে॥
সুমধুর বাণী, বলে সে দোকানী,
কিসের লইবে ছড়া।

মুকুতা মাল, লইবে ভাল,
কড়ি যে লাগিবে বাড়া ॥
শুনি নারীগণ, বলয়ে বচন,
"গাহকী নহি যে মোরা।"
"কিবা ভাগ্য মেনে, দেখেছি জনমে,
এমন ধনী যে তোরা।
যুবতী রসাল, নিল এক মাল,
দিল এক সখী গলে।
পরিমাণ হলো, আনন্দ বাড়িল,
"কতেক লইবে" বলে ॥
আর এক জনে, সাধ করি মনে,
লইল সোণার সূচ।
লই চলি যায়, বেতন না দেয়,
পসারী ধরিল কুচ ॥
ফেরা ফিরি করে, কুচ নাহি ছাড়ে,
কহে "মূল্য দেহ মোর।"
সঘনে বদন, করয়ে চুম্বন,
"এমতি কাজ যে তোর।"
কাড়াকাড়ি ঘন, না মানে বারণ,
অরাজক হলো পারা।
যাহার যে ধন, কাটে সেই জন,
রক্ষক হইবে কারা ॥
রজকী সঙ্গতী চণ্ডীদাস গতি,
রচিল আনন্দ বটে।
দোকান দোকান, হলো সাবধান,
সকল গেল যে লুটে ॥ ৪৫

ধানশী।

না ভাঙ্গিল মান দেখি চতুর নাগর।
বিশাখারে ডাকি কহে বচন উত্তর ॥
শুনহ আমার কথা বিশাখা সুন্দরী।
আমারে সাজায়ে দেহ নবীন এক নারী ॥
চূড়া ধড়া তেয়াগিয়া কাঁচলি পরিল।
নাপিতিনী বেশ ধরি নাগর দাঁড়াইল ॥
'জয় রাধে শ্রীরাধে' বলি করিল গমন।
রাইয়ের মন্দিরে আসি দিল দরশন ॥
কি লাগিয়ে ধূলায় পড়ে বিনদিনী রাই।
হের এস তুয়া পায়ে যাবক পরাই ॥
চরণ-মুকুরে শ্যাম নিজ মুখ দেখে।
যাবকের ধারে ধারে নিজ নাম লেখে ॥
সচকিত হয়ে ধনী চরণ পানে চায়।
আচম্বিতে শ্যাম-অঙ্গের গন্ধ কেন পায় ॥
ইঙ্গিতে কহিল তখন বিশাখা সুন্দরী।
নাপিতিনী নহে তোমার নাগরবংশীধারী ॥
বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে।
"আর না করিব মান" চণ্ডীদাসে বলে ॥৪৬

ধানশী।

ধরি নাপিতিনী বেশ মহলেতে পরবেশ
যেখানেতে বসিয়াছে রাই।
হাতে দিয়া দরপণী খোলে নখ-রঞ্জনী
বোলে বৈস দেই কামাই ॥
বসিলা যে রসবতী নারী।
খুলল কনকবাটী আনিয়া জলের ঘটী
ঢালিলেক সুবাসিত বারি ॥
করে নখ-রঞ্জনী চাঁছয়ে নখের কণি
শোভিত করিল যেন চাঁদে।
আলসে অবশ প্রায় ঘুম লাগে আধ গায়
হাত দিলা নাপিতিনী কাঁধে ॥

নাপিতিনীএকেশ্যামা, ননীর পুতলীঝামা,
বুলাইছে মনের আনন্দে ।
ঘসি ঘসি রাঙ্গা পায়, আলতা লাগাল তায়
রচয়ে মনের হরষেতে ॥
রচয়ে বিচিত্র করি, চরণে হৃদয় ধরি
তলে লিখে আপনার নাম ।
কত রস পরকাশি, হাসয়ে ঈষৎ হাসি,
নিরখি নিরখি অবিরাম ॥
নাপিতিনী বলে "ধনি, দেখহ চরণ খানি,
ভাল মন্দ করহ বিচার ।"
দেখি সুবদনী কহে,'কিনাম লিখিলা উহে
পরিচয় দেও আপনার ?'
নাপিতিনী কহে"ধনি, শ্যামনাম ধরি আমি
বসতি যে তোমার নগরে ।'
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়, এই নাপিতিনী নয়,
কামাইলা যাও নিজ ঘরে ॥ ৪৭

——

সুহিনী ।

নাপিতিনী কহে শুন লো সই ।
অনাথী জনের বেতন কই ॥
কহ তুমি যাই রাইয়ের কাছে ।
বেতন লাগিয়া বসিয়া আছে ॥
যদি কহে তবে নিকটে যাই ।
যে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই ॥
শুন সখী কহে রাইয়ের কাছে ।
"নাপিতিনী বসি আছয়ে নাছে ॥"
রাই কহে "তবে আনহ তায় ।
কতেক বেতন আমায় চায় ॥"

সখী যাই তবে ডাকিয়া আইস ।
আসিয়া রাইয়ের নিকটে বৈস ।
বসিল দুঃখিনী নাপিতিনী শ্যামা ।
কহয়ে "বেতন দেহ যে রামা ।"
রাই কহে "কিবা হইবে তোর ।"
সে কহে "বেতন নাহিক ওর ॥"
হাসিয়া কহে সুন্দরী রাই ।
"হেন নাপিতিনী দেখি যে নাই ॥
এমতে ধন যে করেছে কত ।"
সে কহে "ভুবনে আছয় যত ॥
এক ধন আছে তোমার ঠাঁই ।
সে ধন পাইলে ঘরকে যাই ॥
হৃদয়ে কনক-কলস আছে ।
মণিময় হার তাহার কাছে ॥
তাহার পরশ-রতন দেহ ।
দরিদ্র জনারে কিনিয়া লহ ॥"
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গৌরী ।
"ভাল নাপিতিনী পরাণ চুরি ॥
পরশ রতন পাইবা বনে ।
এখনে চলহ নিজ ভবনে ॥"
চণ্ডীদাস কহে না কর লাজ ।
নাপিতিনী নহে রসিক রাজ ॥ ৪৮

——

সুহিনী ।

এক দিনে মনে রভস কাজ ।
মালিনী হইল রসিক রাজ ॥
ফুলমালা গাঁথি ঝুলায়ে হাতে ।
"কে নিবে, কে নিবে" ফুকারে পথে ॥

তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ী :
রাই কহে "কত লইবে কড়ি ॥"
মালিনী লইয়া নিভৃতে বসি।
মালা মূল করে ঈষৎ হাসি ॥
মালিনী কহয়ে "সাজাই আগে।
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে ॥"
এত কহি মালা পরায় গলে।
বদন চুম্বন করিল ছলে ॥
বুঝিয়া নাগরী ধরিলা করে।
এত ঢীটপনা আসিয়া ঘরে ॥
নাগর কহয়ে "নহি যে পর।"
চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর ॥ ৪৯

পরের মুখে শুনিয়া সুখে
হরষিত হলো মন।
বলে যে "যাইয়া আনহ ডাকিয়া
দেখি সে কেমন জন ॥"
এ কথা শুনিয়া বাহির হইয়া
কহে এক সখী ধাই।
"মোদের ঘরে রোগী আছে জ্বরে
দেখ একবার যাই ॥"
এই বাড়ী হইতে আসিছি তুরিতে
কহে "হেথা থাক বসি।"
সাজ সাজাইতে চলিল নিভৃতে
চণ্ডীদাস কহে হাসি ॥ ৫০

ভাটিয়ারী।

"গোকুল নগরে ফিরি ঘরে ঘরে
বেড়াই চিকিৎসা করি।
যে রোগ যাহার, দেখি একবার,
ভাল যে করিতে পারি ॥
শিরে শির-শূল পিরীতির জ্বর
হয়ে থাকে যে রোগীর।
বচন না চলে আঁখি নাহি মেলে
তাহারে পিয়াই নীর ॥
কেবল একান্ত ধন্বন্তরী।
নাহি জানে বিধি এমন ঔষধি
পিয়াইলে যায় জ্বরি।
ঔষধ খেয়ে ভাল যে হয়ে
বট দিও তবে পাছে।"
একজন তথা শুনিয়া সে কথা
কহিল রাধার কাছে ॥

ভাটিয়ারী।

আপন বসন ঘুচায়ে তখন
লেপয়ে কেশেতে মাটী।
তবল্লক ছাঁদে বসন পিঁধে
সঙ্গে চলয়ে হাটি ॥
মনোহর ঝুলি কাঁধে।
তাহার ভিতর শিকড় নিকর
যতন করিয়া বাঁধে ॥
ঘুচাইয়া লাজে চিকিচ্ছার কাজে
বসিলা রোগীর কাছে।
ঘুছায়ে বসন নিরখে বদন
(বলে) "রোগ যে ইহার আছে ॥"
বাম হাত ধরি অঙ্গুলি মোড়ি
দেখে ধাতু কিবা বয়।
"পিরীতের জ্বরে জ্বরেছে ইহারে
পরাণ রহে কি না রয় ॥"

হাসিয়া নাগরী উঠি অঙ্গ মোড়ি
"ভাল যে কহিলা বটে।
বল কি খাইলে হইবে সবলে
বেয়াধি কেমনে ছুটে॥"
"ঔষধ যে হয় মনে করি ভয়
এখনি খাওয়ায়ে যেতেম।
ভাল যে হইত জ্বর যে যাইত
যদি সে সময় পেতেম॥"
তখন নাগরী বুঝিলা চাতুরী
টীট নাগর বাজ।
বাশুলী-নিকটে চণ্ডীদাস রটে
এমন কাহার কাজ॥ ৫১

—

বড়ারী।

দেয়াশিনী বেশ সাজি বিনোদ বর।
ধীরি ধীরি করি চলে হরষ অন্তর॥
গোকুল নগরে এই শব্দ উঠিল।
এক জন দেয়াশিনী ব্রজেতে আইল॥
তাহারে দেখিবার তরে লোকের গমন।
সব ব্রজবাসী চলে হরষিত মন॥
প্রণমিল দেয়াশিনীর চরণকমলে।
বয়ান ভাসিল প্রেমে নয়নের জলে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসের মনে আনন্দ বাড়িল।
কোথা হইতে আইলা তুমি
এ ব্রজমণ্ডল॥ ৫২

—

শ্রীরাগ।

মথুরা-পুরেতে ধাম কপটে বলয়ে শ্যাম
আইলাম এই বৃন্দাবনে।
মম মনে বাঞ্ছা এই সকল তোমারে কই
শুন শুন বলি তোমা স্থানে।
দেবী আরাধনাকরি ভিক্ষারলাগিয়াফিরি
আর করি তীর্থেতে ভ্রমণ।
হই আমি তীর্থবাসী সদাইআনন্দে ভাসি
এই সত্য বলিহে বচন॥
জিজ্ঞাসা করিলা যেই।
তাহাতে তোমারে কই,
ব্রজমাঝে রব কিছুকাল।
ইহা বলি দেয়াশিনী চলে পুন একাকিনী
ঘন ঘন বাজাইয়া গাল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে আনন্দিতহ'য়ে মনে
জিজ্ঞাসিল কোথা ভানুপুর।
দেখিব তাহার ধাম কপটে বলয়ে শ্যাম
রস লাগি রসিকচতুর॥ ৫৩

—

সিন্ধুড়া।

দেয়াশিনী বেশে মহলে প্রবেশে
রাধিকা দেখিবার তরে।
সুরক্ত চন্দন কপালে লেপন
কুণ্ডল কাণেতে পরে॥
নাগর সাজী বাম করে ধরে।
পিঁধিয়া বিভূতি সাজল মুরতি
রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে।
কহে "জয় দেবি ব্রজপুর সেবি
গোকুলরক্ষক নিতি।
গোপ-গোয়ালিনী সুভাগ্যদায়িনী
পূজ দেবী ভগবতী॥"

আশীর্ব্বাদ শুনি গোপের রমণী
আইলা দেয়াশিনী কাছে।
জিজ্ঞাসা করয়ে যত মনে লয়ে
বোলে "গোপ ভাল আছে॥
সবাকার জয় শত্রু হবে ক্ষয়
মনে ভয় না ভাবিবে।
তোমাদের পতি সুন্দর সুমতি
সবাকার ভাল হবে॥"
সঙ্গেতে কুটিলা আসিয়া জটিলা
পড়য়ে চরণে ধরি।
আমার বধূর পতির মঙ্গল
বর দেহ কৃপা করি॥
শুনি দেয়াশিনী হরষিত বাণী
জটিলা-সমুখে কয়।
"বর যে লইবে ভালই হইবে
নিকটে আনিতে হয়।"
জটিলা যাইয়া আনিল ধরিয়া
আপন বধূর হাতে।
বসিলা হরষে দেয়াশিনী পাশে
ঘুচায়া বসন মাথে॥
দেখি দেয়াশিনী বলে শুভ বাণী
"সব সুলক্ষণযুতা।
গন্ধর্ব্ব-পাবনী যশোদা-নন্দিনী
রাধা নাম ভানুসুতা॥"
ধরি ধনীর হাতে মনের আকুতে
নিরখে বদন তার।
দেখিতে দেখিতে আনন্দিত চিতে
মদন কৈল বিকার॥
সাজটি খুলিয়া ফুলটি তুলিয়া
বাঁধেন নাগরী-চুলে।
"আনন্দে থাকিবে সকলি পাইবে
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥"
শুনিয়া সুন্দরী কহে ধীরি ধীরি
"একথা কহবি মোয়।
আমার হিয়ার ব্যথাটি ঘুচয়ে
তবে সে জানিবে তোয়॥"
"একটি শপথি রাখহ যুবতী
কহিতে বাসি যে ভয়।
পরপতি সনে বেঁধেছ পরাণে
ইহাই দেবতা কয়॥"
হাসিয়া নাগরী চাহে ফিরি ফিরি
"দেয়াশিনী ঘর কোথা?"
"আমার ঘর হয় যে নগর
কহিব বিরল কথা॥"
সঙ্কেত বুঝিয়া নয়ান ফিরিয়া
তাক করে এক দিঠে।
নিরখি বদন চিহ্নল তথন
শ্যাম নাগর ঢাটে॥
ধীরি ধীরি করি বসন সম্বরি
মন্দিরে চলিলা লাজে।
চণ্ডীদাস কয় সুবুদ্ধি যে হয়
বেকত করয়ে কাজে॥ ৫৪

সিন্ধুড়া।

নাগর আপনি হৈলা বণিকিনী
কৌতুক করিয়া মনে।
চূয়া যে চন্দন আমলকী-বর্ত্তন
যতন করিয়া আনে॥

কেশর যাবক কস্তুরী দ্রাবক
আনিল বেণার জড় ।
সোন্ধা সুকুঙ্কুম কর্পূর-চন্দন
আনিল মুথা-শিকড় ॥
থালিতে করিয়া আনিল ভরিয়া
উপরে বসন দিয়া ।
মিছামিছি করি ফিরে বাড়ী বাড়ী
ভানুর দুয়ারে গিয়া ॥
চুবক লইয়ে ফুকরি কহয়ে
আইল দাসী যে তবে ।
"মোদের মহলে আসি দেহ" বোলে
"অনেক নিতে যে হবে ॥"
থালিতে ধরিয়া আনিল লইয়া
যেখানে নাগরী বসি ।
"চুয়া সুচন্দন করহ রচন"
বেণ্যাণী মনেতে খুসি ।
"চন্দন চুবক লইবে কতেক
জানিতে চাহিয়ে আমি ।"
"সকলি লইব বেতন সে দিব
যতেক আনহ তুমি ॥"
আমলকী হাতে দিল যে মাথে
ঘসিতে লাগিল কেশ ॥
ঘসিতে ঘসিতে শ্রম যে হইল
নাগরী পাইল ক্লেশ
সুমধুর বাণী কহে সে বেণ্যানী
চুয়া মাখিবার তরে ।
চুল যে ঝাড়িয়া হাত নামাইয়া
মাথায় হৃদয় পরে ॥
পরেশে নাগরী হইলা আগরী
পড়িলা বেণ্যানী-কোরে ॥

নিন্দ সে আইল অতি সুখ হইল
সবশ্রম গেল দূরে ॥
বেণ্যানী বলে "গেল সে বলে
যাইতে চাহিবে ঘরে ।"
উঠিলা নাগরী বসন সম্বরি
"কহে কি লাগিবে মোরে" ॥
বট আনিবারে কহিলা সখীরে
শুনিয়া নাগররাজে ।
কহে "না লইব আর ধন নিব
না কহি তোমারে লাজে ॥"
"কহ না কেনে কি আছে মনে
শুনিতে চাহিয়ে আমি ।
থাকিলে পাইবে নতুবা যাইবে
থির হইয়া কহ তুমি ॥"
বেণ্যানী কহয়ে "হিয়ার ভিতরে
বড় ধন আছে সেহ ।
কৃপা যে করিয়া বাস উঘারিয়া
সে ধন আমারে দেহ ॥"
তথনে নাগরী বুঝিলা চাতুরী
হাসিয়া আপন মনে ।
"গন্ধের বেতন হইল এমন
জীবন যৌবন টানে ॥
কর সমাধান বুঝিলাম কান
আর না বলিহ মোরে ।
এতেক গুণে মারহ পরাণে
কেবা শিখাইল তোরে ॥
পরের নারী আশয়ে করি
মরয়ে আপন মনে ।
কোথা বা হইয়াছে কেবা বা পেয়েছে
না দেখিয়ে কোন স্থানে ।"

চণ্ডীদাস কয় কত ঠাঁই হয়
যাহাতে যাহাতে বনে।
যৌবন ধনে কিবা বা মানে
সুঁপে সে প্রাণে প্রাণে ॥ ৫৫

ধানশী।

শুনিয়া মালার কথা রসিক সুজন।
গ্রহবিপ্র বেশে যান ভানুর ভবন ॥
পাঁজিলয়ে কক্ষে করি ফিরে দ্বারে দ্বারে।
উপনীত রাইপাশে ভানুরাজ পুরে ॥
বিশাখা দেখিয়া তবে নিবাস জিজ্ঞাসে।
শ্যামল সুন্দর লহু লহু করি হাসে ॥
বিপ্র কহে ঘর মোর হস্তিনা নগর।
বিদেশে বেড়াইয়ে খাই শুন হে উত্তর ॥
প্রশ্ন দেখাবার তরে যে ডাকে আমারে।
তাহার বাড়ীতে যাই হরষ অন্তরে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে এই গ্রহাচার্য্য।
প্রশ্নেতে পারগ বড় গণনাতে আর্য্য ॥
তোমাদের মনেতে যে আছে যে বলিবে ॥
ইহারে জড়ায়ে ধর উত্তর পাইবে ॥ ৫৬

তুড়ী।

একদিন বর নাগর-শেখর
কদম্বতরুর তলে।
বৃষভানু-সুতে সখীগণ সাথে
যাইতে যমুনাজলে ॥
রসের শেখর চতুর নাগর
উপনীত সেই পথে।
শির পরশিয়া বচনের ছলে
সঙ্কেত করল তাতে ॥
গোধন চালায়ে শিশুগণ লয়ে
গমন করিলা ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে সখীগণ সঙ্গে
রাই আইলা গৃহমাঝে ॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী-আদেশে
শুন লো রাজার ঝিয়ে।
তোমা অনুগত বঁধুর সঙ্কেত
না ছাড় আপন হিয়ে ॥ ৫৭

ধানশী।

যাইতে জলে কদম্বতলে
ছলিতে গোপের নারী।
কালিয়া বরণ হিরণ-পিঁধন
বাঁকিয়া রহিল ঠারি ॥
মোহন মুরলী হাতে।
যে পথে যাইবে গোপের বালা
দাঁড়াইল সেই পথে ॥
"যাও আন বাটে গেলে এ ঘাটে
বড়ই বাধিবে লেঠা।"
সখী কহে "নিতি এই পথে যাই
আজি ঠেকাইবে কে টা ॥"
হয় বোলা-বলি করে ঠেলাঠেলি
হৈল অরাজক পারা।
চণ্ডীদাস কহে কালিয়া নাগর
ছিছি লাজে মরি মোরা ॥ ৫৮

প্রেমবৈচিত্র্য।

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া একটি কমল
রসের সাগরমাঝে।
প্রেম পরিমল লুবধ ভ্রমর
ধায়ল আপন কাজে ॥
ভ্রমরা জানয়ে কমল মাধুরী
তেঁহ সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে কহে অপযশ ॥
সই, একথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিবে দে ॥
ধরম করম লোক চরচাতে
এ কথা বুঝিতে নারে ॥
এ তিন আখর যাহার মরমে
সেই সে বলিতে পারে ॥
চণ্ডীদাসে কহে শুনহ সুন্দরী
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের রসিক নহিলে
ছার পরাণ তার ॥ ৫৯

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি কি রীতি মুরতি
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে
পিরীতি গঢ়ল কে ॥
পিরীতি বলিয়া এ তিন আঁখর
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক হিয়ায় ফুটিল
পরাণ-পুতলী যথা ॥
পিরীতি পিরীতি পিরীতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল নিবাইল নহে
হিয়ায় রহিল শেল ॥
চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনী
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলায় তথা ॥ ৬০

শ্রীরাগ।

সই, পিরীতি আখর তিন।
জনম অবধি ভাবি নিরবধি
না জানিয়ে রাতি দিন ॥
পিরীতি পিরীতি সব জনা কহে
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ পিরীতি মুরতি
কেবা করে পরতীত ॥
পিরীতি মন্তর জপে সেই জন
নাহিক তাহার মূল।
বন্ধুর পিরীতি আপনা বেচিনু
নিছি দিনু জাতি কুল ॥
সে রূপ-সায়রে নয়ন ডুবিল
সে গুণে বহিল হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবল যে চিতে
নিবারিব কিনা দিয়া ॥
খাইতে খেয়েছি শুইতে শুয়েছি
আছিতে আছিয়ে ঘরে।

চণ্ডীদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে
অনল দিয়ে দুয়ারে ॥ ৬১

——

ধানশী।

পিরীতি বলিয়া এত তিন আখর
সিরজিল কোন্ ধাতা।
অবধি জানিতে শুধাই কাহাতে
ঘুচাই মনের ব্যাথা ॥
পিরীতি-মুরতি পিরীতি রতন
যার চিতে উপজিল।
সে ধনী কতেক জনমে জনমে
যজ্ঞ করিয়াছিল ॥
সই, পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা।
যে জন যা বিনে না রহে পরাণে
সে যে হৈল কুলনাশী।
তবে কেন তারে কলঙ্কিনী বলে
অবোধ গোকুলবাসী ॥
গোকুল-নগরে কেবা কিনা করে
অবুধ মূঢ় সে লোকে!
চণ্ডীদাস ভণে মরুক সে জনে
পর চরচায় যেবা থাকে ॥ ৬২

——

সুহিনী।

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে ॥
সই এ কথা কহন নহে।
হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া
কথন কি জানি কহে ॥
পিয়ার পিরীতি প্রথম আরতি
তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ।
কপট পিরীতি আরতি বাঢ়ায়
মরণ অধিক কাজে।
লোক চরচায় কুলে রক্ষা দায়
জগত ভরিল লাজে ॥
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিতে তনু জর জর
পাগলী হইয়া গেনু ॥
এমতি পিরীতি না জানি এ রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি পরম দুঃখময় হয়
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥ ৬৩

——

শ্রীরাগ।

পিরীতি সুখের সাগর দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায় ॥
কেবা নিরমিল প্রেম-সরোবর
নিরমল তার জল।
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল ॥

গুরুজন জ্বালা জলের সিহালা
পড়শী জীয়াল মাছে।
কুল পানীফল কাঁটা যে সকল
সলিল পড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক-পানায় সদা লাগে গায়
ছাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে কুটুকুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঁঞি॥ ৬৪

শ্রীরাগ।

আপনা খাইনু সোণ যে কিনিনু
ভূষণে ভূষিত দেহ।
সোণা যে নহিল পিতল হইল
এমতি কানুর লেহ॥
সই, মদন-সোণারে না চিনে সোণা
সোণা যে বলিয়া পিতল আনিয়া
গড়ি দিল যে গহনা॥
প্রতি অঙ্গুলিতে ঝলক দেখিতে
হাসয়ে সকল লোকে।
ধন যে গেল কাজ না হইল
শেল রহি গেল বুকে॥
যেন মোর মতি তেমনি এ গতি
ভাবিয়া দেখহু চিতে।
খলের কথায় পাথারে সাঁতারি
উঠিতে নারিনু ভিতে॥
অভাগিয়ে জনে ভাগ্য নাহি জানে
না পূরয়ে সব সাধ।
খাইতে নাহিক ঘরে সাধ বহু করে
বিহি করে অনুবাদ॥
চণ্ডীদাসে কহে বাশুলী কৃপায়ে
আর নিবেদিব কায়।
তবুত পিরীতি নাহি পায় যদি
পরাণে মরিয়া যায়॥ ৬৫

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভ ময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥
সই! কে বলে পিরীতি হীরা।
সোণায় জড়িয়া হিয়ায় করিতে
দুখ উপজিলা ফিরা॥
পরশ পাথরে বড়ই শীতল
কহয়ে সকল লোকে;
মুঞি অভাগিনী লাগিল আগুনি
পাইনু এতেক দুখে॥
সব কুলবতী করয়ে পিরীতি
এমত না হয় কারে।
এ পাড়া পড়সী ডাকিনী সদৃশী
এমত না খায় তারে॥
গৃহের গৃহিণী আর ননদিনী
বোলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায় কি করি উপায়
পরাণ সহিবে কত॥

নান্নুরের মাঠে গ্রামের হাটে
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাস
সুখ যে পাইব কোথা॥ ৬৬

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি মরমে বেয়াধি
হইল এতেক দিনে।
মৈলে কি ছাড়িবে সঙ্গে না যাইবে
কি না করিব বিধানে॥
সই, জীয়ন্তে এমন জ্বালা
জাতি কুলশীল সকলি ডুবিল
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা॥
শয়নে স্বপনে না করিয়া মনে
ধরম গণিয়ে থাকি।
আসিয়া মদন দেয় কদর্থন
অন্তরে জ্বালায় উকি॥
সরোবর মাঝে মীন যে থাকয়ে
উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবর কাল হাতে লই জাল
তুরিতে ঝাপয়ে তারে।
কানুর পিরীতি কালের বসতি
যাহার হিয়ায় থাকে।
খলের খলনে জারে সেই জনে
কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে॥
চণ্ডীদাস মন - বাশুলী চরণ
আদেশে রহুক নারী।
সহিতে সহিতে কিছু না ভাবিবে
রহিবে একান্ত করি॥ ৬৭

ধানশী।

সুখের লাগিয়া পিরীতি করনু
শ্যাম বন্ধুয়ার সনে।
পরিণামে এত দুখ হবে বলে
কোন্ অভাগিনী জানে।
সই, পিরীতি বিষম মানি।
এত সুখে এত দুখ হবে বলে
স্বপনে নাহিক জানি॥
সে হেন কালিয়া নিঠুর হইল
কি শেল লাগিল যেন।
দরশন আশে যে জন ফিরয়ে
সে এত নিঠুর কেন॥
বলনা কি বুদ্ধি করিব এখন
ভাবনা বিষম হৈল।
দিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল॥
চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনি
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম যে তোমারি প্রাণ॥ ৬৮

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া রন্ধন করিনু
জ্বালাতে জ্বলিল সে।
স্বাদু নহিল জাতি সে গেল
ব্যঞ্জন খাইবে কে॥
সই,! ভোজন বিস্বাদ হৈল।
কানুর পিরীতি হেন রসবতী
স্বাদ গন্ধ দূরে গেল॥

পিরীতি রসের নাগর দেখিয়া
আরতি বাঢ়াইনু তাতে।
তবে সে সজনি দিবস রজনী
অনল উঠিল চিতে॥
উঠিতে উঠিতে অধিক উঠিল
পিরীতে ডুবিল দেহ।
নিমে সুধা দিয়া একত্র করিয়া
ঐছন কানুর লেহ॥
চণ্ডীদাস কয় হিয়ায় সহয়
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা বিষগুণা আধা
চিরঞ্জীবী দেহ কৈল॥ ৬৯

——

ধানশী।

আমরা সরল পিরীতি গরল
লাগিল অমিয়াময়।
মহানন্দ রতি বিছরিনু পতি
কলঙ্ক সবাই কয়॥
সই, দৈবে হৈল হেন মতি।
অন্তর জ্বলিল পরাণ পুড়িল
ঐছন পিরীতি রীতি॥
মাটী খেদাইয়া থাল বানাইয়া
উপরে দেওল চাপ।
আহার দিয়া মারয়ে বান্ধিয়া
এমন করয়ে পাপ॥
নৌকাতে চড়াঞা দরিয়াতে লৈয়া
ছাড়য়ে অগাধ জলে।
ডুবু ডুবু করি ডুবিয়া না মরি
উঠিতে নারি যে কুলে॥
এমতি করিয়া পরাণে মারিয়া
চলিল আপন ঘরে।
চণ্ডীদাস কয় এমন সে নয়
তুমি সে ভাবহ তারে॥ ৭০

——

সুহিনী।

শুনি সহচরি না কর চাতুরী
সহজে দেহ উত্তর॥
কি জাতি মূরতি কানুর পিরীতি
কোথাই তাহার ঘর॥
চলে কি বাহনে ঠিকে কোন স্থানে
সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।
কোন অস্ত্র ধরে পারাবার করে
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে॥
পাইয়া সন্ধান হব সাবধান
না লব তাহার বা।
নয়নে শ্রবণে বচনে তেজিব
সোঙরি তাহার গা॥
সখী কহে সার দেখি নরাকার
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ ছুরী বৈসে মনোপরি
জাতির বাহির সে॥
মন তার বাহন রক্ষক মদন
ভাবগণ তার সঙ্গে।
সুজন পাইলে না দেয় ছাড়িয়ে
পিরীতি অদ্ভুত রঙ্গে॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
ছাড়িতে কি কর আশ।

পিরীতি নগরে বসতি করেছ
পরেছ পিরীতি বাস ॥ ৭১

শ্রীরাগ।

বিবিধ কুসুম যতনে আনিয়া
গাঁথিনু পিরীতি মালা।
শীতল নহিল পরিমল গেল
জ্বালাতে জলিল গলা ॥
সেই মালী কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া বিষ মিশাইয়া
হিয়ার মাঝারে দিল ॥
জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল যে হিয়া
আপদ মস্তক চুল।
না শুনি না দেখি কি করিব সখি
আগুণ হইল ফুল ॥
ফুলের উপর চন্দন লাগল
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া পোড়াইল হিয়া
পাঁজর ধসিয়া গেল ॥
ধসিতে ধসিতে সকলি ধসিল
নির্ম্মল হইল দেহ।
চণ্ডীদাসে কয় কহিলে বা হয়
ঐছন কানুর লেহ ॥ ৭২

শ্রীরাগ।

ভুবন ছানিয়া যতন করিয়া
আনিনু প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে গাছ সে হইল
সাধল মরণ নিজ ॥
সই, প্রেম তনু কেন হৈল।
হাম অভাগিনী দিবস রজনী
সিঁচিতে জনম গেল ॥
পিরীতি করিয়া সুখ যে পাইব
শুনিনু সখীর মুখে।
অমিয়া বলিয়া গরল কিনিয়া
খাইনু আপন সুখে ॥
অমিয়া হইত স্বাদু লাগিত
হইল গরল ফলে।
কানুর পিরীতি শেষে হেন রীতি
জানিনু পুণ্যের বলে ॥
যত মনে ছিল সকলি পূরিল
আর না চাহিব লেহা।
চণ্ডীদাস কহে পরশন বিনে
কেমনে ধরিব দেহা ॥ ৭৩

শ্রীরাগ।

সুখের পিরীতি আনন্দ যে রীতি
দেখিতে সুন্দর হয়।
মধুর পীযূষে মদন সহিতে
মাখিলে সে রসময় ॥
সই, কিবা কারিগর সে।
এমত সংযোগে করি অনুরাগে
কেমতে গঠিল দে ॥
তিন তিন গুণে বান্ধিলেক ঘুনে
পাঞ্জর ধসিয়া গেল।
যতন করিয়া অবলা বধিতে
আনিত এমতি শেল ॥

এমত অকাজ, করে কোন রাজ,
বুঝিতে নারিনু মোরা।
কুলের ধরমে, ত্যজিনু মরমে,
এমতি হউক তারা॥
চণ্ডীদাস কয়, মিছা গালি হয়,
না দেখি জনেক লোকে।
আপনা আপনি, বলহ কাহিনী,
আপন মনের সুখে॥ ৭৪

সম্ভোগ-মিলন।

ধানশী।

শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি,
উজর সকল বন।
মল্লিকা মালতী, বিকসিত তথি,
মাতল ভ্রমরাগণ॥
তরুকুল ডাল, ফুল ভরি ভাল,
সৌরভ পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা, জগমনোলোভা,
ভুলিল নাগর রায়॥
নিধুবনে আছে, রতন বেদিকা,
মনি-মাণিকেতে বাঁধা।
ফটিকের তরু শোভিয়াছে চারু,
তাহাতে হীরার ছাঁদা॥
চারিপাশে সাজে, প্রবাল মুকুতা,
গাঁথনি আঁটনি কত।
তাহাতে বেড়িয়া, কুঞ্জ-কুটীর,
নিরমাণ শত শত॥
নেতের পতাকা, উড়িছে উপরে,
কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্য স্থল, দেব অগোচর,
কি কহিব তার আভা॥
মাণিকের ঘটা, কিরণের ছটা,
এমতি মণ্ডল ঘর।
চণ্ডীদাস বলে, অতি অপরূপ,
নাহিক তাহার পর॥ ৭৫

কামোদ।

রমণী মোহন, বিলসিতে মন,
হইল মরমে পুনি।
গিয়া বৃন্দাবনে, বসিলা যতনে,
রমিতে বরজধনী॥
মধুর মুরলী, পূরে বনমালী,
'রাধা বাধা' বলি গান।
একাকী গভীর, বনের ভিতর,
বাজায় কতেক তান॥
অমিয়া নিছনি, বাজিছে সঘন,
মধুর মুরলী গীত।
অবিচল কুল, রমণী সকল,
শুনিয়া হরল চিত॥
শ্রবণে যাইয়া, রহল পশিয়া,
বেকতে বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি, ডাকয়ে মুরলী,
যেন ভেল সুখরাশি॥
আনন্দ অবশ, পুলক মানস,
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহ কর্ম্ম যত, হৈল বিসরিত,
সকলি করিল বাধে॥

রাইয়ের অগ্রেতে, যতেক রমণী,
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন, কিবা বাজে তান,
কেমন করিছে প্রাণী॥
সহিতে না পারি, মুরলীর ধ্বনি,
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ তরুণী, হইল বাউরী,
হরিল কুলের লাজে॥
কেহ পতি সনে, আছিল শয়নে,
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল, সখীর সহিতে,
কহিতে রভস-রঙ্গ॥
কেহ বা আছিল, দুগ্ধ আবর্ত্তনে,
চুলাতে রাখি বেসালি।
ত্যজি আবর্ত্তন, হই আগুয়ান,
ঐছন সে গেল চলি॥
কেহ শিশু লয়ে, কোলেতে করিয়া,
দুগ্ধ করায় পান।
শিশু ফেলি ভূমে চলি গেল ভ্রমে,
শুনি মুরলীর গান।
কেহ বা আছিল, শয়ন করিয়া,
নয়নে আছিল নীদ।
যেমন চোরাই, হরণ করিল,
মানসে কাটিল সীঁদ॥
কেহ বা আছিল, রন্ধন করিতে,
তেমনি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হৈয়া, মুরলী শুনিয়া,
সব বিসরিত ভেল॥
সকল রমণী, ধাইল অমনি,
কেহ কাহা নাহি মানে।
যমুনার কুলে, কদম্বের তলে,
মিলল শ্যামের সনে॥
ব্রজ নারীগণে, দেখিয়া তখন,
হাসিয়া নাগর রায়।
রাস বিলসন, করিল রচন,
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥ ৭৬

—

বেহাগ।

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যাম রায়॥
ইহার গৌর বরণ করে আলো।
চূড়াটী বাঁধিয়া কেবা দিল॥
তাহার ইন্দ্র-নীল-কান্তি তনু।
এত নহে নন্দ-সুত কানু॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এনা বেশ কোন্ দেশে ছিল॥
কে বনাইল হেন রূপ খানি।
ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী॥
নীল উজলি নীলমণি॥
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখীগণ করে ঠারাঠারি॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন দেশে॥ ৭৭

সুহই।

কদম্বের বন হৈতে,
কিবা শব্দ আচম্বিতে,
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি,
কি মাধুর্য্য পদাবলী,
কি জানি কেমন করে মনে॥
সখিরে, নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
হা হা কুলাঙ্গনাগণ,
গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ,
যাহে হেন দশা হৈল মোরে॥
শুনিয়া ললিতা কহে,
অন্য কোন শব্দ নহে,
মোহন মুরলী ধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে,
হৈলা তুমি বিমোহনে,
রহ নিজ চিতে ধরি থেহ॥
রাই কহে কেবা হেন,
মুরলী বাজায় যেন,
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু,
কাঁপাইছে সব তনু,
শীতল করিয়া মোর হিয়া॥
অস্ত্র নহে মন ফুটে,
কাটারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি,
পোড়ায় আমার মতি,
চণ্ডীদাস ভাবি না পায় ওর॥ ৭৮

ললিত।

আজুক শয়নে ননদিনী সনে,
শুতিয়া আছিনু সই।
যে ছিল মরমে, বঁধুর ভরমে,
মরম তাহারে কই॥
নিদের আলসে, বঁধুর ধাধসে,
তাহারে করিনু কোরে।
ননদী উঠিয়া, রুষিয়া বলিছে,
বঁধুয়া পাইলি কারে॥
এত ঢাটপনা, জানে কোন্ জনা
বুঝিনু তোহারি রীতি।
কুলবতী হৈয়া, পরপতি লৈয়া
এমতি করহ নিতি॥
যে শুনি শ্রবণে, পরের বদনে,
নয়ানে দেখিনু তাই।
দাদা ঘরে এলে, করিব গোচর,
ক্ষণেক বিরাজ রাই॥
নিঠুর বচনে, কাঁপিছে পরাণ,
মরিয়া রহিনু লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি, গরবেতে থাকি,
সঘনে আমারে যজে॥
এক হাতে সখী, কচালিয়া আঁখি,
নয়ানে দেখি যে আর।
চণ্ডীদাস কয়, কিবা কুল ভয়,
কানুর পিরীতি যার॥ ৭৯

ললিত।

আর এক দিন সখি শুতিয়া আছিনু।
বঁধুয়ার ভরমে ননদী কোরে নিনু॥

বঁধু নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
কহে তোর বঁধু কোথা গেল পলাইয়া?
সতী কুলবতী কুলে জ্বালি দিলি আগি।
আছিল আমার ভালে তোর বধভাগী॥
শুনিয়া বচন তার অথির পরাণি।
কাঁপয়ে শরীর দেখি আঁখির তাজনি॥
কেমনে এড়াব সখি, তাপিনীর হাতে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাতে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি॥৮০

বিভাষ।

পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিনু,
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর, পরশ করিয়া,
ঈষৎ মধুর হাসে॥
পিঙ্গল বরণ, বসন খানি,
মুখানি আমার মুছে।
শিথান হইতে, মাথাটি বাহুতে,
রাখিয়া শুতল কাছে॥
মুখে মুখ দিয়া, সমান হইয়া,
বঁধুয়া করল কোলে।
চরণ উপরে, চরণ পসারি,
পরাণ পাইনু বোলে॥
অঙ্গ পরিমল, সুগন্ধি চন্দন,
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে, রস উপজিল,
জাগিয়া হইনু হারা॥

কপোত পাখীরে, চকিতে বাটুল,
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে,
আর কি পরাণ রয়॥৮১

গান্ধার।

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে, বসিয়া ছিলাম রঙ্গে,
হেন কালে পাপ ননদিনী।
দেখিয়া আমাকে, তার কাছে ডাকে,
"আইসহ শ্যাম-সোহাগিনী॥"
রাধা বিনোদিনী, তোমারে বলিতে কি?
চাই দুই তিন কথা, যে কথা তোমার,
বড়ই শুনিয়াছি॥
তুমি কোন দিনে, যমুনা সিনানে,
গিয়াছিলা নাকি একা।
শ্যামের সহিতে, কদম্ব তলাতে,
হইয়াছিল নাকি দেখা॥
সেই দিন হৈতে, সেহত পথেতে,
করে নাকি আনাগোনা।
রাধা রাধা বলি, বাজায় মুরলী,
তাহে হৈল জানা শুনা॥
যে দিন দেখিব, আপন নয়নে,
তা সঞে কহিতে কথা।
কেশ ছিঁড়ি বেশ, দূরে তেয়াগিব,
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা॥
একি পরমাদ, দেয় পরিবাদ,
এছার পাড়ার লোকে।
পর চরচায়, যে থাকে সদায়,
সাপে থাক তার বুকে॥

গোকুল নগরে, গোপের মাঝারে,
এত দিন বসি মোরা।
কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু,
শ্যাম কাল কি গোরা॥
বড়ুয়ার ঝিয়ারী, বড় নাম ধরি,
তাহে বড়ুয়ার বৌ।
নিরমল কুলে, এ কথা যে তোলে,
সেই নারী গরল খাউ॥
চিত দড় করি, থাকল সুন্দরী,
যেন কভু নাহি টলে।
কাহার কথায়, কার কিবা হয়,
বড়ু চণ্ডীদাস বলে॥ ৮২

সুহই।

এক দিন যাইতে ননদিনী সনে।
শ্যাম বন্ধুর কথা পড়ে গেল মনে॥
ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি।
অবশ হইল তনু, কাঁপে থর হরি॥
কি করিব সখি সে হইল বড় দায়।
ঠেকিনু বিপাকে আর না দেখি উপায়॥
ননদী বোলয়ে হেদ্দো কি না তোর হইল
চণ্ডীদাস বলে উহার কপালে যা ছিল॥৮৩

শ্রীরাগ।

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই
যে হয়, তাহার চিতে স্বতন্তরী নই।
তাহার গলার, ফুলের মালা,
আমার গলায় দিল।
তার মত, মোরে করি,
সে মোর মত হৈল॥
তুমি যে আমার, প্রাণের অধিক,
তেঞি সে তোমারে কহি।
এ যে কাজ, কহিতে লাজ,
আপন মনেই রহি॥
তাহার প্রেমের, বশ হৈয়া,
যে কহে তাহাই করি।
চণ্ডীদাস, কহয়ে ভাষ,
বালাই লইয়া মরি॥ ৮৪

সিন্ধুড়া।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥
এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবে, অবধি না পাই॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে ধনি সব পরমাণ॥ ৮৫

সিন্ধুড়া।

"আমি যাই যাই" বলি বোলে তিন বোল
কত না চুম্বন দেই কত দেয় কোল॥
পদ আধ যায় পিয়া, চায় পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া॥

করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে।
পুন দরশন লাগি কত চাটু বোলে ॥
নিগূঢ় পিরীতি পিয়ার আরতি বহু।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ার মাঝারে রহু ॥ ৮৬

মল্লার।

এ ঘোর রজনী, মেঘের ছটা,
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিয়ার মাঝে, বঁধুয়া ভিজিছে,
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥
সই, কি আর বলিব তোরে।
বহু পুণ্য ফলে, সে হেন বঁধুয়া,
আসিয়া মিলল মোরে ॥
ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ,
বিলম্বে বাহির হইনু।
আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া,
কত না যাতনা দিনু ॥
বঁধুর পিরীতি, আরতি দেখিয়া,
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি, গলায় করিয়া,
আনল ভেজাই ঘরে ॥
আপনার দুখ, সুখ করি মানে,
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে, বঁধুর পিরীতি,
শুনিয়া জগৎ সুখী ॥ ৮৭

বিভাষ।

শ্যামলা বিমলা, মঙ্গলা অবলা,
আইল রায়ের পাশে।
যদি স্বতন্তরে, তথাপি রাধারে,
পরাণ অধিক বাসে ॥
দেখি সুবদনী, উঠিলা অমনি,
মিলিল গলায় ধরি।
কত না যতনে, রতন আসনে,
বসায় আদর করি ॥
রাই মুখ দেখি, হৈয়া মহাসুখী,
কহয়ে কৌতুক কথা।
রজনী-বিলাস, শুনিতে উল্লাস,
অমিয় অধিক গাথা ॥
হাস পরিহাসে, রসের আবেশে,
মুগধা এমন রাধা।
চণ্ডীদাস বাণী, নিশির কাহিনী,
শুনিতে লাগয়ে সাধা ॥ ৮৮

বিভাষ।

একলি মন্দিরে, আছিলা সুন্দরী,
কোরহি শ্যামর চন্দ।
তবহুঁ তাহার, পরশ না ভেল,
এ বড়ি মরম ধন্দ ॥
সজনী পাওল পিরীতি ওর।
শ্যাম সুন্দর, পিরীতি শেখর,
কঠিন হৃদয় তোর ॥
কস্তূরী চন্দন, অঙ্গের ভূষণ,
দেখিতে অধিক জোরি।
বিবিধ কুসুমে, বাঁধিল কবরী,
শিথিল না ভেল তোরি ॥
এমন কমল, বিমল মধুর,
না ভেল পুলক সাজ।

হেরইতে বলি, কবরী হেরলী,
বুঝি না করিল কাজ ॥
কিয়ে ঋতুপতি বিষয় বসতি,
তেজিয়া দেয়লি রঙ্গ ।
চণ্ডীদাস কহে, এ দোষ কাহার,
দৈবে সে না ভেল সঙ্গ ॥ ৮৯

সওয়ারি ।

নিতই নূতন, পিরীতি দুজন,
তিলে তিলে বাড়ি যায় ।
ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাড়ায়,
পরিণামে নাহি খায় ॥
সখি হে, অদ্ভুত দুহুঁ প্রেম ।
এতদিন ঠাঞি, অবধি না পাই,
ইতে কি করিল হেম ॥
উপমারগণ, সব কৈল আন,
দেখিতে শুনিতে ধন্দ ।
একি অপরূপ, তাহার স্বরূপ,
সবারে করিল অন্ধ ॥
চণ্ডীদাস কহে, দুহুঁ সম নহে,
এখানে সে বিপরীত ।
এ তিন ভুবনে, হেন কোন জনে
শুনি না দরবে চিত ॥ ৯০

সিন্ধুড়া ।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি ।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি ॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া ।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে ।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥
ভানু কমল বলি, সেহ হেন নহে ।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে ॥
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা ।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
কুসুমে মধুপ কহি, সে নহে তুল ।
না আইলে ভ্রমর, আপনি না যায় ফুল ॥
কি ছার চকোর চাঁদ, দুহুঁ সম নহে ।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে ॥ ৯১

সুহই ।

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা ।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা ॥
অকথন বেয়াধি, এ কহা নাহি যায় ।
যে করে কানুর নাম, ধরে তার পায় ॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায় ।
সোণার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায় ॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি ।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি ॥
চণ্ডীদাস বলে কাঁদ কিসের লাগিয়া ।
সে কালা আছে তোর হৃদয়ে জাগিয়া ॥ ৯২

কুঞ্জ-ভঙ্গ ।

কামোদ ।

পদউধ, কাক, কোকিলের ডাক,
জানাইল রজনী শেষ ।
তুরিতে নাগরী, গেলা নিজ ঘরে
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ ॥

অবশ আলিসে, ঠেসনা বালিশে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
বসন ভূষণ, হৈয়াছে বদল,
তখন উঠিয়া দেখি॥
ঘরে মোর বাদী, শাশুড়ী ননদী,
মিছা তোলে পরিবাদ।
জানিলে এখন, হইবে কেমন,
বড় দেখি পরমাদ॥
চণ্ডীদাস কহে, শুনলো সুন্দরি,
তুমি সে বড় য়ার বহু।
শ্যামের মোহন, গুণের কারণ,
লখিতে নারিবে কেহু॥ ৯৩

ধানশী।

প্রভাতকালের কাক, কোকিল ডাকিল,
দেখিয়া রজনী শেষ।
উঠিয়া নাগর, তুরিত গেল যে,
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ॥
সই তোরে সে বলিয়ে কথা।
সে বঁধু কালিয়া, না গেল বলিয়া,
মরমে রহল ব্যথা॥
রহিয়া আলিসে, ঠেসনা বালিশে,
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি।
বসনে বসনে, বদল হৈয়াছে,
এখন উঠিয়া দেখি॥
ঘরে মোর বাদী, শাশুড়ী ননদী,
মিছে করে পরিবাদ।
ইহাতে এমন, করিব কেমন,
কি হইল পরমাদ॥

চণ্ডীদাস কহে, মনে আহ্লাদে,
শুনহে রসিক জন।
সদা জ্বালা যার, তবে সে তাহার,
মিলয়ে পিরীতি ধন॥ ৯৪

সিন্ধুড়া।

আজিকার নিশি, নিকুঞ্জে আসি,
করিল বিবিধ রাস।
রসের সাগরে, ডুবাইল মোরে,
বিহানে চলিল বাস॥
শুনহে সুবল সখা।
সে হেন সুন্দরী, গুণের আগরি,
পুন কি পাইব দেখা॥
মদনে আগুলি, গলে গলে মিলি,
চুম্বন করল যত।
কেশ বেশ যদি, বিথার হইল,
তাহা বা কহিব কত॥
অশেষ বিশেষ, বচন কহিয়া,
আবেশে লইয়া কোরে।
অঙ্গের পরশে, হিয়া ডুবাইল,
কেমনে পাসরি তারে॥
চণ্ডীদাস কহে, শুনহে নাগর,
এ বড় লাগল ধন্ধ।
সে রাধা রমণী, রসশিরোমণি,
তোমারে করল বন্ধ॥ ৯৫

সিন্ধুড়া।

রাই, আজু কেন হেন দেখি।
আখি ঢুলু ঢুলু, ঘুমেতে আকুল,
জাগিয়াছ বুঝি নিশি॥

রসের ভরেতে, অঙ্গ নাহি ধরে,
বসন পড়িছে খসি।
স্বরূপ করিয়া, কহনা আমারে,
মনের মরম সখি॥
এক কহিতে, আন কহিতেছ,
বচন হইয়া হারা।
রসিয়ার সনে, কিবা রস রঙ্গে,
সঙ্গ হয়েছে পারা॥
ঘন ঘন তুমি, মুড়িতেছে অঙ্গ,
সঘনে নিশ্বাস ছাড়।
স্বরূপ করিয়া, কহনা কহসি,
কপট কেন বা কর॥
ভালের সিন্দূর, আধেক আছয়ে,
নয়নে আধ কাজল।
চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, এমন করিয়া,
কেবা লুটিল সকল॥
চণ্ডীদাসে কয়, যেবা সেই হয়,
ভালে ভুলাইলে কাজ।
সঙ্গের সঙ্গিনী, বঞ্চিতে নারিবে,
কিবা কর আর লাজ॥ ৯৬

ধানশী।

ঐছন শুনইতে, মুগধ রমণী।
সখিগণ ইঙ্গিতে অবনত বয়নি॥
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ।
সখিগণে কহইতে, প্রিয়তম ভাষ॥
কহইতে না কহসি, রজনীকো কাজ।
আমার শপথি তোরে, যদি কর লাজ॥
পহিল সমাগমে, হইল যত দুখ।
পুনহি মিলনে পাওব কত সুখ॥
ঐছন বচন শুনি, কহে মৃদু ভাষি।
চণ্ডীদাস ইহ রস পরকাশি॥ ৯৭

ধানশী।

রজনী বিলাস কহয়ে যাই।
সব সখিগণ বদন চাই॥
আখি ঢুলু ঢুলু অলস ভরে :
ঢুলিয়া পড়িল সখীর কোরে॥
নয়নের জলে ভাসয়ে মুখ।
দেখি সখী কহে কহনা দুখ॥
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কাঁদয়ে রাধা।
কহে চণ্ডীদাস নাগর ধান্দা॥ ৯৮

সুহই।

কহে সুবদনি, শুনগো সজনি,
দুঃখ কি কহিব আর।
কি করি এখন, জুড়াই জীবন,
দেখা নাহি পেলে তার॥
তাহার আরতি, কিবা দিবা রাতি,
ভুলিতে নাহিক পারি।
মনে হলে মুখ, ফাটে মোর বুক,
গুমরে গুমরে মরি॥
সহেনাক আর, করি অভিসার,
আজি হই বলরাম।
যশোদা মন্দিরে, যাইব সত্বরে,
ভেটিব নাগর কান॥

শুনিয়া ললিতা, হাসি কহে কথা
বলাই সাজিলে পরে।
চণ্ডীদাস ভণে, যশোদা যতনে,
সঁপিবে তোমার করে॥ ৯৯

বিভাষ।

প্রথম পহর নিশি, সুস্বপন রাশি,
সব কথা কহিবে তোমারে।
বসিয়া কদম্বতলে,সেকানুকরিছে কোলে,
চুম্ব দিয়ে বদন কমলে॥
অঙ্গে দেই চন্দন, বলে মধুর বচন,
আরে বাঁশী বায় সুমধুরে।
চাহিলেন সুরতি, না দিনু যে পাপমতি
দেখিনু কানু দোয়জ পহর॥
তৃতীয় পহর নিশে, নাগরকোলেতে বসে,
নেহারনু সে চাঁদ বদনে।
ঈষৎ হাসন করি, প্রাণ মোর নিল হরি,
বেয়াকুলি হইনু মদনে॥
চতুর্থ পহরে কান, করিল অধর পান,
মোরে ভেল রতি আশোয়াসে।
দারুণ কোকিলনাদে,ভাঙ্গিলমোহের নিদে
রহ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ১০০

অনুরাগ।—নায়ক-সম্বোধনে।

ধানশী।

ভাদরে দেখিনু নট চাঁদে।
সেই হৈতে উঠে মোর কানু পরিবাদে॥
এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ককালিম লেখা মোর সে কপালে॥
স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ী।
তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী॥
ননদিনী দেখয়ে চোকের বালী।
শ্যাম নাগর তোমায় পাড়ে গালি॥
এ দুঃখে পাঁজর হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ সে ভাল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে পুন কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয়॥ ১০১

পঠমঞ্জরী।

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম,
শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥
গুরু জন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ, আঁখে ঝরে জল।
তাহা নেহারিয়ে আমি হইয়ে বিকল॥
নিশিদিশি বন্ধু তোমায় পাশরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥১০২

সুহই।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর॥
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥

কোন বিধি সিরজিল সোতের সেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়॥ ১০৩

ভুড়ী।

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও
তোমার দেখিব চাঁদ মুখ॥
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবার চায়॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না যুয়ায়॥ ১০৪

সুহই।

হেদে হে বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলা পিরীতের দায়॥
ভাবিতে গণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ।
জগ ভরি কলঙ্ক রহিল চিরদিন॥
তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিনু।
মৈলাম লাজে মিছা কাজে দগদগি হৈনু॥
না জানি অন্তরে মোর হৈল কিবা ব্যথা।
একে মরি নানা দুঃখে আর নানা কথা॥
শয়নে স্বপনে বন্ধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীন যেন তোমার প্রেম নয়॥
ঘায়ে না মরিয়ে বন্ধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কিবা যায়॥ ১০৫

ভাটিয়ারী।

তুমিত নাগর, রসের সাগর,
যেমত ভ্রমর রীত।
আমিত দুঃখিনী, কুলকলঙ্কিনী,
হইনু করিয়া প্রীত॥
গুরু জন ঘরে, গঞ্জয়ে আমারে,
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদন, কহিলে কি যায়,
পরাণ সহিছে যত॥
অনেক সাধের, পিরীতি বন্ধু হে,
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে, পরাণে মরিব,
এমনি সে মনে লয়॥
চণ্ডীদাস কহে, পিরীতি বিষম,
শুনহ বড়ুয়ার বহু।
পিরীতি বিষদ, হইলে বিপদ,
এমত না হউ কেহু॥

কামোদ।

বন্ধু কহিলে বাসিবে মনে দুখ।
যতেক রমণী ধণী, বৈঠয়ে জগত মাঝে,
না জানি দেখয়ে তুয়ামুখ॥
লোক মুখে জানিনু, সখি আগে না দেখিনু,
কুআমারে মতি দিল বিধি।

না বুঝিয়া করে কাজ, তার মুণ্ডে পড়ে বাজ
দুঃখ রহে জনম অবধি ॥
কেন হেন বেশ ধর, পরের পরাণ হর,
স্ত্রী-বধেতে ভয় নাহি কর।
গগন-ইন্দু আনিয়া, করে করে দর্শাইয়া,
এবে কেন এমতি আচর ॥
পিরীতি পরশে যায়, হিয়া নাহি দরবয়ে,
সে কেনে পিরীতি করে সাধ।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, মোর মনে হেন লয়,
ভাঙ্গিলে গড়িতে পরমাদ ॥ ১০৭

——

শ্রীরাগ।

সকলি আমার দোষ,
হে বন্ধু, সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি, কৈরাছি পিরীতি,
কাহারে করিব রোষ ॥
সুধার সমুদ্র, সমুখে দেখিয়া,
আইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে, গরল হইবে,
পাইবে এতেক দুখে ॥
সে যদি জানিতাম, অলপ ইঙ্গিতে
তবে কি এমন করি।
জাতিকুল শীল, মজিল সকলে,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি ॥
অনেক আশার, ভরসা মরুক,
দেখিতে করয়ে সাধ।
প্রথম পিরীতি, তাহার নাহিক,
বিভাগের আধের আধ ॥
যাহার লাগিয়া, যে জন মরয়ে,
সেই যদি করে আনে।
চণ্ডীদাস কহে, এমন পিরীতি,
করয়ে সুজন জনে ॥ ১০৮

——

সিন্ধুড়া।

যখন পিরীতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিয়া'
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখি আড় নাহি কর, হিয়ার উপরে ধর,
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ ॥
একে হাম পরাধিনী, তাহে কুল কামিনী
ঘরে হইতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ, না যায় তবুত আন,
আর কত কহিব বিশেষ ॥
ননদী বিষের কাঁটা, বিষমাখা দেয় খোঁটা,
তাহে তুমি এত নিদারুণ।
কবি চণ্ডীদাস কয়, কিবা তুমি কর ভয়,
বন্ধু তোর নহে অকরুণ ॥ ১০৯

——

ধানশী।

যখন নাগর, পিরীতি করিলা,
সুখের না ছিল ওর।
সোতের সেওল, ভাসাইয়া কালা,
কাটিলা প্রেমের ডোর ॥
মুগ্ধিত অবলা, অথলা হৃদয়,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, চিত্রেতে লিখিয়া,
বিশাখা দেখালে আনি ॥

পিরীতি মূরতি, কোথা তার স্থিতি,
বিবরণ কহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর
এত পরমাদ করে॥
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে?
অমৃত বলিয়া গরল ভক্ষিনু,
বিষেতে জ্বলিল দে।
নদীর উপরে জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপর রসিকের বসতি,
পিরীতি না জানে কেউ॥
চণ্ডীদাস কয়, দুই এক হয়,
ভাবে সে পিরীতি রয়।
(নতু) খলের পিরীতি, তুষের অনল,
ধিকি ধিকি যেন বয়॥ ১১০

অনুরাগ।—সখা-সম্বোধন।

তুড়ী।

কানন কুসুম জিনি, কালিয়া বরণ খানি,
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
ছাড়ি সকল কাজ, জাতি কুল শীল লাজ,
মরিবে কালিয়া অনুরাগে॥
সই, আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন কোণে,নাচাহিও তার পানে,
কালিয়া বরণ যার দেখ॥
পিরীতি আরতি মনে, যেকরেকালিয়া সনে,
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া ভূষণকালা,মনেতে গাঁথিয়া মালা,
জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল॥
নিশি দিশি অনুক্ষণ, প্রাণ করে উচাটন,
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয়, পরিণামে কিবা হয়,
কি মোহিনী জানে কালা কানু॥
দারুণ মুরলী স্বর, না মানে আপন পর,
মরমে ভেদিয়া যায় থাকে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, তনু মন তার নয়,
যোগিনী হইবে তার পাকে॥ ১১১

শ্রীরাগ।

সজনি লো সই,
ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই॥
শ্যামের বাঁশীটি, দুপুরে ডাকাতি,
সরবস হরি লৈল।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
কেন বা এমতি কৈল॥
খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে,
বধির করিল বাঁশী।
সব পরি হরি, করিল বাউরী,
মানয়ে যেমন দাসী॥
কুলের করম, ধৈরয ধরম,
সরম মরম ফাঁসী।
চণ্ডীদাসে ভণে, এই সে কারণে,
কানুর সরবস বাঁশী॥ ১১২

সুহই।

বিষম বাঁশীর কথা কহন না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে সঙ্কটে॥
হারে সই, শুনি যবে বাঁশীর নিশান।
গৃহকাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান॥
সতী ভুলে নিজপতি মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরল।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা ১১৩

ধানশী।

কুলের বৈরী, হইল মুরলী,
করিল সকল নাশে।
মদন কিরাতি, মধুর যুবতী,
ধরিতে আইল দেশে॥
সই, জীবন মন নেয় বাঁশী।
পিরীতি আটা, ননদী কাঁটা,
পড়সি হইল ফাঁসি।
বৃন্দাবন-মাঝে বেড়ায় সাজে,
ধরি যুবতী জনা॥
যমুনার কুলে, গাছের তলে,
বসিয়া করিল থানা॥
এক পাশ হৈয়া, থাকি লুকাইয়া,
দেখি যে বসিল পাখী।
ধীরে ধীরে যাই, তাহা পানে চাই,
আনলা চালায় দেখি॥
গাছের ডালে, বসিয়া ভালে,
তাক করে এক দিঠে।
জড়াল আটা, লাগয়ে কাঁটা
লাগিল পাখীর পিঠে॥
পড়িয়া ভূমেতে, ধর ফড়াইতে,
কিরাতে ধরিল পাখে।
পাখে পাখা দিয়া, বাঁধিল টানিয়া,
ঝুলিতে ভরিয়া রাখে॥
চণ্ডীদাস কয়, মহাজন হয়,
কিনিয়া লয় সে পাখী।
ছাড়িয়া দেয়, পাথায় ধোয়ায়,
তবে সে এড়ান দেখি॥ ১১৪

তুড়ী।

মুরলীর স্বরে, রহিবে কি ঘরে,
গোকুল যুবতীগণে।
আকুল হইয়া, বাহির হইবে,
না চাবে কুলের পানে॥
কি রঙ্গ লীলা, মিলায় শিলা,
শুনিলে সে ধ্বনি কাণে।
যমুনা পবন, স্থগিত গমন
ভুবন মোহিত গানে॥
আনন্দ উদয়, শুধু সুধাময়,
ভেদিয়া অন্তর টানে।
মরমে জ্বালা, জীয়ে কি অবলা,
হানয়ে মদন বাণে॥
কুলবতী-কুল করে নিরমূল,
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডীদাস ভণে, রাখিও মরমে,
কি মোহিনী কালা জানে॥ ১১৫

ধানশী।

কালা গরলের জ্বালা, আর তাহে অবলা
তাহে মুঞি কুলের বৌহারী।
অন্তরে মরমে ব্যথা,কাহারে কহিব কথা,
গুপতে গুমরি মরি মরি॥
সখিহে, বংশী দংশিল মোর কাণে।
ডাকিয়া চেতন হরে, পরাণ না রহে ধড়ে,
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে॥
মুরলী সরল হয়ে, বাঁকার মুখেতে রয়ে,
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, সঙ্গদোষে কি না হয়,
রাহু-মুখে শশী মসী লাভ॥ ১১৬

ধানশী।

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহ কাজে।
নিশি দিশি কাঁদি, কিন্তু হাসি
লোকলাজে॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল, প্রাণ নিল বাঁশী॥
হাঁরে সখি কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হৈনু শ্যামের দাসী॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর সুধা উগারে গরল॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তারি লাগি পাও
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥১১৭

সিন্ধুড়া।

তোমরা মোরে, ডাকিয়া সুধাও না,
প্রাণ আন চান বাসি।
কেবা নাহি, করে প্রেম,
আমি হইলাম দোষী।
গোকুল নগরে, কেবা কি না করে,
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী, সে সব যুবতী,
কানু কলঙ্কিনী রাধা॥
বাহির হইতে, লোক চরচায়,
বিষ মিশাইল ঘরে।
পিরীতি করিয়া, জগতের বৈরী,
আপনা বলিব কারে॥
তোমারা পরাণের, ব্যথিত আছিলা,
জীবন মরণে অঙ্গ।
অনেক দোষের, দোষিণী হইলে,
কে ছাড়ে আপন সঙ্গ॥
নন্দের নন্দন, গোকুল কানাই,
সবাই আপনা বলে।
সো পুন ইছিয়া, নিছিয়া লইনু,
অনাদি জনম কালে॥
রাধা বলি আর, ডাকি না সুধাও,
এখনি এখানে মৈলে।
চণ্ডীদাস কহে, সকলি পাইবা,
বঁধুয়া আপন হৈলে॥ ১১৮

সিন্ধুড়া। /

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥

ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
কাল মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণ যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু-অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক-ছাই অঙ্গেতে লেপিব॥
চণ্ডীদাস কহে কেন হইলা উদাস॥
মরণের সাথি যেই সেকি ছাড়ে পাশ॥১১৯

—·—

ধানশী।

সই, না কহ ও সব কথা।
কালার পিরীতি, যাহার লাগিল,
জনম হইতে ব্যথা॥
কালিন্দীর জল, নয়ানে না হেরি,
বয়ানে না বলি কালা।
তথাপি সে কালা, অন্তরে জাগয়ে,
কালা হৈল জপমালা॥
বঁধুর লাগিয়া, যোগিনী হইব,
কুণ্ডল পরিব কাণে।
সবার আগে, বিদায় হইয়া,
যাইব গহন বনে॥
গুরু পরিজন, বলে কুবচন,
না যাব লোকের পাড়া।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি,
জাতি-কুলশীল-ছাড়া॥ ১২০

——

তুড়ী।

আগুনি জ্বালিয়া, মরিব পুড়িয়া,
কত নিবারিব মন।
গরল ভখিয়া, মো পুনি মরিব,
নতুবা লউক শমন॥
সই, জ্বালহ অনল চিতা।
সিমন্তিনী লইয়া, কেশ সাজাইয়া,
সিন্দূর দেহ যে সীঁথায়॥
তনু তেয়াগিয়া, সিদ্ধ যে হইব,
সাধিব মনের যত।
মরিলে সে পতি, আসিবে সংহতি,
আমারে সেবিবে কত॥
তখন জানিবে, বিরহ-বেদনা,
পরের লাগিয়া যত।
তাপিত হইলে, তাপ যে জানয়ে,
তাপ হয় যে কত॥
বিরহ বেদন, না জানে আপন,
দরদের দরদী নয়।
চণ্ডীদাস ভণে পর দরদের
দরদী হইলে হয়॥ ১২১

——

সুহই।

কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়ানে না পরি॥
আলো সই মুঞি শুনিলাম নিদান।
বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ॥
মনের দুখের কথা মনে সে রহিল।
ফুটিল শ্যাম শেল বাহির নহিল॥
চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ॥ ১২২

বরাড়ী।

কাল কুসুম করে, পরশ না করি ডরে,
এ বড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই,সকললোকের ঠাঁই
কাণাকাণি শুনি এই কথা॥
সই, লোকে বলে কালা পরিবাদ ;
কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো,
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ॥
যমুনা সিনানে যাই,আঁখিমেলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্ব তলা পানে।
যথা তথা বসে থাকি,বাঁশীটি শুনিয়ে যদি,
দুটি হাত দিয়া থাকি কাণে॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে, সদাই অন্তর দহে,
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে,তনু মন চুরি করে
না চিনি যে কালা কিংবা গোরা॥ ১২৩

তুড়ী।

পাসরিতে চাহি তারে
পাসরা না যায় গো।
না দেখি তাহার রূপ
মনে কেন টানে গো॥
খাইতে বসি যদি
খাইতে কেন নারি গো।
কেশ পানে চাহি যদি
নয়ান কেন ঝুরে গো॥
বসন পরিয়া থাকি
চাহি বসন পানে গো।
সমুখে তাহার রূপ
সদা মনে ঝাঁপে গো॥
ঘরে মোর সাধ নাই
কোথা আমি যাব গো।
না জানি তাহার সঙ্গ
কোথা গেলে পাব গো॥
চণ্ডীদাস কহে মন
নিবারিয়া থাক গো।
সে জনা তোমার চিতে
সদা লাগি আছে গো॥ ১২৪

সুহই।

এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥
যথা তথা যাই আমি যতদুর পাই।
চাঁদমুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই॥
সে হেন বন্ধুরে মোর যে জনা ভাঙ্গায়॥
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে
সে জীয়ে তিলেক॥ ১২৫

শ্রীরাগ।

কানু পরিবাদ, মনে ছিল সাধ,
সফল করিল বিধি।
কুজন বচনে, ছাড়িতে নারিব,
সে হেন গুণের নিধি॥

বঁধুর পিরীতি, শেলের ঘা,
পহিলে সহিল বুকে।
দেখিতে দেখিতে, ব্যথাটী বাড়িল,
এ দুখ কহিব কাকে ॥
অন্য ব্যথা নয়, বোধে শোধে যায়,
হিয়ার মাঝারে থুয়া।
কোন্ কুলবতী, কুল মজাইয়া,
কেমনে রয়েছে শুয়া ॥
সকল ফুলে, ভ্রমরা বুলে,
কি তার আপন পর।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি,
কেবল দুঃখের ঘর ॥ ১২৬

ধানশী।

সখিরে, মনের বেদনা, কাহারে কহিব,
কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পিরীতে, ঝুরি দিবা রাতে,
সদাই চমকে চিত ॥
কুল তেয়াগিনু, ভরম ছাড়িনু,
লইনু কলঙ্কের ডালা।
যে জন যে বল, আমারে বল,
ছাড়িতে নারিব কালা ॥
সে ডালি মাথায় করি, দেশে দেশে ফিরি,
মাগিয়া খাইব যবে।
সতী-চরচার, কুলের বিচার,
তবে সে আমার যাবে ॥
চণ্ডীদাস কয়, কলঙ্কে কি ভয়,
যে জন পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া, মরে সে ঝুরিয়া,
কি তার আপন পরে ॥ ১২৭

ধানশী।

আগে সই, কে জানে এমন রীত।
শ্যাম বঁধুর সনে, পিরীতি করিয়া,
কেবা যাবে পরতীত ॥
খাইতে পিরীতি, শুইতে পিরীতি,
পিরীতি স্বপনে দেখি।
পিরীতি লহরে, আকুল হইয়া,
পরাণ পিরীতি সাখী ॥
পিরীতি আখর, জপি নিরন্তর,
এক পণ তার মূল।
শ্যাম বন্ধুর সনে, পিরীতি করিয়া,
নিছিয়া দিলাম কুল ॥
চণ্ডীদাস কয়, অসীম পিরীতি,
কহিতে কহিব কত।
আদর করিয়া, যতেক রাখিবে,
পিরীতি পাইবা তত ॥ ১২৮

তুড়ী।

আমার মনের কথা শুন গো সজনি।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥
কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বান্ধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে ॥
চিতের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব ॥
চণ্ডীদাস বলে প্রেম কুটিলতা রীত।
কুল-ধর্ম্ম লোকলজ্জা নাহি মানে চিত ॥ ১২৯

ধানশী।

জাতি জীবন ধন কালা।
তোমরা আমারে, যে বল সে বল,
কালিয়া গলার মালা ॥

সই, ছাড়িতে যদি বল তারে।
অন্তর সহিত, সে প্রেম জড়িত,
কে তারে ছাড়িতে পারে॥
যেদিন যেখানে, যে সব পিরীতি,
লীলা করয়ে কানু।
সঙ্গের সঙ্গিনী, হইয়া রহিনু,
শুনিতাম মধুর বেণু॥
এত রূপে নহে, হিয়া পরতীত,
যাইতাম কদম্বের তলা।
চণ্ডীদাস কহে, এত প্রাণে সহে,
বচন বিষের জ্বালা॥ ১৩০

সিন্ধুড়া।

বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।
ছাড়িতে নারিব মুই শ্যাম চিকণ ধন॥
সে রূপলাবণ্য মোর হৃদয়ে লাগি আছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটি লইয়া যায় পাছে
সই, অই ভয় মনে বড় বাসি।
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবানিশি।
অলস আইসে নিদ যদি আইসে ইথে।
শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া মাথে॥
এমত পিয়ারেমোর ছাড়িতেলোকে বলে।
তোমরা বলিবে যদি খাইব গরলে॥
কালা রূপের নিছনি নিছিয়া দিনু কুলে।
এত দিনে বিহি মোহে হৈল অনুকূলে॥
পূরুক মনের সাধ, ধরম যাউক দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাল ভাবিয়াছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥ ১৩১

দাস পাহাড়িয়া।

দূর দূর কলঙ্কিনী
বলে সব লোকে গো।
না জানি কাহার ধন
নিলাম আমি গো॥
কার সনে না কহি কথা
থাকি ভয় করি গো।
তবু ত দারুণ লোকে
কহে সেই কথা গো॥
তার সনে মোর দেখা নাই,
রটে মিছা কথা গো।
দেখা হইলে কইত যদি,
তার বোলে সইত গো॥
মিছা কথা কহিয়া পরের
মন ভারি করে গো।
পর কুচ্ছা অধর্ম্ম বিনা
কেমন করে রহে গো॥
চণ্ডীদাস কয় লোকে
মিছা কথা কয় গো।
হয় কি না হয় মনে
আপনি বুঝে, দেখ গো॥ ১৩২

তুড়ী।

সুজন কুজন, যে জন না জানে,
তাহারে বলিব কি।
অন্তর বেদনা, যে জন জানয়ে,
পরাণ কাটিয়া দিই॥
সই, কহিতে যে বাসি ডর।

যাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিনু,
সে কেন বাসয়ে পর ॥
কানুর পিরীতি, বলিতে বলিতে,
পাঁজর ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খ-বণিকের, করাত যেমতি,
আসিতে যাইতে কাটে ॥
সোণার গাগরি, যেন বিষ ভরি,
দুধেতে পূরিয়া মুখ।
বিচার করিয়া, যে জন না খায়,
পরিণামে পায় দুখ ॥
চণ্ডীদাসে কয়, শুনহ সুন্দরী,
এ কথা বুঝিবে পাছে।
শ্যাম বন্ধু সনে, করিয়া পিরীতি,
কেবা কোথা ভাল আছে ॥ ১৩৩

সিন্ধুড়া।

পিয়ার পিরীতি লাগি যোগিনী হইনু।
তবুত দারুণ চিতে সোয়াস্তি না পাইনু ॥
কি হৈল কলঙ্ক রঙ্গ শুনি যথা তথা।
কেনবা পিরীতি কৈনু খাইয়া আপন মাথা॥
না বল না বল সই সে কানুর গুণ।
হাতের কালি গালে দিলাম মাখিলাম চুণ ॥
আর না করিব পাপ পিরীতির লেহা।
পোড়া করি সমান করিনু নিজ দেহা ॥
বিধিরে কি দিব দোষ করম আপনা।
সুজন করিনু প্রেম হইল কুজনা ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে না কর ভাবনা।
সুজনে সুজন মিলে, কুজনে কুজনা ॥১৩৪

তুড়ী।

এক জ্বালা গুরুজন আর জ্বালা কানু।
জ্বালাতে জ্বলিল দে সারা হৈল তনু ॥
কোথায় যাইব সই কি হবে উপায়।
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায় ॥
কাহারে কহিব কেবা যাবে পরতীত।
মরণ অধিক হৈল কানুর পিরীত ॥
জারিলেক তনু মন কি করে ঔষধে।
জগত ভরিল কালা কানু পরিবাদে ॥
লোক মাঝে ঠাঁই নাই অপযশ দেশে।
বাশুলী-আদেশে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥ ১৩৫

সিন্ধুড়া।

সই, একি সহে পরাণে।
কি বোল বলিয়া, গেল ননদিনী,
শুনিলা আপন কানে ॥
পরের কথায়, এত কথা কহে,
ইহাতে করিব কি।
কানু-পরিবাদে, ভুবন ভরিল,
বৃথায় জীবনে জী ॥
কানুরে পাইত, এ সব কহিত,
তবে বা সে বলে ভাল।
মিছা পরিবাদে, বাদিনী হইয়া,
জর জর প্রাণ হৈল ॥
কে আছে বুঝায়া শ্যামেরে কহিয়া,
এ দুঃখে করিব পার।
চণ্ডীদাস কহ, ধৈর্য্য ধরি রহ,
কে কিবা করিবে কার ॥ ১৩৬

শ্রীরাগ।

পর পুরুষে, যৌবন সঁপিলে,
আশা না পূরয়ে তায়।
আপন পতি, বিছুরিলে কতি,
দ্বিগুণ সুখ সে পায়॥
সই, বিধি করিল এমত রীতি।
কুলবতী হৈয়া, পতি তেয়াগিয়া,
পর পতি সনে প্রীতি॥
পড়শী সকল, এবে যে জানিল,
দুকুল ভাসিল জলে।
পিরীতি করিতে, আসিবে চটাই,
দুই কূল ফাক্ হলে॥
দুদিকে ভাসিতে, উঠু ডুবু করিতে,
কিনারা হইল দেখি।
মহাজন-ঘরে চোরে চুরি করে,
পড়শী দেয় সে সাথী॥
তল্লাস করিয়া, বেড়ায় ফিরিয়া,
ধনের না পায় লেশ।
মনে যে বুঝিয়া, দেখিনু ভাবিয়া,
তাহারি কপাল-দোষ॥
এমন তাকতি, কানুর পিরীতি
হরি নিল মোর মন।
আপন পর, যে দুষিল সব,
তেজিল গৃহ গুরুজন॥
রাগ চিহ্ন পায়, চণ্ডীদাস হিয়ায়,
দোসর বোধিক জনা।
সকলি পাইবে, কুশলে রহিবে,
আসিবে নন্দ-নন্দনা॥ ১৩৭

সিন্ধুড়া।

গোকুল নগরে, আমার বন্ধুরে,
সবাই ভালবাসে।
হাম অভাগিনী, আপন বলিলে,
দারুণ লোকেতে হাসে॥
সই, কি জানি কি হইল মোরে।
আপন বলিয়া, দুকুল চাহিয়া,
না দেখি দোসর পরে॥
কুলের কামিনী, হাম অভাগিনী,
নহিল দোসর জনা।
রসিক নাগর, গুরুজনা বৈরী,
এ বড় মুরখপণা॥
বিধির বিধান, এমন করল,
বুঝিনু করম দোষে।
আগে পাছে বুঝি, না কৈলে সমঝি
কহে চণ্ডীদাসে॥ ১৩৮

গান্ধার।

পিরীতি লাগিয়া হাম সব তেয়াগিনু।
তবুত শ্যামের সঙ্গে গোঙাতে নারিনু॥
বিধিরে কি দিব দোষ আপন করম।
কি খেনে করিনু প্রেম না জানি মরম॥
ঘরে পরে বাহিরে কুলটা বলি খ্যাতি।
কানু সঙ্গে প্রেম করি না পোহা'ল রাতি॥
চল চল আর দেখি ওঝা বাড়ী যাও।
কালকূট বিষ আনি হাতে তুলি দাও॥
পিরীতি মরতে করি যেবা করে আশ।
পিরীতি লাগিয়া মরে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥১২৯

পঠমঞ্জরী।

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী॥
বিনি ছলে ছলয়ে, সদাই ধরে চুলি।
হেন মনে করে জলে প্রবেশিয়া মরি॥
সতী সাধে দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলকে ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
পোঁড়া লোক না জানে
পিরীতি বলে কারে।
তুমি যদি বল, সমাধান দেই ঘরে॥
চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি।
অধিক জ্বালা যার
তার অধিক পিরীতি॥ ১৪০

——

সিন্ধুড়া।

তাহারে বুঝাই সই, পেলে তার লাগি।
ননদী-বচনে যেন বুকে উঠে আগি॥
কাহারে না কহি কথা রহি দুখে ভাসি।
ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়সী॥
কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা।
কার সনে কব আর কালা কানুর কথা॥
যত দূরে যায় মন তত দূরে যাব।
পিরীতি পরাণভাগী কোথা গেলে পাব॥
তাহারে কহিব দুঃখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া॥ ১৪১

শ্রীরাগ।

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন,
এ দুটি নয়ান-তারা।
হিয়ার মাঝারে পরাণ পুতলি,
নিমিখে নিমিখে হারা॥
তোরা কুলবতী, ভজ নিজপতি,
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলাম, শ্যাম বঁধু বিনে,
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও, ধরম করম,
মন স্বতন্তরী নয়।
কুলবতী হৈয়া, পিরীতি আরতি,
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করম, কপালে আছিলা,
বিধি মিলাওল তাই।
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি,
থাক ঘরে কুল লই॥
গুরু দুরজন, বলে কুবচন,
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম-অনুরাগে, এ তনু বেচিনু,
তিল তুলসী দিয়া॥
পড়সী দুর্জ্জন, বলে কুবচন,
না যাব সে লোক পাড়া।
চণ্ডীদাস কয়, কানুর পিরীতি,
জাতি কুল শীল ছাড়া॥ ১৪২

——

ধানশী।

কে আছে বুঝিযা, শুনিয়া বলিবে,
আমার পিয়ার পাশে।

গোপত পিরীতি, না করে বেকতি,
শুনিয়া লোকেতে হাসে ॥
গোপত বলিয়া, কেহ না বলিলে,
এমত করিল কেনে ।
এমন ব্যাভার, না বুঝি তাহার,
পিরীতি যাহার সনে ॥
সই, এমতি কেন বা হৈল ।
পরের নারী, মনে যে হরি,
নিচয় ছাড়িয়া গেল ॥
মোরা অভাগিনী, দিবস রজনী,
সোঙরি সোঙরি মরি ।
কুলের কলঙ্ক, করনু সালঙ্ক,
তবু যে না পানু হরি ॥
পুরুষ-পরশ, হইল দুরস,
বিছুরিলে আপন রীতি ।
জনম অবধি, না পাই সোয়াতি,
কাঁদিয়া মরি যে নিতি ॥
চণ্ডীদাস কয়, সুজন যে হয়,
এমতি না করে সে ।
তাহার পিরীতি, পাষাণে লেখতি,
মুছিলেও নাহি ঘুচে ॥ ১৪৩

ধানশী ।

সই, কেমনে ধরিব হিয়া ।
আমার বঁধুয়া, আন বাড়ী যায়,
আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥
সে বঁধু কালিয়া, না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে ।
আমার অন্তর, যেমন করিছে,
তেমতি হউক সে ॥
যাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয় ।
সে গুণনিধি, ছাড়িয়া পিরীতি,
আর জানি কার হয় ॥
আপনা আপনি, মন বুঝাইতে,
পরতীত নাহি হয় ।
পরের পরাণ, হরণ করিলে,
কাহার পরাণ সয় ॥
যুবতী হইয়া, শ্যাম ভাঙ্গাইয়া,
এমতি করিল কে ।
আমার পরাণ, যেমতি করিছে,
সেমতি হউক সে ॥
কহে চণ্ডীদাস, করহ বিশ্বাস,
যে শুনি উত্তম মুখে ।
কেবা কোথা ভাল, আছয়ে সুন্দরি,
দিয়া পরমনে দুখে ॥ ১৪৪

গান্ধার ।

দেখিব যে দিনে, আপন নয়নে,
কহিতে তা সনে কথা ।
বেশ দূর কবিব, কেশ ঘুচাইব,
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥
সই, কেমনে ধরিব হিয়া ।
এত সাধের, বন্ধুয়া আমার,
দেখিলে না চায় ফিরিয়া ॥
সে হেন কালিয়া, যা বিনেক হিয়া,
এমতি করিলে কে ।

হৃদি সাঁদতি, আমার যে মতি,
তেমতি পুড়ুক সে॥
কহে চণ্ডীদাস, কেন কর ত্রাস,
সে ধন তোমারি বটে।
তার মুখে ছাই, দিয়া সে কানাই,
আসিবে তোমা নিকটে॥ ১৪৫

ধানশী।

সই, তাহারে বলিব কি।
যেমতি করিয়া, শপথি করিল,
বৃথায় জীবন জী॥
ধরম-গুণে, ভয় না মানে,
এমন ডাকাতী সেহ।
বুঝিলাম মনে, ডাকাতিয়া সনে,
ঘুচিল ভাল যে দেহ॥
বিনি যে পরখি, রূপ যে দরখি,
ভুলিনু পরের বোলে।
পিরীতি করিয়া, কলঙ্ক হইল,
ডুবিনু অগাধ জলে॥
গুরুর গঞ্জন, সহি সদাতন,
না জানিনু সেই রসে।
অমিঞা হইয়া, গরল হইল,
এমতি বুঝিলাম শেষে॥
আগে যদি জানিতুঁ, সতর্কে থাকিতুঁ,
এমত না করিতু মনে।
সে হেন পিরীতি, হবে বিপরীতি,
এমন মনে কে জানে॥
চণ্ডীদাস কহ, ধৈর্য্য ধরি রহ,
কাহারে না কহ কথা।
কথা সে কহিবে, যথা যে যাইবে,
মনেতে পাইবে ব্যথা॥ ১৪৬

ধানশী।

পিরীতি পসার, লইয়া ব্যাভার,
দেখি যে জগৎময়।
যতেক নাগরী, কুলের কুমারী,
কলঙ্কী আমারে কয়॥
সই! জানি কি হইবে মোর?
যে শ্যাম নাগর, গুণের সাগর,
কেমনে বাসিব পর?
সে গুণ সোঙরিতে, যাহা করে চিতে,
তাহা বা কহিব কত।
গুরু জনা কুলে, ডুবাইয়া মূলে,
তাহাতে হইব রত॥
থাকিলে যে দেশে, আমারে হাসে,
কহিতে না পারি কথা।
অযোগ্য লোকে, তত দেয় শোকে,
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
কহে চণ্ডীদাস, বাশুলীর পাশ,
এমত যদি হয় মনোরীত।
যার সনে হয়, পিরীতি করয়,
কহিলে সে হয় পরতীত॥ ১৪৭

শ্রীরাগ।

সই! মরম কহি এ তোকে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
কভু না আনিব মুখে॥

পিরীতি মূরতি, কভু না হেরিব,
এ দুটি নয়ান কোণে।
পিরীতি বলিয়া, নাম শুনইতে,
মুদিয়া রহিব কাণে॥
পিরীতি নগরে, বসতি তেজিয়া,
আমি থাকিব গহন বনে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
যেন না পড়য়ে মনে॥
পিরীতি পাবক, পরশ করিয়া,
পুড়িছি এ নিশি দিবা।
পিরীতি বিচ্ছেদ, সহনে না যায়,
কহে চণ্ডীদাস কিবা॥ ১৪৮

ধানশী।

শুন শুন সই! কহি তোরে।
পিরীতি করিয়া কি হৈল মোরে॥
পিরীতি পাবক কে জানে এত।
সদাই পুড়িছে সহিব কত॥
পিরীতি দুরন্ত কে বলে ভাল।
ভাবিতে পাঁজর হইল কাল॥
অবিরত বহে নয়ানের নীর।
নিলাজ পরাণে না বান্ধে থির॥
দোষর ধাতা পিরীতি হইল।
সেই বিধি মোরে এতেক কৈল॥
চণ্ডীদাস কহে সে ভাল বিধি।
এই অনুরাগে সকল সিধি॥ ১৪৯

শ্রীরাগ।

ও সই! আর না বলিহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া, দারুণ আখর,
বলিতে নয়ন ঝুরে॥
পিরীতি আরতি, কভু না স্মরিব,
শয়ন স্বপন মনে।
পিরীতি নগরে, বসতি তেজিব,
রহিব গহন বনে॥
পিরীতি অবশ, পরাণ লাগিয়া,
তেজিব নিকুঞ্জ বাস।
পিরীতি বেয়াধি, ছাড়িলে না ছাড়ে,
ভালে জানে চণ্ডীদাস॥ ১৫০

পঠমঞ্জরী।

কি বুকে দারুণ ব্যথা!
সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি,
পাপ পিরীতির কথা॥
সই! কে বলে পিরীতি ভাল?
হাসিতে হাসিতে, পিরীতি করিয়া,
কাঁদিতে জনম গেল॥
কুলবতী হৈয়া, কুলে দাঁড়াইয়া,
যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের অনল, যেন সাজাইয়া,
এমতি পুড়িয়া মরে॥
হাম অভাগিনী, এ দুখে দুখিনী,
প্রেম ছল ছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে, যেমতি হইল,
পরাণে সংশয় দেখি॥ ১৫১

সিন্ধুড়া।

এ দেশে না রব সই দূর দেশে যাব।
এ পাপ পিরীতির কথা শুনিতে না পাব॥
না দেখিব নয়নে পিরীতি করে যে।
এমতি বিষম চিতা জ্বালি দিবে সে॥
পিরীতি আখর তিন না দেখি নয়ানে।
যে কহে তাহারে আর না হেরি বয়ানে॥
পিরীতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
চণ্ডীদাসে কহে রামি ইহার গুরু তুমি॥১৫২

সিন্ধুড়া।

এ দেশে বসতি নৈল যাব কোন দেশে।
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তারে পাব কিসে॥
বল না উপায় সই বল না উপায়।
জনম অবধি দুখ রহল হিয়ায়॥
তিতা কৈল দেহ মোর ননদী বচনে।
কত না সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে॥
বিষ খায়া দেহ যাবে রব রবে দেশে।
বাশুলি আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥১৫৩

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু,
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল॥
সখি! কি মোর কপালে লেখি!
শীতল বলিয়া, ও চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র্য বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে॥
নগর বসালাম, সাগর বাঁধিলাম,
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,
অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যামের পিরীতি,
মরমে রহল শেল॥ ১৫৪

শ্রীরাগ।

যাবত জনমে, কে হৈল মরমে,
পিরীতি হইল কাল।
অন্তরে বাহিরে, পশিয়া রহিল,
কিমতে হইবে ভাল?
সই! বল না উপায় মোরে।
গঞ্জনা সহিতে, নারি আর চিতে,
মরম কহিনু তোরে॥
ননদী বচনে, জ্বলিছে পরাণে,
আপাদ মস্তক চুল।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
পাথারে ভাসাব কূল॥
ভাসিয়া যায়, ঘুচয়ে দায়,
এ বোল এ ছার লোকে।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে,
মরিবে তাহার শোকে॥ ১৫৫

সুহই।

পাপ পরাণে কত সহিবেক জ্বালা।
শিশুকালে মরি গেলে হইত সে ভালা॥
এ জ্বালা জঞ্জাল সই তবে সে পরিহরি।
ছেদন করিয়া দেও পিরীতের ডরি॥
তেমতি নহিলে যার এমতি ব্যাভার।
কলঙ্ক কলসী লৈয়া ভাসিব পাথার॥
চণ্ডীদাস কহে ইহা বাশুলী কৃপায়।
পিরীতিলইয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায়॥১৫৬

শ্রীরাগ।

শুন গো মরম সই!

যখন আমার, জনম হইল,
নয়ন মুদিয়া রই॥
দিতে ক্ষীর সর, জননী আমার,
নয়ন মুদিত দেখি।
জননী আমার, করে হাহাকার,
কহিল সকলে ডাকি॥
শুনি সেই কথা জননী যশোদা,
বঁধুরে লইয়া কোরে।
আমারে দেখিতে, আইল তুরিতে,
সূতিকা মন্দির ঘরে॥
দেখিয়া জননী, কহিছেন বাণী,
এই কি ছিল কপালে।
করিয়া সাধনা পেলেম অন্ধকন্যা,
বিধি এত দুখ দিলে॥
উঠ উঠ বলি, করে ধরি তুলি,
বসায় যতন ক'রে।
হেনই সময়ে, মায়ের তেয়াগিয়ে,
বন্ধু পরশিল মোরে॥
গায়ে দিতে হাত, মোর প্রাণনাথ,
অন্তরে বাঢ়ল সুখ:
হাসিয়া কান্দিয়া আঁখি প্রকাশিয়া,
দেখিনু বঁধু মুখ॥
ঘুচিল অন্ধ, বাড়িল আনন্দ,
জননী যশোদার মনে।
আমার কল্যাণে, আনন্দিত মনে,
করিল বিবিধ দানে॥
সুজন সে জন, জানে সেই জন,
কুজন নাহিক জানে।
অনুরাগে মন, সদাই মগন,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে॥ ১৫৭

তুড়ী।

শুন কমলিনি, চল কুল রাখি,
আর না করিও নাম।
সে যে কালিয়া মুরতি, কালিয়া প্রকৃতি,
কালা খল নাম শ্যাম॥
জনক জননী, তেজিয়া আপনি,
অন্যের হইয়া মজে।
রাম অবতারে, জানকী সীতারে,
বিনি অপরাধে ত্যজে॥
উহার চরিত, আছয়ে বিদিত,
বালী বধিবার কালে।
বলীরে ছলিয়া, পাতালে লইল,
কি দোষ উহার পেলে?
উহার চরিত, আছয়ে বিদিত,
হৃদয় পাষাণময়।
উহার শরণে, যে মত রাবণে,
যোই সে শরণ লয়॥

চণ্ডীদাস ভণে, মরুক সে জনে,
যেবা পর চরচায় থাকে।
পিরীতি লাগিয়া, মরে সে ঝুরিয়া,
কুলেতে কি করে তাকে॥ ১৫৮

—

শ্রীরাগ।

আপনা আপনি, দিবস রজনী,
ভাবিয়ে কতেক দুখ।
যদি পাখা পাই, পাখী হয়ে যাই,
না দেখাই পাপ মুখ॥
সই! বিধি দিল মোরে শোকে।
পিরীতি করিয়া, আশা না পূরিল,
কলঙ্ক ঘোষিল লোকে॥
হাম অভাগিনী, তাতে একাকিনী,
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে, যত বোলে মোকে,
তাহা যে না যায় শুনা॥
বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত,
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাসে কয়, এমতি হইলে,
পিরীতের কিবা সুখ॥ ১৫৯

—

শ্রীরাগ।

পরের রমণী, ঘুচিবে কখনি,
এমতি করিবে ধাতা।
গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
না শুনি পিরীতি কথা॥
সই! যে বোল সে বোল মোরে।
শপতি করিয়া, বলি দাঁড়াইয়া,
না রব এ পাপ ঘরে॥
গুরু গঞ্জন, মেঘের গর্জ্জন,
কত না সহিব প্রাণে।
ঘর তেয়াগিয়া, যাইব চলিয়া,
রহিব গহন বনে॥
বনে যে থাকিব, শুনিতে না পাব,
এ পাপ জনের কথা।
গঞ্জন ঘুচিবে, হিয়া জুড়াইবে,
ঘুচিবে মনের ব্যথা॥
চণ্ডীদাস কয়, স্বতন্তরী হয়,
তবে সে এমন বটে।
যে সব করিলে, করিতে পারিলে,
তবে সে সব পাপ ছুটে॥ ১৬০

—

সুহই।

না জানে পিরীতি যারা নাহি পায় তাপ।
পরশে পিরীতি আঁধার ঘরে সাপ॥
সই পিরীতি বড়ই বিষম।
না পাই মরমি জনা কহিতে মরম॥
গৃহে গুরু গঞ্জন কুবচন জ্বালা।
কত না সহিবে দুঃখ পরাধিনী বালা?
পিরীতি যদি অন্তরে শামাইল।
ঔষধ খাইতে তবে পরাণ গেল॥
চণ্ডীদাস কহে প্রেম বড়ই বিষম।
জিয়ন্তে এমন করে লউক শমন॥ ১৬১

ধানশী।

দৈব যুকতি, বিশেষ গতি,
যাহারে লাগয়ে তায়।
আন আন জনে, করিয়া যতনে,
প্রেমেতে গড়ায়ে দেয়॥
সই! এমনি কানুর রসে।
জনম অবধি, রহিবে পিরীতি,
বিচ্ছেদ না হবে শেষে॥
যেই মনে ছিল, তাহা না হইল,
সোঙরিতে প্রাণ কাঁদে।
যেহ দাবানলে, বন যেন জ্বলে,
হরিণী পড়িল ফাঁদে॥
পলাইতে চায়, পথ নাহি পায়,
দেখে যে অনলময়।
বনের মাঝারে, ছট ফট করে,
কত বা পরাণে সয়॥
বাহিরে আসিয়া, বাণ যে খাইয়া,
পশিতে তাহাতে পুন।
গরল অনিলে, শরীর বিরল,
থামাইতে নারে যেন॥
করীবর আদি, না পায় সমাধি,
ফিরি চীৎকার করে।
একে কুল নারী, ফুকারিতে নারি,
ননদা আছয়ে ঘরে॥
এমতি আকার, পিরীতি তাহার,
বহিয়া দহিছে মনে।
ননদী বচনে, দগধে পরাণে,
পাঁজর বিঁধিল ঘুণে॥
নয়নে নয়নে, নয়ন পিঁজরে,
রাখয়ে আপন কাছে।
জলে যাই যবে, সঙ্গে চলে তবে,
শ্যামেরে দেখি যে পাছে॥
চণ্ডীদাস কয়, বাশুলীর সায়,
মনেতে থাকয়ে যদি।
যে জন যা বিনে, না জীয়ে পরাণে,
তার কি করে ননদী॥ ১৬২

সিন্ধুড়া।

জনম অবধি, পিরীতি বেয়াধি,
অন্তরে রহিল মোর।
থেকে থেকে উঠে, পরাণ ফাটে,
জ্বালার নাহিক ওর॥
সই! এ বড় বিষম কথা।
কানুর কলঙ্ক, জগতে হইল,
জুড়াইব আর কোথা॥
বেয়াধি অবধি, সমাধি করিয়ে,
পাই এবে যার লাগি।
এমতি ঔষধ হয়, অল্প মূল্য লয়,
হিয়ার ঘুচাব আগি॥
জনম অবধি, কণ্টক ননদী,
জ্বালাতে জ্বালাল মন।
তাহার অধিক, দ্বিগুণ জ্বালায়,
খলের পিরীতি শুন॥
খলের সংহতি, ছাড়িনু পিরীতি,
ছাড়িনু সকল সুখ।
চণ্ডীদাস কয়, যদি দেখা হয়,
এবে কেন বাস দুখ॥ ১৬৩

সিন্ধুড়া।

সখি ! কেমনে জীব গো আর।
বুকে খেয়েছি, শ্যামের শেল,
পীঠে হৈল পার ॥
মনু মনু মৈলাম, গো সখি,
কালিয়া বাঁশীর গানে।
সুজন দেখিয়া, পিরীতি করিনু,
এমতি হবে কে জানে ॥
সকল গোকুল, হইল আকুল,
শুনিয়া বাঁশীর কথা।
খলের সহিত, পিরীতি করিয়া,
কি হৈল অন্তরে ব্যথা ॥
স্থির হৈতে নারি, প্রাণের সখি গো,
বুকে খেয়েছি ঘা।
আঁখির জলে, পথ নাহি দেখি,
মুখে না নিঃসরে রা ॥
পিরীতি রতন, করিব যখন,
পিরীতি গলার হার।
শ্যাম বঁধুয়ার নিদারুণ বাঁশী,
পরাণ বধে আমার ॥
কে জানে কেমন, পিরীতে এমন,
বিপরীতে কৈল সব নাশ।
গঞ্জে গুরুজনে, আনন্দিত মনে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥ ১৬৪

ধানশী।

যতন করিয়া, বেসালি ধুইয়া,
সাঁজে সাজাইনু দুধ।
দধি সে নহিল, জল সে হইল,
পাইনু বড়ই দুখ ॥
সই ! দধি কেন ছিঁড়ে গেল।
কানুর পিরীতি, কুলের করাতি,
পরাণ টানিয়া নিল ॥
পিরীতি ঘুচিল, আরতি না পূরিল,
না ঘুচিল কলঙ্ক জ্বালা।
তবু অভাগিনী, না ঘুচায় কাহিনী,
পরিবাদ হৈল কালা ॥
বুঝিলাম যতনে, প্রবোধিনু পরাণে,
ছাড়িনু তাহার আশ।
চিতে আয় কত, ভাবি অবিরত,
দৈবে করিল নৈরাশ ॥
আর কেহ বলে, ঝাঁপ দিব জলে
তেজিব এ পাপ দেহ।
চণ্ডীদাস কহে, ছাড়িলে ছাড়ন নহে,
শুধু সুধাময় লেহ ॥ ১৬৫

ধানশী।

না বল না সখি না বল এমনে।
পরাণ বান্ধিয়া আছি সে বন্ধুর সনে ॥
ত্যজিলে কুল শীল এ লোক লাজ।
কি গুরু গৌরব গৃহ কাজ ॥
ত্যজিয়ে সব লেহা পিরীতি কৈনু।
যে হইবে বিরতি ভাবে ত্যজিয়া মৈনু ॥
যে চিতে দাড়াঞাছি সই সে হয়।
ক্ষেপিল বাণ যে রাখিল নয় ॥
ঠেকিল প্রেম ফাঁদে সকলি নাশ।
ভালে সে চণ্ডীদাস না করে আশ ॥ ১৬৬

ধানশী।

ইক্ষু রোপিনু, গাছ যে হইল,
নিঙ্গাইতে রসময়।
কানুর পিরীতি, বাহিরে সরল,
অন্তরে গরল হয়॥
সই! কে বলে ইক্ষুরস গুড়।
পরের বচন, ঢাকিনু বদনে,
খাইনু আপন মুড়॥
চাকিতে চাকিতে, লাগিল জিহ্বাতে,
পহিলে লাগিল মীঠ।
মোদক আনিয়া, ভিয়ান করিয়া,
এবে সে লাগিল মীঠ॥
মসল্লা আনিনু, আগুনে চড়ানু,
বিচুরিনু আপন ভাব।
কানুর পিরীতি, বুঝিনু এমতি,
কলঙ্ক হইল লাভ॥
আপন করমে, বুঝিনু মরমে,
বস্তুর নাহিক দোষ।
চণ্ডীদাস কহে, পিরীতি করিয়া,
কেবা পাইল কোথা যশ॥ ১৬৭

মল্লার।

দিবস রজনী, গুণ গণি গণি,
কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
খলের বচনে, পাতিয়া শ্রবণে,
খাইনু আপন মাথা॥
কে বলে পিরীতি, ভাল গো সখি,
কে বলে পিরীতি ভাল।
সে ছার পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে,
সোণার বরণ কাল॥
সোণার গাগরী, বিষ জল ভরি,
কেবা আনি দিল আগে।
করিনু আহার, না করি বিচার,
এ বধ কাহারে লাগে॥
নীর লোভে মৃগী, পিয়াসে ধাইতে,
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সফরী, আহার করিতে,
বড়শী লাগিল মুখে॥
নব ঘন হেরি, পিয়াসে চাতকী,
চঞ্চু পসারল আশে।
বারিক কারণ, বহল পবন,
কুলিশ মিলল শেষে॥
লাখ হেম পায়া, যতনে বাঁধিতে,
পড়ল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত, করে পাপ বিধি,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥ ১৬৮

অনুরাগ।—আত্ম প্রতি।

ধানশী। —

হিয়ার মাঝারে, যতনে রাখিব,
বিরল মনের কথা।
মরম না জানে, ধরম বাখানে,
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
যারে না দেখি, জনম স্বপনে,
না দেখি নয়ন কোণে।
অবুধ সে জন, দিবস রজনী,
সদাই পড়িছে মনে॥
হাম অভাগিনী, পরের অধীনী,
সকলি পরের বশে।

সদাই এখনি, পরাণ পোড়ানি,
ঠেকিনু পিরীতি রসে ॥
অনুক্ষণ মণ, করে উচাটন,
মুখে না নিঃসরে কথা।
চণ্ডীদাসের মন, অরুণ নয়ন,
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা ॥ ১৬৯

গান্ধার।

কেন বা পিরীতি কালা কানুর সনে।
ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘুণে ॥
কত ঘর বাহির হইব দিবা রাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পিরীতি ॥
না রুচে ভোজন পান কি মোর শয়নে।
বিষ মিশাইল মোর এ ঘর করণে ॥
ঘরে গুরু দুরজন ননদিনী আগি।
দু আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে শ্যাম লাগি ॥
আকাশ যুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে হেথাই ॥১৭৭

সুহই।

ধরম করম গেল গুরু গরবিত।
অবশ করিল কালা কানুর পিরীত ॥
ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি।
কেবা না করয়ে প্রেম আমি সে কলঙ্কী ॥
বাহির হইতে নারি লোক চরচাতে।
হেন মনে করি বিষ খাইয়া মরিতে ॥
একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে।
কানু পরিবাদ হৈল পুড়িয়া মরি শোকে ॥
খাইতে নারি যে কিছু রহিতে নারি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সাঁধাইল অন্তরে ॥
জারিলেক তনু মন ব্যাপিল শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির ॥ ১৭১

তুড়ী।

কি হৈল কি হৈল মোর কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি ॥
শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে ॥
নবীন পানীর মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত ধৈরয না মানে ॥
এ না রস যে না জানে সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে রহিল মোর কানু প্রেম শেল ॥
নিগূঢ় পিরীতিখানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল ফাঁপর ॥ ১৭২

ধানশী।

সেই হইতে মোর মন,
নাহি হয় সম্বরণ,
নিরন্তর ঝুরে দুটি আঁখি।
একলা মন্দিরে থাকি,
কভু তারে নাহি দেখি,
সে কভু না দেখে আমারে।
আমি কুলবতী বামা,
সে কেমনে জানে আমা,
কোন ধনী কহি দিল তারে ॥
না দেখিয়া ছিনু ভাল,
দেখিয়া অকাজ হলো,
না দেখিলে প্রাণ কেন কান্দে।

চণ্ডীদাস কহে ধনি,
কানু সে পরশ মণি,
ঠেকা গেল মোহনিয়া ফান্দে। ১৭৩

শ্রীরাগ।

কালিয়া কালিয়া, বলিয়া বলিয়া,
জনম বিফল পাইনু।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
মনের আনলে মৈনু॥
মরিনু মরিনু, মরিয়া গেনু,
ঠেকিনু পিরীতি রসে।
আর কেহ জানি, এ রসে ভুলে না,
ঠেকিলে জানিবে শেষে॥
এ ঘর করণ, বিহি নিদারুণ,
বসতি পরের বশে।
মাগো এই বর, মরণ সফল,
কি আর এ সব আশে॥
অনেক যতনে, পেয়েছি সে ধনে,
তাহা জানে চণ্ডীদাসে।
এখনি জানিলে, আর কি জানিবে,
জানিবে পিরীতি শেষে॥ ১৭৪

সুহই।

পিরীতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি।
কানু বিনু দোসর দুকাণে নাহি শুনি॥
মনোদুঃখ হৃদয়ে সদাই সোঙরিয়ে।
কানু পরসঙ্গ বিনু তিলেক না জীয়ে॥
যাহার লাগিয়ে আমি কাঁদি দিবা রাতি।
নিছিয়া লৈয়াছি তারে কুলশীল জাতি॥
আর যত অভিমান দিনু বঁধুর পায়।
বড় চণ্ডীদাস কহে যেবা যারে ভায়॥১৭৫

গান্ধার।

জনম গোঙানু দুখে, কত বা সহিব বুকে,
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব।
অন্তরে রহিল ব্যথা, কুলশীল গেল কোথা,
কানু লাগি গরল ভখিব॥
কানু দিনু তিলাঞ্জলি, গুরুদীঠে দিনু বালি,
কানু লাগি এমতি করিনু।
ছাড়িনু গৃহের সাধ, কানু কৈল পরিবাদ,
তাহার উচিত ফল পাইনু॥
অবলা না গণে কিছু, এমতি হইবে পিছু,
তবে কি এমন প্রেম করে।
ভালমন্দ নাহি জানে, পরমুখে যেবা শুনে
তেঞিত অনলে পুড়ে মরে॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কয়, প্রেম কি অনল হয়,
শুধুই সে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ,এমতিদারুণ লেহ,
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥ ১৭৬

ধানশী।

কাহারে কহিব, মনের মরম,
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে, মরম বেদনা,
সদাই চমকে চিত॥
গুরু জন আগে, দাঁড়াইতে নারি,
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে,
সব শ্যামময় দেখি॥
সখীর সহিতে, জলেরে যাইতে,
সে কথা কহিবার নয়।

যমুনার জল, করে ঝলমল,
তাহে কি পরাণ রয় ?
কুলের ধরম, রাখিতে নারিনু,
কহিলাম সবার আগে ।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যাম সুনাগর,
সদাই হিয়ায় জাগে ॥ ১৭৭

—

সুহই ।

আনিয়া অমিঞা-পানা দুধে মিশাইয়া ।
লাগিল গরল যেন মীঠ তেয়াগিয়া ॥
তিতায় তিতিল দেহ মীঠ হবে কেন ।
জ্বলন্ত আনলে মোর পুড়িছে পরাণ ॥
বাহিরে অনল জ্বলে দেখে সর্ব্ব লোকে ।
অন্তর জ্বলিয়া উঠে তাপ লাগে বুকে ॥
পাপ দেহের তাপ মোর ঘুচিবেক কিসে ?
কানুর পরশে যাবে কহে চণ্ডীদাসে ॥১৭৮

—

সুহই ।

কেন বা কানুর সনে পিরীতি করিনু ।
না ঘুচে দারুণ লেহা ঝুরিয়া মরিনু ॥
আর জ্বালা সৈতে নারি কত উঠে তাপ ।
বচন নিঃসৃত নহে বুকে খেলে সাপ ॥
জন্ম হইতে কুল গেল ধর্ম্ম গেল দূরে ।
নিশি দিশি প্রাণ মোর কানু গুণে ঝুরে ।
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার ।
বুঝিনু পিরীতির হয় স্বতন্ত্র আচার ॥
করমের দোষে এ জনমে কিবা করে ।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে ॥ ১৭৯

—

শ্রীরাগ ।

যাহার সহিত, যাহার পিরীতি,
সেই সে মরম জানে ।
লোক চরাচর, ফিরিয়া না চায়,
সদাই অন্তরে টানে ॥
গৃহ কর্ম্মে থাকি, সদাই চমকি,
গুমরে গুমরে মরি ।
নাহি হেন জন, করে নিবারণ,
যেমত চোরের নারী ॥
ঘরে গুরুজনা, গঞ্জয়ে নানা,
তাহা বা কহিব কত ।
মরণ সমান, করে অপমান,
বন্ধুর কারণ যত ॥
কাহারে কহিব, কেবা নিবারিবে,
কে জানে মরম দুখ ।
চণ্ডীদাস কহে, করহ ঘোষণা,
তবে সে পাইবে সুখ ॥১৮০

—

গান্ধার ।

যদিবা পিরীতি দুজনের হয় ।
নয়ানে নয়ন, হইল মিলন,
তবে কেন প্রেম ফিরিয়া না লয় ॥
যে মোর পরাণে, মরম ব্যথিত,
তারে বা কিসের ভয় ?
অতি দুরন্তর, বিষম পিরীতি,
সকলি পরাণে সয় ॥
অবলা হইয়া, বিরলে রহিয়া,
না ছিল দোসর জনা ।

হাসিতে হাসিতে, পিরীতি করিয়া,
পরাণ উপরে হানা ॥
যেন মলয়জ, ঘসিতে শীতল,
অধিক সৌরভময়।
শ্যাম বঁধুয়ার পীরিতি ঐছন,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥ ১৮১

সিন্ধুড়া।

এমত ব্যাভার, না জানি তাহার,
পিরীতি যাহার সনে।
গোপত করিয়া, কেন না রাখিলে,
বেকত করিলে কেনে ॥
মনের মরম জানিবে কে।
সেই সে জানে, মনের মরম,
এ রসে মজিল যে ॥
চোরের মা যেন, পোয়ের লাগিয়া,
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া পিরীতি করিলে,
এমতি সঙ্কট তারে ॥
কে আছে ব্যথিত, যাবে পরতীত,
এ দুঃখ কহিব কারে।
হয় দুখ ভাগি, পাই তার লাগি,
তবে সে কহি যে তারে ॥
পর কি জানয়ে, পরের বেদন,
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডীদাস কহে, বনের ভিতরে,
কভু কি রোদন সাজে? ২৮২

গান্ধার।

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়রে।
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায়রে ॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে ॥
এ ছার নাসিকা মুই কত করু বন্ধ।
তবুত দারুণ নাসা পায় তার গন্ধ ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ ॥
ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥
কহে চণ্ডীদাসে রাই ভাল ভাবে আছে।
মনের মরম কথা কাহে জানি পুছ ॥১৮৩

শ্রীরাগ।

কোন বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধীন ঘরে রহে একেশ্বরী ॥
ধিক্ রহু হেন জন হ'য়ে প্রেম করে ॥
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি না মরে ॥
বড় ডাকে কথাটী কহিতে যে না পারে।
পর পুরুষেতে রতি ঘটে কেন তারে ॥
এছার জীবনের মুঞি ঘুচাইনু আশ।
চণ্ডীদাস কহে কেন ভাবহ উদাস ?১৮৪

গান্ধার।

ধিক্ রহু জীবনে যে পরাধীন জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক্ পরবশ হ'য়ে ॥
এ পাপ কপালে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগরে মোর গরল হইল ॥

অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈনু কোলে।
এ দেহ অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তনু লতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
অতএ সে এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নচয়ে ভখিমু মুইঞি এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাস কহে দৈব গতি নাহি জানে।
দারুণ পিরীতি মোর বধিল পরাণে॥১৮৫

বিহাগড়া।

ধাতা কাতা বিধাতার কপালে দিয়াছি ছাই।
জনম হৈতে একা কৈল দোসর দিল নাই॥
না দিলে রসিক মূঢ় পুরুষের সনে।
এমতি আছয়ে ত এ পাপ বিধানে॥
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তার নাই দেখা।
এ পাপকরমে মোর এমতি লেখা জোকা
ঘর দুয়ারে আগুণ দিয়া যাব দূর দেশে।
আরতি পূরিবে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥১৮৬

শ্রীরাগ।

কাহারে কহিব দুঃখ কে জানে অন্তর?
যাহারে মরমি কহি সে বাসয়ে পর॥
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এত দিনে বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে॥
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুণ সেই জ্বালি দেয় মোরে॥
এত দিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপন বলিয়া॥
এ দেশে না রব একা যাব দূর দেশে।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥১৮৭

ধানশী।

শিশুকাল হৈতে, শ্রবণে শুনিনু,
সহজে পিরীতি কথা।
সেই হইতে মোর, তনু জর জর,
ভাবিতে অন্তর ব্যথা॥
দৈবের ঘটিতে, বন্ধুর সহিতে,
মিলন হইবে যবে।
মান অভিমান, বেদের বিধান,
ধৈরয ভাঙ্গিবে তবে॥
জাতি কুল বলি, দিলাম তিলাঞ্জলি,
ছাড়িনু পতির আশ।
ধরম, করম, সরম, ভরম,
সকলি করিনু নাশ॥
কুলের কলঙ্কিনী, বলি দেয় গালি,
গুরু পরিজন মেলি।
কাতর হইয়ে, আদর করিয়ে,
লইনু কলঙ্কের ডালি॥
চোরের মা যেন, পোয়ের লাগিয়া,
ফুকরি কান্দিতে নারে।
যুবতী হইয়ে, পিরীতি করিলে,
এমতি ঘটিবে তারে॥
মুঞি অভাগিনী, কেবল দুখিনী,
সকলি পরের আশে।

আপনা খাইয়া, পিরীতি করিনু,
লোকে শুনি কেন হাসে ॥
চণ্ডীদাস বলে, পিরীতি লক্ষণ,
শুন গো বরজ নারী ।
পিরীতি ঝুলিটি, কান্ধেতে করিয়া,
পিরীতি নগরে ফিরি ॥ ১৮৮

——

শ্রীরাগ ।

কালার পিরীতি, গরল সমান,
না খাইলে থাকে সুখে ।
পিরীতি অনলে, পুড়িয়া মরে যে,
জনম যায় তার দুখে ॥
আর বিষ খেলে, তখনি মরণ,
এ বিষে জীবন শেষ ।
সদা ছটফট, ঘুরুণি নিপট,
লট পট তার বেশ ॥
নয়নের কোণে, চাহে যাহা পানে,
সে ছাড়ে জীবনের আশ ।
পরশ পাথর, ঠেকিয়া রহিল,
কহে বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ১৮৯

——

সিন্ধুড়া ।

যে জন না জানে, পিরীতি মরম,
সে কেন পিরীতি করে ।
আপনি না বুঝে, পরকে মজায়,
পিরীতি রাখিতে নারে ॥
যে দেশে না শুনি, পিরীতি মরম,
সেই দেশে হাম যাব ।
মনের সহিত, করিয়া যতন,
মনকে প্রবোধ দিব ।
পিরীতি রতন, করিয়া যতন,
পিরীতি করিব তায় ।
দুই মন এক, করিতে পারিলে,
তবে সে পিরীতি রয় ॥
কহে চণ্ডীদাসে, মনের উল্লাসে,
এমতি হইবে যে ।
সহজ ভজন, পাইবে সে জন,
সহজ মানুষ সে ॥ ১৯০

——

সিন্ধুড়া ।

পিরীতি বিষম কাল ।
পরাণে পরাণ, মিলাইতে জানে,
তবে সে পিরীতি ভাল ॥
ভ্রমরা সমান, আছে কত জন,
মধু লোভে করে প্রীত ।
মধু ফুরাইলে, উড়ি যায় চলি,
এমতি তাদের রীত ॥
হেন ভ্রমরার, সাধ নহে কভু,
সে মধু করিতে পান ।
অজ্ঞানী পাইতে, পারয়ে কি কভু,
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান ॥
মনের সহিত, যে করে পিরীতি,
তারে প্রেম কৃপা হয় ।
সেই সে রসিক, অটল রূপের
ভাগ্যে দরশন পায় ॥
মনের সহিতে, করিয়া পিরীতি,
থাকিব স্বরূপ আশে ।
স্বরূপ হইতে, ও রূপ পাইব,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥ ১৯১

বরাড়ী।

কেন কৈনু পিরীতের সাধ।
পিরীতি অঙ্কুর হৈতে, যত দুখ পাইনু চিতে,
শুনিলে গণিবে পরমাদ॥
মুঞি যদি জানিতুঁ এত,তবে কেন হব রত,
না করিতুঁ হেন সব কাজ।
ভুলিনু পরের বোলে, কুলটা হইনু কুলে,
জগৎ ভরিয়া রইল লাজ॥
যখন পিরীতি কৈল, আনি চাঁদ হাতে দিল,
পুন হাতে না পেনু করিতে।
কি করিতে কি না করি, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি,
অবশেষে প্রাণ চায় নিতে॥
পিরীতি আখর তিন, যাহার হৃদয়ে চিন
কিবা তার লাজ কুল ভয়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস, যে করে পিরীতি আশ,
তার বুঝি এই সব হয়॥ ১৯২

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন-সার।
এই মোর মনে, হয় রাতি দিনে,
ইহা বই নাহি আর॥
বিহি একচিতে, ভাবিতে ভাবিতে,
নিরমাণ কৈল "পি"।
রসের নাগর, মন্থন করিতে,
তাহে উপজিল "রী"!
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল,
তাহে ভিয়াইল "তি"।
সকল সুখের, এ তিন আখর,
তুলনা দিব যে কি?
যাহার মরমে, পশিল যতনে,
এ তিন আখর সার!
ধরম করম, সরম ভরম,
কিবা জাতি কুল তার॥
এহেন পিরীতি, না জানি কি রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন, বড়ই বিষম,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥ ১৯৩

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি মধুর পিরীতি,
এ তিন ভুবনে কয়।
পিরীতি করিয়ে, দেখিলাম ভাবিয়ে,
কেবল গরল ময়॥
পিরীতের কথা, শুনিব হে যেথা,
তথাতে নাহিক যাব।
মনের সহিত, করিয়া পিরীত,
স্বরূপে চাহিয়া রব॥
এমতি করিয়া, সুমতি হইয়া,
রহিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ প্রভাবে, সে রূপ মিলিবে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ১৯৪

শ্রীরাগ।

শ্যামের পিরীতি, মূরতি হইলে,
তবে কি পরাণ ফলে।

পরাণ পিরীতি, সমান করিলে,
কে তারে জীয়ন্ত বলে ॥
যদি হাম শ্যাম বঁধু লাগি পাউ,
তবে সে এ দুখ টুটে।
আন মত গুণি, মনের আগুনি,
ঝলকে ঝলকে উঠে ॥
পরাণ রতন, পিরীতি পরশ,
জুকিনু হৃদয়ে তুলে ॥
পিরীতি রতন, অধিক হইল,
পরাণ উঠিল চুলে ॥
জাতি কুল বলি, দিনু জলাঞ্জলি,
আর সতী চরচাতে।
তনুধন জন, জীবন যৌবন,
নিছিনু কালা পিরীতে ॥
হিয়ায় রাখিব, কারে না কহিব,
পরাণে পরাণ যোড়া।
কি জানি কি ক্ষণে, কি দিয়া কি কৈল,
মরিলে না যায় ছাড়া ॥
তিলেক মরিয়ে, যদি না দেখিয়ে,
শয়নে স্বপনে বন্ধু।
কহে চণ্ডীদাস, মরমে রহস্য,
পিরীতি অমিয়া সিন্ধু ॥১৯৫

——

শ্রীরাগ।

পিরীতি, পিরীতি, সব জন কহে,
পিরীতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল, নহে ত পিরীতি,
নাহি মিলে যথা তথা ॥
পিরীতি অন্তরে, পিরীতি মন্তরে,
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন, লভিল যে জন,
বড় ভাগ্যবান সে ॥
পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন, করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে ॥
পিরীতি সাধন, বড়ই কঠিন,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া, এক অঙ্গ হও,
থাকিলে পিরীতি আশ ॥ ১৯৬

——

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর,
বিদিত ভুবন মাঝে।
তাহে যে পশিল, সেই সে জানিল,
কি তার কুল ভয় লাজে ॥
বেদ বিধি পর, সব অগোচর,
ইহা কি জানে আনে।
রসে গর গর, রসের অন্তর,
সেই সে মরম জানে ॥
দুহুঁক অধর, সুধারস বাণী,
তাহে উপজিল পি।
হিয়ায় হিয়ায়, পরশ করিতে,
তাহার তুলনা কি ॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি,
পিরীতি রসেতে ভোর।
পিরীতি করিয়া, ছাড়িতে নারিবে,
আপনি রইবে চোর ॥ ১৯৭

সুহিনী।

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মুরতি,
হৃদয়ে লাগলে সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গরল কে ?
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর,
না জানি আছিল কোথা ?
পিরীতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটল,
পরাণ পুতলী যথা ॥
পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল,
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল, নিবাইলে নহে,
হিয়ায় রহল শেল ॥
চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনি,
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলিয়ে তথা ॥ ১৯৮

তিওট, বিহাগড়া।

বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই।
যদি সে পরাণ বঁধু তার লাগি পাই।
গুরু দুরজন যত বঁধুর দ্বেষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে ॥
আপন দোষ না দেখিয়া
পরের দোষ গায়।
কাল সাপিনী যেন তার বুকে খায় ॥
আমার বন্ধুকে যে করিতে চাহে পর।
দিবস দুপরে যেন পুড়ে তার ঘর ॥
এতেক যুবতী আছে গোকুল-নগরে।
কেন বঁধুরে দেখে বুক ফেটে মরে ॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে।
তোমার বঁধু তোমার কাছে
গালি পাড়িছ কেনে ? ॥ ১৯৯

শ্রীরাগ।

এ ছার দেশে বসতি নৈল নাহিক
দোসর জনা।
মরমের মরমী নহিলে না জানে
মরমের বেদনা ॥
চিত উচাটন সদা কত উঠে মনে।
ননদী বচনে মোর পাঁজর বিঁধে ঘুণে ॥
জ্বালার উপর জ্বালা সহিতে না পারি।
বঁধু হইল বৈমুখ ননদী হৈল বৈরী ॥
গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি উপায় ? ॥
বাশুলী আদেশে কবি চণ্ডীদাসের গীতা।
আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত ॥২০০

শ্রীরাগ।

পিরীতি নগরে, বসতি করিব,
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া, পড়শী করিব,
তা বিনু সকল পর ॥
পিরীতি ঘরের, কবাট করিব,
পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতি আসকে, সদাই থাকিব,
পিরীতে গোঙাব কাল ॥

পিরীতি পালঙ্কে, শয়ন করিব,
পিরীতি শিথান মাথে।
পিরীতি বালিসে, আলিস ত্যজিব,
থাকিব পিরীতি সাথে॥
পিরীতি সরসে, সিনান করিব,
পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি পরম, পিরীতি করম,
পিরীতে পরাণ দিব।
পিরীতি নাসার, বেশর করিব,
ঢুলিবে নয়ন কোণে।
পিরীতি অঞ্জন, লোচনে পরিব,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥ ২০১

পঠমঞ্জরী

একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরিগোবর্দ্ধন॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাই সব একজন॥ ২০২

বাসক সজ্জা।

গান্ধার।

রাধিকা আদেশে, মনের হরষে,
কুসুম রচনা করে।
মল্লিকা মালতী, আর জাতী যূথি,
সাজাইছে থরে থরে॥
আজ রচয়ে বাসক শেজ।
মুনিগণ চিত, হেরি মুরছিত,
কন্দর্পের ঘুচে তেজ॥
ফুলের আচির, ফুলের প্রাচীর,
ফুলেতে ছাইল ঘর।
ফুলের বালিশ, আলিস কারণ,
প্রতি ফুলে ফুলশর॥
শুক পিক দ্বারী, মদন প্রহরী,
ভ্রমর ঝঙ্কারে তায়।
ছয় ঋতু মত্ত, সহিত বসন্ত,
মলয় পবন বায়॥
উজরোল রাতি, মণিময় বাতি,
কর্পূর তাম্বূল বারি।
চণ্ডীদাস ভণে, রাখি স্থানে স্থানে,
বাসক করল গোরি॥ ২০৩

বিপ্রলব্ধা।

ধানশী।

বন্ধুর লাগিয়া, শেজ বিছাইনু,
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বূল সাজনু, দীপ উজারিনু,
মন্দির হইল আলা॥
সই! পাছে এ সব হবে আন।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর,
কাহে মিলল কান॥
শাশুড়ী ননদে, বঞ্চনা করিয়া,
আইনু গহন বনে।

বড় সাধ মনে, এরূপ যৌবনে,
মিলিব বন্ধুর সনে ॥
পথ পানে চাহি, কত না রহিব
কত প্রবোধিব মনে ?
রস শিরোমণি, আসিবে এখনি,
বড়ু চণ্ডীদাস ভণে ॥ ২০৪

শ্রীরাগ।

দ্বারের আগে, ফুলের বাগ,
কি সুখ লাগিয়া রুইনু ॥
মধু খাইতে খাইতে, ভ্রমর মাতাল,
বিরহ জ্বালাতে মৈনু ॥
জাতী রুইনু, যূথি রুইনু,
রুইনু গন্ধ মালতী।
ফুলের বাসে, নিদ্ নাহি আসে,
পুরুষ নিঠুর জাতি ॥
কুসুম তুলিয়া, বোঁটা তেয়াগিয়া,
শেজ বিছাইনু কেনে ?
যদি শুই তাই, কাঁটা ভুকে গায়,
রসিক নাগর বিনে ॥
রতন মন্দিরে, সখার সহিতে,
তা সনে করিনু প্রেম।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি,
যেন দরিদ্রের হেম ॥ ২০৫

ধানশী।

দুকাণ পাতিয়া, ছিল এতক্ষণ,
বঁধু পথ পানে চাই।
পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি,
চমকি উঠিল রাই ॥
পাতায় পাতায়, পড়িছে শিশির,
সখীরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া, দেখলো সজনি,
বঁধুর শবদ শুনি ॥
পুন কহে রাই, না পশিল বঁধু,
মরমে বাঢ়ল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব, পাষাণে ধরিয়া,
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥
ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা,
শেজ বিছাইনু ফুলে।
সব হৈল বাসি, আর কেন সই,
ভাসাগে যমুনাজলে ॥
কুঙ্কুম কস্তূরী, চুয়ক চন্দন,
লাগিছে গরল যেন।
গরল বিরস, ফুলহার ফণী,
দংশিছে হৃদয়ে যেন ॥
সকল লইয়া, যমুনায় ডরি,
আর ত না যায় দেখা।
ললাটের সিন্দূর, মুছি কর দূর,
নয়ানের কাজর রেখা ॥
আর না রাখিব, এছার পরাণ,
না যাব লোকের মাঝে।
থির হও রাই, চলু চণ্ডীদাস,
আনিতে নিঠুর রাজে ॥ ২০৬

সুহিনী।

সে যে বৃষভানু সুতা।
মরমে পাইয়া ব্যথা ॥

সজল নয়ান হৈয়া।
রহে পথপানে চাইয়া॥
ফুল সেজ বিছাইয়া।
রহয়ে ধেয়ানী হৈয়া॥
উজর চাঁদনি রাতি।
মন্দিরে রতন বাতি॥
কহে সব ভেল আন।
কাহে না মিলল কান॥
সকল বিফল হৈল।
আধ রজনী গেল॥
শ্যাম বঁধুয়ার পাশ॥
চলু বড়ু চণ্ডীদাস॥২০৭

খণ্ডিতা।

কামোদ।

এই পথে স্থিতি, কর গতায়তি,
নূপুরের ধ্বনি শুনি।
রাধা সঙ্গে বাস, আমারে নৈরাশ,
আমি বঞ্চি একাকিনী॥
বন্ধু হে! ছাড়িয়া নাহিক দিব।
হিয়ার মাঝারে, রাখিব তোমারে,
সদাই দেখিতে পাব॥
শুন সখিগণ, করিয়া যতন,
ল'য়ে চল নিকেতনে।
অন্ধকার নিশি, রাধিকা রূপসী,
বঞ্চুক নাগর বিনে॥
এতেক শুনিয়া, করেতে ধরিয়া,
লইয়া চলিল বাস।
রাধা ভয়ে হরি, কাঁপে থরথরি,
ভণে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥ ২০৮

শ্রীরাগ।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)।

চন্দ্রাবলি! আজি ছাড়ি দেহ মোরে।
শ্রীদাল ডাকিছে, যাব তার কাছে,
এই নিবেদন তোরে॥
কাল আসি হাম, পুরাইব কাম,
ইথে নাহি কর রোষ।
চন্দ্রাবলী-নাথ, ভুবনে বিদিত
জগতে ঘোষয়ে দোষ॥
তুমি যে আমার, আমি যে তোমার,
বিবাদে কি ফল আছে?
লোক জানাজানি, কেন কর ধ্বনি,
পিরীতি ভাঙ্গিবে পাছে?
দাদা বলরাম, করে অন্বেষণ,
ভ্রময়ে নগর মাঝে।
চণ্ডীদাস কয়, সে যদি জানয়,
সবাই পড়িবে লাজে॥ ২০৯

বিহাগড়া।

(চন্দ্রাবলীর উক্তি)।

কে বলে আমার, তুমি সে রাধার,
তাহার দুখের দুখী।
করিয়া চাতুরী, যাবে বুঝি হরি,
রাধারে করিতে সুখী॥
বঁধুহে, তুমিত রাধার নাথ।
তব জারি জুরি, ভাঙ্গিব মুরারি,
রাখিব আপন সাথ॥
এতেক বলিয়া, গলেতে ধরিয়া,
চুম্বয়ে বদন চাঁদে।

রসিক নাগর, হইয়া ফাঁফর,
পড়িল বিষম ফাদে ॥
হেথা সুবদনী, সখী সঙ্গে বাণী,
কহয়ে কাতর ভাবে।
নিশি পোহাইল, পিয়া না আইল
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥ ২১০

ধানশী।

চন্দ্রাবলী সনে, কুসুম শয়নে,
সুখেতে ছিলেন শ্যাম।
প্রভাতে উঠিয়া, ভয়ে ভীত হৈয়া,
আসিলা রাধার ঠাম ॥
গলে পীতবাস, করিয়া সাহস,
দাঁড়াইল রায়ের আগে।
দেখে ফুলমালা, তাম্বূলের ডালা,
ফেলিয়াছে রাই রাগে।
নাগরে দেখিয়া, মানিনী না চান,
আছেন আপন কোপে।
ভয়ে যে ভুরুর, ভঙ্গিমা দেখিয়া,
নাগর তরাসে কাঁপে ॥
রোষেতে নাগরী, থাকিতে না পারি,
নাগরেরে পাড়ে গালি।
চণ্ডীদাস ভণে, লম্পটের সনে,
কথা কৈলে তবু গালি ॥ ২১১

ললিত।

ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে ॥
বঁধু তোমায় বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ মুখ চাই ॥
আই আই পড়েছে মুখে কাজরের শোভা,
ভালে সে সিন্দূর তোমার মুনির
মনোলোভা ॥
খর নখ দশনে অঙ্গ জর জর।
ভালে সে কঙ্কণ চিন বাহুয়ার উপর ॥
নীল পাটের শাটী কোচার বলনী।
রমণী-রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী ॥
সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা
কাজে ॥
চারি দিকে চায় নাগর আঁচলে মুখ
মুছে।
চণ্ডীদাস কহে লাজ ধুইলে না ঘুচে ॥ ২১১

রামকেলী।

ছুঁওনা ছুঁইওনা বন্ধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ ॥
নয়নের কাজর, বয়ানে লেগেছে,
কালর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া, ওমুখ দেখিলাম,
দিন যাবে আজ ভাল ॥
অধরের তাম্বূল, বয়ানে লেগেছে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও, ফিরিয়া দাঁড়াও,
নয়ন ভরিয়া দেখি ॥
চাঁচর কেশের, চিকণ চূড়া,
সে কেন বুকের মাঝে।
সিন্দূরের দাগ, আছে সর্ব্বগায়,
মোরা হ'লে মরি লাজে ॥

নীলকমল, ঝামরু হইয়াছে,
মলিন হইয়াছে দেহ।
কোন্ রসবতী, পেয়ে সুধানিধি,
নিঙড়ে লয়েছে সেহ।
কুটিল নয়নে, কহিছে সুন্দরী,
অধিক করিয়া ত্বরা।
কহে চণ্ডীদাস, আপন স্বভাব,
ছাড়িতে না পারে চোরা॥ ২২৩

বিভাষ।

হেদে হে নিলাজ বধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আস?
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন কলাবতী আজি পেয়েছিল বাগ?
নখ পদ বিরাজিত রুধিরে করিত।
আহা মরি কিবা শোভায় করিল ভূষিত॥
কপালে সিন্দূর রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে তোমার আঁখি ছল ছল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুঁইও আমি ইহার সব রঙ্গ জানি॥
২১৪

সিন্ধুড়া।

বঁধু কহনা রসের কথা শুনি।
কেমন কামিনী সঙ্গে,যাপিলা যামিনী রঙ্গে,
কত সুখে পোহাল রজনী॥
নীলনলিনী আভা,কে নিল অঙ্গের শোভা
কাজরে মলিন অঙ্গখানি।
চিকণ চূড়ার ছাঁদ,কে নিল কাড়িয়া
আজি কেন পিঠে দোলে বেণী॥
ধন্য সে বরজ বঁধু, যে পিয়ে অধর মধু,
পাষাণে নিশান তার সাথী।
রক্ত উৎপল ফুলে যৈছে ভ্রমর বুলে,
ঐছন ফিরয়ে দুন আঁখি॥
রচিয়া সিন্দূরের বিন্দু,কে নিলঅমিয়া সিন্ধু
নাসার ছলে নাকের মুকুতা।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, একথা অন্যথা নয়,
ভাল জানে বৃষভানুসুতা।২১৫

রামকেলী।

এস এস বন্ধু, করুণার সিন্ধু,
রজনী গোঙালে ভালে।
রসিকা রমণী, পেয়ে গুণমণি,
ভালত সুখেতে ছিলে?
নয়নে কাজর, কপালে সিন্দূর,
ক্ষত-বিক্ষত হে হিয়া।
আঁখি ঢর ঢর, পরি নীলাম্বর,
হরি এলে হর সাজিয়া॥
ধিক্ ধিক্ নারী, পর-আশাধারী,
কি বলিব বিধি তোয়।
এমত কপট, ধৃত লম্পট, শঠ,
হাতেতে সোঁপিলি মোয়॥
কাঁদিয়া যামিনী, পোহালাম আমি,
তুমিত সুখেতে ছিলে।

রতি-চিহ্ন সব, লইয়া মাধব,
প্রভাতে দেখাতে এলে ॥
এই মিনতি রাখ, ঐ খানেতে থাক,
আঙ্গিনাতে না আইস।
ছুঁইলে তোমারে, ধরমে আমারে,
কভু না করিবে পরশ ॥
লোক মুখে কভু কত, শুনিতাম যত,
প্রতীত আজি হ'ল সব।
চণ্ডীদাস কয়, নাথ দয়াময়,
এত দয়ার স্বভাব ॥ ২১৬

ললিত।

আরে মোর আরে মোর সোণার বঁধুর।
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দূর ॥
বদনকমলে কিবা তাম্বুল শোভিত।
পায়ের-নখর ঘায় হিয়া বিদারিত ॥
না এস না এস বঁধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে॥
শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত।
এবে সে দেখিনু তোমার এই সব রীত।
সাধিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি।
দূরে রহু দূরে রহু প্রণাম হামারি ॥
চণ্ডীদাস কহে ইহা বলিলা কেমনে।
চোর ধরিলে ও এত না কহে বচনে ॥২১৭

ললিত।

আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ
কে সাজালে হেন সাজে হেরে বাসি দুখ
কপালে কঙ্কণ দাগ আহা মরি মরি।
কে করিল হেন কাজ কেমন গোঁয়ারী ॥
দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে।
রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল সরো মাঝে ॥
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি;
কে কোথা শিখালে তারে এহেন পিরীতি॥
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
কাছে ব'স আঁচলিতে মুখানি মুছাই ॥
বড় কষ্ট পাইয়াছ রজনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া ॥২১৮

রামকেলী।

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর)

শুন শুন সুনয়নি আমার যে রীত।
কহিতে প্রতীত নহে জগতে বিদিত ॥
তুমি না মানিবে তাহা আমি ভাল জানি।
এতেক না কহ ধনি অসম্ভব বাণী ॥
সঙ্গত হইলে ভাল শুনি পাই সুখ।
অসঙ্গত হইলে পাইব বড় দুখ ॥
মিছা কথায় কত পাপ জানহ আপনি।
জানিয়া না মানে যে সেইত পাপিনী।
পরে পরিবাদ দিলে ধরমে সবে কেনে।
তাহার এমত বাদ হইবে তখনে ॥
চণ্ডীদাস বলে যেবা মিছা কথা কবে।
সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমারকি যাবে ॥
২১৯

রামকেলী।

(শ্রীরাধিকার উক্তি।)

ভাল ভাল, কালিয়া নাগর,
শুনালে ধরম কথা।

পরের রমণী, মজালে যখন,
ধরম আছিল কোথা।
চোরের মুখেতে, ধরম-কাহিনী,
শুনিয়া পায় যে হাসি!
পাপ-পুণ্যজ্ঞান, তোমার যতেক,
জানয়ে বরজবাসী॥
চলিবার তরে, দেও উপদেশ,
পাতর চাপিয়া পিঠে।
বুকেতে মারিয়া, চাকুর ঘা,
তাহাতে লুণের ছিটে।
আর না দেখিব, ওকাল মুখ,
এখানে রহিলে কেনে।
যাও চলি যথা, মনের মানুষ,
যেখানে মন যে টানে॥
কেন দাঁড়াইয়া, পাপীনীর কাছে,
পাপেতে ডুবিয়া পাছে।
কহে চণ্ডীদাস, যাও চলি যথা,
ধরমের থলী আছে॥ ২২০

——

ধানশী।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

না কর না কর ধনি এত অপমান।
তরণী হইয়া কেন একে দেখ আন॥
বংশী পরশী আমি শপথ করিয়ে।
তোমা বিনু দিবা নিশি কিছু না জানিয়ে
ফাগু বিন্দু দেখি সিন্দূর বিন্দু কহ!
কণ্টকে কঙ্কণদাগ মিছাই ভাবহ॥
এত কহি বিনোদ নাগর চলি যায় ঘর।
চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর॥ ২২১

ধানশী।

ললিতা কহয়ে শুনহ হরি।
দেখে শুনে আর রহিতে নারি॥
শুন শুন ওহে রসিকরাজ।
এই কি তোমার উচিত কাজ।
উচিত কহিতে কাহার ডর।
কিবা আপন কিবা সে পর॥
শিশু কাল হ'তে স্বভাব চুরি।
সে কি পারে রহিতে ধৈর্য্য ধরি॥
এ ঘরে যদি না পোষে তায়।
ঘরে ঘরে ফিরে পায় কি না পায়॥
সোণা লোহা তামা পিতল কি বাছে।
চোরের কি কখন নিবৃত্তি আছে॥
এ রস দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
চোরের কখন মন শুদ্ধ নয়॥ ২২২

——

ভাটিয়ারি।

রামা হে কি আর বলিব আন।
তোহারি চরণে, শরণ সো হরি,
অবহুঁ না মিটে মান॥
গোবর্দ্ধন গিরি, বাম করে ধরি,
যে কৈল গোকুল পার।
বিরহে সে ক্ষীণ, করের কঙ্কণ,
মানয়ে গুরুয়া ভার॥
কালিয়-দমন, করল যেমন,
চরণ যুগল বরে।
এবে সে ভুজঙ্গ, ভরমে ভুলল,
হৃদয়ে না ধরে হারে।

সহজে চাতক, না ছাড়য়ে প্রীত,
না বৈসে নদীর তীরে ॥
নব জলধর, বরিখণ বিন্দু,
না পিয়ে তাহার নীরে ॥
যদি দৈব-দোষে, অধিক পিয়াশে,
পিবয়ে হেরিয়ে থোর।
তবহুঁ তাহারি, নাম সোঙরিয়া,
গলয়ে শতগুণ লোর ॥
চণ্ডীদাস-বাণী, শুন বিনোদিনি,
কি আর করহুঁ মান।
তুয়া অনুগত, শ্যাম মরকত,
তো বিনু ভাবে না জান ॥ ১২৩

সুহই।

শুনলো রাজার ঝি।
লোকে না বলিবে কি!
মিছই করসি মান।
তোবিনু জাগল কাণ ॥
আনত সঙ্কেত করি।
তাহা জাগাইল হরি ॥
উলটি করসি মান।
বড়ু চণ্ডীদাস গান ॥ ২২৪

বসন্ত।

এ ধনি মানিনি মান নিবার।
আবীরে অরুণ, শ্যাম-অঙ্গ মুকুর পর,
নিজ প্রতিবিম্ব নেহার।
তুহুঁ এক রমণী, শিরোমণি রসবতী,
কোন্ ঐছে জগমাহ॥
তোহারি সমুখে, শ্যাম সহ বিলসব,
কৈছন রস নিরবাহ?
ঐছন সহচরী, বচন হৃদয়ে ধরি,
সরমে ভরমে মুখ ফেরি।
ঈষৎ হাসি সনে, মান তেয়াগেল,
উলসিত তুহুঁ দোঁহা হেরি ॥
পুন সব জন মেলি,করয়ে বিনোদ কেলি,
পিচকারি করি হাতে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস, আবীর যোগাওত,
সকল সখীগণ সাথে ॥ ২২৪

ধানশী।

আপন শির হাম, আপন হাতে কাটিনু,
বাহে করিনু হেন মান।
শ্যাম সুনাগর, নটবর শেখর,
কাঁহা সখি করল পয়াণ ॥
তপ বরত কত, করি দিন যামিনী,
যো কানু কো নাহি পায়।
হেন অমূল ধন, মঝু পদে গড়ায়ল,
কোপে মুঞি ঠেলিনু পায়।
আরে সই, কি হবে উপায়।
কহিতে বিদরে হিয়া,ছাড়িনু হেহেন পিয়া,
অতি ছার মানের দায় ॥
সে অবধি মোর, এ শেল রহিবে বুকে,
এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস, কি ফল হইলে বল,
গোড়া কেটে আগে জল দিয়া ॥ ২২৬

শ্রীরাগ।

রাই মুখে শুনল ঐছন বোল।
সখিগণ কহে ধনি নহ উতরোল ॥
তুয়া মুখ দরশন পায়ল সেহ।
কৈছে আছল কছু সমুঝল এহ ॥
তুহুঁ কাহে এত উৎকণ্ঠিত ভেল।
তোহে হেরি সো আকুল ভৈ গেল ॥
ঐছে বিচার করত যাহা রাই।
তুরিতহি এক সখী মিলল তাই ॥
এ ধনি পতুমিনি কর অবধান।
তোহারি নিয়ড়ে মুঝে ভেজল কান ॥
চণ্ডীদাস কহে বিধুমুখি রাই।
অতিশয় ব্যাকুল ভেল কানাই। ২২৭

ধানশী

রাইক ঐছন সকরুণ ভায়।
শুনি সখী আয়ল কানুক পাশ ॥
কহইতে সকল সম্বাদ।
গদ গদ করই বিষাদ ॥
চল চল নাগর রস-শিরোমণি।
তুয়া বিনু রাধিকা অধিক তাপিনী ॥
চণ্ডীদাস কহে বিনোদ রায়।
ঝাঁট চল রাইক মাঝ হৃদয় ॥ ২২৮

শ্রীরাগ।

আসি সহচরী কহে ধিরি ধিরি
শুনহ নাগর রায় ॥
অনেক যতনে ঘুচাইলাম মানে
ধরিয়া রাইয়ের পায়।
তবে যদি আর মান থাকে তার,
মানবি আপন দোষ।
তোমার বদন মলিন দেখিলে
ঘুচিবে এখনি রোষ ॥
তুরিত গমনে এস আমা সনে
গলেতে ধরিয়া বাস।
সো হেন নাগর হইয়া কাতর
দাঁড়াইল রাইয়ের পাশ ॥
রাই কমলিনী হেরি গুণমণি
বঁধুয়া লইল কোলে।
দুহুঁক হৃদয়ে আনন্দ বাড়িল
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে ॥ ২২৯

ধানশী।

ললিতার বাণী শুনি বিনোদিনী
প্রসন্ন বদনে কয়।
আমি ত কেবল তোমার অধীন
যো বল শুনিতে হয় ॥
সখি, তোরা মোর কর এহি হিতে।
আর যেন কখন না করে এমন
পুছ উহায় ভাল মতে ॥
পুন যদি আর এমত ব্যভার
করয়ে এ ব্রজ ভূমে।
উহার প্রণতি শ্রবণ গোচরে
না করিব এ জনমে ॥
এত শুনি হরি গলে বাস ধরি
কহয়ে কাতর বাণী।
শুন বিনোদিনী জনমে জনমে
আমি আছি প্রেমে ঋণী ॥

এত শুনি গোরী দুবাহু পসারী
বঁধুয়া করিল কোলে।
এই খানে হয় রসামৃতময়
চণ্ডীদাসে ইহা বলে॥ ২৩০

——

ধানশী।

ছি ছি মনের লাগি শ্যাম বঁধুরে
হারাইয়া ছিলাম।
শ্যামল সুন্দর, মধুর মূরতি
পরশে শীতল হৈলাম॥
শ্রীমধুমঙ্গলে আন কুতূহলে
ভুঞ্জাও ওদন দধি।
হারাধন যেন পুনহি মিলল
সদয় হইল বিধি॥
নিজ সুখরসে পাপিনী পরশে
না জানে পিয়াক সুখ।
কহে চণ্ডীদাসে এ লাগি আমার
মনেতে উঠয়ে দুখ। ২৩১

——

সুহই।

ছি ছি দারুণ মানের লাগিয়া
বঁধুরে হারাইয়া ছিলাম।
শ্যাম সুন্দর রূপ মনোহর
দেখিয়া পরাণ পেলাম॥
সই, জুড়াইল মোর হিয়া।
শ্যাম অঙ্গের শীতল পবন
তাহার পরশ পাইয়া॥
তোরা সখিগণ করহ সিনান
আনিয়া যমুনানীরে।
আমার বন্ধুর যত অমঙ্গল
সকল যাউক দূরে॥
শ্রীমধুমঙ্গলে আনহ সকলে
ভুঞ্জাহ পায়স দধি।
বঁধুর কল্যাণে দেহ নানা দানে
আমারে সদয় বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস শুনহ নাগর
এমত উচিত নয়।
না দেখিলে যুগ শতেক মানয়ে
ইথে কি পরাণ রয়॥ ১৩২

——

শ্রীরাগ।

রাইয়ের বচন শুনি সখিগণ
আনল যমুনাবারি।
নাগর সুন্দর সিনান করল
উলসিত ভেল গোরী।
ললিতা আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া
পরায়ল পীতবাস।
পরিয়া বসন হরসিত মন
বসিলা রাইক পাশ॥
রাই বিনোদিনী তেরছ চাহনি
হানল বন্ধুর চিতে।
নাগর সুন্দর প্রেমে গর গর
অঙ্গ চাহে পরশিতে॥
মনে আছে ভয় মানের সঞ্চয়
সাহস নাহিক হয়।
অতি সে লালসে না পায় সাহসে
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥ ২৩৩

কলহান্তরিতা।

ধানশী।

আসিয়া নাগর সমুখে দাঁড়াইল
গলে পীতবাস লৈয়া।
সো চান্দ বদনে ফিরি না চাহলি
তো বড়ি নিঠুর মায়া॥
সো শ্যাম নাগর জগত দুর্ল্লভ
কিসের অভাব তার।
তোমা হেন কত কুলবতী সতী
দাসী হইয়াছে যার॥
তার চূড়া মেনে সুখেতে থাকুক
তাহে ময়ূরের পাখা।
তোমা হেন কত কুলবতী নারী
দুয়ারে পাইবে দেখা॥
অভিমানী হৈয়া মোরে না কহিয়া
তেজলি আপন সুখে।
আপনার শেল যতনে আপনি
হানিলি আপন বুকে॥
মনের আগুনে মরহ পুড়িয়া
নিভাইবা আর কিসে।
শ্যাম জলধর আর না মিলিবে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ২৩৪

বিভাষ।

উহার নাম করো না
নামে মোর নাহি কাজ।
উনি করেছেন ধর্ম্ম নষ্ট ভুবন ভরি লাজ॥
উনি নাটের গুরু সই উনি নাটের গুরু।
উনি করেছেন কুলের বাহিরনাচাইয়া ভুরু
এনে চন্দ্র হাতে দিল যখন ছিল উহাঁর কাজ
এখন উহার অনেক হল
আমরা পেলাম লাজ॥
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলি আদেশে।
উহার সনে লেহ করে তনু হইল শেষে॥২৩৫

প্রবাস।

ধানশী।

ললিতার কথা শুনি,
হাসি হাসি বিনোদিনী
কহিতে লাগিল ধনি রাই।
"আমারে ছাড়িয়ে শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
এ কথাত কভু শুনি নাই॥
হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর মন্দির গো
রতন পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায় বিছান হয়েছে তায়
শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে॥
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন পথে বন্ধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে॥
শুনিয়া রাইয়ের কথা ললিতা চম্পক লতা
মনে মনে ভাবিল বিস্ময়।
চণ্ডীদাসের মনে হরষ হইল গো
ঘুচে গেল মাথুরের ভয়॥ ২৩৬

ধানশী।

সখিরে মথুরা মণ্ডলে পিয়া।
আসি আসি বলি পুন না আসিল
কুলিশ পাষাণ হিয়া॥

আসিবার আশে লিখিনু দিবসে
খোয়াইনু নখের ছন্দ,
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দুআঁখি হইল অন্ধ।
এ ব্রজমণ্ডলে কেহ কি না বলে
আসিবে কি নন্দলাল।
মিছা পরিহার ত্যজিয়ে বিহার
রহিব কত কাল॥
চণ্ডীদাস কহে মিছা আসা আশে
থাকিব কতেক দিন?
যে থাকে কপালে করি একেকালে
মিটাইব আখর তিন॥ ২৩৭

সুহই।

কানু অঙ্গ পরশে শীতল হবে কবে।
মদন-দহন-জ্বালা কবে সে ঘুচিবে॥
বয়ানে বয়ান হরি কবে সে ধরিবে।
বয়ানে বয়ান দিলে হিয়া জুড়াইবে॥
করে ধরি পয়োধর কবে সে চাপিবে।
দুখ-দশা ঘুচি তবে সুখ উপজিবে॥
বাশুলি এমন দশা কবে সে করিবে?
চণ্ডীদাসের মনোদুঃখ তবে সে ঘুচিবে॥২৩

সিন্ধুড়া।

পিয়া গেল দূর দেশ হাম অভাগিনী।
শুনিতে না বাহিরায় এ পাপ পরাণি।
পরসে সোঙরি মোর সদা মন ঝুরে।
এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে॥
কাহারে কহিব সই আনি দিবে মোরে।
রতন ছাড়িয়া গেল ফেলিয়া পাথারে॥
চণ্ডীদাস কহে কেন এমতি করিবে।
কানু সে প্রাণের নিধি আপনি
মিলিবে॥ ২৩৯

সুহই।

অগোর চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
পিয়া বিনু হিয়া মোর ফাটিয়া যে যায়॥
তাম্বূল কর্পূর আদি দিব কার মুখে।
রজনী বঞ্চিব আমি কারে লইয়া সুখে॥
কার অঙ্গ পরশে শীতল হবে দেহা॥
কান্দিয়া গোয়াব কত না ছুটিল লেহা॥
কোন দেশে গেল পিয়া মোরে পরিহরি,
তুমি যদি বল সই বিষ খাইয়া মরি॥
পিয়ার চূড়ার ফুল গলায় গাঁথিয়া।
আনহ অনল সই মরিব পুড়িয়া॥
সে গুণ সোঙরি মোর পাঁজর খসি যায়॥
দহনে দগধে মোর এপাপ হিয়ায়॥
তোমরা চলিয়া যাহ আপনার ঘরে।
মরিব অনলে আমি যমুনার তীরে॥
চণ্ডীদাসে বলে কেন কহ হেন কথা।
শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক
কোথা॥ ২৪০

তুড়ী।

অকথ্য বেদনা সই কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কান্দে তার চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতুলি যেন ধূলায় লুটায়॥
পুছয়ে পিয়ার কথা ছল ছল আঁখি।
"তুমি কি দেখেছ কালা কহনারে সখি॥"

চণ্ডীদাস কহে কান্দ কিসের লাগিয়া।
সেকালা রয়েছে তোমার হৃদয়েলাগিয়া॥২৪

ধানশী।

কালি বলি কালা গেল মধুপুরে
সে কালের কত বাকি।
যৌবন সায়রে সরিতেছে ভাঁটা
তাহারে কেমনে রাখি॥
জোয়ারের পানি নারীর যৌবন
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে বঁধূরে পাইব
যৌবন মিলন ভার।
যৌবনের গাছে না ফুটিতে ফুল
ভ্রমরা উড়িয়া গেল।
এ ভরা যৌবন বিফলে গোঙানু
বঁধু ফিরে নাহি এল॥
যাও সহচরি জানিয়া আসহ
বঁধুয়া আসে না আসে।
নিঠুরের পাশ আমি যাই চলি
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥২৪২

সিন্ধুড়া।

সখিরে বরষ বহিয়া গেল বসন্ত আওল
ফুটল মাধবী লতা।
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরে
গুঞ্জরে ভ্রমরী যতা॥
আমার মাথার কেশ সুচারু অঙ্গের বেশ
পিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহ নব যৌবন পরশ-রতন ধন
কাচের সমান ভেল॥

কোন্ সে নগরে নাগর রইল
নাগরী পাইয়া ভোর।
কোন্ গুণবতী গুণেতে বেঁধেছে
লুবধ ভ্রমর মোর॥
যাও সহচরি মথুরা মণ্ডলে,
বলিও আমার কথা।
পিয়া এই দেশে আসে বা না আসে
জানিয়া আইস হেথা॥
বিধুমুখী-বোলে সহচরী চলে
নিদয় নিঠুর পাশ।
সহচরী সনে ভণয়ে ভৎর্সয়ে
কবি বড়ু চণ্ডীদাস॥২৪৩

কানড়া।

সখি, কহবি কানুর পায়।
সে সুখ সাঅর দৈবে শুকায়ল
তিয়াষে পরাণ যায়॥
সখি, ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর॥
সখি, যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে
বিহি সে করল বাদ॥
সখি হাম সে অবলা তায়।
বিরহ-আগুণ হৃদয়ে দ্বিগুণ
সহন নাহিক যায়॥
সখি বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে করিবে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ॥২৪৪

মাথুর।

ধানশী।

শ্যাম শুকপাখী সুন্দর নিরখি
রাই ধরিল নয়ান-ফান্দে।
হৃদয়-পিঞ্জরে রাখিল সাদরে
মানোহি শিকলে বান্ধে॥
তারে প্রেম সুধা নিধি দিয়ে॥
তারে পুষি পালি ধরাইল বুলি
ডাকিত রাধা বলিয়ে॥
এখন হয়ে অবিশ্বাসী কাটিয়া আকুসি
পলায়ে এসেছে পুরে।
সন্ধান করিতে পাইনু শুনিতে
কুবুজা রেখেছে ধ'রে॥
আপনার ধন করিতে প্রার্থন
রাই পাঠাইল মোরে।
চণ্ডীদাস দ্বিজে তব ভজবিজে
পেতে পারে কি না পারে॥ ২৪৫

শ্রীরাগ।

বিরহ কাতরা বিনোদিনী রাই
পরাণে বাঁচে না বাঁচে।
নিদান দেখিয়া আসিনু হেথায়,
কহিনু তোহারি কাছে॥
যদি দেখিবে তোমার প্যারী।
চল এইক্ষণে রাধার শপথ
আর না করিও দেরি॥
কালিন্দী পুলিনে কমলের শেজে
রাখিয়া রাইয়ের দেহ।
কোন সখী অঙ্গে লিখে শ্যাম নাম
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ॥
কেহ কহে তোর বঁধুয়া আসিল
সে কথা শুনিয়া কাণে।
মেলিয়া নয়ন চৌদিগ নেহারে
দেখিয়ে না সহে প্রাণে॥
যখন হইনু যমুনার পার
দেখিনু সখীরা মেলি।
যমুনার জলে রাখে অন্তর্জ্জলি
রাই দেহ হরি বলি॥
দেখিতে যদ্যপি সাধ থাকে তব
ঝাট চল ব্রজে যাই।
বলে চণ্ডীদাসে বিলম্ব হইলে
আর না দেখিবে রাই॥ ২৪৬

শ্রীরাগ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে রে কালিয়া
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল পিরীতি করিতে
মনে যদি এত ছিল।
ধিক্ ধিক্ বঁধু লাজ নাহি বাস
না জান লেহের লেশ।
এক দেশে এলি অনল জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আর দেশ॥
অগাধ জলের মকর যেমন
না জানে মিঠ কি তীত॥
সুরস পায়স চিনি পরিহরি
চিটাতে আদর এত॥
চণ্ডীদাস ভণে মনের বেদনে
কহিতে পরাণ ফাটে।
তোমার সোণার প্রতিমা ধুলায় গড়াগড়ি
কুবুজা বসিল খাটে॥ ২৪৭

শ্রীরাগ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া
তোরে যে এ বুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল পিরীতি করিতে
মনে যদি এত ছিল॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া
লাজের নাহিক লেশ।
এক দেশে এসি অনঙ্গ জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আর দেশ॥
জনম অবধি কালিয়া বদন
না ধুলি লাজের ঘাটে হে।
ব্রজ গোপীদের হ'তে মথুরা নাগরী
কতরূপে গুণে বটে হে॥
কিবা কুবুজা নামে কুবুজিনী
তেঁঞি সে লেগেছে মনে।
আপনি যেমন ত্রিভঙ্গ মুরারী
বিহি মিলিয়াছে জেনে॥
কিম্বা কুবুজা গুণে গুণবতী
গুণেতে করেছে বশ।
পিরীতি সুখের কি জানে বজিতে
কিবা করেছে যশ।
যতেক তোমারে পিরীতি করুক
তেমন পিরীতি হ'বে না।
রাধানাথ বিনে কুবুজার নাথ
কেহ ত তোমারে ক'বে না॥
কি আর কহিব মনের বেদনা
কহিতে যে দুঃখ পাই।
চণ্ডীদাস কহে কহিতে বেদনা
পরাণ ফাটিয়া যাই॥ ২৪৮

সুহিনী।

হে কুবুজার বন্ধু।
পাসরিছ রাই-মুখ ইন্দু॥
হে পাগধরি।
পাসরেছ নবীন কিশোরী॥
রাই পাঠাল মোরে।
দাসখত দেখাবার তরে॥
যাতে মোরা আছি সাথী।
পদতলে নাম দিলে লেখি॥
তুমি ব্রজে যাবে যবে।
করতালি বাজাইব সবে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
গালি দিব যত আছে মনে॥ ২৪৯

বেলাবলী।

রাই'র দশা সখীর মুখে।
শুনিয়া নাগর মনের দুখে॥
নয়নের জলে বহয়ে নদী।
চাহিতে চাহিতে হরল সুধী॥
অব যতনে ধৈরজ ধরি।
বরজ গমন ইচ্ছিল হরি॥
আগে আগুয়ান করিয়া তার।
সখী পাঠাওল কহিয়া সার॥
"এখনি আসিছি মথুরা হৈতে।
ইথে আন ভাব না ভাব চিতে॥"
অধিক উল্লাসে সখিনী ধায়।
বড়ু চণ্ডীদাস তাহাই গায়॥ ২৫০

ধানশী।

সই, জানি কু-দিন সু-দিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল॥
চিকুর স্ফুরিছে বসন খসিছে
পুলক যৌবনভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥
প্রভাত সময়ে কাক কোলাকুলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার নাম সুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায়॥
মুখের তাম্বূল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে সব সুলক্ষণ
বিহি ভেল অনুকূল॥ ২৫১

ভাব-সম্মিলন

বেলাবলী।

নন্দের নন্দন চতুর কান।
মিলিল আসিয়া হৃদয়ে জান॥
যাহার যেমত পিরীতি গাঢ়া।
তাহারে তেমতি করিল বাঢ়া॥
মথুরা হইতে এখনি হরি।
আইল বলিয়া শবদ করি॥
আপনার ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু পরাণ পাইলা॥
কোলেতে করিয়া নয়ান জলে।
সেচন করিয়া কাঁদিয়া বলে।
আর দূর দেশে না যাবে তুমি।
বাহির আর না করিব আমি॥
এত বলি কত দেওল চুম্ব॥
বারে বারে দেখে মুখার বিন্দ॥
ঐছন মিলল সকল সখা।
আর কত জন কে করু লেখা॥
খাওয়াইয়া পিয়াইয়া শোয়াল ঘরে।
ঘুমাক বলিয়া যতন করে॥
তখন বুঝিয়া সময় পুন।
আওল যমুনা তীরক বন॥
রাইয়ের নিকটে পাঠাইলা দূতী।
বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সতী॥ ২৫২

সুহই।

শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলিল ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারা নিধি পাইনু বলি লইয়া হৃদয়ে তুলি
রাখিতে না কহে অবকাশ॥
মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ।
চকোর পাইল চাঁদ পাতিয়া পিরীতি ফাঁদ
কমলিনী পাওল মধুপ॥
রসভরে দুহুঁ তনু থর থর কাঁপই
ঝাঁপই দুহুঁ দোঁহা আবেশে ভোর।
দুঁহুক মিলন আজি নিভাওল আনল
পাওল বিরহক ওর॥
রতন পালঙ্ক পর বৈঠল দুহুঁ জন
দুহুঁ মুখ হেরই দুহুঁ আনন্দে।
হরষ-সলিল-ভরে হেরই না পারই
অনিমিখে রহল ধন্দে॥
আজি মলয়ানীল মৃদু মৃদু বহত
নিরমল চাঁদ প্রকাশ।

ভাব ভরে গদগদ চামর ঢুলায়ত
পাশে রহি চণ্ডীদাস ॥ ২৫৩

সুহই।

কিয়ে শুভ দরশনে উলসিত লোচনে
দুহুঁ দোঁহা হেরি মুখ ছাদে।
তৃষিত চাতক নব জলধরে মিলল
ভুখিল চকোর চাঁদে ॥
আধ নয়ানে দুহুঁ রূপ নিহারই
চাহনি আনহি ভাতি।
রসে আবেশে দুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি
বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতি ॥
শ্যাম সুখময় দেহ গৌরী পরশে সেহ
মিলায়ল যেন কাঁচা ননী।
রাই তনুধরিতে নারে আলাইলআনন্দভরে
শিরীষকুসুম কমলিনী ॥
অতসী কুসুম সম শ্যাম সুনাঅর
নাঅরী চম্পক গোর।
নব জলধরে জনু চাঁদ আগোরল
ঐছে রহল শ্যাম-কোর ॥
বিগলিত কেশ কুন্তল শিখি চন্দ্রক
বিগলিত নিতল নিচোল।
দুহুঁক প্রেম-রসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেম-হিলোল ॥
চণ্ডীদাস কহে দুহুঁরূপ নিরখিতে
বিছুরল ইহ পরকাল।
শ্যাম সুঘড় বর সুন্দর রসরাজ
সুন্দরী মিলই রসাল ॥ ২৫৪

সুহই।

ভাবোল্লাসে ধনী বঁধুরে পাইয়া
ভাবে গদ গদ কয়।
ব্রজ পিরীতের প্রদীপ জ্বালিয়ে
দীপ কি নিভা'তে হয় ॥
কালিয়া কুটিল স্বভাব তোমার
কপট পিরীতি যত।
ভুরু নাচাইয়ে মুচকি হাসিয়ে
অবলা ভুলাইলে কত।
পিরীতি রসের রসিক বোলাও
পিরীতি বুঝিতে নার।
মথুরা নগরের যত নাগরীর
পিরীতের ধার ধার ॥
শুন গিরিধারি মথুরাবিহারি
নারী-বধে নাহি ভয়।
পিরীতি করিয়ে তোমারে ভজিলে
শেষে কি এই দশা হয় ॥
পিরীতি করিলে কেন দগধিলে
বিরহ বেদনা দিয়ে।
কালিয়া কঠিন দয়া-হীন জন
তোর নিদারুণ হিয়ে ॥
সোই রসিকতা পিরীতি মমতা
সমতা হইলে রাখে।
[illegible] রতন রসের গঠন
কুটিলাতে নাহি থাকে ॥
পিরীতের দায় প্রাণ ছাড়া যায়
পিরীতি ছাড়িতে নারে।
পিরীতি রসের পসরা তা নাকি
রাখালে বহিতে পারে ॥

যে জনা রসিক রসে ঢর ঢর
মরমি যে জন হয়।
হেরে রে রে ক'রে ধবলী চরায়
সে জনা রসিক নয়॥
রসিকের রীতি সহজ সরল
রাখালে তাই কি জানে।
চণ্ডীদাস কহে রাধার গঞ্জনা
সুধা-সম কানু মানে॥ ২৫৫

সুহই।

শুন শুন হে রসিকরায়।
তোমারে ছাড়িয়া যে সুখে আছিনু
নিবেদি যে তুয়া পায়॥
না জানি কি ক্ষণে কুমতি হইল
গৌরবে ভরিয়া গেনু;
তোমা হেন বঁধু হেলায় হারায়ে
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু॥
জনম অবধি মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখীগণ দেখে প্রাণসম
পরাণ-বঁধুয়া তুমি॥
সখীগণে কহে শ্যাম সোহাগিনী
গরবে ভরয়ে দে।
হামারি গৌরব তুহুঁ বাঢ়ায়লি
অব টুটায়ব কে॥
তোহারি গরবে গরবিনী হাম
গরবে ভরল বুক।
চণ্ডীদাস কহে এমতি নহিলে
পিরীতি কিসের সুখ॥ ২৫৬

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণ-বন্ধু হইও তুমি।
অনেক পুণ্যফলে গৌরী আরাধিয়ে
পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কি ক্ষণে দেখা তব সনে
তেঞি সে পরাণে মরি॥
বড় শুভ ক্ষণে তোমা হেন ধনে
বিধি মিলাওল আনি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
অধিক করিয়া মানি॥
গুরু গরবেতে তারা বলে কত
সে সব গরল বাসি।
তোমার কারণে গোকুল নগরে
দুকুল হইল হাসি॥
চণ্ডীদাস বলে শুনহ নাগর
রাধার মিনতি রাখ।
পিরীতি রসের চূড়ামণি হইয়ে
সদাই অন্তরে থাক॥ ২৫৭

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

ভাবিয়া ছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল-পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥ ২৫৮

সুহই।

শুনহে চিকন কালা।
বলিব কি আর চরণে তোমার
অবলার যত জ্বালা॥
চরণ থাকিতে না পারি চলিতে
সদাই পরের বশ।
যদি কোন ছলে তব কাছে এলে
লোকে করে অপযশ॥
বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঞি সে অবলা নাম।
নয়ন থাকিতে সদা দরশন
না পেলেম নবীন শ্যাম॥
অবলার যত দুখ প্রাণনাথ!
সব থাকে মনে মনে।
চণ্ডীদাস কয় রসিক যে হয়
সেই সে বেদনা জানে॥ ২৫৯

সুহই।

বঁধু আর কি বলিব আমি।
যে মোর ভরম ধরম করম
সকলি জানহ তুমি॥
যে তোর করুণা না জানি আপনা
আনন্দে ভাসিয়ে নিতি।
তোমার আদরে সবে স্নেহ করে
বুঝিতে না পারি রীতি॥
মায়ের যেমন বাপার তেমন
তেমতি বরজ পুরে।
সখীর আদরে পরাণ বিদরে
সে সব গোচর তোরে॥
সতী বা অসতী তোহে মোর পতি
তোহারি আনন্দে ভাসি।
তোমারি বচন সালঙ্কার মোর
ভূষণে ভূষণ বাসি॥
চণ্ডীদাস বলে শুনহ সকলে
বিনয়-বচন সার।
বিনয় করিয়া বচন কহিলে
তুলনা নাহিক তার॥ ২৬০

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে॥

কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধ' ॥
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্ব তলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখন যাইবে জলে।
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবা
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে
পিরীতি কেমন জ্বালা ॥ ২৬১

ধানশী।

নিবেদন শুন শুন বিনোদ নাগর।
তোমারে ভজিয়া মোর কলঙ্ক অপার ॥
পর্ব্বত সমান কুল শীল তেয়াগিয়া।
ঘরের বাহির হইলাম তোমার লাগিয়া ॥
নব রে নব রে নব নব ঘনশ্যাম।
তোমার পিরীতিখানি অতি অনুপাম ॥
কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥
তুমি আমার প্রাণবধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমারেদিতেক্ষতিকি আমার
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন শ্যাম ধন।
কৃপা করি এদাসেরে দেহ শ্রীচরণ ॥ ২৬২

সুহই

শুন সুনাগর করি যোড় কর
এক নিবেদিয়ে বাণী।
এই কর মেনে ভাঙ্গে নাহি যেনে
নবীন পিরীতিখানি ॥
কুল শীল জাতি ছাড়ি নিজ পতি
কালী দিয়ে দুই কুলে।
এনব যৌবন পরশ রতন
সঁপেছি চরণ তলে ॥
তিনহি আখর করিয়ে আদর
শিরেতে লয়েছি আমি।
অবলার আশ না কর নৈরাশ
সদাই পুরিবে তুমি ॥
তুমি রসরাজ রসের সমাজ
কি আর বলিব আমি।
চণ্ডীদাস কহে জনমে জনমে
বিমুখ না হোয় তুমি ॥ ২৬৩

বঁধু, তুমি সে পরশ মণি হে,
বঁধু, তুমি সে পরশ মণি !
ও অঙ্গ পরশে এ অঙ্গ আমার
সোণার বরণখানি ॥
তুমি রস-শিরোমণি হে,
বঁধু, তুমি রস-শিরোমণি।
মোরা অবলা অখলা আহিরিণী বালা
তো' সেবা নাহি জানি ॥
তোঁহার লাগিয়া ধাই বনে বনে
আমি সুবল বেশ ধরি হে।
এক তিলে শত যুগ দরশনে মানি
ছেড়ে কি রইতে পারি হে ॥
অঙ্গের বরণ কস্তুরী চন্দন
আমি হৃদয়ে মাখিয়ে রাখি।

ও দুটি চরণ পরাণে ধরিয়া
নয়ন মুদিয়া থাকি ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন রসবতি
তুহু সে পিরীতি জানহে ।
বঁধু সে তোমার এক কলেবর
তুহুঁ সে এক প্রাণ হে ॥ ২৬৪

সুহই

বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন ।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন ॥
পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায় ।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি ।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণখানি ॥ ২৬৫

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর)

সুহই ।

রাই, তুই সে আমার গতি ।
তোমার কারণে রস-তত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি ॥
নিশি দিশি সদা বসি আলাপনে
মুরলী লইয়া করে ।
যমুনা-সিনানে তোমার কারণে
বসি থাকি তার তীরে ॥
তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে
কদম্বতলাতে থাকি ।
শুনহ কিশোরী চারি দিক হেরি
যেমত চাতক পাখী ॥
তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর ।
করি অনুমান সদা করি গান
তব প্রেমে হৈয়া ভোর ॥
চণ্ডীদাস কয় ঐছন পিরীতি
জগতে আর কি হয় ।
এমন পিরীতি না দেখি কখন
কখন হবার নয় ॥ ২৬৬

(শ্রীরাধিকার উক্তি)

সুহিনী । —

অনেক সাধের পরাণ বঁধুয়া
নয়ানে লুকায়ে থোব ।
প্রেম চিন্তামণির শোভা গাঁথিয়া
হিয়ার মাঝারে লব ॥
তুমি হেন ধন দিয়াছি যৌবন
কিনেছি বিশাখা জানে ।

কিবা ধনে আর অধিকার কার
এ বড় গৌরব মনে ॥
বাড়িতে বাড়িতে ফল না বাড়িতে
গগনে চড়ালে মোরে।
গগন হইতে ভূমে না ফেলাও
এই নিবেদন তোরে ॥
এই নিবেদন গলায় বসন
দিয়া কহি শ্যাম পায়।
চণ্ডীদাস কয় জীবনে মরণে
না ঠেলিবে রাঙ্গাপায় ॥ ২৬৭

সুহই।

বঁধু হে, নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণী রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব ॥
শিশুকাল হৈতে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার।
ধন জন মন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার ॥
শয়নে স্বপনে নিদ্রা-জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটি হয় শত কোটি
সকলি করিবে ক্ষমা ॥
না ঠেলিও বলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম তোমা বঁধু বিনে
আর কেহ নাহি মোর ॥
তিলে আঁখি আড় করিতে না পারি
তবে যে মরি আমি।
চণ্ডীদাস ভণে অনুগত জনে
দয়া না ছাড়িও তুমি ॥ ২৬৮

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

সুহই।

আর এক বাণী শুন বিনোদিনি
দয়া না ছাড়িও মোরে।
ভজন সাধন কিছুই না জানি
সদাই ভাবিহে তোরে ॥
ভজন সাধন করে যেই জন
তাহারে সদয় বিধি ॥
আমার ভজন তোমার চরণ
তুমি রসময়ী নিধি ॥
ধাওত পিরীতি মদন বেয়াধি
তনু মন হ'ল ভোর।
সকল ছাড়িয়া তোমারে ভজিয়া
এই দশা হৈল মোর ॥
নব সন্নিপাতি দারুণ বেয়াধি
পরাণে মরিলাম আমি।
রসের সায়রে ডুবায়ে আমারে
অমর করহ তুমি ॥
যেবা কিছু আমি সব জান তুমি
তোমার আদেশ সার।
তোমারে ভজিয়া নায়ে কড়ি দিয়া
ডুবে কি হইব পার ॥
বিপদ পাথার না জানি সাঁতার
সম্পত্তি নাহিক মোর।
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
যে হয় উচিত তোর ॥ ২৬৯

(শ্রীরাধিকার উক্তি।)

ভূপালী।

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥
এ সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
এ সব দুঃখ গেল হে দূরে।
হারাণ রতন পাইলাম কোরে॥
এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয়-পবন বহুক মন্দ।
গগনে হউক উদয় চন্দ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুঃখ দূরে গেল সুখ বিলাসে॥ ২৭০

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সুহই।

জপিতে তোমার নাম বংশীধারী অনুপাম
তোমার বরণের পরি বাস।
তুয়া-প্রেম সাধি গোরী আইনু গোকুলপুরী
বরজমণ্ডলে পরকাশ॥
ধনি, তোমার মহিমা জানে কে।
অবিরাম যুগ শত গুণ গাই অবিরত
গাহিয়া করিতে নারি শেষ॥
গঞ্জন বচন তোর শুনে সুখে নাহি ওর
সুধাময় লাগয়ে মরমে।
তরল কমল আঁখি তেরছ নয়নে দেখি
বিকাইনু জনমে জনমে॥
তোমা বিনু যেবা যত পিরীতি করিনু কত
সে পিরীতে না পূরল আশ।
তোমার পিরীতি বিনু স্বতন্ত্র না হইল তনু
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস॥ ২৭১

(শ্রীরাধিকার উক্তি)

সুহই।

শ্যাম সুন্দর স্মরণ আমার
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন শ্যাম প্রাণধন
শ্যাম সে গলার হার।
শ্যাম সে বেশর শ্যাম বেশ মোর
শ্যাম শাড়ি পরি সদা।
শ্যাম তনু মন ভজন পূজন
শ্যাম-দাসী হল রাধা॥
শ্যাম ধন বল শ্যাম জাতি কুল
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন অমূল্য রতন
ভাগ্যে মিলাইল বিধি॥
কোকিল ভ্রমর করে পঞ্চস্বর
বঁধুয়া পেয়েছি কোলে।
হরিয়া মাঝারে রাখিহ শ্যামেরে
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে॥ ২৭২

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

সুহই।

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী হইল সারা।

কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী নয়নতারা ॥
গৃহমাঝে রাধা কাননতে রাধা
রাধাময় সব দেখি ॥
শয়নেতে রাধা গমনেতে রাধা
রাধাময় হলো আঁখি ॥
স্নেহেতে রাধিকা প্রেমেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে ।
রাধারে ভজিয়া রাধাবল্লভ নাম
পেয়েছি অনেক আশে ॥
শ্যামের বচন মাধুরী শুনিয়া
প্রেমানন্দে ভাসে রাধা ।
চণ্ডীদাস কহে দোঁহার পিরীতি
পরাণে পরাণ বাঁধা ॥ ২৮৩

সুহই ।

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হার ।
কিশোরী-ভজন কিশোরী-পূজন
কিশোরী-চরণ সার ।
শয়নে স্বপনে গমনে কিশোরী
ভোজন কিশোরী আগে ।
করে করে বাঁশী ফিরে দিবানিশি
কিশোরীর অনুরাগে ।
কিশোরী-চরণে পরাণ সঁপেছি
ভাবেতে হৃদয় ভরা ।
দেখ হে কিশোরী অনুগত জনে
ক'রো না চরণ ছাড়া ।
কিশোরী দাস আমি পীতবাস
ইহাতে সন্দেহ যার ।
কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে
বিফল ভজন তার ॥
কহিতে কহিতে রসিক নাগর
তিতল নয়ন জলে ।
চণ্ডীদাস কহে নবীন কিশোরী
বঁধুরে করিল কোলে ॥ ২৭৪

কল্যাণী ।

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী নয়নতারা ।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী গলার হারা ॥
রাধে, ভিন না ভাবিহ তুমি ।
সব তেয়াগিয়া ও রাঙ্গাচরণে
শরণ লইনু আমি ॥
শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা ।
তুয়া পদাশ্রিত করিয়ে মিনতি
সকলি করিবা ক্ষমা ।
গলার বসন আর নিবেদন
বলি যে তুঁহারি ঠাঁই ।
চণ্ডীদাসে ভণে ও রাঙ্গা চরণে
দয়া না ছাড়িও রাই ॥ ২৭৫

রাগাত্মিকপদ ।

নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল
সহজ জানাবার তরে ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুর গ্রামেতে
প্রবেশ যাইয়া করে ॥

বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন, করহ যাজন
ইহা ছাড়া কিছু নয়॥
ছাড়ি জপ-তপ করহ আরোপ
একতা করিয়া মনে।
যা কহি আমি তা শুন তুমি
শুনহ চৌষট্টি সনে॥
বস্তুতে গ্রহেতে করিয়া একত্রে
ভজহে তাহারে নিতি।
বাণের সহিতে সদাই যুজিতে
সহজের এই রীতি॥
দক্ষিণ দেশেতে না যাবে কদাচিতে
যাইলে প্রমাদ হবে।
এই কথা মনে ভাব রাত্রি দিনে
আনন্দে থাকিবে তবে॥
রতি-পরকীয়া যাহারে কহিয়া
সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি রজক ঝিয়ারি
রামিণী নাম যাহার॥
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
শুনহ দ্বিজের সুত।
এ কথা লবে না না জানে যে জনা
সেই সে কলির ভূত॥

শুন রজকিনি রামি!
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি॥
তুমি বেদ বাগিনী হরের ঘরণী
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে
তুমি সে গলার হারা॥
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কাম গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥ ১

এক নিবেদন করি পুনঃপুনঃ
শুন রজকিনি রামি।
যুগল চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইলাম আমি॥
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কাম গন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন করে উচাটন
দেখিলে পরাণ জুড়ায়॥
তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥
তুমি বাগ্‌বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পর্ব্বত
তুমি সে নয়নের তারা॥
তোমা বিনা মোর সকলি আঁধার
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।
যে দিনে না দেখি ও চাঁদ বদন
মরমে মরিয়া থাকি॥
ও রূপ মাধুরী পাসরিতে নারি
কি দিয়ে করিব বশ।

তুমি সে তন্ত্র তুমি সে মন্ত্র
তুমি উপাসনা-রস ॥
ভেবে দেখ মনে এ তিন ভুবনে
কে আছে আমার আর।
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
ধোপানী-চরণ সার ॥ ২

পুন আর বার, আসি তরাতর
রামিনী জগতমাতা।
ধরিয়া রামিনী কহিছেন বাণী
শুনহ আমার কথা ॥
যাহা কহি বাণী শুনহ রামিনী
এ কথা ভুবন পার।
পরকীয়া-রতি করহ আরতি
সেই সে ভজন সার ॥
চণ্ডীদাস নামে আছে একজন
তাহারে আরোপ কর।
অবশ্য করিলে নিত্যধাম পাবে
আমার বচন ধর ॥
নেত্রে বেদ দিয়া সদাই ভজিবা
আনন্দে থাকিবা তবে।
সমুদ্র ছাড়িয়া নরকে যাইবা
ভজন নাহিক হবে ॥
আর তিন দিয়া বেদে মিশাইয়া
সতত তাহাই যজ।
নিত্য এক মনে ভাব রাত্রি দিনে
মম পদ সদা ভজ ॥
ব্যাভিচারী হৈলে প্রাপ্তি নাহি মিলে
নরকে যাইবে তবে।
রতি স্থিত মনে ভাব রাত্রি দিনে
সহজ পাইবে তবে ॥
আর এক বাণী শুনহ রামিনি
এ কথা রাখিও মনে।
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
এ কথা পাছে কেহ শুনে ॥ ১৩

কহিছেরজকিনী রামী, শুন চণ্ডীদাসতুমি
নিশ্চয় মরম কহি জানে।
বাশুলী কহিছে যাহা,সত্য করি মান তাহ
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে ॥
আমিত আশ্রয় হই, বিষয় তোমারে কই
রমণ কালেতে গুরু তুমি।
আমার স্বভাব মন, তোমার রতি ধ্যান
তেঞি সে তোমায় গুরু করি মানি॥
সহজ মানুষ হব রসিক নগরে যাব
থাকিব প্রণয়-রস ঘরে।
শ্রীরাধিকা হবে রাজা হইব তাহার প্রজা
ডুবিব রসের সরোবরে ॥
সেই সরোবরে গিয়া মন পদ্ম প্রকাশিয়া,
হংস প্রায় হইয়া রহিব।
শ্রীরাধা-মাধবসঙ্গে, আনন্দ-কৌতুক রঙ্গে
জনমে মরণে তুয়া পাব ॥
শুন চণ্ডীদাস প্রভু ভজন না হয় কভু
মনের বিকার ধর্ম্ম জানে।
সাধন শৃঙ্গার রস ইহাতে হইবে বশ
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে ॥ ৪

চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কল্পতরু ॥
যে প্রেম-রতন কহিলে মোরে।
কি ধন রতন তুষিব তোরে ॥
ধন জন দারা সঁপিনু তোরে।
দয়া না ছাড়িও কখন মোরে।
ধরম করম কিছু না জানি।
কেবল তোমার চরণ মানি ॥
এক নিবেদন তোমারে কব।
মরিয়া দোঁহেতে কি রূপ হব ॥
বাশুলী কহিছে কহিব কি।
মরিয়া হইবে রজক-ঝি ॥
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
এক দেহ হয়ে নিত্যতে যাবে ॥
চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা।
বাশুলী চলিয়া নিত্যতে গেলা ॥ ৫

চণ্ডীদাস কহে শুনহ মাতা।
কহিলে আমারে সাধন কথা ॥
সাতাশী উপরে তিনের স্থিতি।
সে তিন রহয়ে কাহার গতি ॥
এ তিন দুয়ারে কি বীজ লয়।
কি বীজ সাধিয়া সাধক কয় ॥
রতির আকৃতি বলিবে যারে।
রসের প্রকার কহিবে মোরে ॥
কি বীজ সাধিলে সাধিব রতি।
কি বীজ ভজিলে রসের গতি ॥
সামান্য রতিতে বিশেষ সাধে।
সামান্য সাধিতে বিশেষ বাধে ॥
সামান্য বিশেষ একতা রতি।
এ কথা শুনিয়া সন্দেহ খতি ॥
সামান্য রতিতে কি বীজ হয়।
বিশেষ রতিতে কি বীজ কয় ॥
সামান্য রসেতে কি রস যজে।
কি বীজ প্রকারে বিশেষ মজে ॥
তিনটি দুয়ারে থাকয়ে যে।
সেই তিন জন নিত্যের কে।
চণ্ডীদাস কহে কহবে মোরে।
বাশুলী কহিছে কহিবা তারে ॥ ৬

এ দেহে সে দেহে একই রূপ।
তবে সে জানিবে রসেরই কূপ ॥
এ বীজে সে বীজে একতা হবে।
তবে সে প্রেমের সন্ধান পাবে ॥
সে বীজে যজিয়ে এ বীজ ভজে।
সেই সে প্রেমের সাগরে মজে ॥
রতিতে রসেতে একতা করি।
সাধিবে সাধক বিচার করি।
বিশুদ্ধ রতিতে বিশুদ্ধ রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ ॥
বিশুদ্ধ রতিতে করণ কি।
সাধহ সতত রজক-ঝি ॥
সাতাশী উপরে তাহার ঘর ॥
তিনটি দুয়ার তাহার পর ॥
বীজে মিশাইয়া রামিণী যজ।
রসিক মণ্ডলে সতত ভজ ॥
বিশুদ্ধ রতিতে বিকার পাবে।
সাধিতে নারিলে নরকে যাবে ॥

বাশুলী কহয়ে এই যে হয়।
চণ্ডীদাস কহে অন্যথা নয়॥ ৭

বাশুলী কহিছে শুনহ দ্বিজ।
কহিব তোমারে সাধনবীজ॥
প্রথম দুয়ারে মদের গতি।
দ্বিতীয় দুয়ারে আসক স্থিতি॥
তৃতীয় দুয়ারে কন্দর্প রয়।
কন্দর্পরূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয়॥
আসকরূপেতে শ্রীরাধা কই।
মদরূপ ধরি আমি সে হই॥
সাতাশী আখরে সাধিবে তিনে।
একত্র করিয়া আপন মনে॥
রতির আকৃতি আসকে রয়।
রসের আকৃতি কন্দর্প হয়॥
তিনটি আখরে রতিকে যজি।
পঞ্চম আখরে বাণকে ভজি॥
দ্বিতীয় আসকে সামান্য রতি।
তবে সে পাইবে বিশেষ স্থিতি॥
চতুর্থ আখর সামান্য রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ॥
বাশুলী কহয়ে এই সে সার।
এ রস-সমুদ্র বেদান্ত-পার॥ ৮

স্বরূপে আরোপ যার, রসিক নাগর তার
প্রাপ্তি হবে মদনমোহন।
গ্রাম্য দেব বাশুলীরে জিজ্ঞাসয়ে করযোড়ে
রামী কহে শৃঙ্গার সাধন॥
চণ্ডীদাস করযোড়ে বাশুলীর পায়ে ধরে
মিনতি করিয়া পুছে বাণী।
শুন মাতা ধর্ম্মমতি বাউল হইনু অতি
কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী॥
হাসিয়া বাশুলী কয় শুন চণ্ডী মহাশয়
আমি থাকি রসিক নগরে।
সে গ্রাম-দেবতা আমি ইহা জানে রজকিনী
জিজ্ঞাস গো যতনে তাহারে॥
সে দেশেররজকিনী হয়রসেরঅধিকারিণী
রাধিকা স্বরূপ তার প্রাণ॥
তুমি ত রমণের গুরু সেহ রসের কল্পতরু
তার সনে দাস অভিমান॥
চণ্ডীদাস কহে মাতা কহিলে সাধন-কথা
রামী সত্য প্রাণপ্রিয়া হৈল।
নিশ্চয় সাধনগুরু সেই রসের কল্পতরু
তার প্রেমে চণ্ডীদাস মৈল॥ ৯

এই সে রস নিগূঢ় ধন্য।
ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্য॥
দুই রসিক হইলে জানে।
সেই ধন সদা যতনে আনে॥
নয়নে নয়নে রাখিবে পিরীতি।
রাগের উদয় এই সে রীতি॥
রাগের উদয় বসতি কোথা।
মদন মাদন শোষণ যথা॥
মদন বৈসে বাম নয়নে।
মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে॥
শোষণ বাণেতে উপানে চাই।
মোহন কুচেতে ধরয়ে তাই॥

স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।
চণ্ডীদাসে কহে রসের রতি॥ ১০

কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ।
তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ॥
তাহা দেখ দূর নহে আছয়ে নিকটে:
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে তেঁহ রহে চিত্রপটে॥
সর্পের মস্তকে যদি রহে পঞ্চ মণি।
কীটের স্বভাব দোষে তাহে নহে ধনী॥
গোরোচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে।
তাহার যতেক মূল্য সে জানিতে নারে॥
সুন্দর শরীরে হয় কৈতবের বিন্দু।
কৈতব হইলে হয় গরলের সিন্ধু।
অকৈতবের বৃক্ষ যদি রহে এক ঠাঁই।
নাড়িলে বৃক্ষের মূল ফল নাহি পাই॥
নিদ্রার আবেশে দেখ কপাল পানে চেয়ে
চিত্রপটে নৃত্য করে তব নাম মেয়ে॥
নিশি-যোগে শুক শারী যেই কথা কয়।
চণ্ডীদাস কহে কিছু বাশুলী কৃপায়॥ ১১

শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে।
সব-রস-সার শৃঙ্গার এ॥
শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া ধরম যজে॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা।
সকল রসের শৃঙ্গার সারা॥
কিশোরা কিশোরী দুইটী জন।
শৃঙ্গার রসের মূরতি হন॥
গুরু বস্তু এবে বলিব কায়।
বিরিঞ্চি-ভাবাদি সীমা না পায়॥
কিশোর কিশোরী যাহাকে ভজে।
গুরু বস্তু সেই সদা যজে॥
চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ॥ ১২

রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক হয়॥
সখি হে, রসিক বলিব কারে।
বিবিধ মশলা রসেতে মিশায়
রসিক বলি যে তারে॥
রস পরিপাটি সুবর্ণের ঘটী
সম্মুখে পুরিয়া রাখে।
খাইতে খাইতে পেট না ভরিবে
তাহাতে ডুবিয়া থাকে॥
সেই রস পান রজনী দিবসে
অঙ্গলি পুরিয়া খায়॥
খরচ করিলে দ্বিগুণ বাড়য়ে
উছলিয়া বহি যায়॥
চণ্ডীদাসে কহে শুন রসবতি
তুমি সে রসের কূপ।
রসিক জনা রসিক না পাইলে
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ॥ ১৩

রসিক নাগরী রসের মরা।
রসিক ভ্রমর প্রেম পিয়ারা।

অবলা-মূরতি রসের বাণ।
রসে ডুবু ডুবু করে পরাণ॥
রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে।
দরশ বাঢ়ায়া পরশ মাগে॥
দরশে পরশে রসপ্রকাশ।
চণ্ডীদাস কহে রস-বিলাস॥ ১৪

রসের কারণ রসিকা রসিক
কায়াটি ঘটনে রস।
রসিক কারণ রসিক হোয়ত
যাহাতে প্রেম-বিলাস॥
স্থলত পুরুষে কাম সূক্ষ্মগতি
স্থলত প্রকৃতি রতি।
দুহুঁক ঘটনে যে রস হোয় ত
এবে তাহে নাহি গতি॥
দুহুঁক যোটন বিনহি কথন
না হয় সে পুরুষ নারী॥
প্রকৃতি পুরুষে যো কছু হয়ত
রতি প্রেম পরচারি।
পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ
অধিক রস যে পিয়ে॥
রতিসুখ কালে অধিক সুখহি
তা নাকি পুরুষে পায়ে।
দুহুঁক নয়নে নিকষয়ে বাণ
বাণ যে কামের হয়॥
রতি যে বাণ নাহিক কথন
তবে কৈছে নিকষয়॥
কাম দাবানল রতি সে শীতল
সলিল প্রণয় পাত্র।
কুল-কাঠ থড় প্রেম যে আধেয়
পচনে পিরীতি মাত্র॥
পচনে পচনে লোভ উপজিয়া
যবে ভেল দ্রবময়।
সেই বস্তু এবে বিলাস উপজে
তাহারে রস যে কয়॥
বাশুলী আদেশে চণ্ডীদাস তথি
রূপ নারায়ণ সঙ্গে।
দুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেম তরঙ্গে॥ ১৫

প্রেমের আকৃতি দেখিয়া মুরতি
মন যদি তাহে ধায়।
তবে ত সে জন রসিক কেমন
বুঝিতে বিষম তায়॥
আপন মাধুরী দেখিতে না পাই
সদাই অন্তর জ্বলে।
আপনা আপনি করয়ে ভাবনি
কি হৈল কি হৈল ব'লে॥
মানুষ অভাবে মন মরীচিয়া
তরাসে আছাড় খায়।
আছাড় খাইয়া করে ছট পট
জীয়ন্তে মরিয়া যায়॥
তাহার মরণ জানে কোন জন
কেমন মরণ সেই।
যে জনা জানয়ে সেই সে জীবয়ে
মরণ বাঁটিয়া লেই॥
বাঁটিলে মরণ জীয়ে দুই জন
লোকে তাহা নাহি জানে।

প্রেমের আকৃতি করে ছট ফটি
চণ্ডীদাসে ইহা ভণে ॥ ১৬

——

প্রেমের যাজন শুন সর্ব্বজন
অতি সে নিগূঢ় রস।
যখন সাধন করিবা তখন
এড়ায় টানিয়া শ্বাস ॥
তাহা হইলে মন বায়ু সে
আপনি হইবে বশ।
তা হৈলে কখন না হইবে পতন
জগৎ ঘোষিবে যশ।
বেদ বিধি পার এমন আচার
যাজন করিবে যে।
ব্রজের নিত্য ধন পায় যেই জন
তাহার উপর কে ॥
সানন্দ হৃদয়ে নয়নে দেখয়ে
যুগল কিশোর রূপ।
প্রেমের আচার নয়ন-গোচর
জানয়ে রসের কূপ ॥
চণ্ডীদাস কয় নিত্য বিলাসময়
হৃদয় আনন্দ-ভোরা ॥
নয়নে নয়নে থাকে দুই জনে
যেন জীয়ন্তে মরা ॥ ১৭

——

শুন শুন দিদি প্রেম সুধানিধি
কেমন তাহার জল।
কেমন তাহার গভীর গম্ভীর
উপরে শেহালা দল ॥
কেমন ডুবারু ডুবেছে তাহাতে
না জানি কি লাগি ডুবে।
ডুবিয়ে রতন চিনিতে নারিলাম
পড়িয়া রহিলাম ভবে ॥
আমি মনে করি আছে কত ভারি
না জানি কি ধন আছে।
নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী
চমকি চমকি হাসে ॥
সখীগণ মেলি দেয় করতালি
স্বরূপে মিশায়ে রয়।
স্বরূপ জানিয়ে রূপ মিশায়ে
ভাবিয়ে-দেখিলে হয় ॥
ভাবের ভাবনা আশ্রয় যে জনা
ডুবিয়ে রহিল সে।
আপনি তরিয়ে জগৎ তরায়
তাহাকে তরাবে কে ॥
চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্ধা।
শ্রীরূপ-করুণা যাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ বান্ধা ॥ ১৮

——

আপন বুঝিয়া সুজন দেখিয়া
পিরীতি করিব তায়।
পিরীতি রতন করিব যতন
যদি সমানে সমানে হয় ॥
সখি হে, পিরীতি বিষম বড়।
যদি পরাণে পরাণে মিশাইতে পারে
তবে সে পিরীতি দড় ॥

ভ্রমরা-সমান আছে কত জন
মধু লোভে করে প্রীত।
মধু পান করি উড়িয়ে পলায়
এমতি তাহার রীত॥
বিধুর সহিত কুমুদ-পিরীতি
বসতি অনেক দূরে।
সুজনে সুজনে পিরীতি হইলে
এমতি পরাণ ঝুরে॥
সুজনে কুজনে পিরীতি হইলে
সদাই দুখের ঘর।
আপন সুখেতে যে করে পিরীতি
তাহারে বাসিল পর॥
সুজনে সুজনে অনন্ত পিরীতি
শুনিতে বাড়ে যে আশ॥
তাহার চরণে নিছনি লইয়া
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥ ১৯

সুজনের সনে আনের পিরীতি
কহিতে পরাণ ফাটে।
জিহ্বার সহিত দন্তের পিরীতি
সময় পাইলে কাটে॥
সখি হে, কেমন পিরীতি লেহা।
আনের সহিত করিয়া পিরীতি
গরলে ভরিয়া দেহা॥
বিষম চাতুরী বিষের গাগরী
সদাই পরাধীন।
আত্ম সমর্পণ জীবন যৌবন
তথাচ ভাবয়ে ভিন॥
স্বকাম লাগিয়া ফেরয়ে ঘুরিয়া
পর তত্ত্বে নাহি চায়।
করিয়া চাতুরী মধু পান করি
শেষে উড়িয়া পলায়॥
সখি, না কর সে পিরীতি আশ।
বাটিয়া পিরীতি কেবল রীতি
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

শুন লো সজনি আমার বাত।
পিরীতি করবি সুজন সাথ॥
সুজন পিরীতি পাষাণ রেখ।
পরিমাণে কভু না হবে টোট্॥
ঘসিতে ঘসিতে চন্দনসার।
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার॥
চণ্ডীদাস কহে পিরীতি-রীতি।
বুঝিয়া সজনী করহ প্রীতি॥ ২১

নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে।
সহজ পিরীতি বলিব তারে॥
সহজে রসিক করয়ে প্রীতি।
রাগের ভজন এমন রীতি॥
এখানে সেখানে এক হইলে।
সহজ পিরীতি ছাড়ে না মৈলে॥
সহজ বুঝিয়ে যে হয় রত।
তাহার মহিমা কহিব কত॥
চণ্ডীদাস কহে সহজ রীতি।
বুঝিয়ে নাগরী করহ প্রীতি॥ ২২

পিরীতি করিয়া ভাঙ্গয়ে যে।
সাধনা-অঙ্গ না পায় সে॥
প্রেমের পিরীতি মাধুরীময়।
নন্দের নন্দন কতেক কয়॥
রাগ-সাধনের এমতি রীত।
সে পথি জনার তেমতি চিত॥
সকল ছাড়িল যাহার তরে।
তাহারে ছাড়িতে সাহস করে॥
আদি চণ্ডীদাসে চারি সুবুঝান।
দাউ উঠাইল যেমন মান॥ ২৩

——

প্রেমের পিরীতি কিসে উপজিল
প্রেমাধারে নিব কারে।
কেবা কোথা হইল কেবা সে দেখিল
এ কথা কহিব কারে॥
পাতের ফুলে ফুলের কিরণ
তাহার মাঝারে যেই।
তাহারে অনেক যতনে নিঙ্গাড়ে
চতুর রসিক সেই॥
প্রেমের চাতুরী চতুর হইয়া
তিনের কাছেতে থাকে।
চারিটি আখর হরিলে পূরিলে
তাহে যেবা বাকি থাকে॥
তাহার বাকিতে প্রেমের আখর
পিরীতি আখর জড়।
সকল আখর এক করি দেখ
প্রেমের কথাটী দড়॥
ছয়টি আখর মূল করি দেখ
তাহার ঘুচাই দুই।
চণ্ডীদাস কহে এ কথা বুঝয়
রসিক হইবে যেই॥ ২৪

——

পিরীতি উপরে পিরীতি বৈসয়ে
তাহার উপরে ভাব।
ভাবের উপরে ভাবের বসতি
তাহার উপর লাভ॥
প্রেমের মাঝারে পুলকের স্থান
পুলক-উপরে ধারা।
ধারার উপরে ধারার বসতি
এ সুখ বুঝয়ে কারা॥
ফুলের উপরে ফুলের বসতি
তাহার উপরে গন্ধ।
গন্ধ উপরে এ তিন আখর
এ বড় বুঝিতে ধন্ধ॥
ফুলের উপরে ফুলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
ঢেউর উপরে ঢেউর বসতি
ইহা জানে কেহ কেউ॥
দুখের উপরে দুখের বসতি
কেহ কিছু ইহা জানে।
তাহার উপরে পিরীতি বৈসয়ে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥ ২৫

——

সতের সঙ্গে পিরীতি করিলে
সতের বরণ হয়।
অসতের বাতাস অঙ্গেতে লাগিলে
সকলি পলায়ে যায়॥

সোণার ভিতরে তামার বসতি
যেমন বরণ দেখি।
রাগের ঘরেতে বৈদিগ থাকিলে
রসিক নাহিক লেখি॥
রসিকের প্রাণ যেমতি করয়ে
এমতি কহিব কারে।
টলিয়া না টলে এমতি বুঝায়্যা
মরম কহিব তারে॥
এমতি করণ যাহার দেখিব
তাহার নিকটে বসি।
চণ্ডীদাস কয় জনমে জনমে
হয়ে রব তার দাসী॥ ২৬

——

সহজ আচার সহজ বিচার
সহজ বলি যে কায়।
কেমন বরণ কিসের গঠন
বিবরিয়া কহ তায়॥
শুনি নন্দসুত কহিতে লাগিল
শুন বৃকভানু-ঝি।
সহজ পিরীতি কোথা তার স্থিতি
আমি না জেনেছি কি॥
আনন্দের আলস ক্ষীরোদ সাগর
প্রেম বিন্দু উপজিল।
গন্ধ পদ্ম হয়ে কামের সহিতে
বেগেতে ধাইয়া গেল॥
বিজুরী জিনিয়া বরণ যাহার
কুটিল স্বভাব যার।
যাহার হৃদয়ে করয়ে উদয়
সে অঙ্গ করয়ে ভার॥
এমনি আচার ভজন যে করে
শুনহ রসিক ভাই।
চণ্ডীদাস কহে ইহার উপরে
আর দেখ কিছু নাই॥ ২৭

——

সহজ সহজ সবাই কহয়ে
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে॥
চান্দের কাছে অবলা আছে
সেই সে পিরীতি সার।
বিষে অমৃতেতে মিলন একত্রে
কে বুঝিবে মরম তার॥
বাহিরে তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটি আছে।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকিব একের কাছে॥
হেন আম্র ফল অতি সে রসাল
বাহিরে কুশী ছাল কষা।
ইহার আস্বাদন বুঝে যেই জন
করহ তাহার আশা॥
অভাগিয়া কাকে স্বাদু নাহি জানে
মজয়ে নিম্বের ফলে।
রসিক কোকিলা জ্ঞানের প্রভাবে
মজয়ে চ্যুত মুকুলে॥
নবীন মদন আছে এক জন
গোকুলে তাহার থানা।
কামবীজ সহ ব্রজ-বধূগণ
করে তার উপাসনা॥

সহজ কথাটী মনে ক'রে রাখ
শুনলো রজক-ঝি।
বাশুলী-আদেশে জানিবে বিশেষে
আমি আর বলিব কি ॥
রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধাঁধা।
কহে চণ্ডীদাস পূরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা ॥ ২৮

সই, সহজ মানুষ নিত্যের দেশে।
মনের ভিতরে কেমনে আইসে ॥
ব্যাসের আচার করিবে যেই।
বিরজা-উপরে যাইবে সেই ॥
রাগতত্ত্ব লৈয়া যে যত ভজে।
সেই সে তাহার সন্ধান খুঁজে ॥
সহজ ভজন বিষম হয়।
অনুগত বিনা কেহ না পায় ॥
চণ্ডীদাস বলে এ সার কথা।
বুঝিলে পাইবে মনের ব্যথা ॥ ২৯

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি যে জন জানয়ে
সেই সে পাইতে পারে ॥
পিরীতি পিরীতি তিনটি আখর
জানিবে ভজন-সার।
রাগ-মার্গে যেই ভজন করয়ে
প্রাপ্তি হইবে তার ॥
মৃত্তিকার উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে পিরীতি-বসতি
তাহা কি জানয়ে কেউ ॥
রসের পিরীতি রসিক জানয়ে
রস উদ্গারিল কে ?
সকল ত্যজিয়া যুগল হইয়া
গোলোকে রহিল সে ॥
পুত্র পরিজন সংসার আপন
সকল ত্যজিয়া লেখ।
পিরীতি করিলে তাহারে পাইব
মনেতে ভাবিয়া দেখ ॥
পিরীতি পিরীতি তিনটি আখর
পিরীতি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে নিগূঢ় হইলে
হইবে একই মত ॥
পরকীয় ধন সকল প্রধান
যতন করিয়া লই।
নৈষ্ঠিক হইবা ভজন করিলে
পদ্ধতি-সাধক হই ॥
পদ্ধতি হইয়া রস আস্বাদিয়া
নৈষ্ঠিকে প্রবৃত্ত হয়।
তাহার চরণ হৃদয়ে ধরিয়া
দ্বিজ চণ্ডীদসে কয় ॥ ৩০

সাধন শরণ এ বড় কঠিন
বড়ই বিষম দায়।
নব সাধু-সঙ্গ যদি হয় ভঙ্গ
জীবের জনম তায় ॥

অনর্থ নিবৃত্তি সভে দুরগতি
ভজন-ক্রিয়াতে রতি।
প্রেম গাঢ় রতি হয় দিবা রাতি
হয় যে যাহাতে প্রীতি॥
আসক উকত সবে দুরগত
সদ্‌গুরু আশ্রয়ে হবে।
রতি আস্বাদন করহ যতন
সখীর সঙ্গিনী হবে॥
দেহ রতি ক্ষয় কুপত রতি হয়
সাধক সাধন পাকে।
চণ্ডীদাসে কয় বিনা দুঃখে নয়
কিশোরী-চরণ দেখে॥ ৩১

কাতরা অধিকা দেখিয়া রাধিকা
বিশাখা কহিল তায়।
চিতে এত ধনি ব্যাকুল হইলে
ধরম সরম যায়॥
ধনি কহব তোমার ঠাঞি।
পরকীয়া রস করিতে হে বশ
অধিক চাতুরী চাঞি॥
যাইবি দক্ষিণে থাকিবি পশ্চিমে
বলিবি পুরবমুখে।
গোপন পিরীতি গোপনে রাখিবি
থাকিবি মনের সুখে॥
গোপন পিরীতি গোপনে রাখিবি
সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
তবেত রসিকরাজ॥

যে জন চতুর সুমেরু শিখর
সূতায় গাঁথিতে পারে।
মাকসার জালে মাতঙ্গ বাঁধিলে
এ রস মিলয়ে তারে॥
পিরীতি যা সনে আদরে সে ধনে
সতত না লবি ঘর।
অন্তরে পরাণ বাঁটিয়া দেওবি
বাহিরে চাহিবি পর॥
বেদ-বেদান্তর না করিবি বিচার
না লৈবি বেদে বিরস।
হইবি সতী না হবি অসতী
না হইবি কাহার বশ॥
হইবি কুলটা কুল ত্যাগিবি
ভাবিতে ভাবিতে দেহা।
হেরি পরপতি হেমকান্তি রতি
স্বপতি ভাবিবি লেহা॥
কলঙ্ক-সাগরে সিনান করিবি
এলাইয়া মাথার কেশ।
নীরে না ভিজিবি জল না ছুঁইবি
সম-দুঃখ-সুখ ক্লেশ॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
বাশুলী-চরণে পড়ি।
হইবি গিন্নি ব্যঞ্জন বাঁটিবি
না ছুঁইবি হাঁড়ী॥ ৩২

মরম কহিতে ধরম না রয়
নাহি বেদ বিধি-রস।
সতী যে হইবে আগুণি খাইবে
না হইবে অন্যের বশ॥

যে জন যুবতী কুলবতী সতী
সুশীল সুমতি যার।
হৃদয় মাঝারে নায়ক লুকায়ে
ভবনদী হয় পার॥
কুলটা হইবে কুল না ছাড়িবে
কলঙ্কে ভাসিবে নীতি।
পাইয়া কামরতি ভজে অন্যপতি
তাহাতে বলাব সতী॥
স্নান না করিব জল না ছুঁইব
আলাইয়া মাথার কেশ।
সমুদ্রে পশিব নীরে না তিতিব
নাহি সুখ দুঃখ ক্লেশ॥
রজনী দিবসে হব পরবশে
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা॥
অন্যের পরশে সিনান করিব
তবে সে রীতি সাজে।
কহে চণ্ডীদাস এ বড় উল্লাস
থাকিব যুবতীমাঝে॥ ৩৩

সহজ করণ রতি নিরূপণ
যে জন পরীক্ষা জানে।
সেই ত রসিক হয় ব্যবসিক
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে॥ ৩৪

মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ।
নায়ক নায়িকা নাম লক্ষণ কথন॥
পূর্ব্বরাগ হৈতে সীমা সমৃদ্ধি মান আদি।
রসের ভঞ্জিত ক্রমে যতেক অবধি॥
পতি উপপতি ভাবে দ্বাদশ যে রস॥
পুন যে দ্বিগুণ হৈয়া করয়ে প্রকাশ॥
কন্যার বিবাহ আর অন্যের উপপতি।
ভাব ভেদে এই হয় চব্বিশ রস রীতি॥
পুন চারি গুণ করি হয় ছেয়ানই।
অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট আর শঠ তাই॥
এই সব নাম ভেদে নায়কের ভেদ।
পুন হয় তাহার লক্ষণ বিভেদ॥
এই সব গুণ কৃষ্ণচন্দ্রে একা বর্ত্তে।
চণ্ডীদাস কহে রস ভেদ একপাত্রে॥ ৩৫

হইলে সুজাতি পুরুষের রীতি
যে জাতি নায়িকা হয়।
আশ্রয় হইলে সিদ্ধ রতি মিলে
কখন বিফল নয়॥
তেমতি নায়িকা হইলে রসিকা
হীন জাতি পুরুষেরে।
স্বভাব লওয়ায় স্বজাতি ধরায়
যেমত কাচপোকা করে॥

প্রবর্ত্ত দেহের সাধনা করিলে কোন্
বরণ হব।
কোন্ কর্ম্ম যাজন করিলে
কোন্ বৃন্দাবনে যাব॥
নব বৃন্দাবনে নব নাম হয়, সকল
আনন্দময়।
নব বৃন্দাবনে ঈশ্বর মানুষে
মিলিত হইয়া রয়॥

কোন্ বৃন্দাবনে বিরজা বিলাসে
তরুলতা চারি ভিতে।
কোন্ বৃন্দাবনে কিশোর কিশোরী
শ্রীরূপমঞ্জরী সাথে॥
কোন্ বৃন্দাবনে রস উপজয়ে
সুধার জনম তায়।
কোন্ বৃন্দাবনে বিকসিত পদ্ম
ভ্রমরা পশিছে তায়॥
গোপতের পথ, না হয় বেকত
রসিক জনার সনে।
উপাসনা ভেদ, যাহার হয়েছে
সেই সে মরম জানে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস, না জানিয়ে তত্ত্ব
কেমনে হইবে পার॥
উত্তম কুলেতে, লভিয়ে জনম
ছি, নীচ-সহ ব্যবহার॥ ৩৬

নায়িকা-সাধন।

নায়িকা সাধন শুনহ লক্ষণ
যে রূপে সাধিতে হয়।
শুষ্ক কাষ্ঠের সম আপনার
দেহ করিতে হয়॥
সে কালে মরণ অতি নিত্য করণ
তাহাতে সে সাধন হবে।
মেঘের বরণ রতির গঠন
তখন দেখিতে পাবে॥
সে রতি সাধন করেন যে জন
সেই সে রসিক সার।
ভ্রমর হইয়া সন্ধান পূরিয়া
মরম বুঝয়ে তার॥
তাহার উপর জলদ বরণ
রতির বরণ হয়।
সাধিতে সে রতি কাহার শকতি
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥ ৩৭

সজনি, শুনগো মানুষের কাজ।
এ তিন ভুবনে সে সব বচনে
কহিতে বাসিবেক লাজ॥
কমল-উপরে জলের বসতি
তাহাতে বসিল তারা।
তাহাদের তাহাদের রসিক মানুষ
পরাণে হানিছে হারা॥
সুমেরু উপরে ভ্রমর পশিল
ভ্রমর ধরি ফুল।
তাহাদের তাহাদের রসিক মানুষ
হারায়েছে জাতি কুল॥
হরিণ দেখিয়া বেয়াধ পলায়
কমলে গেল সে ভৃঙ্গ।
যমের ভিতর আলসের বসতি;
রাহুতে গিলিছে চন্দ্র॥
সুমেরু উপরে ভ্রমর পশিল
এ কথা বুঝিবে কে?
চণ্ডীদাস কহে রসিক হইলে
বুঝিতে পারিবে সে॥ ৩৮

সে কেমন যুবতী কুলবতী সতী
সুন্দর সুমতি সার।
হিয়ার মাঝারে নায়কে লুকাইয়া
ভবনদী হয় পার॥

ব্যভিচারী নারী না হবে কাণ্ডারী
নায়কে বাছিয়া লবে।
তার অবছায়া পরশ করিলে
পুরুষ-ধরম যাবে ॥
সে কেমন পুরুষ পরশ রতন
সেবা কোন্ গুণে হয়।
সাতের বাড়ীতে পাষাণ পড়িলে
পরশ পাষাণময় ॥
সাতের বাড়ীতে ক্ষীরোদ নদী
নারায়ণ শুভ যোগ।
সেই যোগেতে স্থাপন করিলে
হয় রজনী-মনহ যোগ ॥
কাঁচা পাকা দুটি থাকে।
এক রজ্জু খসিয়া পড়িলে
রসিক মিলয়ে তারে ॥
মনের আগুনে উঠিছে দ্বিগুণ
তোলা পাড়া হবে সার।
চণ্ডীদাস কহে ধন্য সেই নারী
তলাটে নাহিক আর ॥ ৩৯

নারীর সৃজন অতি সে কঠিন
কেবা সে জানিবে তায়।
জানিতে অবধি নারিকেব বিধি
বিষামৃতে একত্রে রয় ॥
যেমত দীপিকা উজরে অধিকা
ভিতরে অনলশিখা।
পতঙ্গ দেখিয়া পড়য়ে ঘুরিয়া
পুড়িয়া মরয়ে পাখা ॥
জগত ঘুরিয়া তেমতি পড়িয়া
কামানলে পুড়িয়া মরে।
রসজ্ঞ যে জন সে করয়ে পান
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে ॥
হংস চক্রবাক ছাড়িয়া উদক
মৃণাল মুগ্ধ সদা খায়।
তেমতি নহিলে কোথা প্রেম মিলে
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥ ৪০

এতিন ভুবনে ঈশ্বর গতি।
ঈশ্বর ছাড়িতে পারে শকতি ॥
ঈশ্বর ছাড়িলে দেহ না রয়।
মানুষ ভজন কেমনে হয় ॥
সাক্ষাত নহিলে কিছুই নয়।
মনেতে ভাবিলে স্বরূপ হয় ॥
কহয়ে চণ্ডীদাস বুঝয়ে এ।
ইহার অধিক পুছয়ে যে ॥ ৪১

রাগের ভজন শুনিয়া বিষম
বেদের আচার ছাড়ে।
রাগানুগমেতে লোভ বাড়ে চিতে
সে সব গ্রহণ করে ॥
ছাড়িতে বিষম তাহার করণ
আচার বিষম না পারে।
অতি অসম্ভব অলৌকিক সব
লৌকিকে কেমনে করে ॥
করিয়া গ্রহণ না করে যাজন
সে কেন সাধন করে।

বুঝিতে না পারে আনাগোনা করে
ফাঁফরে পড়িয়া মরে ॥
তায় একূল ওকূল দুকূল গেল
পাথারে পড়িল সে।
চণ্ডীদাস কয় সে দেব নয়
তাহারে তরাবে কে ॥ ৪২

এরূপ মাধুরী যাহার মনে।
তাহার মরম সেই সে জানে ॥
তিনটি দুয়ারে যাহার আশ।
আনন্দ-নগরে তাহার বাস ॥
প্রেম-সরোবরে দুইটি ধারা।
আস্বাদন করে রসিক যারা ॥
দুই ধারা যখন একত্রে থাকে।
তখন রসিক যুগল দেখে ॥
প্রেম ভোর হয়ে করয়ে আন।
নিরবধি রসিক করয়ে পান ॥
কহে চণ্ডীদাস ইহার সাথী।
এরূপ সাগরে ডুবিয়া থাকি ॥ ৪৩

স্বরূপ বিহনে রূপের জনম
কখন নাহিক হয়।
অনুগত বিহনে কার্য্য সিদ্ধি
কেমনে সাধকে কয় ॥
কেবা অনুগত কাহার সহিত
জানিব কেমনে শুনে।
মনে অনুগত মঞ্জুরী সহিত
ভাবিয়া দেখহ মনে ॥
দুই চারি করি আটটা আখর
তিনের জনম তায়।
এগার আখরে মূল বস্তু জানিলে
একটি আখর হয় ॥
চণ্ডীদাস কহে শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই ॥ ৪৪

প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে।
যাইতে বস্তু সাধক বিষম সঙ্কটে ॥
নামান আনন্দ মন কহিয়ে নির্দ্ধারি।
পৌষ মাঘ মাসের শিশির কুম্ভে ভারি ॥
সেই পূর্ণ কুম্ভ যৈছে সেবে পাতে ঢালি।
সর্ব্বাঙ্গে মস্তকে পাদ করয়ে শীতলি ॥
তৈছে সাধকের সেই সন্ধানের কার্য্য।
তারণ্যামৃত ধারা তার নাম কৈল ধার্য্য।
লাবণ্যামৃত ধারা কহি সিদ্ধে সঙ্কেতে।
কারুণ্যামৃত স্নান কহি প্রবর্ত্ত দশাতে ॥
সংক্ষেপে কহিল তিন স্নানের বিধান।
সম্যক্ কহিতে নারি বিদরে পরাণ ॥
অটল পরেতে এই পদ গুরু মর্ম্ম।
চণ্ডীদাস দেখে ব্যক্ত আপনার ধর্ম্ম ॥ ৪৫

রতি করণ রবির কিরণ
যেমত জলেতে লাগে।
অন্তরে অন্তরে শুষ্ক করে তারে
আকর্ষয়ে উর্দ্ধভাগে ॥
পুরুষ প্রকৃতি দোঁহে এক রীতি
সে রতি সাধিতে হয় ॥
পুরুষেরি যুতে নায়িকার রীতে
যেমতে সংযোগ পায় ॥

পুরুষ সিংহেতে, পদ্মিনী নারীতে
সে সাধন উপজয়।
ঘাজাতি অনুগা, সোণাতে সোহাগা,
পাইলে গলিয়া যায়॥
যে জাতি যুবতী, সাধিতে সে রতি,
কুজাতি পুরুষে ধরে।
কণ্টকে যে মত, পুষ্প হয় ক্ষত
হৃদয় ফাটিয়া মরে॥
পুরুষ তেমতি, নারী হীন জাতি,
রতির আশ্রয় লয়।
ভূতে ধরে তারে, মরে ঘুরে ফিরে,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥ ৪৬

আমার পরাণ পুতলী লইয়া,
নাগর করে পূজা।
নাগর পরাণ, পুতলী আমার,
হৃদয় মাঝারে রাজা॥
আনের পরাণ, আনে করে চুরি,
তিনি আনে নাহি জানে॥
আগম নিগম, দুর্গম সুগম,
শ্রবণ নয়ন মনে॥
এই সাত নদী, অনন্ত অবধি,
এই সাত যে দেশে নাই।
সে দেশে তাহার, বসতি নগর,
এ দেশে কি মতে পাই॥
এ সব কারণ, করে যেই জন,
সে জন মাথার মণি॥
মরিলে সে জন, জীয়াতে পারে,
অমৃত রস আনি॥

হ্রীং সে অক্ষর, তাহার উপর,
নাচে এক বাজীকর।
এক কুমুদিনী, দুন্দুভি বাজায়,
বাঁশী জিনি তার স্বর॥
দুন্দুভি বাঁশীটি, যখন বাজিবে,
তা শুনে মরিবে যে।
রসিক ভকত, ভুবনে ব্যক্ত,
সখীর সঙ্গিনী সে॥
এ সব ব্যবহার, দেখিবে যাহার,
তাহার চরণ সার।
মন সুতা দিয়া, তাহার চরণ,
গাঁথিয়া পরিব হার॥
বাশুলি আদেশে, কহে চণ্ডীদাস,
কাঁচা পাকা দুই ফল।
যে ফল লইবে, সে ফল পাইবে,
তেমতি তাহা বিরল॥ ৪৭

দেহতত্ত্ব।

সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন।
চব্বিশ তত্ত্বে হয় দেহের গঠন॥
পঞ্চভূত ক্ষেত্র তেজ মরুৎ ব্যোম আপ।
ষড়রিপু কাম ক্রোধ লোভ মদ
মাৎসর্য্য দম্ভ।
দশ ইন্দ্র ক্ষত তারা হয়ত পৃথক্।
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বিবিধ নামাত্মক॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় জীহ্বা কর্ণ নামাত্মক চক্ষু।
কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত পদ গুহ্য লিঙ্গ বপু॥
মহৎভূত অহঙ্কার আর হয় জ্ঞান।
এইত হয় চব্বিশ তত্ত্ব নিরূপণ॥

কিবা কারিকরের আজব কারিকুরি।
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পুরি॥
সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রক দল।
তার তলে মণিপুর পরম শিবের স্থল॥
নাসামূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষী।
কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি॥
হৃদ্ পদ্ম নির্ম্মিত আছে শত দলে।
কুলকুণ্ডলিনী দশ দল হয় নাভি মূলে॥
নাভি নিম্নভাগে প্রেম সরোবর।
অষ্টদল পদ্ম হয় তাহার ভিতর॥
তস্য পরে নাড়ী ধরে সার্দ্ধ তিন কোটি।
স্থূল সূক্ষ্ম বত্রিশ তারা কিবা পরিপাটি॥
লিঙ্গমূলে ষড়দলাম্বুজ নিযোজিত।
তার মূলে চতুর্দ্দল পদ্ম বিরাজিত॥
এই অষ্ট পদ্ম দেহ মধ্যেতে আছয়।
মতান্তরে হৃদপদ্ম দ্বাদশ দল কয়॥
সহস্র দল অষ্টদল দেহমধ্যে নয়।
এই দুই পদ্ম নিত্য বস্তুর আধার হয়॥
ষট্ চক্রের মূল মৃণাল হয় মেরুণ্ড।
শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অণ্ড॥
দম্ভ দুই পার্শ্বেতে ঈড়া পিঙ্গলা রহে।
মধ্যস্থিত সুষমণা সদা প্রবল বহে।
মূল চক্র হয় হংস যোগের আধার॥
অষ্টদল চক্রে লীলার সঞ্চার॥
দ্বিদল চক্রেতে হয় অমৃত নির্ভর।
আর পঞ্চ চক্রে পঞ্চ বায়ুর সঞ্চার॥
প্রাণ আপন ব্যান উদাম সমান।
কণ্ঠাম্বুজাবধি চতুর্দ্দলে অবস্থান॥
কণ্ঠ পরে উদান হৃদিতে বহে প্রাণ।
নাভির ভিতরে সমান করে সমাধান॥
চতুর্দ্দলে আপন সর্ব্বভূতেতে ব্যান।
মুখ্য অনুলোম বিলোম সকল প্রধান॥
অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক।
অনুলোম ঊর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক॥
প্রবর্ত্তক সাধক হৃদ-নাভি পদ্মে আশ্রয়।
সিদ্ধার্থ সহস্রবারে আছয়ে নিশ্চয়।
রতি স্থির প্রেম-সরোবর অষ্টদলে।
সাধনের মূল এই চণ্ডীদাসে বলে॥
মতান্তরে যে কহয়ে শুনহ নিশ্চয়।
মস্তক উপরে সহস্র দল পদ্ম কয়॥
ভ্রূ-মধ্যে দ্বিদল কণ্ঠে ষোলদল।
হৃদি মধ্যে দ্বাদশ নাভিমূলে দশমূল॥
লিঙ্গমূলে ষড়দল চতুর্দ্দল গুহ্যমূলে।
বস্তু ভেদ আছে তার চণ্ডীদাস বলে॥
সাধন তত্ত্বে তার যোগ নাহি হয়।
বৈধিযোগ এই তত্ত্বে হয় ত নিশ্চয়॥ ৪৮

চৌদ্দ ভুবনে ভুবন তিন।
সপ্তম আখর তাহার চিন॥
দুইটি আখরে সদা পিরীতি।
তিনটি পরশে উপজে রতি॥
নির্জ্জন কাননে আছয়ে ঘর।
দুইটি আখর পাঁচের পর॥
কনক আসন আছয়ে তাতে।
মনসিজ রাজা বৈসয়ে যাতে॥
কর্পূর চন্দন শীতল জলে।
যেমন আনন্দ লেপন কালে॥
তাপিত জনে সে আনন্দ পায়।
শীতভীত জন ভয়ে পলায়॥

পঞ্চ রস আদি একত্রে মেলি।
যে যার স্বভাব আনন্দে কেলি ॥
অষ্ট আখর একত্র যবে।
কনক আসন জানিবে তবে ॥
পঞ্চ রস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয় ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদলপদ্মে রূপের আশ্রয়।
ইষ্টে অধিষ্ঠাতা তায় স্বরূপ লক্ষণ কয় ॥
সেই ইষ্টে যাহার হয় গাঢ় অনুরাগ।
সেই জন লোক-ধর্ম্মাদি সব করে ত্যাগ ॥
কায় মন বাক্যে করে গুরুর সাধন।
সেই ত কারণে উপজয়ে প্রেমধন ॥
তাতে যদি কোন বাধা মনে উপজিবে।
চণ্ডীদাস বলে সে নরকে ডুবিবে ॥ ৫০

পরিশিষ্ট।

অনুরাগ—আত্মপ্রতি।

সুহই।

জনম গেল পর দুঃখে কত বা সহিব।
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব ॥
অন্তরে রহিল ব্যথা কুলে কি করিবে।
অনুরাগে কোন্ দিন গরল ভখিবে ॥
মনেতে করিছি কুলে দিব তিলাঞ্জলি।
দেশান্তরি হব গুরু দিঠে দিয়া বালি ॥
ছাড়িনু গৃহের সাধ কানুর লাগিয়া।
পাইনু উচিত ফল আগে না বুঝিয়া ॥
অবলা কি জানে এমত হইবে পাছে।
তবে এমন প্রেম করিব কেন যেচে ॥
ভাল মন্দ না জানিয়া সুঁপেছি হে মন।
তেঞি সে অনলে পুড়ি যায় দেহ প্রাণ ॥
চণ্ডীদাস কয় প্রেম হয় সুধাময়।
কপাল ক্রমে অমৃতেতে বিষ উপজয় ॥ ৫১

অনুরাগ।—আত্মপ্রতি।

শ্রীরাগ।

পিরীতিনগরে, বসতি করিব,
পিরীতে বান্ধিব ঘর।
পিরীতি পরশি, পিরীতি প্রেয়সী,
অন্য সকলি পর ॥
পিরীতি সোহাগে, এ দেহ রাখিব,
পিরীতি করিব আল।
পিরীতির কথা, সদাই কহিব,
পিরীতে গোঙাব কাল ॥
পিরীতি-পালঙ্কে, শয়ন করিব,
পিরীতি বালিশ মাথে।
পিরীতি বালিশে, আলিস করিব,
রহিব পিরীতি সাথে ॥
পিরীতি সাঅরে, সিনান করিব,
পিরীতি-জল যে খাব।
পিরীতি দুঃখের, দুঃখিনী যে জন,
পরাণ বাটিয়া দিব ॥
পিরীতি-বেশর, নাসেতে পরিব,
রহিব বন্ধুয়া সনে।
হৃদয়পিঞ্জরে, পিরীতি থুইব,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে ॥ ৫২

কাকমাল্য মান।

ধানশী।

হলধর-ভয়ে মালা নাহি পারে দিতে।
ফিরিয়া আইল সখী করিয়া সঙ্কেতে॥
হেন কালে আইল কাক খাদ্য দ্রব্য ব'লে
সেই হেতু নিল মালা ওষ্ঠে করি তুলে॥
আহার নাহিক হ'লো দিল ফেলাইয়া।
পবন দিলেক তাহা বেগে উড়াইয়া॥
আসিয়া পড়িল ঠোঙ্গা চন্দ্রাবলীঘরে।
খুলিয়া দেখিল মালা অতি মনোহরে॥
সঙ্কেত জানিয়া এথা খুঁজে শ্যাম রায়।
দেখিতে না পায় পুন সাতলী খেলায়॥
এথা সেই মালা লয়ে আনন্দে পূরিল।
ভাল বেশ করি সেই মালা পরি এল॥
রাইকে দেখিবার তরে এলো তার পাশ।
প্রশ্নেতে জানল ভাল কহে চণ্ডীদাস॥ ৫৩

নায়িকার প্রতি সখী-বাক্য।

বালা-ধানশী।

এ সখি সুন্দরি কহ কহ মোয়।
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয়॥
অধর কাঁপয়ে তুয়া ছল ছল আঁখি।
কাঁপিয়া উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি॥
মৌন করিয়া তুমি কি ভাবিছ মনে।
এক দিঠি করি রহ কিসের কারণে।
বড়ু চণ্ডীদাসে কহে বুঝিলাম নিশ্চয়।
পশিল শ্রবণে বাঁশী অতত্ব সে হয়॥ ৫৪

নায়িকার বাক্য।

বিভাষ।

আমি ত অবলা, তাহে এত জ্বালা,
বিষম হইল বড়।
নিবারিতে নারি, গুমরিয়া মরি
তোমারে কহিল দঢ়॥
সহজে আপন, বয়স যেমন
আর নহে হাম জানি।
স্বপনে ভাবিয়া, সে রূপ কালিয়া,
না রহে আপন প্রাণী।
সই, মরণ ভাল।
সে বর নাগর, মরমে পশিল,
ভাবিতে হইল কাল॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী-আদেশে,
এইত রসের কূপ।
এক কীট হ'য়ে অরে দেহ পায়ে,
ভাবিয়ে তাহার চুপ॥ ৫৫

নায়ক বাক্য।

বিভাষ।

সই কোন বিধি, আনি সুধানিধি,
থুইল রাধিকা নামে।
শুনিতে সে বাণী, অবশ তখনি,
মূরছি পড়ল হামে॥
সই, কি আর বলিব আমি।
সে তিন আখর, কৈল জর জর,
হইল অন্তর গামী॥
সব কলেবর, কাঁপে থর থর,

কি করি কি করি, বুঝিতে না পারি,
শুনহ পরাণ মিত ॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে,
সেই সে নবীন বালা।
তার দরশনে, বাঢ়িল দ্বিগুণে,
পরশে ঘুচব জ্বালা ॥ ৫৬

অনুরাগ—সখী-সম্বোধনে।

শ্রীরাগ।

ঘররূপ দেখিনু সই কদম্বের তলে।
লিখিতে নারিনু রূপ নয়নের জলে ॥
কি বুদ্ধি করিব সই, কি বুদ্ধি করিব।
নত নব অনুরাগে পরাণ হারাব ॥
কিবা নিশি কিবা দিশি কালা পড়ে মনে।
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে ॥
গৃহকাজে নাহি মন কর নাহি সরে।
শ্যাম নাম শুনিতে পুলকে অঙ্গ ভরে ॥
তাহে সে মোহন বাঁশী রাধা রাধা বাজে।
কেমন কেমন করে মনু লোক-লাজে ॥

অনুরাগ—প্রকারান্তর।

শ্রীরাগ।

যাবট-নিকট দিয়া, যায় বেণু বাজাইয়া,
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
দেখি বলি আইনু আমি,
ফিরিয়া না চাহিলে তুমি,
আঁখি রহিল চাঁদমুখ চেয়ে ॥
শ্রীদামের সঙ্গে সঙ্গে,
নাচিতে নাচিতে রঙ্গে,
দাঁড়াইলে হলধরের বামে।
কাঁদিতে কাঁদিতে হাম, হয়ে বাউরী নিষ্কাম
প্রবেশিলাম ললিতার ধামে ॥
তোঁহারূপ গুণ স্মরি, ধৈরয ধরিতে নারি
মূরছিত মুরলীর গানে।
হৃদয়ে বাঢ়য়ে রতি,
যে না মিলে পতি সতী,
কুলের ধরম নাহি জানে ॥

জ্ঞানদাস

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সিন্ধুড়া।

কনয় কিশোর, বয়স অতি রসময়,
কিয়ে নব কুসুম ধনু।
লাবণ্য সার কিয়ে, সুধা নিরমিত,
গৌর সুললিত তনু॥
সাধ করি হেন গোরাগুণ শুনি।
শ্রবণ পরশে, সরস রস তনু,
অন্তরে জুড়ায় পরাণী॥
কনক নীপ ফুল, পুলক সমতুল,
স্বেদ বিন্দু বিন্দু মুখে।
বিভোর প্রেমভরে, অন্তর গর গর,
উজোর মরমের সুখে॥
অরুণ নয়নে, করুণ নিরমিত,
সঘনে বলে হরি বোল।
জ্ঞানদাস কহে, পহুঁর পদভরে,
অবনী আনন্দে হিলোল॥ ১

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

ধানশী।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হাসত না হাসত মুখ মুচুকাই॥
এ সখি এ সখি দেখলু নারী।
হেরইতে হরখে হরল যুগ চারী॥
উলটি উলটি বলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে যনু অমিয়া উথারি॥
মনমথ মন্ত্রি আগরোল বাট।
চকিত চরিত পঁহু রহু রসহাঁট॥
কিয়ে ধনী ধাতা নিরমিল তাই।
জগমাহা উপমা কবহুঁ না পাই॥
পরসে পুছলুঁ হাম তাকর নাম।
জ্ঞানদাস কহিব রসিক সুজান॥ ২

কল্যাণ।

ঢল ঢল কষিত কাঞ্চন তনু গোরী।
ধরণী পড়িছে নব যৌবন হিলোলি॥
বয়ন শরদসুধানিধি নিষ্কলঙ্ক।
মনমথ-মথন অলপ দিঠি বঙ্ক॥
রাই কি বলিব আর রাই কি বলিব আর।
ভুবনে কি দিয়ে হেন উপমা তোমার॥
কুটিল কবরী বেড়ি কুসুমক জাদ।
সুরঙ্গ সিন্দূর ভালে অতি পরমাদ॥
নাসিকার আগে গজ মুকুতা হিলোলে।
পরাণ নিছিয়ে তোমার নয়ান কাজরে॥
উর্দ্ধ উরজ কিবা কনক মহেশ।
মুঠিয়ে ধরিলে হয় কটি মাঝ দেশ॥

নরোত্তমদাস

বন্দনা।

গুর্জ্জরী।

জয় জয় গোসাঞিের শ্রীচরণ সার।
যাহা হৈতে হব পার এ ভব সংসার॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব-পায়ে মজাইয়া মন॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞিের করি চরণ-বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
জয় রস নাগরী জয় নন্দ লাল।
জয় জয় মোহন মদনগোপাল॥
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞি।
যাহার করুণা বলে গোরা গুণ গাই॥
জয় জয় শ্রীবাস জয় গদাধর।
জয় স্বরূপ রামানন্দ প্রেমের সাগর॥
জয় জয় সনাতন জয় শ্রীরূপ।
জয় জয় রঘুনাথ প্রাণের স্বরূপ॥
জয় গৌরভক্তবৃন্দ দয়া করে মোরে।
সবার চরণধূলি ধরি নিজ শিরে॥
জয় জয় নীলাচল জয় জগন্নাথ।
মো পাপীরে দয়া করি কর আত্মসাথ॥
জয় জয় গোপাল দেব ভকতবৎসল।
নব-ঘন জিনি তনু পরম উজ্জ্বল॥
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর।
পুরী গোসাঞি লাগি যার নাম ক্ষীর চোর
জয় জয় মদনগোপাল বংশীধারী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম চরণ-মাধুরী॥
জয় জয় শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি মনোহর।
কোটী চন্দ্র জিনি যার বদন সুন্দর॥
জয় জয় গোপীনাথ মহিমা প্রবল।
তমাল শ্যামল-অঙ্গ পীন-বক্ষঃস্থল॥
জয় জয় মথুরামণ্ডল কৃষ্ণ-ধাম।
জয় জয় গোলক-আখ্যান॥
জয় জয় দ্বাদশ বন কৃষ্ণ লীলাস্থান।
শ্রীবন লৌহ-বন-ভাণ্ডীর বন নাম॥
মহাবনে মহানন্দ পায় ব্রজবাসী।
যাহাতে প্রকট কৃষ্ণ স্বরূপ প্রকাশি॥
জয় জয় তালবন খদির-বহুলা।
জয় জয় কুমুদ-কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা॥
জয় জয় মধুবন মধুপান স্থান।
যাঁহা মধুপানে মত্ত হৈল বলরাম॥
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন।
বেদের অগোচর স্থান কন্দর্প-মোহন॥
জয় জয় ললিতা কুণ্ড জয় শ্যাম কুণ্ড।
জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড॥
জয় জয় মানস গঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন।
জয় জয় দান ঘাট লীলা সর্ব্বোত্তম॥
জয় জয় নন্দ-ঘাট জয় অক্ষয় বট।
জয় জয় চীর ঘাট যমুনা নিকট॥

জয় জয় কেশি ঘাট পরম মোহন।
জয় বংশীবট রাধাকৃষ্ণ বিনোদন ॥
জয় জয় রাসঘাট পরম নির্জ্জন।
যাঁহা রাসলীলা কৈলা রোহিণীনন্দন ॥
জয় জয় বিমল-কুণ্ড জয় নন্দীশ্বর।
জয় জয় কৃষ্ণ কেলি-পাবন সরোবর ॥
জয় জয় যাবটঘাট অভিমন্যালয়।
সখী-সঙ্গে রাই যাঁহা সদা বিরাজয় ॥
জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম।
জয় জয় সঙ্কেত রাধা কৃষ্ণ লীলাস্থান ॥
জয় জয় ব্রজবাসি শ্রেষ্ঠ নন্দরাজ।
জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠ গোপী মাঝ ॥
জয় জয় রোহিণীনন্দন বলরাম।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রসধাম ॥
জয় জয় রাধাসখী ললিতা সুন্দরী।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ রসের মাধুরী ॥
জয় জয় বিশাখিকা চম্পক-লতিকা।
রঙ্গদেবী সুদেবী তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা ॥
জয় জয় রাধানুজ্ঞা অনঙ্গমঞ্জরী।
ত্রিভুবন জিনি যার অঙ্গের মাধুরী ॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া।
রাধাকৃষ্ণ লীলা করান মায়া আচ্ছাদিয়া ॥
জয় জয় বৃন্দাদেবী কৃষ্ণ প্রিয়তমা।
জয় জয় বীরা সখী সর্ব্বমনোরমা ॥
জয় জয় রত্নমণ্ডপ রত্ন সিংহাসন।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখীগণ ॥
শুন শুন আরে ভাই করিয়ে প্রার্থনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা করহ ভাবনা ॥
ছাড়ি অন্য কর্ম্ম অসৎ আলাপন।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণচন্দ্রে করহ ভাবন ॥
এই সব লীলাস্থানে যে করে স্মরণ।
জন্মে জন্মে ফিরে ধরো তাঁহার চরণ ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস ॥

পাদবলী।

পাহিড়া।

বন্ধুরে লইয়া কোরে, রজনী গোঙাব সই,
সাধে নিরমিনু আশা ঘর।
কোন কুমতিনী মোর, এঘর ভাঙ্গিয়া নিল
আমারে ফেলিয়া দিগন্তর ॥
বন্ধুর সঙ্কেতে আমি, এ বেশ বনানু গো,
সকল বিফল ভেল মোর।
না জানি বন্ধুরে মোর,কেবা লইয়া গেলগে
এবাদ সাধিল জানি কোয় ॥
গগন উপরে চান্দ, কিরণ উদয় গো,
কোকিল,কোকিলা ডাকে মাতি।
এমন রজনী আমি, কেমনে পোহাব গো
পরাণ না হয় তার সাথী।
কর্পূর তাম্বূল গুয়া, খপুর পূরিল সই,
প্রিয় বিনা কার মুখে দিব।
এমন মালতি মালা, বৃথাহি গাঁথিনু গো,
কেমনে রজনী গোঙাব ॥
এপাপ পরাণ মোর, বাহির না হয় গো,
এখন আছয়ে কার আশে।
ধৈরয ধর ধনি, ধায়িয়ে চলিল গো,
কহি ধায় নরোত্তম দাসে ॥

ধানশী।

শুন শুন মাধব বিদগধ রাজ।
ধনী যদি দেখবি না সহে বেয়াজ॥
নব কিশলয়-দলে শুতলি নারী।
বিষম-কুসুম-শর সহই না পারি॥
হিমকর চন্দন পবন ভেল আগি।
জীবন ধরয়ে দরশন লাগি॥
অনেক যতনে কহ আখর আধ।
না জানিয়ে অবকিয়ে ভেল পরমাদ॥
নরোত্তম দাস পহুঁ নাগর কান।
রসিক কলা গুরু তুহুঁ সব জান॥

তথা রাগ।

চলিলা নাগর-রাজ ধনী দেখিবারে।
অথির চরণযুগ আরতি বিথারে॥
সোঙরিতে সো প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ।
অন্তরে বাঢ়ল মদন তরঙ্গ॥
সুশীতল কুঞ্জবনে শুতিয়াছে রাধে।
ধনী মুখচাঁদ হেরই পুন সাধে॥
অধর কপোল আঁখি ভুরুযুগ মাঝ।
পুন পুন চুম্বই বিদগধ রাজ॥
অচেতন ছিল রাই সচেতন ভেল।
মদনজনিত দুখ সব দূরে গেল॥
নরোত্তম দাস পহুঁ আনন্দে বিভোর।
দুহুঁ রসে মাতল নাহি সুখ ওর॥

ললিত।

দুহুঁ দোহাঁ দরশনে পুলকিত অঙ্গ।
দূরে গেও রজনীক বিরহ-তরঙ্গ॥
যৈছে বিরহ-জ্বরে লুঠল রাই।
তৈছনে অমিয়া-সাগরে অবগাই॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ মুখ হেরি।
আনন্দে দুহুঁ জন করু নানা কেলি॥
সুখময় যামিনী চাঁদ উজোর।
কুহরত কোকিল আনন্দ বিভোর॥
বিকসিত কুসুম মলয় সমীর।
ঝলমল করত কুঞ্জ কুটীর॥
বিহরয়ে রাধামাধব রঙ্গে।
নরোত্তম দাস হেরি পুলকিত অঙ্গে॥

সুহই।

মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী।
দোঁহে দোঁহে পায়ল পরশ-মণি॥
দরশনে দুহুঁ মুখ দুহুঁ প্রেম ভোর।
নয়নে ঝরয়ে দুহাঁর আনন্দ-লোর॥
সরম সম্ভাষণে উপজল রঙ্গ।
উথলল দুহুঁ মন মদন তরঙ্গ॥
সহচরীগণ সব আনন্দে ভাস।
দুহু মুখ হেরই নরোত্তম দাস॥

রাধা মাধব বিহরই বনে।
নিমগন দুহুঁ জন সুরত রণে॥
দুহুঁ উঠি বৈঠি কতয়ে করু কেলি।
বহুবিধ খেলন সহচরী মেলি॥
নিভৃত নিকুঞ্জ-গৃহে করত বিলাস।
হেরত দুহুঁ রূপ নরোত্তম দাস॥

ধানশী।

তুহুঁ মুখ দরশনে তুহুঁ ভেল ভোর।
তুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর ॥
তুহুঁ তনু পুলকিত গদ গদ ভাষ।
ঈষদবলোকনে লহু লহু হাস ॥
অপরূপ রাধা মাধব রঙ্গ।
মান বিরামে ভেল এক সঙ্গ ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি তুহুঁ জন ॥
নিকুঞ্জের মাঝে তুহুঁ কেলি-বিলাস।
দূরহি দূরে রহি নরোত্তম দাস ॥

ললিত।

কিশলয় সঘনে শুতলী ধনী গোরী।
নাগর-শেখর শুতলি ধনী কোরি ॥
চন্দন চর্চ্চিত তুহুঁ জন অঙ্গ।
তুহুঁ ফুলহার লম্বিত জঙ্ঘ ॥
বদনে বদনে তুহুঁ চরণে চরণ।
প্রিয়-নর্ম্ম সখীগণে করয়ে সেবন ॥
পূরিল তুহুঁ জন মন অভিলাষ।
তুহুঁ গুণ গাওত নরোত্তম দাস ॥

ধানশী।

রাই হেরল যব সো মুখ ইন্দু।
উছলল মন মাহা আনন্দ সিন্ধু ॥
ভাঙ্গল মান রোদ নহি ভোর।
কানু কমল করে মোছাইল লোর ॥
মান-জনিত সুখ সব দূরে গেল।
তুহুঁ মুখ দরশনে আনন্দ ভেল ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি তুইজন ॥
নিকুঞ্জের মাঝে তুহুঁ কেলি বিলাস।
দূরহি দূরে রহুঁ নরোত্তম দাস ॥

শ্রীরাগ—কন্দর্পতাল।

রাগ-অঙ্গ ছটায়, উদিত ভেল দশদিশ,
শ্যাম ভেল গৌর আকার।
গৌর ভেল সখীগণ, গৌর নিকুঞ্জ বন,
রাই রূপে চৌদিকে পাথার ॥
গৌর ভেল শুক সারী, গৌর ভ্রমর ভ্রমরী
গৌরপাখী ডাকে ডালে ডালে।
গৌর কোকিলগণ, গৌর ভেল বৃন্দাবন,
গৌর তরু গৌর ফল ফুলে ॥
গৌর যমুনাজল, গৌর ভেল জলচর,
গৌর সারস চক্রবাক।
গৌর আকাশ দেখি, গোরাচাঁদ তার সাখী
গৌর তার বেড়ি লাখে লাখ ॥
গৌর অবনী হৈল, গৌরময় সব ভেল,
রাই রূপে চৌদিক ঝাঁপিত।
নরোত্তমদাস কয়, অপরূপ রূপ নয়,
তুহুঁ তনু একই মিলিত ॥

বিহাগড়া।

রাই কানু পিরীতির বালাই লৈয়া মরি।
ক্ষণে করে আলিঙ্গন, ক্ষণে মুখ চুম্বন,
ক্ষণে রাখে হিয়ার উপরি।
আলাঞা চাঁচর কেশ, করে বহুবিধ বেশ,
সিন্দূর চন্দন দেই ভালে

মুখচাঁদ দেখি ঘাম, আকুল হইয়া শ্যাম,
যোছায়ই বসন অঞ্চলে ॥
দাসীগণ কর হৈতে, চামর লইয়া হাতে,
আপনে করয়ে মৃদু বায়।
দেখি রাই মুখশশী,সুধা ঝরে রাশি রাশি,
হেরে নাগর অনিমিখে চায় ॥
ঐছন আরতি দেখি,রাইয়ের সজল আঁখি
বাহু পসারিয়া করে কোরে।
দুহুঁ হিয়ায় দুহুঁ রাখি, দুহুঁ চুম্বে মুখশশী
দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ ভেল ভোরে ॥
নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে,শুতল কুসুম শেজে,
দুহুঁ দোঁহা বান্ধি ভুজপাশে।
আর যত সখীগণ, সবে করে নিরীক্ষণ,
দূরে রহুঁ নরোত্তম দাসে ॥

ধানশী।

সজনি বড়ই বিদগধ কান।
কহিলে নহে সে, প্রেম আরতি,
কষিল হেম দশবাণ ॥
সমুখে রাখিয়া মুখ, আঁচরে মোছাই,
অলকা তিলকা বানাই।
মদন-রসভরে, বদন নেহারই,
অধরে অধর লাগাই ॥
কোরে আগোরি, রাখই হিয়া পর,
পালঙ্কে পাশ না পাই।
ও সুখ-সাগরে, মদন-রসভরে,
জাগিয়া রজনী গোঙাই ॥
কেবল রসময়, মধুর মুরতি,
পিরীতিময় প্রতি অঙ্গ।
নরোত্তম দাস কহ, যাহার অনুভব,
সে জানে ও রসভঙ্গ ॥

কেদার।

আলসে শুতল দোঁহে মদন শয়ানে।
উরে উর দোহার বয়ানে বয়ানে ॥
দুহুঁক উপরে দোহেঁ দুহুঁ শির রাখি।
কনয়-জড়িত যেন মরকত কাঁতি ॥
রতি রসে পণ্ডিত নাগর কান।
রতি রণে পরাভব ভেল পাঁচ বাণ ॥
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু গায়।
নরোত্তমদাস করু চামরের বায় ॥

ধানশী।

তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাঁপ ॥
এবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুই জুড়াব পরাণী ॥
মুখের মুছিব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া ॥
মালতী ফুলের গাঁথিয়া দিব মাল।
বানাইয়া বান্ধব চূড়া কুন্তল ভার ॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নারাত্তম দাসে কহে পিরীতের ফান্দ ॥

পঠমঞ্জরী।

আরে কমল-দল আঁখি।
বারেক বাহুড় তোমার চাঁদ-মুখ দেখি ॥

সে সব করিয়া কেলি গেল বা কোথায়।
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে কি করি উপায়॥
আঁখির নিমিষে মোরে হারা হেন বাস।
এমন পিরীতি ছাড়ি গেলা দূর দেশ॥
প্রাণ ছটফট করে নাহিক সম্বিত।
নরোত্তম দাসে কহে কঠিন চরিত॥

তিরোতা ধানশী।

তুয়া নামে প্রাণ পাই সব দিশ চায়।
না দেখিয়া চাঁদ মুখ কান্দে উভরায়॥
কাঁহা মোর দিব্যাঞ্জন নয়নাভিরাম।
কোটীন্দু শীতল কাঁহা নবঘনশ্যাম॥
অমৃতের সার কাঁহা সুগন্ধি চন্দন।
পঞ্চেন্দ্রিয়-কর্ষ কাঁহা মুরলী বদন॥
দূরেতে তমাল তরু করি দরশন।
উনমত হৈয়া ধায় চাহে আলিঙ্গন॥
কি কহব রাইক যো উনমাদ।
হেরইতে পশু পাখী করয়ে বিষাদ॥
পুন পুন চেতন পুন পুন ভোর।
নরোত্তম দাসক দুখ নাহি ওর॥

ধানশী।

শ্যাম বন্ধুর কত আছে আমা হেন নারী
তার অকুশল কথা কহিতে না পারি॥
আমারে মরিতে সখি কেন কর মানা।
মোর দুখে দুখী নহ ইহা গেল জানা॥
দাব-দগধ দিক ছটফটি এহ।
এ ছার নিলাজ প্রাণে না ছাড়য়ে দেহ॥
কানু বিনে নাহি যায় দণ্ড ক্ষণ পল।
কেমনে গোঁয়াব আমি এ দিন সকল॥
এ বড় শেল মোর হৃদয়ে রহল।
মরণ সময় তারে দেখিতে না পাইল॥
বড় মনে সাধ লাগে সো মুখ সোঙরি।
পিয়ার নিছনি লৈয়া মুঞি যাউ মরি॥
নরোত্তম যাই তথা জানুক তার সতি।
শ্যাম সুধা না মিলিলে সবার সেই গতি॥

ধানশী।

আনন্দে সুবদনী কছু নাহি জান।
বেশ বনায়ত নাগর কান॥
সিন্দূর দেওল সিঁথি সঙারি।
ভালহি মৃগমদ পত্রক সারি॥
চিকুরে বনাওল বেণী ললিত।
কুঙ্কুমে কুচযুগে করল রচিত॥
যাবক লেখল রাতুল চরণে।
জীবন নিছই লেওল তছু শরণে॥
তাম্বুল সাজি বদন মহা দেল।
পুন পুন হেরইতে আরতি না গেল॥
কোরে আগোরি রাখল হিয়া মাঝ।
কো কহ তাকর নরমক কাজ॥
চির পরিপূরিত দুহুঁ অভিলাষ।
হেরই নিয়ড়ে নরোত্তম দাস॥

তুড়ী।

কাঞ্চন দরপণ, বরণ সুগোরারে
বর বিধু জিনিয়া বয়ান।

দুটী আঁখি নিমিখ, মুরখ বড় বিধিরে,
নাহি দিল অধিক নয়ান ॥
হরি হরি কেন বা জনম হৈল মোর।
কনক মুকুর জিনি, গোরা অঙ্গ সুবলনী,
হেরিয়া না কেন হৈল ভোর ॥
আজানুলম্বিত ভুজ, বনমালা-বিরাজিত,
মালতী কুসুম সুরঙ্গ ॥
হেরি গোরা মূরতি, কত কত কুলবতী,
হানত মদন তরঙ্গ ॥
অনুক্ষণ প্রেমভরে, রাঙ্গা নয়ন ঝরে,
না জানি কি জপে নিরবধি।
বিষয়ে আবেশে মন,না ভজিনু সে চরণ,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥
নদীয়া নগরী, সেহো ভেল ব্রজপুরী,
প্রিয় গদাধর বাম পাশ।
মোহে নাথ অঙ্গি করু, বাঞ্ছা কল্পতরু,
কহে দীন নরোত্তমদাস ॥

প্রার্থনা

ধানশী।

গৌরাঙ্গের দুটীপদ যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গ মধুরলীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়,তার হয়প্রমোদয়,
তার মুঞি যাউ বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে,নিত্য লীলা তারে
স্ফুরে সেজন ভজন অধিকারী ॥

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্য সিদ্ধ করি মনে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌরমণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥
গৌর প্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকেগৌরাঙ্গবলিয়া ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥
গৌরাঙ্গের সহচর, শ্রীবাসাদি গদাধর,
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
স্বরূপ রামানন্দ, হরিদাস প্রেম কন্দ,
দামোদর পরমানন্দ পুরী ॥
যে সব করয়ে লীলা,শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে।
তখন নহিলে জন্ম, এবে ভেল ভব-বন্ধ,
সে না শেল হরি গেল চিতে ॥
প্রভু সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্ট যুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
এ সকল প্রভু মেলি,যে সব করিলা কেলি
বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথ ॥
সবে হৈল অদর্শন, শূন্য ভেল ত্রিভুবন,
অন্ধ হৈল সবাকার আঁখি।
কাহারে কহিব দুখ, না দেখাউ ছার মুখ,
আছি যেন মরা পশুপাখী।
শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস,আছিনু যাহার পাশ
কথা শুনি জুড়াইতে প্রাণ।
তেঁহো মোরে ছাড়িগেলা,রামচন্দ্রনাআইলা
দুখে জীউ করে আন চান ॥

যে মোর মনের ব্যথা,কাহারে কহিব কথা
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্ন জল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক ধিক নরোত্তম দাস॥

—

সারঙ্গ।

সহচরগণ সঙ্গে, বিবিধ বিনোদরঙ্গে
বিহরই সুরধুনী তীরে।
ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায়,প্রেম ধারা বহি যায়
ক্ষণে মালশাট মারি ফিরে॥
অপরূপ গোরাচাঁদের লীলা।
দেখি তরুণগণ সঙ্গে, প্রিয় গদাধর রঙ্গে,
কৌতুক করত কত খেলা॥
অঙ্গে পুলকের ঘটা, কদম্ব কুসুম ছটা,
সুদশন মুকুতার পাতি।
তাহে মন্দ মন্দ হাসি,বরিখে অমিয়াশশী,
সৌরভে ভ্রমর ধায় মাতি॥
সদা নিজপ্রেমে মত্ত, গায় কৃষ্ণলীলামৃত,
মধুর-ভকতগণ পাশ।
বিষয়ে হইনু অন্ধ, না ভজিনু গৌরচন্দ,
কহে দীন নরোত্তমদাস॥

—

পাহাড়ী।

বিধি মোরে কিকরিলশ্রীনিবাসকোথাগেল
হৃদি মাঝে দিল দারুণ ব্যথা।
গুণের রামচন্দ্র ছিলা,সেহ সঙ্গ ছাড়িগেলা,
শুনিতে না পাই মুখের কথা॥
পুন কি এমন হব, রামচন্দ্র সঙ্গ পাব,
এ জনম গিছা বহি গেল।
যদি প্রাণদেহে থাক, রামচন্দ্র বলি ডাক
তবে যদি যাও সেই ভাল॥
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ,
ভট্টযুগ দয়া কর মোরে।
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, রামচন্দ্র যার দাস,
পুন নাকি মিলিব আমারে॥
আঁচলে রতন ছিল,কোন্ ছলে কেবা নিল
জুড়াইতে নাহি মোর ঠাঁই।
নরোত্তম দাসে বলে,পড়িনু অসৎ ভেলে,
বুঝি মোর কিছু হৈল নাই॥

—

শ্রীগান্ধার।

বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীগুরু-চরণ বিনু,
জন্ম মোর বিফল হইল॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি,
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামরমতি,বিশেষে কঠিন অতি
তেঁই মোরে করুণা নহিল॥
শ্রীরূপ স্বরূপ সাথ, সনাতন রঘুনাথ,
তাহাতে নহিল মোর মতি।
বৃন্দাবন রসধাম, চিন্তামণি যার নাম,
সেহো ধামে না কৈল বসতি॥
বিশেষ বিষয়ে রতি,নহিল বৈষ্ণবে মতি,
নিরবধি ঢেউ উঠে মনে।
নরোত্তমদাস কয়, জীবের উচিত নয়,
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব সেবা বিনে॥

—

বিভাস।

প্রভু মোর মদনগোপাল,গোবিন্দগোপীনাথ
দয়া কর মুঞি অধমেরে।
সংসার সাগর মাঝে,পড়িয়া রৈয়াছি নাথ
কৃপা ডোরে বান্ধি লেহ মোরে ॥
অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।
এই বড় ভরসা মনে,ফেল লৈয়া বৃন্দাবনে
বংশীবট দেখি যেন সুখে ॥
কৃপা কর মধুপুরী,লেহ মোরে কেশধরি,
শ্রীযমুনা দেহ পদ ছায়া।
অনেক দিবসের আশ,নহে যেন নৈরাশ,
দয়া কর না করিহ মায়া ॥
অনিত্য যে দেহ ধরি, আপন আপন করি
পাছে পাছে শমনের ভয়।
নরোত্তম দাস মনে,প্রাণকান্দে রাত্রি দিনে
পাছে ব্রজ প্রাপ্ত নাহি হয় ॥

——

বিভাস।

যজ্ঞ দান তীর্থস্নান, পুণ্য কর্ম্ম ধর্ম্ম জ্ঞান,
অকারণ সব ভেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বসনহীন আবরণ দেহে ॥
সাধু মুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত,
নাহি ভেল অপরাধ কারণে।
সতত অসৎ সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,
কি করিব আইল শমনে ॥
শ্রুতিস্মৃতি সদা রবে,শুনিয়াছি এই সবে,
হরিপদ অভয় শরণ।
জনম লইয়া সুখে,কৃষ্ণ না বলিলাম মুখে,
না করিলাম সে রূপ-ভাবন ॥
রাধা কৃষ্ণ দুহুঁ-পায়, তনু মন রহুঁ তায়,
আর দূরে রহুক বাসনা।
নরোত্তম দাস কয়,আর মোর নাহি ভয়,
তনু মন সোঁপিনু আপনা ॥

——

বিভাস।

হে গোবিন্দ, গোপীনাথ,
কৃপা করি রাখ নিজ পথে।
কাম ক্রোধছয়গুণে,লৈয়া ফিরে নানাস্থানে
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে ॥
হইয়া মায়ার দাস,করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থ লাভ এই আশে,কপট বৈষ্ণব বেশে,
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে ॥
অনেক দুঃখের পরে,লৈয়াছিলে ব্রজপুরে
কৃপা-ডোরে গলায় বান্ধিয়া।
দৈবমায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে
ভব-কূপে দিলে ফেলাইয়া ॥
পুন যদি কৃপা করি,এ জনার কেশে ধরি
টানিয়া তোলহ ব্রজ-ভূমে।
তবে সে দেখিয়া ভাল,নহে বোল ফুরাইল
কহে দীন দাস নরোত্তমে ॥

——

সারঙ্গ।

আরে ভাই বড়ই বিষম কলিকাল।
গরলে কলস ভরি, মুখে তায় দুগ্ধ পূরি,
তৈছে দেখ সকলি বিটাল ॥

ভকতের ভেক ধরে, সাধু পথ নিন্দা করে
গুরুদ্রোহী সে বড় পাপিষ্ঠ।
গুরু-পদে যার মতি,খাট করায় তার রতি,
অপরাধী নহে গুরু-নিষ্ঠ ॥
প্রাচীন প্রবীণ পথ, তাহা দোষে অবিরত
করে দুষ্ট কথার সঞ্চার।
গঙ্গাজল যেন নিন্দে,কূপ জল যেন বন্দে,
সেই পাপী অধম সবার ॥
যার মন নিরমল, তারে করে টলমল,
অবিশ্বাসী ভকত পাষণ্ড।
হেতু সে খলের সঙ্গ, মৃত্যু মতি করে অঙ্গ,
তারমুণ্ডে পড়ে যেন দণ্ড ॥
কাল-ক্রিয়া লেখা ছিল,এবে পরতেক ভেল
অধমের শ্রদ্ধা বাড়ে তায়।
নরোত্তম দাস কহে, এ জনার ভাল নহে,
এরূপে বঞ্চিল বিহি তায় ॥

বরাড়ী

ধন মোর নিত্যানন্দ,পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলাসই মোর ॥
বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান কেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম ॥
বিচার করিয়া মনে,ভক্তি রস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবৎ পুরাণ ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের মনেতে উল্লাস।
বৃন্দাবন চৌতরা, তাহে মন মোর ভরা,
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥

গান্ধার।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
এ ভব সংসার তাজি, পরম আনন্দে মজি
আর কবে ব্রজভূমে যাব ॥
সুখময় বৃন্দাবন, কবে পাব দরশন,
সে ধূলি লাগিবে কবে গায়।
প্রেম গদগদ হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া,
কান্দিয়া বেড়াব উচ্চ রায় ॥
নিভৃত নিকুঞ্জেযাঞা,অষ্টাঙ্গে প্রণামহৈয়া
ডাকিব হা রাধানাথ বলি।
কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে,
কবে খাব করপুটে তুলি ॥
আর কি এমন হব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব,
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট ছায়া পাঞা,পরম আনন্দ হৈয়া,
পড়িয়া রহিব কবে তায়।
কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি,
রাধা-কুণ্ডে কবে হবে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে এ দেহ পতন হবে
আশা করে নরোত্তম দাস ॥

পাহিড়া।

হরি হরি আর কবে পালটিব দশা।
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবন-ধামে,
এই মনে করিয়াছি আশা ॥

ধন জন পুত্র দারে, এ সব করিয়া দূরে,
একান্ত করিয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি,
মাধুকুরী মাগিয়া খাইব॥
যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন,
কবে খাব উদর পূরিয়া।
রাধাকুণ্ড-জলে স্নান, করি কুতুহলে নাম,
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া॥
ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রাসকেলি যেই স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে,
নিবেদিব চরণ ধরিয়া॥
ভোজনের স্থান কবে, নয়নে দর্শন হবে,
আর যত আছে উপবন।
তার মাঝে বৃন্দাবন, নরোত্তমদাসের মন,
আশা করে যুগল চরণ॥

পাহিড়া।

করঙ্গ কৌপীন লৈয়া,ছেঁড়াকাঁথা গায়দিয়া
তেয়াগিয়া সকল বিষয়।
হরি-অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয়॥
হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
ফল মূল বৃন্দাবনে,খাঞা দিবা অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥
শীতল যমুনা-জলে, স্নান করি কুতুহলে,
প্রেমাবেশে আনন্দিত হৈয়া।
বাহুর উপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনের কুলি,
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া॥

দেখিব সঙ্কেত-স্থান জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাহাঁরাধা প্রাণেশ্বরী,কাহাঁগিরি বরধারী
কাহাঁ নাথ বলিয়া ডাকিব॥
মাধবী কুঞ্জের পরি. সুখেবসি শুখ শারী,
গাইবেক রাধাকৃষ্ণ রস।
তরুমূলে বসি ইহা, শুনি জুড়াইবে হিয়া,
কবে সুখে গোঙাব দিবস॥
শ্রীগোবিন্দগোপীনাথ,শ্রীমতীরাধিকাসাথ
দেখিব রতন-সিংহাসনে।
দীন নরোত্তম দাস, করয়ে দুর্লভ আশ,
এমতি হইবে কত দিনে॥

পাহিড়া।

হরি হরি কবে হব বৃন্দাবন-বাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল রূপরাশি॥
তেজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্গ।
কবে ব্রজের ধূলাতে ধূসর হবে অঙ্গ॥
ষড়-রস ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকুরী॥
কনক ঝাড়ির জল দূরে পরিহরি।
কবে যমুনার জল খাব কর পুরি॥
পরিক্রম করিয়া যাই বেড়াব বনে বনে।
বিশ্রাম করিয়া পুন যমুনা পুলিনে॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে॥
কবে ব্রজে বসিব হাম বৈষ্ণব নিকটে।
নরোত্তমদাসে কয় করি পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার॥

সুহিনী।

আর কি এমন দশা হব।
সব ছাড়ি বৃন্দাবন যাব॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস লীলা।
যেখানে যেখানে যে করিলা॥
কবে আর গোবর্দ্ধন গিরি।
দেখিব নয়ন-যুগ ভরি॥
আর কবে নয়নে দেখিব।
বনে বনে ভ্রমণ করিব॥
আর কবে শ্রীরাস-মণ্ডলে।
গড়াগড়ি দিব কুতূহলে॥
শ্যাম-কুণ্ডে রাধা-কুণ্ডে স্নান।
করি কবে জুড়াব পরাণ॥
আর কবে যমুনার জলে।
মজ্জনে হইব হইব নিরমলে॥
সাধু সঙ্গে বৃন্দাবনে বাস।
নরোত্তমদাস মনে আশ॥

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সেই শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি॥
রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥

হরি হরি কি মোর করম গতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ,না ভজিনু তিল আধ,
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ।
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহাঁ সবার পাদপদ্ম,না সেবিনু তিল আধ
আর কিসে পূরিবেক সাধ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ,
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দলীলা,শুনিতে গলয়ে শীলা
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥
সে সব ভকত সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ,
তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা,জনমগোঙাইনুবৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস॥

রাধাকৃষ্ণ নিবেদন এইজন করে।
দোঁহ অতি রসময়, সকরুণ হৃদয়,
অবধান কর নাথ মোরে॥
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র, গোপীজন বল্লভ,
হে কৃষ্ণপ্রেয়সী শিরোমণি।
হেম গৌরী শ্যাম-গায়,শ্রবণে পরশ পায়,
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী॥
অধম দুর্গতিজনে, কেবল করুণামনে,
ত্রিভুবনে এ যশঃ খেয়াতি।
শুনিয়া সাধুর মুখে, শরণ লইনু সুখে,
উপেখিলে নাহি মোর গতি॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।

অঞ্জলি মস্তকে করি, নরোত্তম ভূমে পড়ি,
কহে দোঁহে পূরাও মন সাধে ॥

হরি হরি হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ অঙ্গ পরশিব, দুহুঁ অঙ্গ নিরখিব,
সেবন করিব দোঁহাকার ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে,সেবন করিব রঙ্গে,
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনকসম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল পূরি,
যোগাইব অধর যুগলে ॥
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, এই মোর প্রাণধন,
এই মোর জীবন উপায়।
জয় পতিত পাবন, দেহ মোরে এই ধন,
তোমাবিনা অন্য নাহি ভায় ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া,দেহ মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ ॥

দীনহীন যত ছিল, পরিণামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥
হাহা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানু সুতাসুত,
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তমদাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গাপায়,
তোমা বিনা কে আছে আমার ॥

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
ভজিব সে রাধাকৃষ্ণ হৈঞা প্রেমাধীন ॥
সুযন্ত্রে মিশাঞা গাব সুমধুর তান।
আনন্দে করিব দুহুঁার রূপগুণ গান ॥
রাধিকা গোবিন্দ বলি কাঁদিব উচ্চৈঃস্বরে
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে ॥
এইবার করুণা কর রূপ সনাতন।
রঘুনাথ দাস মোর শ্রীজীব জীবন ॥
এইবার করুণা কর ললিতা বিশাখা।
সখ্য ভাবে মোর প্রভু সুবলাদি সখা ॥
সবে মিলি কর দয়া পুরুষ মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥

হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য জনম পাইয়া,রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥
গোলকের প্রেমধন, হরিনাম সংকীর্ত্তন,
রতি না জন্মিল কেনে তায়।
সংসার বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।

প্রাণেশ্বর নিবেদন এইজন করে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দ কন্দ,
গোপীকুলপ্রিয় দেখ মোরে ॥
তুয়া প্রিয় পদসেবা,এই ধন মোরে দিবা,
তুমি প্রভু করুণার নিধি।
পরম মঙ্গল যশে, শ্রবণ পরশ রসে,
কার কিবা কায নহে সিদ্ধি।
দারুণ সংসার গতি, বিষম বিষয়মতি,
তুয়া বিস্মরণ শেল বুকে।

জর জর তনু মন, অচেতন অনুক্ষণ,
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে ॥
মো বড় অধমজনে কর কৃপা নিরীক্ষণে,
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম,প্রভু মোর গৌর ধাম
নরোত্তম লইল শরণ ॥

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম,
রতন মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দীনীরে,রাজহংস কেলি করে
তাহে শোভে কনক কমল ॥
তার মধ্যে হেমপীঠ, অষ্টদলেতে বেষ্টিত
অষ্টদলে প্রধান নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসিআছেন দুই জনে
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা ॥
ওরূপ লাবণ্যরাশি, অমিয় পড়িছে খসি,
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তমদাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়,
সদাই স্ফুরুক মোর মনে ॥

নিতাই পদকমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জীবন জুড়ায়।
হেননিতাই বিনেভাই,রাধাকৃষ্ণপাইতেনাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায় ॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার,বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে,মজিলসংসার,সুখে
বিদ্যা কুলে কি করিবে তার ॥
অহঙ্কারে মত্তহৈঞা,নিতাইপদ পাশরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইয়ের করুণাহবে,ব্রজেরাধাকৃষ্ণপাবে
ধর নিতাইয়ের চরণ দুখানি।
নিতাইয়ের চরণ সত্য,তাহারসেবকনিত্য
নিতাইপদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড়দুখী,নিতাই মোরেকরসুখী
রাখ রাঙা চরণের পাশ ॥

অরে ভাই ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুখে,ডুবি গৃহ-বিষকূপে
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ।
তাপত্রয় বিষানলে, অহর্নিশি হিয়া জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন ॥
রিপু বশ ইন্দ্রিয় হৈল,গোরাপদ পাশরিল
বিমুখ হইল হেন ধন।
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজভয়,
কায়মনে লহরে শরণ ॥
পামর দুর্ম্মতি ছিল,তারে গোরা উদ্ধারিল
তারা হৈল পতিত পাবন ॥
গোরা দ্বিজ নটরাজে, বান্ধহ হৃদয় মাঝে
কি করিব সংসার শমন।
নরোত্তমদাস কহে, গৌরসম কেহ নহে,
না ভজিতে দেয় প্রেমধন ॥

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ॥
কালিন্দীর কূলে কেলিকদম্বের বন।
রতন বেদীর উপর বসাব দুজন ॥

শ্যামগৌরী অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র ॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূরতাম্বূলে ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তমদাস ॥

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিনে।
কেলিকৌতুক রঙ্গে করিব সেবনে ॥
ললিতা বিশাখা সনে, যতেক সখীগণে,
মণ্ডলী করিব দোঁহ মেলি।
রাই কানু করে ধরি,নৃত্যকরে ফিরি ফিরি
নিরখি গোঙাব কুতুহলী ॥
অলস বিশ্রাম ঘরে, গোবর্দ্ধন গিরিবরে,
রাইকানু করিবে শয়নে।
নরোত্তম দাস কয়, এই যেন মোর হয়
অনুক্ষণ চরণসেবনে ॥

গোবর্দ্ধন গিরিবর, কেবল নির্জ্জন স্থল,
রাই কানু করিবে বিশ্রামে।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
সুখময় রাতুল চরণে ॥
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল ভরি,
যোগাইব বদনকমলে।
মণিময় কিঙ্কিণী, রতননূপুর আনি,
পরাইব চরণযুগলে ॥
কনক কটোয়া পূরি, সুগন্ধি চন্দন বুরি,
দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে,
চামরের বাতাস করিব ॥
দোঁহার কমল আঁখি,পুলক হইয়া দেখি,
দুহুঁ পদ পরশিব করে।
চৈতন্যদাসের দাস, মনে মাত্র অভিলাষ,
নরোত্তমদাসে সদা স্ফুরে ॥

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানু পুরে, আহারী গোপের ঘরে
তনয় হইয়া জনমিব ॥
যাবটে আমার করে, এপাণি গ্রহণ হবে,
বসতি করিব কবে তাঁয়।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাহার হয় প্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তার পায় ॥
তেঁহ কৃপাবান্ হৈঞা,রাতুল চরণে লঞা
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পুরিবে মনের আশা,
সেবি দুহুঁার যুগল চরণ ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে,নানা যন্ত্র লৈঞা হাতে
দেখিব মনের অভিলাষে ॥
দুহুঁ চাঁদমুখ দেখি,জুড়াবে তাপিত আঁখি
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব
হেন দিন হইবে আমার ॥

জর জর তনু মন, অচেতন অনুক্ষণ,
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে ॥
মো বড় অধমজনে কর কৃপা নিরীক্ষণে,
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম,প্রভু মোর গৌর ধাম
নরোত্তম লইল শরণ ॥

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম,
রতন মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দীনীরে,রাজহংস কেলি করে
তাহে শোভে কনক কমল ॥
তার মধ্যে হেমপীঠ, অষ্টদলেতে বেষ্টিত
অষ্টদলে প্রধান নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসিআছেন দুই জনে
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা ॥
ওরূপ লাবণ্যরাশি, অমিয় পড়িছে খসি,
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তমদাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়,
সদাই স্ফুরুক মোর মনে ॥

নিতাই পদকমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জীবন জুড়ায়।
হেননিতাই বিনেভাই,রাধাকৃষ্ণপাইতেনাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায় ॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার,বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে,মজিলসংসার,সুখে
বিদ্যা কুলে কি করিবে তার ॥
অহঙ্কারে মত্তহৈঞা,নিতাইপদ পাশরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইয়ের করুণাহবে,ব্রজেরাধাকৃষ্ণপাবে
ধর নিতাইয়ের চরণ দুখানি।
নিতাইয়ের চরণ সত্য,তাহারসেবকনিত্য
নিতাইপদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড়দুখী,নিতাই মোরেকরসুখী
রাখ রাঙা চরণের পাশ ॥

অরে ভাই ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুখে,ডুবি গৃহ-বিষকূপে
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ।
তাপত্রয় বিষানলে, অহর্নিশি হিয়া জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন ॥
রিপু বশ ইন্দ্রিয় হৈল,গোরাপদ পাশরিল
বিমুখ হইল হেন ধন।
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজভয়,
কায়মনে লহরে শরণ ॥
পামর দুর্ম্মতি ছিল,তারে গোরা উদ্ধারিল
তারা হৈল পতিত পাবন ॥
গোরা দ্বিজ নটরাজে, বান্ধহ হৃদয় মাঝে
কি করিব সংসার শমন।
নরোত্তমদাস কহে, গৌরসম কেহ নহে,
না ভজিতে দেয় প্রেমধন ॥

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ॥
কালিন্দীর কূলে কেলিকদম্বের বন।
রতন বেদীর উপর বসাব দুজন ॥

শ্যামগৌরী অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র ॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূরতাম্বূলে ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তমদাস ॥

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিনে।
কেলিকৌতুক রঙ্গে করিব সেবনে ॥
ললিতা বিশাখা সনে, যতেক সখীগণে,
মণ্ডলী করিব দোঁহ মেলি।
রাই কানু করে ধরি,নৃত্যকরে ফিরি ফিরি
নিরখি গোঙাব কুতুহলী ॥
অলস বিশ্রাম ঘরে, গোবর্দ্ধন গিরিবরে,
রাইকানু করিবে শয়নে।
নরোত্তম দাস কয়, এই যেন মোর হয়
অনুক্ষণ চরণসেবনে ॥

গোবর্দ্ধন গিরিবর, কেবল নির্জ্জন স্থল,
রাই কানু করিবে বিশ্রামে।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
সুখময় রাতুল চরণে ॥
কনক সম্পূট করি, কর্পূর তাম্বূল ভরি,
যোগাইব বদনকমলে।
মণিময় কিঙ্কিণী, রতননুপূর আনি,
পরাইব চরণযুগলে ॥
কনক কটোয়া পূরি, সুগন্ধি চন্দন বুরি,
দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে,
চামরের বাতাস করিব ॥
দোঁহার কমল আঁখি,পুলক হইয়া দেখি,
দুহুঁপদ পরশিব করে।
চৈতন্যদাসের দাস, মনে মাত্র অভিলাষ,
নরোত্তমদাসে সদা স্ফুরে ॥

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানু পুরে, আহারী গোপের ঘরে
তনয় হইয়া জনমিব ॥
যাবটে আমার করে, এপাণি গ্রহণ হবে,
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাহার হয় প্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তার পায় ॥
তেই কৃপাবান্ হৈঞা,রাতুল চরণে লঞা
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা,
সেবি দুহুঁার যুগল চরণ ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে,নানা যন্ত্র লৈঞা হাতে
দেখিব মনের অভিলাষে ॥
দুহুঁ চাঁদমুখ দেখি,জুড়াবে তাপিত আঁখি
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব
হেন দিন হইবে আমার ॥

শ্রীরূপ মঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি
রাখিবে রাতুল দুটী পায়।
নরোত্তমদাস ভণে, প্রিয় নর্ম্ম সখীগণে,
কবে দাসী করিবে আমায়॥

——

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হব,
দুহুঁ অঙ্গে চন্দন পরাইব॥
টানিয়া বাঁধিব চূড়া, নবগুঞ্জাহারে বেড়া,
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতবসন অঙ্গে, পরাইব সখী অঙ্গে,
বদনে তাম্বূল দিব আর॥
দুহুঁ রূপ মনোহারি, হেরিব নয়ন ভরি,
নীলাম্বরে রাইকে সাজাইয়া।
নবরত্ন জরি আনি, বান্ধিব বিচিত্র বেণী,
তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া॥
সে না রূপ মাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি,
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন,
নিবেদয়ে নরোত্তমদাস॥

——

প্রাণেশ্বরি এইবার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি,
এইজন নিবেদন করে॥
প্রিয় সহচরী সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
অঙ্গে বেশ করিব সাধে।
রাখ এই সেবা কাজে, নিজ পদপঙ্কজে,
প্রিয় সহচরীগণ মাঝে॥

সুগন্ধ চন্দন, মণিময় আভরণ,
কৌষিক বসন নানা রঙ্গে।
এই সব সেবা যার, দাসী যেন হও তার,
অনুক্ষণ থাকি তার সঙ্গে॥
জল সুবাসিত করি, রতন ভৃঙ্গারে ভরি,
কর্পূর বাসিত গুয়াপান।
এসব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ মালতী মালা
ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপাম॥
সখার ইঙ্গিত হবে, এ সব আনিব কবে,
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তমদাস কয়, এই যেন মোর হয়,
দাঁড়াইয়া রহ সখীর পাছে॥

——

অরুণ কমল দলে, শেজ বিছাইব,
বসাইব কিশোর কিশোরী।
অলকা-আবৃত-মুখ-পঙ্কজ মনোহর॥
মরকত শ্যাম হেমগোরী॥
প্রাণেশ্বরি কবে মোরে হবে কৃপাদিঠি।
আজ্ঞায় আনিব কবে, বিবিধ ফুলবর,
শুনব বচন দুহুঁ মিঠি॥
মৃগমদ তিলক, সসিন্দূর বনায়ব,
লেপব চন্দন গন্ধে।
গাঁথি মালতীফুল, হার পহিরাওব,
ধাওয়াব মধুকরবৃন্দে।
ললিতা কবে মোরে, বিজন দেওব,
বীজব মারুত মন্দে।
শ্রমজল সকল, মিটব দুহুঁ কলেবর,
হেরব পরম আনন্দে॥

নরোত্তমদাস আশ পদপঙ্কজ-সেবন মাধুর
পানে।
হেওব হেন দিন না দেখিয়ে কোন চিহ্ন
দুহুঁ জন হেরব নয়ানে ॥

কুসুমিত বৃন্দাবনে নাচত শিখিগণে
পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয় সহচরী সঙ্গে গাইয়া যাইবে রঙ্গে
মনোহর নিকুঞ্জ কুটীরে ॥
হরি হরি মনোরথ ফলিবে আমারে।
দুহুঁক মন্থর গতি কৌতুকে হেরব অতি
অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে ॥
চৌদিকে সখীর মাঝে রাধিকার ইঙ্গিতে
চিরণী লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল সব বিথারিয়া আঁচরব
বনাইব বিচিত্র কবরী ॥
মৃগমদ মলয়জ সব অঙ্গে লেপব
পরাইব মনোহর হার।
চন্দন কুঙ্কুমে তিলক বনাইব
হেরব মুখসুধাকর ॥
নীল পট্টাম্বর যতনে পরাইব
পায়ে দিব রতন মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা চরণ ধোয়াইব
মুছব আপন চিকুরে ॥
কুসুম কমলদলে শেজ বিছাইব
শয়ন করাব দোঁহাকারে।
ধবল চামর আনি মৃদু মৃদু বীজব
ছরমিত দুহুঁক শরীরে ॥
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বূল ভরি
যোগাইব দোঁহার বদনে।
অধর সুধারসে তাম্বূল সুবাসে
ভোখব অধিক যতনে ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু লোকনাথ দীনবন্ধু
মুই দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন প্রিয় নর্ম্মসখীগণ
নরোত্তম মাগে এই দান ॥

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
গোবর্দ্ধন গিরিবরে পরম নিভৃত ঘরে
রাই কানু করাব শয়ান ॥
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা চরণ ধোয়াইব
মুছিব আপন চিকুরে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বূল পূরি
যোগাইব দুহুঁক অধরে ॥
প্রিয় সখীগণ সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
চরণ সেবিব নিজ করে।
দুহুঁক কমল চিঠি কৌতুকে হেরব
দুহুঁ অঙ্গ পুলক অন্তরে ॥
মল্লিকা মালতী যুথি নানা ফুলে মালা গাঁথি
কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোণার কটোরা করি কবর চন্দন ভরি
কবে দিব দোঁহাকার গায় ॥
আর কবে এমন হব দুহুঁ মুখ নিরখিব
লীলারস নিকুঞ্জশয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে
নরোত্তম করিবে শ্রবণে ॥

প্রভু হে এইবার করহ করুণা।
যুগল চরণ দেখি সফল করিব আঁখি
এই মোর মনের কামনা ॥
নিজপদ সেবা দিবা,নাহি মোরে উপেখিবা
দুহুঁ পঁহু করুণা সাগর।
দুহুঁ বিনু নাহিজানোএই বড়-ভাগ্যে মানো
মুই বড় পতিত পামর ॥
ললিতা আদেশপাঞা চরণ সেবিব যাঞা
প্রিয় সখী সঙ্গে হয় মনে।
দুহুঁ দাতা শিরোমণিঅতি দীনমোরেজানি
নিকটে চরণ দিবে দানে ॥
পাব রাধা কৃষ্ণ পা ঘুচিবে মনের ঘা
দূরে যাবে এ সব বিকল।
নরোত্তম দাসে কয় এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়
দেহ প্রাণ সকল সফল ॥

——

হরি হরি কি মোর করম অনুরত।
বিষয়ে কুটিলমতি সৎসঙ্গে না হৈল রতি
কিসে আর তরিবার পথ ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্টযুগ
লোকনাথ সিদ্ধান্ত-সাগর।
শুনিতাম সে কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা
তবে ভাল হইত অন্তর ॥
যখন গৌর নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ
নদীয়া নগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম এবে দেহে কিবা কর্ম্ম
মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার ॥
হরিদাসআদিবুলে মহোৎসব আদি করে
না হেরিনু সে সুখ বিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা জনম গোঙানু বৃথা
ধিক ধিক্ নরোত্তমদাস ॥

——

শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর ধন সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন ॥
সেই মোর রসনিধি,সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ সেই মোর মন্ত্র জপ
সেই মোর ধরম করম ॥
অনুকূল হবে বিধি,সে পদে হইবে সিদ্ধি
নিরখিব এই দুই নয়ানে।
সে রূপমাধুরীরাশি প্রাণকুবলয় শশী
প্রফুল্লিত হবে নিশি দিনে ॥
তুয়া অদর্শন অহি গরলে জারল দেহি
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ ॥

——

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল চরণ ॥
হা হা প্রভু সনাতন গৌরপরিবার।
সবে মিলি বাঞ্ছাপূর্ণ করহ আমার ॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয় ॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্ম মোরে সমর্পিবে ॥

হেন কি হইবে মোর নর্ম্মসখীগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে ॥

এই নব দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কত দিনে হবে ॥
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসী হেথা আয়।
সেবার সুসজ্জা কার্য্য করহ ত্বরায় ॥
আনন্দিত হঞা হিয়া তাঁর আজ্ঞাবলে।
পবিত্র মনেতে কার্য্য করিব তৎকালে ॥
সেবার সামগ্রী রত্ন থালেতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণ ঝারিতে পূরিয়া ॥
দোঁহার সম্মুখে লয়ে দিব শীঘ্রগতি।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি ॥

শ্রীরূপ পশ্চাতে আমি রহিব ভীতহঞা।
দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমাপানে চাঞা ॥
সদয় হৃদয় দোঁহে কহিবেন হাঁসি।
কোথায় পাইলে রূপ এই নব দাসী ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহবাক্য শুনি।
মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি ॥
অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল।
সেবাকার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল ॥
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া ॥

হা হা প্রভু লোকনাথ রাখ পাদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে ॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ তবে হও পূর্ণকৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার ॥
এতিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাঞি ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণ গাঙ রাত্র দিনে।
নরোত্তম বাঞ্ছাপূর্ণ নহে তুয়া বিনে ॥

লোকনাথ প্রভু তুমি দয়া কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণ চরণে যেন সদা চিত্ত স্ফুরে ॥
তোমার সহিতে থাকি সখার সহিতে।
এইত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে ॥
সখাগণ জ্যেষ্ঠ যেঁহো তাহার চরণে।
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে ॥
তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ।
আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল চরণ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি সখি কৃপাদৃষ্টে চাঞা।
তাপি নরোত্তম সিঞ্চ সেবামৃত দিঞা ॥

হাহা প্রভু কর দয়া করুণা তোমার।
মিছা মায়াজালে তনু দহিছে আমার ॥
কবে হেন দশা হবে সখী সঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনে ফুল গাঁথি দোঁহাকে পরাব ॥
সম্মুখে বসিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরু চন্দন গন্ধ দোঁহ অঙ্গে দিব ॥
সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বূল যোগাব।
সিন্দূর তিলক কবে দোঁহাকে পরাব ॥
বিলাসকৌতুলকেলি দেখিব নয়নে।
চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে ॥

সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে।
কতদিনে হবে দয়া নরোত্তমদাসে॥

——

হরি হরি কবে হেন দশা হবে মোর।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর॥
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে।
শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে॥
এই আশা করি আমি যত সখিগণ।
তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
বহুদিন বাঞ্ছা করি পূর্ণ যাতে হয়।
সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয়॥
সেবা আসে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি।
কৃপা করি কর মোরে অনুগত দাসী॥

——

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব,
জুড়াইব এ পাপ পরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইব প্রাণপ্রিয়া,
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান॥
হে সজনি, কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে কবে বা ফিরিব রঙ্গে
সুখময় যমুনা পুলিন॥
ললিতা বিশাখা নিয়া, তাঁহারে ভেটিব গিয়া
সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি,
হেন ভাগ্য হইবে আমার॥
দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট,
তিল মাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তমদাস, কি মোর জীবনে আশ
ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্রকুমার॥

এইবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণী॥
তারে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিম্বা জলে দিব ঝাঁপ॥
মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া॥
বৃন্দাবনের ফুলের গাঁথিয়া দিব হার।
বিনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তমদাস কহে পিরীতির ফাঁদ॥

——

কদম্ব তরুর ডাল, নামিয়াছে ভূমে ভাল
ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি।
পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন,
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী॥
রাই কানু বিলাসই রঙ্গে।
কিবা রূপ লাবণি, বেদগধি ধনি ধনি,
মণিময় আভরণ অঙ্গে॥
রাধার দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর,
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখিগণ, করে ফুল বরিষণ,
কর সখী চামর ঢুলায়॥
পরাগে ধূসরস্থল, চন্দ্রকরে সুশীতল,
মণিময় বেদীর উপরে।
রাইকানু করযোড়ি, নৃত্যকরে ফিরি ফিরি
পরশে পুলকে তনু ভরে॥
মৃগমদ চন্দন, করে করি সখীগণ,
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।

শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥*
হাস বিলাস রস সকল মধুর ভায
নরোত্তম মনোরথ ভরু।
দুহুঁক বিচিত্রবেশ কুসুমে রচিত কেশ
লোচন মোহন লীলা করু ॥

আজি রসে বাদর নিশি।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী।
শ্যাম ঘন বরিখয়ে প্রেম সুধাধার ॥
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী সঞ্চার ॥
প্রেমে পিছল পথ গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ, চন্দন, কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক ॥
দিগ বিদিক নাহি, প্রেমের পাথার।
ডুবিল নরোত্তম না জানে সাতার ॥

সারঙ্গ।

শ্রীশচীনন্দন প্রভু কর অবধান।
ভোজনে মন্দিরে পহুঁ করহ পয়ান।
বসিতে আসন দিল রত্ন সিংহাসন।
সুবাসিত জল দিয়া ধোয়ায় চরণ ॥
বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই।
মধ্য আসনে বৈসেন চৈতন্য গোসাঞি॥
চৌষট্টি মোহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল।
ছয় চক্রবর্ত্তী বৈসে অষ্ট কবিরাজ ॥
শাক মুকুতা অন্ন লাফ্ড়া ব্যঞ্জন।
আনন্দে ভোজন করে শ্রীশচীনন্দন ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করে শ্রীশচীকুমার ॥
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি।
ভৃঙ্গার ভরিয়া দিলা সুবাসিত বারি ॥
জল পান করি প্রভু কৈলা আচমন।
সুবর্ণ খরুকা দিয়া দন্তের ধাবন ॥
আচমন করি প্রভু বৈসে সিংহাসনে।
প্রিয়ভক্তগণে করে তাম্বূল সেবনে ॥
তাম্বূল সেবার পর পালঙ্কে শয়ন ॥
সীতা ঠাকুরাণী করে চরণ সেবন ॥
ফুলের চৌয়ারী ঘর ফুলের কেয়ারী।
ফুলের পালঙ্কে ফুলের চাঁদোয়া মশারী ॥
ফুলের বিছানা তাহে ফুলের বালিস।
তার মধ্যে মহাপ্রভু করেন আলিস ॥
ফুলের পাপড়ি যত উড়ি পড়ে গায়।
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায় ॥
অদ্বৈত গৃহিণী আর শান্তিপুরনারী।
হুলুহুলু জয় জয় প্রভু মুখ হেরি ॥
ভোজনের অবশেষ ভকতের আশ।
চামর বীজন করে নরোত্তম দাস ॥

সুহই—ডাসপাহিড়ী তাল।

কি খেনে হইল দেখা নয়ানে নয়ানে।
তোমা বন্ধু পড়ে মনে শয়নে স্বপনে ॥

পাঠান্তরে,—
* কুসুমিত বৃন্দাবন কল্পতরুর গণ,
পরাগে ভরল অলিকুল।
রতন খচিত হেম মন্দির সুন্দর যেন,
নরোত্তম মনোরথ পূর ॥

নিরবধি থাকি আমি চাহি পথ পানে।
মনের যতেক দুখ পরাণ তা জানে ॥
শ্বাশুড়ী খুরের ধার ননদিনী রাগী।
নয়ান মুদিলে মন কান্দে শ্যাম লাগি।
ছাড়ে ছাড়ুক নিজ জন তাহে না ডরাই
কুলের ভরমে পাছে তোমারে হারাই ॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে নরোত্তম দাসে
অগাধ সলিলের মীন মরয়ে পীয়াসে ॥

ভোজন বিলাস। কেদার—রাগ।

কেলি সমাধি উঠল দুহুঁ তীরহি
বসন ভূষণ পরি অঙ্গ।
রতন মন্দির মাঝে বৈঠল না আর
করু বন ভোজন রঙ্গ ॥
আনন্দ কো করু ওর।
বিবিধ মিঠাই ক্ষীর বহু বন ফল
ভুঞ্জই নন্দ কিশোর ॥
নাগর শেষ সেই সব রঙ্গিণী
ভোজন করু রস পুঞ্জে।
ভোজন সমাধি তাম্বূল খাঅল
শুতলি নিজ-নিজ কুঞ্জে ॥
ললিতানন্দ কুঞ্জ যমুনাতট
শুতল যুগল কিশোর।
দাস নরোত্তম করতহি সেবন
অলস নয়ান হেরি ভোর ॥

পঠমঞ্জরী।

নবঘনশ্যাম ওহে প্রাণ বন্ধুয়া
আমি তোমা পাসরিতে নারি।
তোমার বদনশশী অমিয়া মধুর হাসি
তিল আধ না দেখিলে মরি।
তোমার নামের আদি হৃদয়ে লিখিতু যদি
তবে তোমা দেখি মুঁই।
এমন গুণের নিধি হরিয়া লইল বিধি
এবে তোমা দেখিতে না পাই ॥
এমন বেথিত হয় পিয়ারে আনিয়া দেয়
তবে মোর পরাণ জুড়ায়।
মরম কহিনু তোরে পরাণ কেমন করে
কি কহিব কহন না যায় ॥
এবে সে বুঝিনু সখি পরাণ-সংশয় দেখি
মনে মোর কিছু নাহি ভায়।
যে কিছু মনের সাধ বিধাতা করিলে বাধ
নরোত্তম জীবন অপায় ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
কৃপা করি সবে মেলি করহ করুণা।
অধম পতিতজনে না করিহ ঘৃণা ॥
এ তিন সংসার মাঝে তুয়া পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে গতি নাহি আর ॥
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল হৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে ॥
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু লোকনাথ পদ নাহিক স্মরণ ॥
তুমি ত দয়াল প্রভু চাহ একবার।
নরোত্তম হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার ॥

জয়দেব

গীতগোবিন্দম্

প্রথমঃ সর্গঃ ।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্নক্তং
ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয় ।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং,
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ ॥ ১
বাগ্দেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা, পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী ।
শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেত-মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্ ॥ ২
যদি হরিস্মরণে সরসং মনো, যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্ ।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং, শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্ ॥ ৩
বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং,
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে ।

"রাধে ! অকাশ মেঘসমাচ্ছন্ন, বনভূমিও তরুরাজির ছায়ায় অন্ধকারাবৃত ; অতএব নিতান্ত ভীরুস্বভাব কৃষ্ণকে গৃহে লইয়া যাও।" মহারাজ নন্দের এই নিদেশানুসারে রাধা কৃষ্ণের সহিত পথপার্শ্ববর্ত্তি-কুঞ্জদ্রুমাভিমুখে চলিলেন এবং যমুনা-তীরে উপস্থিত হইয়াউভয়ে নির্জ্জনে কেলি করিতে লাগিলেন। সেই রাধা-কৃষ্ণের গোপনীয় কেলিসমূহের জয় হউক । ১

যাঁহার চিত্তগৃহ বাগ্‌দেবতার চতুর চরিত্রে চিত্রিত, যিনি পদ্মাবতীর (শ্রীরাধার) চরণ-সেবকসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই জয়দেব কবি শ্রীবাসুদেবের রতি কেলিকথা-যুক্ত এই গীতগোবিন্দ নামক প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন । ২

যদি হরিস্মরণবিষয়ে মন সরস হয়, যদি হরির বিলাস-কলার কথা শ্রবণে কৌতূহল জন্মে, তবে সুমধুর, কোমল ও কমনীয় পদাবলী দ্বারা গ্রথিত জয়দেবের কথা শ্রবণ কর । ৩

উমাপতিধর নামে কবি কোনও বাক্য পাইলে, তাহাকে অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিতেন, শরণনামা কবি দুরূহ বিষয়ের দ্রুতরচনা সম্বন্ধে অতীব

শৃঙ্গারোত্তরসৎ প্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনঃ,
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিঃ ক্ষ্মাপতিঃ ॥ ৪

(গীতম্)

[মালব-গৌড়রাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে ।]

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্, বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্ ।
কেশব ধৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ ৫

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে, ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে ।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ ৬

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না, শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ।
কেশব ধৃতশূকররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ৭

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গম্ দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৮

প্রশংসনীয়, গোবর্দ্ধনাচার্য্য নায়ক-নায়িকার শৃঙ্গার-রসপ্রধান-বচনচাতুর্য্য-প্রকাশেই সমর্থ, ধোয়ী কবি পৃথিবী-পতি হইলেও শ্রুতিধর বলিয়া প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহই বাকশুদ্ধিবিষয়ে স্পর্দ্ধাবান্ ও বিখ্যাত নহেন, কেবল একমাত্র জয়দেবই বাক্যের সন্দর্ভ-শুদ্ধি জানেন ও স্পর্দ্ধা করিতে পারেন। ৪

হে জগদীশ ! হে হরে ! হে কেশিনিসূদন ! পোত যেমন জলস্থ কোন বস্তুকে উদ্ধার করে, সেইরূপ অখেদ চরিত্রের ন্যায় তুমি মীনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অক্লেশে বেদরাশিকে ধারণ করিয়াছ, অতএব তোমার জয় হউক । ৫

হে জগদীশ ! হে হরে ! হে কেশব ! তুমি কচ্ছপমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলে, তাই যিনি আমাদিগকেও ধারণ করিয়াছেন, সেই দুর্ব্বিষহ পৃথিবী ধারণ দ্বারা সঞ্জাত ব্রণচক্রে সুশোভিত গুরুতর ও অতি বিপুলতর তোমার পৃষ্ঠদেশে পৃথিবী অবস্থান করিতেছে। এতএব তোমার জয় হউক ।৬

হে জগদীশ ! হে হরে ! হে বরাহরূপধারি কেশব ! যেমন শশধরমণ্ডলে কলঙ্ককলা মিলিতভাবে রহিয়াছে, সেইরূপ তোমার শুভ্রদশন-শিখরে ধরণী সংলগ্ন হইয়া অবস্থান করিতেছে । অতএব তোমার জয় হউক । ৭

হে পাপহরণকারি জগদীশ ! হে নৃসিংহরূপধারি কেশব ! তোমার শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বত্রই । কারণ, তোমার কর-কমলবরে যে আশ্চর্য্যকর অতি সূক্ষ্মাগ্র নখ বিরাজিত আছে, তদ্দ্বারা হিরণ্যকশিপুর ভৃঙ্গরূপ দেহ একবারে বিদলিত হইয়াছে, অতএব তোমার জয় হউক । ৮

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন, পদনখনীরজনিতজনপাবন।

কেশব ধৃতবামনরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপম্, স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।

কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ১০

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ম্, দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।

কেশব ধৃতরামশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ ১১

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্, হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্।

কেশব ধৃতহলধররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ১২

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্ সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্।

কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ ১৩

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্, ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।

কেশব ধৃতকল্কিশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ ১৪

হে তাপহারি জগদীশ! হে বামনরূপধারি কেশব! তুমি অতীব বিস্ময়কর ক্ষুদ্রদেহ অবলম্বন করিয়া পদনখ-জলে লোকের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়াছ এবং বিক্রমে বলিরাজকেও ছলনা করিয়াছ। এতএব তোমার জয় হউক। ৯

হে জগদীশ! হে হরে! হে পরশুরামমূর্ত্তিধারি কেশব! তুমি ক্ষত্রিয়শোণিতময় জলে সংসারের তাপত্রয় দূর করিবার জন্য জগৎকে পাপহীন করিয়া স্নান করাইয়াছ। অতএব তোমার জয় হউক। ১০

হে জগদীশ! হে রামরূপধারি কেশব! তুমি সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হইয়া দশাননের দশটী মস্তককে দশদিকে দিক্‌পতিগণের কামনীয় রম্য উপহাররূপে বিতরণ করিয়াছ। এতএব তোমার জয় হউক। ১১

হে জগদীশ! হে-হরে! হে কেশব! হে হলধররূপধারিন্! হল-প্রহারভয়ে ভীত তোমার সঙ্গে মিলিত যমুনার আভার ন্যায় আভাসম্পন্ন, নীল-নীরদনিভ বসন তুমি শুভ্রকলেবরে বহন করিতেছ। অতএব তোমার জয় হউক। ১২

হে শ্রীকৃষ্ণ, হে শ্রীহরি, হে জগদীশ্বর! তুমি বুদ্ধরূপধারণ করিয়া পশু-বধ দর্শনে দয়ার্দ্র-চিত্ত হইয়া বেদোক্ত যজ্ঞ-বিধির নিন্দা করিয়াছিলে। অতএব তোমার জয় হউক। ১৩

হে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীহরি, হে জগদীশ্বর! তুমি কল্কিরূপ ধারণ করিয়া ম্লেচ্ছসমূহের

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারম্, শৃনু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ১৫
বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে,
দৈত্যং দারয়তে বলিংছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে,
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥ ১৫

(গীতম্)

[গুর্জ্জরীরাগেণ নিঃসারতালেন চ গীয়তে।]
শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতললিতবনমাল।
জয় জয় দেবহরে॥ ১৭ (ধ্রু)
দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিজনমানস-হংস।
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন যদুকুলনলিনদিনেশ॥
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন সুরকুলকেলিনিদান।
অমলকমলদললোচন ভবমোচন ত্রিভুবনভবননিধান॥

সংহার-কারণ ধূমকেতুর ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর তরবারি ধারণ করিবে; অতএব তোমার জয় হউক। ১৪

হে শ্রীকৃষ্ণ, হে শ্রীহরি, জগদীশ্বর! তোমার জয় হউক। হে দশবিধরূপ-ধারি! শ্রীজয়দেব-কবি-বিরচিত উদার মঙ্গলপ্রদ সুখদায়ক সংসারের সার বাক্য সকল তুমি শ্রবণ কর। ১৫

তুমি মৎস্যাবতারে বেদের উদ্ধার সাধান করিয়াছ, কূর্ম্মাবতারে পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছ, বরাহ-অবতারে ধরণীকে উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছ, নরসিংহ-অবতারে হিরণ্যকশিপু দৈত্যের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছ, বামন-অবতারে বলিরাজকে ছলনা করিয়াছ, ভার্গব-অবতারে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়াছ, রাম-অবতারে রাক্ষসরাজ রাবণকে পরাজিত করিয়াছ, বলরাম-অবতারে হল ধারণ করিয়াছ, বুদ্ধাবতারে জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়াছ, অবশেষে কল্কি-অবতারে ম্লেচ্ছ-কুলের বিনাশসাধন করিবে; হে দশাবতারধারি শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে প্রণিপাত করি। ১৬

হে কমলার কুচযুগবিহারি, হে কুণ্ডলধারি, হে মনোহর-বনমালাধারি, হে দেব, হে হরে! তোমার জয় হউক। হে সূর্য্যমণ্ডলের অলঙ্কার, হে ভবযন্ত্রণা-

জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশকণ্ঠ।
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর-শ্রীমুখচন্দ্রচকোর॥
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু।
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি॥ ২৫
পদ্মাপয়োধরতটীপরিরম্ভলগ্ন কাশ্মীরমুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য।
ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গখেদ স্বেদাম্বুপূরমনুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ॥ ২৬
বসন্তে বাসন্তীকুসুমসুকুমারৈরবয়বৈ ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিহিতকৃষ্ণানুসরণাম্।
অমন্দং কন্দর্পজ্বরজনিতচিন্তাকুলতয়া, বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী॥ ২৭

(গীতম্)

[বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।]

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে,
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে।

দূরকারি, হে ঋষিগণের হৃদয়-সরোবরের রাজহংস—অর্থাৎ ঋষিচিত্তস্থ পরমব্রহ্ম, হে কালিয়সর্পবিনাশন, হে লোকরঞ্জন, হে যদুকুল পদ্মের সূর্য্যদেব, হে মধু-মুর-নরকাদি-দৈত্যবিনাশকারি, হে গরুড়-বাহন, অমরবৃন্দের কেলিকলাপের আদি কারণ, হে প্রস্ফুটকমললোচন, হে ভব-বন্ধন-মোচনকারি, হে ত্রিজগতের আধার, হে জনকদুহিতার অলঙ্কার, হে দূষণরাক্ষসসংহারকারি, হে দশাননবিজয়ি, হে নবজলধরোপম সুন্দর, হে মন্দরপর্ব্বতধারি, হে কমলার বদনচন্দ্রের চকোর, আমরা তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করিতেছি, ইহা জ্ঞাত হইয়া এই প্রণত ব্যক্তির মঙ্গলবিধান কর। শ্রীজয়দেব কবির এই মঙ্গলজনক উৎকৃষ্টগীতি (সকলের) আনন্দপ্রদ হইবে। ১৭-২৫

গাঢ় আলিঙ্গন কালে শ্রীরাধার স্তনপ্রান্তে লগ্ন কুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত, অনঙ্গ-খেদজনিত ঘর্ম্মজলপ্রবাহে ক্রীড়মান অনুরাগরূপে প্রকটিত বক্ষস্থল তোমাদের নিরন্তর প্রিয়বাসনা পূর্ণ করুক। ২৬

কোন সময়ে বসন্তকালে বাসন্তী কুসুমের ন্যায় কোমলদেহা শ্রীরাধা বিবিধ প্রকারে কৃষ্ণের অনুসরণ করিয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন এবং কামপীড়া-জনিত চিন্তায় ব্যাকুল হওয়ায় তাহার প্রেম-জ্বালা বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে সখীগণ বিষম প্রেমজ্বরপীড়িতা শ্রীরাধাকে এই সুমধুর কথাগুলি বলিতে লাগিলেন। ২৭

মলয়-সমীর ললিত-লবঙ্গলতিকার আলিঙ্গনে কেমন কমনীয় ভাব ধারণ

বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে,
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে ॥ ২৮
উন্মদমদনমনোরথপথিকবধূজনজনিতবিলাপে।
অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে ॥ ২৯
মৃগমদসৌরভরভসবশংবদনবদলমালতমালে।
যুবজনহৃদয়বিদারণমনসিজনখরুচিকিংশুকজালে ॥ ৩০
মদনমহীপতিকনকদণ্ডরুচিকেশরকুসুমবিকাশে।
মিলিতশিলীমুখপাটলিপটলকৃতস্মরতূণবিলাসে ॥ ৩১
বিগলিতলজ্জিতজগদবলোকনতরুণকরুণকৃতহাসে।
বিরহিনিকৃন্তনকুন্তমুখাকৃতিকেতকীদন্তুরিতাশে ॥ ৩২
মাধবিকাপরিমলললিতে নবমালিকয়াতিসুগন্ধৌ।
মুনিমনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ ॥ ৩৩

করিয়াছে, ভ্রমরসমূহের ঝঙ্কারে এবং কোকিলের কুহুরবে কুঞ্জকুটীর কেমন পরিপূর্ণ; হে সখি! এই বিরহিগণের পক্ষে দারুণযন্ত্রণাময় মধুর বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণ যুবতী নারীগণের সহিত বিহার করিতেছেন এবং নৃত্য করিতেছেন। ২৮

কামোন্মত্ত কান্ত-বিচ্ছিন্ন পথিক বধূগণ বিলাপ করিতেছে, ভ্রমর সমাচ্ছন্ন হওয়ায় বকুলকুসুমসমূহ আন্দোলিত হইতেছে। ২৯

অভিনব পল্লবসমূহে সজ্জিত হইয়া তমালবৃক্ষরাজি মৃগনাভির ন্যায় সৌরভ বিস্তার করিতেছে, কিংশুক পুষ্পসমূহ কন্দর্পের নখের আকার ধারণ করিয়া যেন যুবক যুবতীর হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। ৩০

প্রস্ফুটিত নাগকেশর পুষ্প মদন মহারাজের অভিলষিত স্বর্ণ ছত্রের ন্যায় এবং ভ্রমর-পরিবৃত পাটলি পুষ্পসমূহ তাঁহার বিলাস-তূণীরূপে শোভা পাইতেছে। ৩১

জীবমাত্রেরই লজ্জাহীনতা দেখিয়া নবীন করুণ তরু—অর্থাৎ বাতাবী লেবুর বৃক্ষসমূহ কুসুম বিকাশে হাস্য করিতেছে, বর্শার ফলার ন্যায় মুখাকৃতি কেতকি পুষ্পসমূহ বিরহিনীদিগকে বধ করিবার জন্য যেন উন্নত দন্ত বাহির করিয়া আছে। ৩২

মাধবী-পুষ্পের সৌরভে স্নিগ্ধ এবং নব মল্লিকার সুগন্ধে আমোদিত যুবক-যুবতীগণের অকপট সখা বসন্তকাল মুনিগণের মনকেও মুগ্ধ করে। ৩৩

স্ফুরদতিমুক্তলতাপরিরম্ভণপুলকিতমুকুলিতচূতে ।
বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরিগতযমুনাজলপূতে ॥ ৩৪
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণস্মৃতিসারম্ ।
সরসবসন্তসময়বনবর্ণনমনুগতমদনবিকারম্ ॥ ৩৫
দরবিদলিতমল্লীবল্লিচঞ্চৎপরাগপ্রকটিতপটবাসৈর্বাসয়ন্ কাননানি ।
ইহ হি দহতি চেতঃ কেতকীগন্ধবন্ধুঃ প্রসরদসমবাণপ্রাণবদ্গন্ধবাহঃ ॥ ৩৬
অদ্যোৎসঙ্গবসদ্ভুজঙ্গকবলক্লেশাদিবেশাচলং প্রালেয়প্লবনেচ্ছয়ানুসরতি
শ্রীখণ্ডশৈলানিলঃ কিঞ্চ স্নিগ্ধরসালমৌলিমুকুলান্যালোক্য হর্ষোদয়া-
দুন্মীলন্তি কুহূঃ কুহূঃ কুহূরিতি কলোত্তালাঃ পিকানাং গিরঃ ॥ ৩৭
উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূতচূতাঙ্কুরক্রীড়ৎকোকিলকাকলী-
কলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ । নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধান-
ক্ষণপ্রাপ্তপ্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ ॥ ৩৮

প্রস্ফুটিত মাধবীলতার আলিঙ্গনে আম্রতরু মুকুলিত ও পুলকিত হইয়াছে, নির্ম্মল যমুনাজলে দেহ পবিত্র করিয়া বসন্ত যেন বৃন্দাবনে আভির্ভূত হইয়াছে ।৩৪

শ্রীজয়দেব-বিরচিত মদনবিকারের অনুগত রসগর্ভ বসন্তঋতুকালীন বনবর্ণনা প্রকাশিত হইল, হরিচরণ স্মৃতি দ্বারা ইহা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ । ৩৫

অল্প বিকসিত মল্লিকা-লতা হইতে পুষ্পরেণু নিক্ষিপ্ত করিয়া মলয়ানিল যেন সুগন্ধচূর্ণদ্বারা অরণ্য প্রদেশকে সুবাসিত করিতেছে, এবং কেতকী কুসুমের গন্ধে আমোদিত হইয়া মদন-বাণে প্রাণসম সখার ন্যায় আমাদের হৃদয় দগ্ধ করিতেছে । ৩৬

মলয় পর্ব্বতের ক্রোড়স্থিত সর্পগণের নিশ্বাস বিষজর্জ্জরিত হইয়াই যেন হিমজলে অবগাহন করিবার ইচ্ছায় মলয় বায়ু হিমালয় পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইতেছে ; আরও—মনোহর রসাল-শিরে মুকুলসমূহ অবলোকন করিয়া আনন্দে কলকণ্ঠ কোকিলগণ মধুর অস্ফুট কুহু কুহু রবে দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। ৩৭

উন্মীলিত আম্রমুকুলে মধুগন্ধলোলুপ মধুকরগণ নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে বিকম্পিত করিতেছে এবং পিকগণ তাহার মুকুলমূলে ক্রীড়া করিতে করিতে কুহুস্বরে কর্ণজ্বর উৎপাদন করিতেছে ; এই সময়ে প্রাণসমা প্রিয়তমার সমাগম-চিন্তায় ক্ষণমাত্র সুখ লাভ করিয়া বিরহিজন কোনও প্রকারে দিন যাপন করিতেছে । ৩৮

অনেকনারীপরিরম্ভসম্ভ্রমস্ফুরন্মনোহারিবিলাসলালসম্।
মুরারিমারাদুপদর্শয়ন্ত্যসৌ সখী সমক্ষং পুনরাহ রাধিকাম্॥ ৩৯

(গীতম্)

[বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।]

চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী,
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী।
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে, বিলাসিনি বিলসিত কেলিপরে॥ ৪০
পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগং।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্॥ ৪১
কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজম্।
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজম্॥ ৪২
কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে॥ ৪৩
কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাজলকূলে।
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে॥ ৪৪

বহু গোপাঙ্গনার আলিঙ্গনে প্রস্ফুরিত বিলাসলালসায় উৎফুল্ল শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরাল হইতে অন্যের সহিত ক্রীড়ারত দেখাইয়া সখী শ্রীরাধাকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন। ৩৯

বিলাসিনী গোপাঙ্গনাগণের সহিত বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণবিলাস-কেলি করিতেছেন; তাঁহার চন্দনানুলিপ্ত নীলদেহ পীতবর্ণ বসনে আবৃত এবং বনমালায় সুশোভিত এবং তাঁহার ক্রীড়াসঞ্চালিত মণিময় কুণ্ডল শোভিত কপোলদ্বয় অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। ৪০

কোন গোপাঙ্গনা স্বীয় উন্নত স্তনভারে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া পঞ্চমস্বরে তাঁহার সহিত গান গাহিতেছে। ৪১

কোন গোপিকা বিলাসচঞ্চলোচন ভঙ্গিমায় শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম একান্ত ধ্যান করিতেছে। ৪২

কোন নিতম্বিনী শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে কোন রহস্য কথা বলিতে গিয়া প্রিয়জনের প্রেমপুলকিত গণ্ডদেশে মনের আনন্দে চুম্বন করিতেছে। ৪৩

কোন গোপাঙ্গনা, শ্রীকৃষ্ণকে যমুনা জলকূলে মনোহর বেতসকুঞ্জে অবস্থান

করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলস্বনবংশে ।
রাসরসে সহ নৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশংসে ॥ ৪৫
শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্ ।
পশ্যতি সস্মিতচারু পরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্ ॥ ৪৬
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্ ।
বিপিনবিনোদকলাবলিতং বিতনোতু শুভানি যশস্যম্ ॥ ৪৭
বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবরশ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্ন-
ঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্ । স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ,
শৃঙ্গারসখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ৪৮
রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতামাভীরবামভ্রুবামভ্যর্ণে পরিভ্য
নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়া রাধয়া ।
সাধু ত্বদ্বদনং সুধাময়মিতি ব্যাহৃত্য গীতস্তুতি-
ব্যাজাদুদ্ভটচুম্বিতঃ স্মিতমনোহারী হরিঃ পাতু বঃ ॥ ৪৯
ইতি প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১

করিতে দেখিয়া কাম-রসের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতেছে । ৪৪

রাসলীলায় হরির সহিত নৃত্য করিতে করিতে কোন যুবতী শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনির সহিত করতালি দিতেছে, এবং সেই সঙ্গে তাহাদের বলয়ধ্বনি উত্থিত হইতেছে দেখিয়া শ্রীহরি তাহাকে প্রশংসা করিতেছেন । ৪৫

সহাস্যবদন শ্রীকৃষ্ণ কখনও কোন রমণীকে আলিঙ্গন করিতেছেন, কখনও কোন রমণীকে চুম্বন করিতেছেন, কখনও কাহার সহিত বিহার করিতেছেন, কখনও কাহাকে সস্মিতভাবে কটাক্ষ ভঙ্গিমায় অবলোকন করিতেছেন, কখনও বা কোন রমণীর অনুগমন করিতেছেন । ৪৬

শ্রীজয়দেব প্রণীত বনবিহার-লীলা-বর্ণিত যশপ্রদ এই অদ্ভুত কৃষ্ণ-বিলাস-রহস্য-প্রবন্ধ (সকলের) মঙ্গল বিধান করুক । ৪৭

হে সখি ! বসন্তকালে মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার-রসস্বরূপ হইয়া বিহার করিতেছেন । মনোরঞ্জন করা হেতু তিনি সকলের আনন্দ উৎপাদন পূর্ব্বক নীলোৎপলদলোপম শ্যামল কোমল অঙ্গের সৌকুমার্য্যে গোপবালাগণের কামোৎসব বিধান করিতেছেন এবং ব্রজাঙ্গনাগণ দ্বারা নিঃশঙ্কভাবে ইতস্ততঃ আলিঙ্গিত হইতেছেন । ৪৮

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ, বিগলিতনিজোৎকর্ষ্যাবশেন গতান্যতঃ।
ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলীমুখরশিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্ ॥ ১

(গীতম্)

[গুর্জ্জরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে]

সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশম্,
বলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলিকপোলবিলোলবতংসম্ ।
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্ স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ২
চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতকেশম্ ।
প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিতমেদুরমুদিরসুবেশম্ ॥ ৩

রাসলীলার প্রমোদে বিহ্বলা সুভ্রু গোপসুন্দরীদিগের সমক্ষে প্রেমান্ধা রাধা রাসোল্লাসে বিহ্বলা হইয়া গাঢ়ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে আলিঙ্গন করতঃ "তোমার মুখখানি কি সুন্দর ও সুধামাখা" এই কথা বলিয়া গীতস্তুতিচ্ছলে যে শ্রীকৃষ্ণের মুখে গাঢ় চুম্বন করিতেছেন, সেই হাস্যবদন শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন। ৪৯

ইতি মহাকাব্যে গীতগোবিন্দে সামোদ দামোদর নামক প্রথম সর্গ ।

শ্রীকৃষ্ণকে বনে গোপাঙ্গনাগণের সহিত সমভাবে বিহার করিতে দেখিয়া, আপনার প্রাধান্য লোপাশঙ্কায় ঈর্ষাবশতঃ শ্রীরাধা ভ্রমর-গুঞ্জন-মুখরিত এক লতাকুঞ্জে বসিয়া অতি কাতরভাবে সখীর নিকট আপন মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১

হে প্রিয়সখি ! এই শারদীয় রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অন্যান্য কামিনীগণের সহিত কৌতুকামোদে বিলাস করিতেছেন, তথাপি আমার মন কেন তাঁহাকে স্মরণ করিতেছে ? শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধাসিক্ত সেই মধুর বংশী-ধ্বনি যেন আমার আবার মনে হইতেছে ! যখন বঙ্কিমদৃষ্টি সঞ্চালনে তাঁহার চূড়া চঞ্চল হইত, কর্ণকুণ্ডলদ্বয় দোদুল্যমান হইত, তখন তাঁহার গণ্ডদেশে কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিত। ২

সেই চন্দ্রাকারে শোভিত শিখিপুচ্ছ-বেষ্টিত চিক্কণ কেশদাম দেখিলে মনে হয় যেন স্নিগ্ধ নবীনমেঘে এক পূর্ণ ইন্দ্রধনু শোভা পাইতেছে। ৩

গোপকদম্বনিতম্ববতীমুখচুম্বনলম্ভিতলোভম্ ।
বন্ধুজীবমধুরাধরপল্লবমুল্লসিতস্মিতশোভম্ ॥ ৪
বিপুলপুলকভুজপল্লববলয়িতবল্লবযুবতিসহস্রম্ ।
করচরণোরসি মণিগণভূষণকিরণবিভিন্নতমিস্রম্ ॥ ৫
জলদপটলবলদিন্দুবিনিন্দকচন্দনতিলকললাটম্ ।
পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দননির্দ্দয়হৃদয়কবাটম্ ॥ ৬
মণিময়মকরমনোহরকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডমুদারম্ ।
পীতবসনমনুগতমুনিমনুজসুরাসুরবরপরিবারম্ ॥ ৭
বিশদকদম্বতলে মিলিতং কলিকলুষভয়ং শময়ন্তম্ ।
মামপি কিমপি তরঙ্গবদনঙ্গদৃশা মনসা রময়ন্তম্ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমতিসুন্দরমোহনমধুরিপুরূপম্ ।
হরিচরণস্মরণং প্রতি সম্প্রতিপুণ্যবতামনুরূপম্ ॥ ৯
গণয়তি গুণগ্রামং ভীমং ভ্রমাদপি নেহতে,
বহতি চ পরীতোষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ ।

নিবিড়নিতম্বিনী গোপাঙ্গনাগণের বদন চুম্বনে তাঁহার অভিলাষ হইলে, তাঁহার অধর-পল্লবে যেন বন্ধুক-কুসুম বিকসিত হয়,—মৃদুহাস্তে বদন উৎফুল্ল হয়,—তাঁহার সেই মোহন মুখ আমার মনে পড়িতেছে। ৪

তিনি যখন পুলকে সহস্র গোপাঙ্গনাকে ভুজপাশদ্বারা বেষ্টন করিয়া আলিঙ্গন করেন, তখন চরণ, বাহু ও বক্ষস্থিত মণিময় অলঙ্কারের কিরণে অন্ধকার দূর হয়। ৫

তাঁহার বিশাল ললাটে চন্দনতিলক মেঘ নির্ম্মুক্ত চন্দ্রকে উপহাস করে। পীনপয়োধর-পরিসর মর্দ্দন করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় দৃঢ়ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ৬

মনোহর মণিময় মকরাকার কুণ্ডলে ভূষিত তাঁহার গণ্ডদ্বয় কি অপরূপ শোভা ধারণ করে; সেই পীতবসন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে দেবী, মানবী ও মুনিপত্নীর মন বিমোহিত হয়। ৭

যখন কুসুমিত কদম্বমূলে বসিয়া আমার প্রতি বঙ্কিম-কটাক্ষ করেন তাহাতে যেন কামের তরঙ্গ উত্থিত হয়, তখন তিনি আমারই চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। তাঁহার মনোহর বেশ দর্শন করিলে কলিকলুষভয় দূর হয়। ৮

শ্রীজয়দেব-রচিত মদনমোহন কৃষ্ণরূপ বর্ণনাযুক্ত এই পদাবলী শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল স্মরণ জন্য পুণ্যবান্‌দিগের কেমন উপযোগী হইয়াছে। ৯

যুবতিষু বলর্ত্তৃষ্ণে কৃষ্ণে বিহারিণি মাং বিনা,
পুনরপি মনো বামং কামং করোতি করোমি কিম্ ॥ ১০

(গীতম্)

[মালবগৌড়রাগৈকতালাভ্যাং গীয়তে।]

নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্ ।
চকিতবিলোকিতসকলদিশা রতিরভসরসেন হসন্তম্ ।
সখি হে কেশিমথনমুদারম্, রময় ময়া সহ মদনমনোরথ-
ভাবিতয়া সবিকারম্ ॥ ১১

প্রথমসমাগমলজ্জিতয়া পটুচাটুশতৈরনুকূলম্ ।
মৃদুমধুরস্মিতভাষিতয়া শিথিলীকৃতজঘনদুকূলম্ ॥
কিশলয়শয়ননিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্,
কৃতপরিরম্ভণচুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানম্ ॥ ১৩

আমার মন সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী বর্ণনায় নিরত, ভ্রমেও তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশের অবকাশ পায় না, পরন্তু তাঁহার দোষ পরিহার করিয়াই আমার তৃপ্তি লাভ হয়। আমাকে ত্যাগ করিয়া তিনি অন্য গোপিকাগণের সহিত বিহার করিতেছেন, তাহাদের প্রতি তাঁহার প্রেম-পিপাসা বলবতী; তথাপি আমার মন তাঁহার মঙ্গল কামনায় ব্যাকুল। সখি! আমি কি করিব, মন আমার বশ নহে। ১০

হে সখি! সেই কেশিমথন শ্রীকৃষ্ণকে আমার সহিত মিলিত করিয়া দাও। আমি পূর্ব্বের ন্যায় অদ্য রাত্রিতে সেই নির্জ্জন নিকুঞ্জগৃহে গমন করিব এবং চারিদিকে চকিতচঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিব। তিনি লুক্কায়িত থাকিয়া আমার উৎকণ্ঠা দর্শনে শৃঙ্গাররসভরে হাস্য করিবেন। তখন আমাদের উভয়েরই মনে মদন বিকার উপস্থিত হইবে। ১১

প্রথম দর্শন সময়ে আমি লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইলে, মধুময় বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অনুনয় করিবেন এবং যখন আমি মৃদুমধুর হাস্যে আলাপ করিব, তখনি তিনি আমার পরিধেয় বসন শিথিল করিবেন। ১২

তৎপরে তিনি আমাকে নবপল্লব-শয্যায় শয়ন করাইয়া আমার হৃদয়ে শয়ন করিবেন। আমরা পরস্পর আলিঙ্গন পূর্ব্বক পরস্পরের অধরামৃত পান করিব। ১৩

অলসনিমীলিতলোচনয়া পুলকাবলিললিতকপোলম্ ।
শ্রমজলসকলকলেবরয়া বরমদনমদাদতিলোলম্ ॥ ১৪
কোকিলকলরবকূজিতয়া জিতমনসিজতন্ত্রবিচারম্
শ্লথকুসুমাকুলকুন্তলয়া নখলিখিতঘনস্তনভারম্ ॥ ১৫
চরণরণিতমণিনূপুরয়া পরিপূরিতসুরতবিতানম্ ।
মুখরবিশৃঙ্খলমেখলয়া সকচগ্রহচুম্বনদানম্ ॥ ১৬
রতিসুখসময়রসালসয়া দরমুকুলিতনয়নসরোজম্,
নিঃসহনিপতিততনুলতয়া মধুসূদনমুদিতমনোজম্ ॥ ১৭
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়মধুরিপুনিধুবনশীলম্ ।
সুখমুৎকণ্ঠিতগোপবধূকথিতং বিতনোতু সলীলম্ ॥ ১৮
হস্ত-স্রস্ত-বিলাসবংশমনৃজুভ্রূবল্লিমদ্বল্লবী-
বৃন্দোৎসারিদৃগন্তবীক্ষিতমতিস্বেদার্দ্রগণ্ডস্থলম্ ।
মামুদ্বীক্ষ্য বিলক্ষিতস্মিতসুধামুগ্ধাননং কাননে,
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরীগণবৃতং পশ্যামি হৃষ্যামি চ ॥ ১৯

অলসে আমার নয়ন নিমীলিত হইলে তাঁহার কপোলে পুলক সঞ্চার হইবে। শ্রমজলে আমার কলেবর পরিপ্লুত হইলে তিনি মদনাবেশে সাতিশয় চঞ্চল হইবেন। ১৪

তিনি রতিশাস্ত্রের অতি নিগূঢ়তত্ত্ব সকল সম্যকরূপে অবগত আছেন, তাঁহার সহিত বিহারকালে আমি কোকিলের ন্যায় কুহু স্বর উচ্চারণ করিল আমার কেশবন্ধন শ্লথ হইবে; কেশভূষণ-কুসুম সমূহ বিচ্ছিন্ন হইবে এবং তাঁহার দ্বারা আমার পীনস্তনদ্বয় নখাঙ্কিত হইবে। ১৫

আমার চরণের মণিময় নূপুরের শব্দ উঠিলে সখার রতিবিতান পূর্ণ হইবে; আমার চন্দ্রহারে শব্দ হইয়া, তাহার গ্রন্থি সকল ছিন্ন হইবে; সখা আমার কেশধারণ করিয়া সাদরে আমায় চুম্বন করিবেন। ১৬

কেলিসুখকালে আমি সুখাতিশয় অনুভব করিয়া অবসন্ন হইলে সখার নয়ন-পদ্ম ঈষন্মুকুলিত হইবে; তাহার দেহলতা শ্রমাবেশে নির্জীবপ্রায় হইয়া পড়িলে সখার হৃদয়ে মন্মথ-রাগ দ্বিগুণিত হইবে। ১৭

বিরহবিধুরা শ্রীরাধার উক্তি, শ্রীজয়দেব কবি-রচিত, শ্রীমধুসূদনের এই রতিলীলা কথা, হরিভক্তগণের কল্যাণ বর্দ্ধন করুক। ১৮

দুরালোকঃ স্তোকস্তবকনবকাশোকলতিকা-
বিকাশঃ কাসারোপবনপবনোঽপি ব্যথয়তি।
অপি ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গীরণিতরমণীয়া ন মুকুল-
প্রসূতিশ্চূতানাং সখি শিখরিণীয়ং সুখয়তি॥ ২০
সাকূতস্মিতমাকুলাকুলগলদ্ধম্মিল্লমুল্লাসিত-
ভ্রূবল্লীকমলীকদর্শিতভুজামূলার্দ্ধদৃষ্টস্তনম্।
গোপীনাংনিভৃতংনিরীক্ষ্যগমিতাকাঙ্ক্ষশ্চিরঃ চিন্ময়-
ন্নন্তমুর্গ্ধমনোহরং হরতু বঃ ক্লেশং নবঃ কেশবঃ॥ ২১

ইতি দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ॥ ২

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

কংসারিরপি সংসারবাসনাবন্ধশৃঙ্খলাম্। রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥ ১

যখন ব্রজাঙ্গনা মধ্যে কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করি, তখন তাঁহার বিলাস-বাঁশরিটী যেন হস্ত হইতে স্খলিত হইতেছে, তাঁহার বঙ্কিম নয়ন গোপাঙ্গনাগণ মুগ্ধার ন্যায় দর্শন করিতেছে, তাঁহার গণ্ডস্থলে স্বেদ-জল সঞ্চার হইতেছে। হঠাৎ আমাকে উপস্থিত দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন; সলাজ হাস্যে তাঁহার শ্রীমুখ আরও সুন্দর-শ্রীধারণ করিল। হে সখি! আমি তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। ১৯

সখি! শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আমার মন কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছে না। নবাশোকলতা নব নব স্তবকে ভূষিত হইয়াছে, উদ্যান-সরোবরে সুস্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, চ্যূত-মুকুলরাজির উন্নতশিরে মধুকরগণ গুণ গুণ স্বরে উড়িয়া বেড়াইতেছে। ২০

গোপরমণীগণের সহাস্য বদন, স্খলিত কেশবন্ধন, উল্লসিত ভ্রূ-লতা, শ্লথাঞ্চল, মধ্যদৃষ্ট পীনপয়োধর, শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহাদিগের মনোভাবের অব্যক্ত প্রকাশ শ্রীহরির আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারের হেতুভূত হওয়ায়, তিনি মনোমুগ্ধকর বেশ ধারণ করেন। সেই মোহনবেশধারী শ্রীহরি তোমাদের মঙ্গল করুন। ২১

ইতি মহাকাব্যে গীতগোবিন্দে অক্লেশ-কেশব নামক দ্বিতীয় সর্গ।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধিকার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন; শ্রীমতীই যেন তাঁহাকে সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন। ১

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ সঃ কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥ ২

(গীতম্)

[গুর্জ্জরাগেণ যতিতালেন চ গীয়তে।]

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূনিচয়েন।
সাপরাধতয়া ময়াপি ন নিবারিতাতিভয়েন।
হরি হরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব॥ ৩
কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ।
কিং ধনেন কিং জনেন কিং মম সুখেন গৃহেণ॥ ৪
চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলভ্রু কোপভরেণ।
শোণপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ॥ ৫
তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি।
কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি॥ ৬
তন্বি খিন্নমসূয়য়া হৃদয়ং তবাকলয়ামি।
তন্ন বেদ্মি কুতো গতাসি ন তেন তেঽনুনয়ামি॥ ৭

অনঙ্গবাণে জর্জ্জরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চারিদিক শ্রীরাধার অন্বেষণ করিতে করিতে অবশেষে কালিন্দীতীরবর্ত্তী কুঞ্জে বসিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ২

শ্রীরাধা আমাকে গোপাঙ্গনা মধ্যে কেলিরত দেখিয়া অভিমানে চলিয়া গেলেন; আমি অপরাধী, ভয় হেতু তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলাম না; হরি হরি, অনাদৃতা হওয়ায় শ্রীমতী কতই কুপিতা হইয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ৩

এই দীর্ঘবিরহে না জানি শ্রীমতী কি বলিতেছেন? তাঁহার অভাবে আমার ধনেই বা কাজ কি, জনেই বা কাজ কি, গৃহেই বা কাজ কি, আর সুখেই বা কাজ কি? ৪

শ্রীমতীর সেই রোষবশে আরক্ত বদনের কুটিল ভ্রূকুঞ্চন মনে করিয়া দেখিতেছি যেন রক্তোৎপলের উপর ভ্রমর বসিয়া তাঁহাকে আকুলিত করিয়াছে। ৫

হায়! তিনি যখন আমার এই হৃদয়েই বিরাজ করিতেছেন, আমিও তাঁহার সহিত অন্তরে বিহার করিতেছি, তবে আর কেনই বা আক্ষেপ করি, কেনই বা তাঁহার অন্বেষণ করি। ৬

দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি।
কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি॥ ৮
ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি।
দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি॥ ৯
বর্ণিতং জয়দেবেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণীরমণেন॥ ১০
হৃদি বিলসতা হারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ,
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি,
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি॥ ১১
পাণৌ মা কুরু চূতসায়কমমুং মা চাপমারোপয়,
ক্রীড়ানির্জ্জিতবিশ্বমূর্চ্ছিতজনাঘাতেন কিং পৌরুষম্
তস্যা এব মৃগীদৃশো মনসিজপ্রেঙ্খৎকটাক্ষাশুগ-
শ্রেণীজর্জ্জরিতং মনাগপি মনো নাদ্যাপিসন্ধুক্ষতে॥ ১২

হে কৃশাঙ্গি! হিংসায় তোমার হৃদয় জর্জ্জরিত; তুমি কোথায় আছ, তাহাও জানি না; অতএব তোমাকে অনুনয় করিবারও সুবিধা পাইতেছি না। ৭

হায়! তুমি সম্মুখ দিয়াই চলিয়া যাইতেছ, দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু তুমি পূর্ব্বের ন্যায় আদর করিয়া আমায় আলিঙ্গন করিতেছ না ৮

হে সুন্দরি! আমায় ক্ষমা কর, আমায় দর্শন দাও; এরূপ অপরাধ আর কখনও করিব না; এখন আমি মদন-পীড়ায় অধীর হইয়াছি। ৯

ক্ষীরোদসাগর-জাত চন্দ্রের ন্যায় কেন্দুবিল্বগ্রামজাত শ্রীজয়দেব কবি শ্রীহরির পাদপদ্মে প্রণত হইয়া শ্রীহরির এই বিরহ বর্ণনা করিলেন। ১০

হে অনঙ্গ! আমার প্রতি কেন তুমি রোষভরে ধাবিত হইতেছ? আমার হৃদয়ে এ তো ভুজঙ্গপতি বাসুকী নহে, এ যে মৃণাল হার! আমার কণ্ঠে এ কালকূট-বিষের নীলিমা নহে,—এ যে নীলপদ্মের মালা! অঙ্গে ভস্ম লেপন মনে করিও না, আমার অঙ্গ এ যে চন্দন-চর্চ্চিত! আমি প্রিয়া-বিরহিত, হরভ্রমে আমায় আঘাত করিও না। ১১

হে কন্দর্প! তুমি আর ফুলবাণ ধারণ করিও না; তোমার ক্রীড়ায় বিশ্ব পরাজিত হইয়াছে; মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে প্রহার করায় কি পৌরুষ বৃদ্ধি হইবে।

ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি, বাণা গুণঃ শ্রবণপালিরিতি স্মরেণ।
তস্যামনঙ্গজয়জঙ্গমদেবতায়ামস্ত্রাণি নির্জ্জিতজগন্তি কিমর্পিতানি॥ ১৩
ভ্রূচাপে নিহিতঃ কটাক্ষবিশিখো নির্ম্মাতু মর্ম্মব্যথাং
শ্যামাত্মা কুটিলঃ করোতু কবরীভারোঽপি মারোদ্যমম্।
মোহং তাবদয়ঞ্চ তন্বি তনুতাং বিম্বাধরো রাগবান্,
সদ্বৃত্তস্তনমণ্ডলস্তব কথং প্রাণৈর্মম ক্রীড়তি॥ ১৪
তানি স্পর্শসুখানি তে চ তরলাঃ স্নিগ্ধা দৃশো বিভ্রমা
স্তদ্বক্ত্রাম্বুজসৌরভং স চ সুধাস্যন্দী গিরাং বক্রিমা
সা বিম্বাধরমাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেঽপি চেন্মানসং,
তস্যাং লগ্নসমাধি হন্তবিরহব্যাধিঃ কথং বর্দ্ধতে॥ ১৫
তির্য্যক্‌কণ্ঠবিলোলমৌলিতরলোত্তংসস্য বংশোচ্চরদ্
গীতিস্থানকৃতাবধানললনালক্ষৈর্ন সংলক্ষিতাঃ।
সম্মুগ্ধং মধুসূদনস্য মধুরে রাধামুখেন্দৌ মৃদুস্পন্দং
কন্দলিতাশ্চিরং দধতু বঃ ক্ষেমং কটাক্ষোর্ম্ময়ঃ॥ ১৬

ইতি তৃতীয়ঃ সর্গঃ॥ ৩

হে মন্মথ! সেই মৃগনয়নীর কটাক্ষ-বাণে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত, এখনও মন সুস্থ হয় না। ১২

শ্রীমতী মদনের মূর্ত্তিমতী অধিদেবতা; তাঁহার ভ্রূপল্লব যেন ফুলধনু, কটাক্ষ যেন বাণ, শ্রবণপ্রান্ত যেন গুণ। হে কন্দর্প! তুমি কি এই সকল অস্ত্রের দ্বারা ত্রিভুবন জয় করিয়া পুনরায় এগুলি শ্রীমতীকে প্রত্যর্পণ করিয়াছ? ১৩

হে সুন্দরি! তোমার ভ্রূভঙ্গিপূর্ণ কটাক্ষশরে আমি মর্ম্মপীড়িত; তোমার ঘন কৃষ্ণ কবরীভার আমায় যেন বধ করিতে আসিতেছে; তোমার রাগরঞ্জিত বিম্বাধর আমার মোহ বৃদ্ধি করিয়াছে; আবার তোমার কুচযুগল ক্রীড়াচ্ছলে আমার প্রাণ বধ করিতেছে। ১৪

শ্রীমতীর ধ্যানে মন সমাধি-মগ্ন! সেই স্পর্শসুখ, সেই তরল-স্নিগ্ধ দৃষ্টি, সেই বদনকমলের সৌরভ, সেই অমৃত নিস্যন্দিনী বচনবিন্যাস, সেই বিম্বাধর-মাধুরী,—সকলই হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে; তবে কেন বিরহব্যাধি বৃদ্ধি পাইতেছে? ১৫

শ্রীকৃষ্ণের বঙ্কিম দৃষ্টি শ্রীরাধার চন্দ্রবদনের প্রতি সঞ্চালিত হওয়ায় তাঁহার কণ্ঠদেশ বক্রাকারে অবস্থিত এবং চূড়া ও কুণ্ডল দোলায়িত হইয়াছিল, বংশীধ্বনিতে

চতুর্থঃ সর্গঃ।

যমুনাতীরবানীর-নিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতম্।
প্রাহ প্রেমভরোদ্‌ভ্রান্তং মাধবং রাধিকাসখী॥ ১

(গীতম্)

[কর্ণাটরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।]

নিন্দতি চন্দনবিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্॥ ১
সা বিরহে তব দীনা, মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়াত্বয়ি লীনা॥ ২
অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্।
স্বহৃদয়মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্॥ ৩
কুসুমবিশিখশরতল্পমনল্পবিলাসকলাকমনীয়ম্।
ব্রতমিব তব পরিরম্ভসুখায় করোতি কুসুমশয়নায়ম্॥ ৪

বিমুগ্ধ গোপাঙ্গনাগণ উহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। শ্রীকৃষ্ণের সেই বঙ্কিম কটাক্ষ তোমাদের মঙ্গল বিধান করুক। ১৬

ইতি গীতগোবিন্দ মহাকাব্যে মুগ্ধমধুসূদন নামক তৃতীয় সর্গ।

শ্রীরাধিকার কোন সখী, যমুনাতীরে বেতস-কুঞ্জে বিষণ্ণ মনে উপবিষ্ট প্রেমোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন। ১

হে মাধব! শ্রীরাধা তোমার বিরহে একান্ত কাতরা; মদন-বাণ-ভয়ে তিনি যেন ধ্যানযোগে তোমার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া আছে; মলয়-সমীরণ তাঁহার নিকট এখন বিষবৎ বোধ হইতেছে; চন্দ্রের স্নিগ্ধ রশ্মিকে এবং অগুরুচন্দনকে তিনি নিন্দা করিতেছেন। ২

তুমি তাঁহার অন্তরের অভ্যন্তর প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছ, এবং তাঁহার উপর যেন অবিরত মদন-শর নিপতিত হইতেছে; তুমি বেদনা অনুভব করিবে বলিয়া শ্রীমতী যেন বক্ষঃস্থলে কমল-দল বর্ম্মরূপে ধারণ করিয়া আছেন। ৩

বিলাসসজ্জিত মনোহর কুসুম-শয্যা তাহার নিকট এখন শর-শয্যা সদৃশ;

বহতি চ বলিতবিলোচনজলধরমাননকমলমুদারম্।
বিধুমিব বিকটবিধুন্তুদদন্তদলনগলিতামৃতধারম্॥ ৫
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতম্॥ ৬
প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্।
ত্বয়ি বিমুখেময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্॥ ৮
ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্॥ ৮
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ম্।
হরিবিরহাকুলবল্লভযুবতীসখীবচনং পঠনীয়ম্॥ ৯
আবাসোবিপিনায়তেপ্রিয়সখীমালাপি জালায়তে।
তপোঽপি শ্বসিতেন দাবাদহনজ্বালাকলপায়তে।

তোমার আলিঙ্গন-আশায় তিনি যেন এক কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া এই মদন-শর-শয্যা আশ্রয় করিয়া আছেন। ৪

শ্রীমতীর মুখকমলও অবিশ্রান্ত অশ্রুসিক্ত হইতেছে; বোধ হইতেছে যেন, রাহুর দশনাঘাতে সুধাংশুমণ্ডল হইতে সুধাধারা বিগলিত হইতেছে। ৫

শ্রীমতী নির্জ্জনে বসিয়া মানসপটে তোমার কন্দর্পোপম মনোহর মূর্ত্তি কস্তুরি-রসে অঙ্কিত করিতেছেন; এবং চরণমূলে মকর অঙ্কিত করিয়া চূতমুকুলরূপ শর প্রদান করিয়া প্রণাম করিতেছেন। ৬

শ্রীমতী পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন,—"হে মাধব! আমি তোমার চরণে আশ্রয় লইলাম। তুমি অপ্রসন্ন হেতু সুধানিধি চন্দ্রও যেন তাপ-বিকীরণে আমার অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে"। ৭

তোমার মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া, পরম দুর্লভ তোমার আশায় শ্রীমতী সমাধিমগ্ন হইয়া কখনও বিলাপ করিতেছেন, কখনও হাস্য করিতেছেন, কখনও ক্রন্দন করিতেছেন, কখনও দুঃখিত হইতেছেন, আবার কখনও বা সন্তাপ পরিহার করিতেছেন। ৮

যদি আনন্দে হৃদয় পুলকিত করিতে চাও, তবে জয়দেব-কবি বিরচিত এই বিরহবিধুরা শ্রীরাধার কাহিনী বার বার পাঠ কর। ৯

হে শ্রীকান্ত! তোমার বিরহে শ্রীরাধার গৃহ এখন অরণ্যময়; প্রিয়সখীগণ

সাপি ত্বদ্বিরহেণ হন্ত হরিণীরূপায়তে হা কথম্ ।
কন্দর্পোঽপি যামরূপতে বিরচয়ঞ্ছার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥ ১০

(গীতম্)

[দেশাগরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে] ।

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্, সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্ ।
রাধিকা তব বিরহে কেশব ॥ ১১

সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্ । পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্ ॥ ১২
শ্বসিতপবনমনুপমপরিণাহম্ । মদনদহনমিব বহতি সদাহম্ ॥ ১৩
দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্ । নয়ননলিনমিব বিগলিতনালম্ ॥ ১৪
নয়নবিষয়মপি কিশলয়তল্পম্ । গণয়তি বিহিতহুতাশবিকল্পম্ ॥ ১৫
ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলম্ । বালশশিনমিব সায়মলোলম্ ॥ ১৬
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্ । বিরহবিহিতমরণেব নিকামম্ ॥ ১৭
শ্রীজয়দেবভণিতমিতি গীতম্ । সুখয়তু কেশবপদমুপনীতম্ ॥ ১৮

যেন তাঁহার বন্ধন-রজ্জু । ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসে তাঁহার দেহারণ্যে যেন দাবানলের শিখা উঠিয়াছে । পাশবদ্ধা কুরঙ্গিণীর ন্যায় শ্রীমতী এখন অবস্থিতি করিতেছেন । নিষ্ঠুর মদন যেন কৃতাস্তশার্দ্দূলরূপে তাঁহার প্রাণ বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে । ১০

হে রাধানাথ ! তোমার বিরহে শ্রীমতী এতই কৃশাঙ্গী হইয়াছেন যে, স্তন-বিনিহিত মনোহর হারও যেন তাঁহার নিকট এখন ভারস্বরূপ বোধ হইতেছে । ১১

শরীর-অবলেপিত স্নিগ্ধ-সরস চন্দনকেও বিষতুল্য জ্ঞানে তিনি তৎপ্রতি সভয়ে দৃষ্টিপাত করিতেছেন । ১২

তাঁহার উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস, প্রজ্বলিত কামাগ্নির ন্যায় নির্গত হইতেছে । ১৩

মৃণাল-বিচ্ছিন্ন সজল কমলের ন্যায় তাঁহার অশ্রুপূর্ণ নয়নযুগল চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হইতেছে । ১৪

নবীন পল্লব শয্যা দেখিয়া তিনি অগ্নিশয্যা বলিয়া মনে করিতেছেন । ১৫

শ্রীমতী আরক্তিম করোপরি গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া রহিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন রক্তবর্ণ মেঘে সায়ংকালীন চন্দ্র পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে । ১৬

তোমার বিরহে মরণই মঙ্গল মনে করিয়া জন্মান্তরে তোমাকে পতিরূপে পাইবার কামনায়, শ্রীমতী নিয়ত হরিনাম জপ করিতেছেন । ১৭

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে যাঁহাদের মন ন্যস্ত, জয়দেব কবি-বিরচিত এই গীত তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করুক । ১৮

সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি,
ধ্যায়ত্যুদ্ভ্রমতি প্রমীলতি পতত্যুদ্‌যাতি মূর্চ্ছত্যপি।
এতাবত্যতনুজ্বরে বরতনুর্জীবেন্ন কিন্তে রসাৎ,
স্বর্বৈদ্যপ্রতিম প্রসীদসি ত্যক্তোঽন্যথা হস্তকঃ॥ ১৯
স্মরাতুরাং দৈবতবৈদ্যহৃদ্য ত্বদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্রসাধ্যাম্।
বিমুক্তবাধাং কুরুষে ন রাধামুপেন্দ্র বজ্রাদপি দারুণোঽসি॥ ২০
কন্দর্পজ্বরসঞ্জ্বরাতুরতনোরাশ্চর্য্যমস্যাশ্চিরম্,
চেতশ্চন্দনচন্দ্রমঃকমলিনীচিন্তাসু সন্তাম্যতি।
কিন্তু ক্ষান্তিরসেন শীতলতরং ত্বামেকমেব প্রিয়ম্,
ধ্যায়ন্তী রহসি স্থিতা কথমপি ক্ষীণা ক্ষণং প্রাণিতি॥ ২১
ক্ষণমপি বিরহঃ পুরা ন সেহে, নয়ননিমীলনখিন্নয়া যয়া তে।
শ্বসিতি কথমসৌ রসালশাখাম্, চিরবিরহেণ বিলোক্য পুষ্পিতাগ্রাম্॥ ২২

হে রাধানাথ, তুমি সুচিকিৎসক, প্রবল বিরহজ্বরে শ্রীমতী আক্রান্ত; তাঁহার ঘন ঘন রোমাঞ্চ হইতেছে, তিনি কখন অস্ফুট শব্দ করিতেছেন; কখনও কম্পিত হইতেছেন, কখনও শ্রান্তিবোধ করিতেছেন, কখনও চিন্তা-মগ্ন উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় উঠিয়া বসিতেছেন, কখনও নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন হইতেছেন, কখনও ধরায় লুণ্ঠিত হইতেছেন, কখনও উঠিয়া বসিতেছেন, কখনও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। তুমি যদি তাঁহাকে ঔষধ প্রদান কর, তবেই তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়, নতুবা আর অন্য উপায় নাই, তুমি এখন একমাত্র আশাস্থল। ১৯

হে বৈদ্যের ন্যায় গুণবান্ শ্রীকৃষ্ণ! তোমার অঙ্গস্পর্শে শ্রীরাধার বিরহ-পীড়ার উপশম হইতে পারে। তুমি যদি তাঁহাকে রোগমুক্ত না কর, তবে জানিব তোমার হৃদয় বজ্র হইতেও কঠিন। ২০

শ্রীমতীর দেহ মদনজ্বরে এতই কাতর যে, চন্দ্রকিরণ, কমলদল, ও চন্দন প্রভৃতি শীতল দ্রব্যেও তিনি কষ্ট অনুভব করিতেছেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এই অবস্থাতেও তোমাকে চন্দনাদি হইতেও সুশীতল মনে করিয়া, তোমার চিন্তায়—তোমার আশায়, শ্রীমতী জীবন ধারণ করিতেছেন। ২১

যিনি ক্ষণকালের জন্যও তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিতেন না, চক্ষুর নিমেষপতনেও যাঁহার ক্লেশানুভব হইত, সেই শ্রীরাধা আম্রবৃক্ষের মুকুল উন্মেষ দেখিয়াও দীর্ঘ বিচ্ছেদে প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন। ২২

বৃষ্টিব্যাকুলগোকুলাবনরসাদুদ্ধৃত্য গোবর্দ্ধনম্,
বিভ্রদ্বল্লববল্লভাভিরধিকানন্দাচ্চিরং চুম্বিতঃ।
দর্পেণৈব তদর্পিতাধরতটীসিন্দূরমুদ্রাঙ্কিতো,
বাহুর্গোপতনোস্তনোতু ভবতাং শ্রেয়াংসি কংস-দ্বিষঃ॥ ২৩
ইতি চতুর্থঃ সর্গঃ॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামনুনয়মদ্বচনেন চানয়েথাঃ।
ইতি মধুরিপুণা সখী নিযুক্তা স্বয়মিদমেত্য পুনর্জগাদ রাধাম্॥ ১

(গীতম্)

[দেশী বরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে।]

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়। স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায়।
সখি হে সীদতি তব বিরহে বনমালী॥ ২
দহতি শিশিরময়ূখে মরণমনুকরোতি।
পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোহতি॥ ৩

বাসব-রোষ জনিত বৃষ্টি-বর্ষণে ব্যাকুল গোকুলবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য যে শ্রীকৃষ্ণ বাহুমূলে গোবর্দ্ধন উত্তোলন করিয়াছিলেন; গোপাঙ্গনারা পুলকভরে পুনঃপুনঃ সেই বাহু-মূলে চুম্বন করায়, তাঁহাদিগের ললাট-শোভিত সিন্দূর-বিন্দু দ্বারা বাহুমূল অঙ্কিত হইয়াছিল; সেই কংসক-নিসূদন শ্রীকৃষ্ণের বাহু তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করুক। ২৩

ইতি শ্রীগোবিন্দ মহাকাব্যে স্নিগ্ধ মধুসূদন নামক চতুর্থ সর্গ।

"আমি এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছি; তুমি শ্রীমতীর নিকট গমন করিয়া আমার অনুনয় জ্ঞাপন কর, এবং তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।" শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রিয়সখীকে এই বলিয়া শ্রীরাধার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং সেই সখী তখন শ্রীরাধার নিকট গমন করিয়া বলিতে লাগিল। ১

সখি দেখ, মলয় সমীরণ কন্দর্পকে সঙ্গে করিয়া প্রবাহিত হইতেছে; কুসুম-সমূহ, বিরহিণীগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিবার জন্য বিকসিত হইয়াছে; তোমার বিরহে শ্রীকৃষ্ণ অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। ২

ধ্বনিতমধুপসমূহে শ্রবণমপিদধাতি।
মনসি কলিতবিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি॥ ৪
বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতমপি ধাম।
লুঠতি ধরণীশয়নে বহুবিলপতি তব নাম॥ ৫
ভণতি কবিজয়দেবে হরিবিরহবিলসিতেন।
মনসি রভসবিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন॥ ৬
পূর্ব্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়-
স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জমন্মথমহাতীর্থে পুনর্মাধবঃ।
ধ্যায়ংস্ত্বামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরম্,
ভূয়স্তৎকুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি॥ ৭

(গীতম্)

[গুর্জ্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।]

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্,
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্।

স্নিগ্ধরশ্মি চন্দ্রমা যেন তাঁহাকে দগ্ধ করায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, তিনি মদনবাণে জর্জ্জরিত হইয়া বিলাপ করিতেছেন। ৩

ভ্রমর-গুঞ্জন শুনিয়া তিনি কর্ণকুহর হস্তদ্বারা আবৃত করিতেছেন, আর বিরহোদ্রেক বশতঃ প্রতি রজনীতে মনোবেদনা অনুভব করিতেছেন। ৪

মনোরম বাস ভবন পরিত্যাগ করিয়া, তিনি এখন বনবাস আশ্রয় করিয়াছেন আর ভূমিশয্যায় লুণ্ঠিত হইতেছেন এবং নিয়ত তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া পরিতাপ করিতেছেন। ৫

কবি জয়দেব বর্ণিত এই বিরহ-বিলাস শ্রবণজনিত পুণ্যফলে ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হউন। ৬

শ্রীহরি পূর্ব্বে যেখানে তোমার কামাভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন, কন্দর্পের মহাতীর্থ-স্বরূপ সেই নিকুঞ্জেই তিনি তোমার ধ্যানে দিবানিশি নিমগ্ন রহিয়াছেন; এবং সর্ব্বদা তোমার নাম জপ করিয়া তোমার কুচ-কুম্ভের আলিঙ্গন-রূপ অমৃতের অভিলাষ করিতেছেন। ৭

হে নিতম্বিনি! তোমার হৃদয়েশ্বর মনোহর বেশে সুসজ্জিত হইয়া রতিসুখ আশায় অভিসারে অপেক্ষা করিতেছেন; তুমি সেই পীনপয়োধর-মর্দ্দনকারী

ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী,
পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দনচঞ্চলকরযুগলশালী ॥ ৮
নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহু মনুতে ননু তে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপিরেণুম্॥ ৯
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপয়ানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥ ১০
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরংরিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং-সতিমিরপুঞ্জং শীলয়নীলনিচোলম্॥ ১১
উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘন ইব তরলবলাকে।
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি সুকৃতবিপাকে॥ ১২
বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানম্।
কিশলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিবহর্ষনিধানম্॥ ১৩

চঞ্চল করযুগধারী শ্রীহরির অনুসরণ কর। শ্রীকৃষ্ণ এখনও যমুনা-কূলে লীলাকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন। ৮

এবং তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া মনোহর বংশীধ্বনিতে অভীষ্ট স্থানে যাইবার জন্য তোমাকে সঙ্কেত করিতেছেন, তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত সমীরণ সহ যে ধূলিকণা চালিত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আপনা অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী মনে করিতেছেন। ৯

কোন পত্রস্খলনে বা পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনে চমকিত হইয়া তিনি মনে করিতেছেন, যেন তুমিই আসিতেছ, মনে মনে শয্যা রচনা করিতেছেন, এবং চঞ্চলদৃষ্টিতে পথপানে চাহিয়া দেখিতেছেন। ১০

হে সখি! কুঞ্জ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তুমি নীল-বসন পরিধান করিয়া অগ্রসর হও। এখন চরণ-নূপুর পরিত্যাগ কর, কারণ ঐ চঞ্চল নূপুর রতিক্রিয়ায় বিঘ্নকর। ১১

অলকাভূষিত নবনীরদকোলে সৌদামিনী যেরূপ শোভা পায়, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিহার কালে তুমি তদ্রূপ মণিময় হারের ন্যায় বিরাজ করিবে। ১২

হে কমল-নয়নে, বসন পরিত্যাগ কর, চন্দ্রহার পরিহার কর, এবং পল্লব-শয্যায় শয়ন করিয়া জঘন-আবরণ উন্মোচন কর। রত্নের আবরণ উন্মোচন

হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্।
কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্॥ ১৪
শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্।
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃতকমনীয়ম্॥ ১৫
বিকিরতি মুহুঃ শ্বাসানাসাঃ পুরো মুহুরীক্ষতে,
প্রবিশতি মুহুঃ কুঞ্জং গুঞ্জন্মুহুর্বহু তাম্যতি।
রচয়তি মুহুঃ শয্যাং পর্য্যাকুলং মুহুরীক্ষতে,
মদনকদনক্লান্তঃ কান্তে প্রিয়স্তব বর্ত্ততে॥ ১৬
ত্বদ্বাম্যেন সমং সমগ্রমধুনা তিগ্মাংশুরস্তং গতো,
গোবিন্দস্য মনোরথেন চ সমং প্রাপ্তং তমঃ সান্দ্রতাম্,
কোকানাং করুণস্বনেন সদৃশী দীর্ঘা মদভ্যর্থনা,
তন্মুগ্ধে বিফলং বিলম্বনমসৌ রম্যোঽভিসারক্ষণঃ॥ ১৭
আশ্লেষাদনু চুম্বনাদনু নখোল্লেখাদনু স্বান্তজং
প্রোদ্বোধাদনু সম্ভ্রমাদনু রতারম্ভাদনু প্রীতয়োঃ।

করিলে তদ্দর্শনে লোকের যেরূপ আনন্দ হয়, সেইরূপ তোমাকে দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ হইবে। ১৩

শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত, রাত্রিও অবসান প্রায়, শীঘ্র বেশ-বিন্যাস করিয়া আমার কথানুসারে আইস, শ্রীহরির মনোরথ পূর্ণ কর। ১৪

শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় তৎপর জয়দেব ইহা রচনা করিলেন। সুকৃতি ভক্তগণ সেই উদার চরিত পরম-সুন্দর শ্রীহরিকে উৎফুল্ল হৃদয়ে প্রণিপাত কর। ১৫

তোমার প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণ মদনবাণে প্রপীড়িত হইয়া মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, পুনঃ পুনঃ শয্যা রচনা করিতেছেন, এবং উদ্বিগ্নমনে ক্ষণে ক্ষণে পথ পানে চাহিয়া দেখিতেছেন। ১৬

তোমার বিপরীত আচরণ দর্শনে দিবাকর অস্তমিত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরের অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকাররাশি ঘনতর হইতেছে; চক্রবাকের ন্যায় করুণস্বরে বহুক্ষণ হইতে আমি তোমায় অনুনয় করিতেছি; হে সুন্দরি! আর বিলম্ব কেন; অভিসারের রমণীয় সময় উপস্থিত হইয়াছে। ১৭

যখন তোমরা সেই ঘনান্ধকার মধ্যে পরস্পরের উদ্দেশ্যে গমন করিয়া পরস্পর মিলিত হইয়াছিলে, এবং সম্ভাষণ, আলিঙ্গন, চুম্বন, নখাঘাত, সাত্ত্বিকভাব-ভয়,

অন্যার্থং গতয়োর্ভ্রমান্মিলিতয়োঃ সম্ভাষণৈর্জ্ঞানতো-
দম্পত্যোরিহ কো ন কো ন তমসি ব্রীড়াবমিশ্রো রসঃ ॥ ১৮
সভয়চকিতং বিন্যস্যন্তীং দৃশৌ তিমিরে পথি,
প্রতিতরু মুহুঃ স্থিত্বা মন্দং পদানি বিতন্বতীম্।
কথমপি রহঃ প্রাপ্তামঙ্গৈরনঙ্গতরঙ্গিভিঃ,
সুমুখি সুভগঃ পশ্যন্ স ত্বামুপৈ তু কৃতার্থতাম্ ॥ ১৯
রাধামুগ্ধমুখারবিন্দমধুপস্ত্রৈলোক্যমৌলিস্থলী-
নেপথ্যোচিতনীলরত্নমবনীভারাবতারান্তকঃ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীজনমনস্তোষপ্রদোষশ্চিরম্
কংসধ্বংসনধূমকেতুরবতু ত্বাং দেবকীনন্দনঃ ॥ ২০

ইতি পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

অথ তাং গন্তুমশক্তাং চিরমনুরক্তাং লতাগৃহে দৃষ্ট্বা।
তচ্চরিতং গোবিন্দে মনসিজমন্দে সখী প্রাহ ॥ ১

অবশেষে রতি-প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলে, তখন তোমরা লজ্জাবিজড়িত হইয়া কত রস না উপভোগ করিয়াছিলে? ১৮

হে চন্দ্রাননে! তুমি অন্ধকারময় পথে চলিবার সময় ভীতি-নিবন্ধন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিবে এবং প্রত্যেক তরুমূলে বিশ্রাম করিয়া মৃদুমন্দ পদক্ষেপ করিবে। তোমার এই অনঙ্গ-রঙ্গ পূর্ণ দেহ বিরলে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৃতার্থ হইবেন, আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিবেন। ১৯

শ্রীরাধার কমনীয়-বদন-কমলে ভৃঙ্গরূপী, ত্রিভুবনের মুকুটমণী নিলমণিরূপী, ধরিত্রীর দুর্ব্বহ ভারতুল্য পাপাত্মাদিগের সংহাররূপ, গোপাঙ্গনাগণের মনোভিলাষপূর্ণকারী সন্ধ্যাসমাগমরূপী, কংসরাজের পক্ষে ধূমকেতুরূপী সেই দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন। ২০

ইতি পঞ্চম সর্গ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রবল অনুরাগিনী হইয়াও শ্রীরাধা লতাকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার গমনের সামর্থ্য নাই; শ্রীকৃষ্ণ মদনবেশে উৎসাহহীন। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইয়া সখী কহিতে লাগিলেন। ১

(গীতম্)

[গৌণ্ডকিরীরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে।]

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্। ত্বদধরমধুরমধূনি পিবন্তম্।
নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে ॥ ২

ত্বদভিসরণরভসেন বলন্তী। পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী ॥ ৩

বিহিতবিশদবিসকিশলয়বলয়া। জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া ॥ ৪

মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা। মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥ ৫

ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্। হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্ ॥ ৬

শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্। হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্ ॥ ৭

ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা। বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা ॥ ৮

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতম্। রসিকজনং তনুতামতিমুদিতম্ ॥ ৯

হে হরি! হে নাথ! শ্রীমতী কুঞ্জগৃহে অবসন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে যে, তিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই যেন তুমি আসিয়া তাঁহার অধরামৃত পান করিতেছ। ২

তোমার নিকট আসিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া দুই এক পা অগ্রসর হইতেই তিনি স্খলিতপদ হইয়া ভূতলে পড়িয়া যাইতেছেন। ৩

স্বচ্ছ মৃণালবলয় এবং কিশলয়-কঙ্কণ পরিধান করিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবেন, এই আশায় তিনি জীবিত রহিয়াছেন। ৪

শ্রীমতি তোমার মত বেশ-ভূষা ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ চাহিয়া দেখিতেছেন এবং "আমিই শ্রীকৃষ্ণ" মনে করিয়া আমোদিত হইতেছেন। ৫

"প্রাণনাথ এখনও কেন অভিসারে আসিতেছেন না" শ্রীমতী পুনঃ পুনঃ সহচরীগণকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ৬

কখনও মেঘবরণ অন্ধকারকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া চুম্বন ও আলিঙ্গন করিতেছেন। ৭

হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার বিলম্ব দর্শনে শ্রীরাধার লজ্জা দূরে পলাইয়াছে। শ্রীমতী বাসর-শয্যা রচনা করিয়া বিলাপ ও ক্রন্দন করিতেছেন। ৮

জয়দেব কবি-রচিত এই সরস পদাবলী রসিক জনগণের হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করুক। ৯

বিপুলপুলকপালিঃ স্ফীতশীৎকারমন্তর্জনিতজড়িমকাকুব্যাকুলং ব্যাহরন্তী।
তব কিতব বিধায়ামন্দকন্দর্পচিন্তাং রসজলধিনিমগ্না ধ্যানলগ্না মৃগাক্ষী ॥১০

অঙ্গেষ্বাভরণং করোতি বহুশঃ পত্রেঽপি সঞ্চারিণি
প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি।
ইত্যাকল্পবিকল্পতল্পরচনাসঙ্কল্পলীলাশত-
ব্যাসক্তাপি বিনা ত্বয়া বরতনুর্নৈষা নিশাং নেষ্যতি ॥ ১১

কিং বিশ্রাম্যসি কৃষ্ণভোগিভবনে ভাণ্ডীরভূমীরুহি
ভ্রাতর্যাহি ন দৃষ্টিগোচরমিতঃ সানন্দনন্দাস্পদম্।
রাধায়া বচনং তদধ্বগমুখান্নন্দান্তিকে গোপতো,
গোবিন্দস্য জয়ন্তি সায়মতিথিপ্রাশস্ত্যগর্ভা গিরঃ ॥ ১২

ইতি ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬

সপ্তমঃ সর্গঃ।

অত্রান্তরে চ কুলটাকুলবর্ত্মপাতসঞ্জাতপাতক ইব স্ফুটলাঞ্ছনশ্রীঃ।
বৃন্দাবনান্তরমদীপয়দংশুজালৈর্দিক্সুন্দরীবদনচন্দনবিন্দুরিন্দুঃ ॥ ১

হে শঠ! মৃগনয়না শ্রীরাধা রোমাঞ্চিত হইতেছেন; মোহাভিভূতহৃদয়ে, ব্যাকুলতায় চীৎকার করিয়া বিলাপ করিতেছেন; তোমার ধ্যানে, অনঙ্গচিন্তায়, প্রেমরসসাগরে নিমগ্না রহিয়াছেন ॥ ১০

তিনি পুনঃপুনঃ অঙ্গে আভরণ ধারণ করিতেছেন; পত্রপতন-শব্দে চকিত হইয়া তুমি আসিতেছ মনে করিয়া শয্যা রচনা করিতেছেন; দীর্ঘকাল হইতে শ্রীমতী তোমার চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। এই প্রকার বেশ-বিন্যাসে, তোমার উপস্থিত সম্ভাবনা স্থির করিয়া, শয্যা রচনায়, তোমার অনুধ্যানে, নিয়ত অনুরক্ত থাকিয়াও শ্রীমতী তোমার বিরহে যামিনী অতিবাহিত করিতে সমর্থ নহেন। ১১

"হে ভ্রাতঃ! বটবৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতেছ কেন? উহা যে কালসর্পের আবাসস্থান, অনতিদূরে আনন্দময় নন্দের ভবন দেখা যাইতেছে, সেখানে যাইতেছ না কেন?" শ্রীমতী পথিকের মুখে উক্ত বার্ত্তা প্রেরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ নন্দের নিকট উহা গোপন করেন, এবং সন্ধ্যাকালে উপস্থিত অতিথিস্বরূপ পথিকেরই প্রশংসা করেন। শ্রীহরির সেই প্রশংসা-বাক্য জয়যুক্ত হউক ॥ ১২

ইতি ষষ্ঠ সর্গ।

প্রসরতি শশধরবিম্বে বিহিতবিলম্বে চ মাধবে বিধুরা।
বিরচিতবিবিধবিলাপং সা পরিতাপং চকারোচ্চৈঃ ॥ ২

(গীতম্)

[মালবরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।]

কথিতসময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্। মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্।
যামি হে কমিহ শরণং সখীজনবচনবঞ্চিতা ॥ ৩

যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্। তেন মম হৃদয়মিদমশরকীলিতম্॥ ৪

মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতনা। কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা ॥ ৫

মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযামিনী। কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃতকামিনী ॥ ৬

অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং। হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্॥ ৭

কুসুমসুকুমারতনুমতনুশরলীলয়া। স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়া ॥ ৮

অনন্তর দিগঙ্গনাগণের ললাট-তিলকরূপী চন্দ্রদেব উদিত হইয়া স্বীয় কিরণজালে বৃন্দাবনধাম আলোকিত করিলেন। কুলটাগণকে কুলচ্যুত করায় তাঁহার যে পাপ ঘটিয়াছিল, তাহার চিহ্নস্বরূপ কলঙ্ক রেখাগুলি পরিস্ফুট হইল। ১

চন্দ্ররশ্মি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইলে এবং শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে বিলম্ব দেখিয়া বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধা ব্যাকুলা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ২

নির্দ্দিষ্ট সময়েও শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে আসিলেন না। আমার বিমল রূপযৌবন বিফল হইল। সখীরা আমায় বঞ্চনা করিল, আমি কোথায় যাইব, কাহার আশ্রয় লইব? ৩

এই রজনীতে এই দুর্গম বনমধ্যে যাঁহার আশায় অপেক্ষা করিতেছি, তিনিই আমায় কামশরে বিদ্ধ করিতেছেন। ৪

আমার মরণই মঙ্গল; বৃথা জীবন ধারণে ফল কি? আমি সংজ্ঞাহীনা, আমি বিরহ-অনলে দগ্ধ হইতেছি। ৫

এই মধুর বাসন্তী রজনী আমাকে আকুল করিতেছে, কিন্তু অন্য পুণ্যবতী রমণী প্রাণনাথ-সম্মিলনে সুখী হইতেছে। ৬

আমার এই বলয়াদি মণিময় অলঙ্কার, কৃষ্ণ বিয়োগানল উদ্দীপিত করিয়া, আমাকে দারুণ যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। ৭

আমার বক্ষোপরি এই যে সুকুমার কুসুমহার বিষম শরের ন্যায় উহা বিদ্ধ হইতেছে। ৮

অহমিহ নিবসামি ন গণিতবনবেতসা। স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা॥ ৯
হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী। বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমলকলাবতী॥ ১৭

তৎ কিং কামপি কামিনীমভিসৃতঃ কিং বা কলাকেলিভি-
র্বদ্ধো বন্ধুভিরন্ধকারিণি বনাভ্যর্ণে কিমুদ্‌ভ্রাম্যতি।
কান্তঃ ক্লান্তমনা মনাগপি পথি প্রস্থাতুমেবাক্ষমঃ,
সঙ্কেতীকৃতপুঞ্জমঞ্জুললতাকুঞ্জেঽপি যন্নাগতঃ॥ ১১
অথগতাং মাধবমন্তরেণ সখীমিয়ং বীক্ষ্য বিষাদমূকাম্।
বিশঙ্কমানা রমিতং কয়াপি জনার্দ্দনং দৃষ্টবদেতদাহ॥ ১২

(গীতম্)

[বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।]

স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা। গলিতকুসুমদরবিলুলিতকেশা।
কাপি মধুরিপুণা বিলসতি যুবতিরধিকগুণা॥ ১৩

এই কণ্টকাবৃত বেতসলতা প্রভৃতির কষ্ট তুচ্ছ মনে করিয়া আমি এখানে আসিয়াছি, কিন্তু হায়! শ্রীহরি আমাকে বিস্মৃত হইয়া আছেন। ৯

হরিচরণপরায়ণ শ্রীজয়দেব কবি-বিরচিত এই মধুর গীতিকা কোমলাঙ্গী রতি-কলাশালিনী যুবতীর ন্যায় তোমাদের হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করুক। ১০

প্রাণনাথ এই নির্দ্দিষ্ট বেতসকুঞ্জে এখনও আসিলেন না; বোধ হয় অন্য কোন রমণী-অভিসারে গমন করিয়াছেন, অথবা সখাদিগের সহিত ক্রীড়া-পাশে আবদ্ধ হইয়াছেন, অথবা এই ঘোর অন্ধকারে তিনি পথহারা হইয়াছেন, অথবা আমার দারুণ দশার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। ১১

অবশেষে শ্রীরাধিকা যখন দেখিলেন, তাঁহার সহচরী একাকিনী বিষণ্ণ মনে মৌন-ভাবে ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন তাঁহার মনে হইল, শ্রীকৃষ্ণ অপর গোপাঙ্গনাগণের সহিত বিহারে উন্মত্ত আছেন। এই আশঙ্কা করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াই যেন শ্রীমতী বলিতে লাগিলেন: ১২

শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই অন্য রমণীর সহিত বিহার করিতেছেন; সে রমণী আমাপেক্ষা গুণবতী সন্দেহ নাই; সে অবশ্যই কামকলায় সুসজ্জিত হইয়াছে; তাহার কেশকলাপ আলুলায়িত এবং কুন্তলকুসুম বিগলিত হইতেছে। ১৩

হরিপরিরম্ভণবলিতবিকারা। কুচকলসোপরি তরলিতহারা ॥ ১৪
বিচলদলকললিতাননচন্দ্রা তদধরপানরভসকৃততন্দ্রা ॥ ১৫
চঞ্চল-কুণ্ডল-ললিতকপোলা। মুখরিতরসনজঘনগতিলোলা ॥ ১৬
দয়িতবিলোকিতলজ্জিতহসিতা। বহুবিধকূজিতরতিরসরসিতা ॥ ১৭
বিপুলপুলকপৃথুবেপথুভঙ্গা। শ্বসিতনিমীলিতবিকসদনঙ্গা ॥ ১৮
শ্রমজলকণভরসুভগশরীরা। পরিপতিতোরসি রতিরণধীরা ॥ ১৯
শ্রীজয়দেবভণিতহরিরমিতম্। কলিকলুষং জনয়তু পরিশমিতম্ ২০
বিরহপাণ্ডুমুরারিমুখাম্বুজদ্যুতিচয়ং তিরয়ন্নপি বেদনাম্।
বিধুরতীব তনোতি মনোভুবঃ, সুহৃদয়ে হৃদয়ে মদনব্যথাম্ ॥ ২১

শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে তাহার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতেছে, এবং তাহার কুচকুম্ভোপরি বিজড়িত কণ্ঠহার দোদুল্যমান হইতেছে। ১৪

অলকাবলী বিচলিত হওয়ায় সেই রমণীর চন্দ্রবদনে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, প্রাণবল্লভের অধর-সুধাপানের আবেশে তাহার নয়ন-কমল নিমীলিত হইতেছে। ১৫

তাহার কর্ণকুণ্ডল চঞ্চল হওয়ায় গণ্ডদ্বয়ের সুন্দর শোভা হইয়াছে, এবং তাহার নিতম্ব-আন্দোলনে চন্দ্রহারের মধুরধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। ১৬

প্রাণনাথের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কখনও সে লজ্জিত হইতেছে, কখনও হাস্য করিতেছে, কখনও কামোন্মত্তা হইয়া মদনবিকার-সুচারুধ্বনি উত্থিত করিতেছে। ১৭

তাহার শরীর রোমাঞ্চিত ও কামতরঙ্গে ভাসমান, ঘন ঘন নিশ্বাস পতনে ও পুনঃপুনঃ নয়ন নিমীলনে তাহার মদনাবেশ প্রকাশিত হইতেছে। ১৮

সে মদন-সংগ্রামে সুদক্ষা, রতিশ্রম-স্বেদে তাহার দেহ মধুর ভাব ধারণ করিয়াছে। প্রাণেশ্বরের হৃদয়োপরি সে কেমন নিপতিতা রহিয়াছে। ১৯

এই জয়দেব কবি-বিরচিত এই শ্রীহরি-বিহার-বর্ণনা, কলি-কলুষের শমন বিধান করুক। ২০

মদনসখা চন্দ্র অস্তগামী হইয়া সন্তপ্তজনের হৃদয়-বেদনা দূর করিতেছেন সত্য, কিন্তু আমার হৃদয়ে মদনানল বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছেন; যেহেতু তাঁহার পাণ্ডুর বদন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডুবর্ণ মুখকমলের স্মৃতি আমার হৃদয়ে জাগরূক হইতেছে। ২১

(গীতম্)

[গুর্জ্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে ।]

সমুদিতমদনে রমণীবদনে চুম্বনবলিতাধরে ।
মৃগমদতিলকংলিখতি সপুলকং মৃগমিব রজনীকরে ।
রমতে যমুনাপুলিনবনে বিজয়ীমুরারিরধুনা ॥ ২২
ঘনচয়রুচিরে রচয়তি চিকুরে তরলিততরুণাননে ।
কুরুবককুসুমং চপলাসুষমং রতিপতিমৃগকাননে ॥ ২৩
ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে মৃগমদরুচিরূষিতে ।
মণিসরমমলং তারকপটলং নখপদশশিভূষিতে ॥ ২৪
জিতবিসশকলে মৃদুভুজযুগলে করতলনলিনীদলে ।
মরকতবলয়ং মধুকরনিচয়ংবিতরতি হিমশীতলে ॥ ২৫
রতিগৃহজঘনে বিপুলাপঘনে মনসিজকনকাসনে ।
মণিময়রসনং তোরণহসনং বিকিরতি কৃতবাসনে ॥ ২৬

রতি-রণ-জয়ী শ্রীকৃষ্ণ যমুনা-পুলিনস্থিত বনে কেলি করিতেছেন; তিনি পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া কামিনীর কামোদ্দীপক বদনে শশধরের কলঙ্করেখার ন্যায় কস্তূরী রস দ্বারা তিলকাঙ্কিত করিয়া দিতেছেন, এবং পুনঃপুনঃ তাহার অধর চুম্বন করিতেছেন। ২২

সেই রমণীর কেশপাশ জলদপটলের ন্যায় মনোহর এবং কামরূপ হরিণের বিহারস্থল; শ্রীকৃষ্ণ তাহার কবরিতে পুষ্প নিবেশিত করিয়া দিতেছেন। ১৩

সেই কামিনীর কুচযুগল কস্তুরী রসে অনুলিপ্ত, গগনমণ্ডলসদৃশ; তাহার উপর নখাঘাতরূপ চন্দ্র বিরাজ করিতেছে এবং শ্রীকৃষ্ণ তহাতে যেন মুক্তাহার-স্বরূপ নক্ষত্রমালা অর্পণ করিয়া দিতেছেন। ২৪

তাহার কোমল বাহুদ্বয় মৃণালকে এবং স্নিগ্ধ করতল পদ্মিনীকে পরাভূত করিয়াছে; শ্রীকৃষ্ণ তাহতে মধুকরনিচয়সদৃশ মরকতবলয় সংযোজিত করিয়া দিতেছেন। ২৫

তাহার বিপুল নিতম্ব রতির গৃহস্বরূপ এবং কন্দর্পের সুবর্ণপীঠ স্বরূপ; তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মদনানল প্রজ্বলিত হইতেছে ২৬।

চরণকিশলয়ে কমলানিলয়ে নখমণিগণপূজিতে।
বহিরপবরণং যাবকভরণং জনয়তি হৃদি যোজিতে ॥ ২৭
রময়তি সুভৃশং কামপি সুদৃশং খলহলধরসোদরে।
কিমফলমবসংচিরমিহ বিরসংবদ সখি বিটপোদরে ॥ ২৮
ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে।
কলিযুগচরিতং ন বসতু পূরিতংকবিনৃপজয়দেবকে ॥ ২৯
নায়াতঃ সখি নির্দ্দয়ো যদি শঠস্ত্বং দূতি কিং দূয়সে।
স্বচ্ছন্দং বহুবল্লভঃ স রমতে কিংতত্র তে দূষণম্।
পশ্যাদ্য প্রিয়সঙ্গমায় দয়িতস্যাকৃষ্যমাণং গুণৈ-
রুৎকণ্ঠার্ত্তিভরাদিদং স্ফুটতরং চেতঃ স্বয়ং যাস্যতি ॥ ৩০

(গীতম্)

[দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে।]

অনিলতরলকুবলয়নয়নেন। তপতি ন সা কিশলয়শয়নেন ॥
সখি যা রমিতা বনমালিনা ॥ ৩১

তিনি সেই নিতম্বে মণিময় চন্দ্রহার শোভিত করিতেছেন, এবং সেই চন্দ্রহার তোরণদ্বারে লম্বমান পুষ্পমালার শোভাকেও পরাজিত করিতেছে। ২৭

সেই রমণীর কমনীয় পদপল্লব কমলার আলয়স্বরূপ এবং তাহা নখরূপ মণিসমূহে বিভূষিত; শ্রীকৃষ্ণ সেই চরণকমল হৃদয়ে ধারণ করিয়া, অলক্তানুরঞ্জিত করিতেছেন। ২৭

হে সখি! বলরাম-সহোদর সেই খল শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই কোন সুন্দরীকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। তবে আমি আর কেন এই ঘোর বনে একাকিনী রাত্রি যাপন করি। ২৮

শ্রীকৃষ্ণ-চরণ সেবক কবিপ্রবর জয়দেব বিরচিত শৃঙ্গার-রসাত্মক হরিগুণ-কীর্ত্তনযুক্ত গানে কলিযুগের পাপ দূর হউক। ২৯

হে সখি! সেই নিষ্ঠুর শঠ শ্রীকৃষ্ণ আসিল না বলিয়া তুমি দুঃখিত হইও না, তোমার দোষ কি? তাঁহার অনেক প্রেয়সী, তিনি তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। কিন্তু আমার হৃদয় সেই প্রাণকান্তের গুণে মুগ্ধ; বোধ হয়, উদুৎকণ্ঠায় এ প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া এখনই তাঁহার সহিত মিলিত হইবে। ৩০

ইন্দীবর-লোচন শ্রীকৃষ্ণ যে রমণীর সহিত বিহার করেন, সে কখনও সন্তপ্ত

বিকসিতসরসিজললিতমুখেন। স্ফুটতে ন সা মনসিজবিশিখেন ॥ ৩২

প্রাতর্নীলনিচোলমচ্যুতমুরঃসংবীতপীতাংশুকম্,
রাধায়াশ্চকিতং বিলোক্য হসতি স্বৈরং সখীমণ্ডলে।
ব্রীড়াচঞ্চলমঞ্চলং নয়নয়োরাধায় রাধাননে,
স্মেরস্মেরমুখোঽয়মস্তু জগদানন্দায় নন্দাত্মজঃ ॥ ৩২

ইতি সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

অষ্টমঃ সর্গঃ।

অথ কথমপি যামিনীং-বিনীয়, স্মরশরজর্জ্জরিতাপি সা প্রভাতে।
অনুনয়বচনং বদন্তমগ্রে, প্রণতমপি প্রিয়মাহ সাভ্যসূয়ম্ ॥ ১

(গীতম্)

[ভৈরবীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।]

রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষম্,
বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশম্।
হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্,
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্ ॥ ২

হয় না ; বনমালীর বদনকমল প্রফুল্ল কমলের ন্যায় প্রাণ স্নিগ্ধকর ; তিনি যাহার সহিত বিহার করেন, কামশর আর তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারে না। ৩১

একদিন প্রত্যূষে শ্রীকৃষ্ণকে ভ্রমবশে নীলাম্বরী শাড়ি পরিধান করিতে এবং শ্রীরাধাকে পীতবসন ধারণ করিতে দেখিয়া সহচরী-মণ্ডলী শ্রীমতীর সলজ্জ বদন প্রতি সহাস্যে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বমূলীভূত নন্দনন্দন শ্রীমধুসূদন ত্রিভুবনের আনন্দ বর্দ্ধন করুন। ৩২

ইতি সপ্তম সর্গ।

শ্রীমতী রাধা কোন ক্রমে রাত্রিযাপন করিলেন, প্রত্যূষে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রণতিপূর্ব্বক বহু অনুনয় করিতে লাগিলেন। মদনানলে জর্জ্জরিতা শ্রীরাধা তখন অসূয়াবশে বলিতে লাগিলেন। ১

যাও যাও হরি! আর প্রতারণা করিও না ; হে কেশব! রাত্রি-জাগরণে তোমার লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়াছে, আলস্যে চক্ষু মুদিয়া আসিতেছে, বোধ

কজ্জলমলিনবিলোচনচুম্বনবিরচিতনীলিমরূপম্।
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপম্॥ ৩
মরকতশকলকলিত কলধৌতলিপেরিব রতিজয়লেখম্॥ ৪
চরণকমলগলদলক্তকসিক্তমিদং তব হৃদয়মুদারম্।
দর্শয়তীব বহির্মদনদ্রুমনবকিশলয়পরিবারম্॥ ৫
দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদম্।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ তব বপুরেতদভেদম্॥ ৬
বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোঽপি ভবিষ্যতি নূনম্।
কথমথ বঞ্চয়সে জনমনুগতমসমশরজ্বরদূনম্॥ ৭
ভ্রমতি ভবানবলাকবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রম্।
প্রথয়তি পূতনিকৈব বধূবধনির্দ্দয়বালচরিত্রম্॥ ৮
শ্রীজয়দেবভণিতরতিবঞ্চিতখণ্ডিতযুবতিবিলাপন্।
শৃণুত সুধামধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোঽপি দুরাপম্॥ ৯

হইতেছে যেন প্রেমিকার প্রেমরসাবেশের স্পষ্ট অনুরাগ প্রকাশ পাইতেছে। হে কমললোচন! যে তোমার মনোদুঃখ দূর করিবে, তাহার নিকট যাও। ২

হে কৃষ্ণ! সেই বিলাসিনীর কজ্জলানুলেপিত বদন-চুম্বনে তোমার লোহিত ওষ্ঠাধার দেহের ন্যায় নীলিমাভ ধারণ করিয়াছে। ৩

মদন-রণে কামিনীর তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে তোমার নীল দেহ যেন মরকত খচিত স্বর্ণাক্ষরে রতির বিজয় পত্র লিখিত হইয়াছে। ৪

সুন্দরীর চরণ-কমলের অলক্তকরাগে তোমার বিশাল বক্ষ অনুরঞ্জিত হওয়ায়, বোধ হইতেছে যেন মদনতরুর নব পল্লব বিকাশ হইতেছে। ৫

তোমার অধরে বিলাসিনীদিগের দশন-দংশন চিহ্ন দেখিয়া আমার খেদের সীমা নাই। হায়! এখনও কেন আমি তোমাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করি? ৬

হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার বহিরঙ্গে যেরূপ মলিনতা প্রকাশিত, তোমার মনেও সেইরূপ মলিনতা, তাহা না হইলে তুমি এই মদনশরে-পীড়িতা অনুগতাকে কেন বঞ্চনা করিতেছ? ৭

তুমি বাল্যকাল হইতেই নারীবধে সুদক্ষ; পুতনা-বধই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এখন এই কৈশোরে তুমি যে রমণীবধের জন্য বনে বনে বিচরণ করিতেছ, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ৮

তবেদং পশ্যন্ত্যাঃ প্রসরদনুরাগাৎ বহিরিব ;
প্রিয়াপাদালক্ত-চ্ছুরিতমরুণ-চ্ছায়-হৃদয়ম্।
মমাদ্য প্রখ্যাত-প্রণয়ভরভঙ্গেন কিতব,
ত্বদালোকঃ শোকাদপি কিমপি লজ্জাং জনয়তি ॥ ১০
অন্তর্মোহনমৌলিঘূর্ণনচলন্মন্দারবিস্রংসন-
স্তব্ধাকর্ষণদৃষ্টিহর্ষণমহামন্ত্রঃ কুরঙ্গীদৃশাম্।
দৃপ্যদ্দানবদূয়মানদিবিষদ্দুর্ব্বারদুঃখাপদাম্, ভ্রংশঃ কংস-
রিপোর্ব্যপোহয়তু ন বঃ শ্রেয়াংসি বংশীবরঃ ॥ ১১

ইতি অষ্টমঃ সর্গঃ ॥

নবমঃ সর্গঃ।

তামথ মন্মথখিন্নাং রতিরসভিন্নাং বিষাদসম্পন্নাম্।
অনুচিন্তিতহরিচরিতাং কলহান্তরিতামুবাচরহঃসখী ॥ ১

হে পণ্ডিতগণ! জয়দেব-বিরচিত রতি-রস-বঞ্চিতা খণ্ডিতা যুবতীর এই বিলাপ-বর্ণন সুধা অপেক্ষাও সুমিষ্ট এবং স্বর্গে ইহা সুদুর্লভ; আপনারা ইহা শ্রবণ করুন। ৯

হে শঠ! প্রিয়তমার চরণালক্তকে রঞ্জিত তোমার বক্ষঃস্থল অরুণাভ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে তোমার হৃদয়ের গাঢ় অনুরাগ বাহিরে প্রকাশ হইয়াছে। তোমার এই মূর্ত্তি দেখিয়া প্রণয়ভঙ্গের শোক অপেক্ষা মনে কেমন এক বিষম লজ্জার উদ্রেক হইতেছে। ১০

কংশ-নিসূদন যে বংশীরবে মৃগনয়নাগণের মন হরণ করে, মস্তক বিঘূর্ণিত করে, কেশশোভিত পারিজাতমালা স্থানচ্যুত করে, বুদ্ধিভ্রংশ করে, চিত্ত চঞ্চল করে, নেত্রের আনন্দ উৎপাদন করে, আর যাহা দৈত্য-নিপীড়িত দেবগণের ক্লেশ হরণ করে, সেই বংশী তোমাদিগের মঙ্গল সাধন করুক। ১১

ইতি অষ্টম সর্গ।

তদনন্তর সেই মদনবাণে প্রপীড়িতা রতি-সুখবঞ্চিতা, বিষাদযুক্তা, শ্রীকৃষ্ণের দুর্ব্ব্যবহারে ব্যথিতা, চিন্তাযুক্তা শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া কোনও সখী কহিতে লাগিলেন। ১

(গীতম্)

[রামকিরী রামবতিতালভ্যাং গীয়তে !]

হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে। কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে।
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে ॥ ২
তালফলাদপি গুরুমতিসরসম্। কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসম্ ॥ ৩
কতি ন কথিতমিদমনুপদমচিরম্। মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরম্ ॥ ৪
কিমতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা। বিহসতি যুবতিসভা তব সকলা ॥ ৫
সজলনলিনীদলশীলিতশয়নে। হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে ॥ ৬
জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদম্। শৃণু মম বচনমনীহিতভেদম্ ॥ ৭
হরিরুপযাতু বদতু বহু মধুরম্। কিমিতি করোষি হৃদয়মতি বিধুরম্ ॥ ৮
শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতম্। সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতম্ ॥ ৯

হে মানময়ি! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মান করিও না। ঐ দেখ, তিনি তোমার অভিসারে আগমন করিতেছেন। মৃদুমন্দ মলয় সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে; এতদপেক্ষা গৃহে আর কি সুখ থাকিতে পারে? ২

সুপক্ক তালফল হইতেও গুরুতর ও মনোহর তোমার এই পীনোন্নত কুচকুম্ভ, কেন বিফলে নষ্ট করিতেছ? ৩

আমি তোমাকে বার বার অনুরোধ করিয়া বলিতেছি—এমন পরম সুন্দর প্রাণবল্লভকে কখনও প্রত্যাখ্যান করিও না। ৪

বিহ্বলা ও ব্যাকুলা হইয়া কেন রোদন করিতেছ? তোমার এই ভাব দেখিয়া যুবতীরাও হাস্য করিতেছে। ৫

এই সকল কোমলদল-বিরচিত স্নিগ্ধশয্যায় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন কর; তোমার নয়নযুগল সার্থক হউক। ৬

কেন হৃদয়কে ব্যাকুল করিতেছ? আমার কথা শুন, এই বিরহ-যন্ত্রণা এখনই বিদূরিত হইবে। ৭

শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ ভরিয়া তোমার প্রেমালিঙ্গন করুন; তুমি মনকে কেন বিষণ্ণ করিতেছ। ৮

শ্রীজয়দেব কবি-বিরচিত এই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র রসিকগণের আনন্দ উৎপাদন করুক। ৯

স্নিগ্ধে যৎ পরুষাসি যৎ প্রণমতি স্তব্ধাসি যদ্রাগিণি,
দ্বেষস্থাসি যদুন্মুখে বিমুখতামায়াসিতস্মিন্ প্রিয়ে।
তদ্যুক্তং বিপরীতকারিণি তব শ্রীখণ্ডচর্চ্চাবিষম্,
শীতাংশুস্তপনো হিমংহুতবহঃ ক্রীড়ামুদো যাতনাঃ ॥ ১০
সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদিদিবিষদ্বৃন্দৈরমন্দাদরা-
দানম্রৈর্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দীবরম্।
স্বচ্ছন্দং মকরন্দসুন্দরগলন্মন্দাকিনীমেদুরম্,
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে ॥ ১১

ইতি নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯

দশমঃ সর্গঃ।

অত্রান্তরে মসৃণরোষবশামসীম-নিঃশ্বাসনিঃসহমুখীং সুমুখীমুপেত্য।
সব্রীড়মীক্ষিতসখীবদনাং প্রদোষে, সানন্দগদ্গদপদং হরিরিত্যুবাচ ॥ ১

হে অভিমানিনি রাধে! তুমি স্নেহবানের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছ, বিনম্র জনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছ, অনুরক্তের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিতেছ, প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর প্রতি বিমুখ হইতেছে; অতএব চন্দনাদি তোমার নিকট বিষের ন্যায় মনে হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? চন্দ্র কেনই বা না উত্তাপ প্রদান করিবে? শিশির কেনই বা না দেহ দগ্ধ করিবে? রতি-সম্ভোগজনিত আনন্দ কেনই বা না যন্ত্রণাপ্রদ হইবে? তুমি উন্মার্গাগামিনী হওয়াতেই তোমার এই দারুণ শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে। ১০

ইন্দ্র-প্রমুখ অমরবৃন্দ সসম্ভ্রমে প্রণত হইলে, তাঁহাদের মুকুটস্থ নীলমণি যে চরণকমলে ভ্রমরবৎ বিরাজমান হয়, অবিরল বিনিঃসৃত মন্দাকিনী-ধারা যে চরণ কমলে শান্তিসঞ্চার করিয়া রাখিয়াছে, অমঙ্গল-বিনাশ আশায় আমি শ্রীকৃষ্ণের সেই চরণ-কমল বন্দনা করিতেছি। ১১

ইতি নবম সর্গ।

দিবাবসানে শ্রীমতীর ক্রোধের কিছু উপশম হইল, দীর্ঘনিশ্বাসে তাঁহার মুখ-কমল ম্লান হইয়া আসিল, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শ্রীরাধা তাহাকে দেখিয়া লজ্জিতা হইয়া সখীগণের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। তখন আনন্দোৎফুল্ল গদ্গদ-বচনে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন। ১

(গীতম্)

[দেশবরাড়ীরাগাষ্টতালাভ্যাং গীয়তে ।]

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা রোচয়তি লোচনচকোরম্॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্ দেহি মুখকমলমধুপানম্॥ ২
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী, দেহি খরনয়নশরঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনম্ যেন বা ভবতি সুখজাতম্॥ ৩
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্, ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী, তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্॥ ৪
নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনম্, ধারয়তি কোকনদরূপম্।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি, কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্॥ ৫
স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী, রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্।
রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে, ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্॥ ৬

হে প্রিয়ে! তুমি সরল-স্বভাবা, আমার প্রতি অভিমান ত্যাগ কর। তোমার শ্রীমুখ দর্শনমাত্র মদনানলে আমার অন্তর দগ্ধ হইতেছে। আমাকে তোমার বদন-কমলের মধুপান করিতে দেও। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার সহিত একটী কথা কও, তোমার দশন-পংক্তির জ্যোৎস্নায় আমার ভয়রূপ অন্ধকার দূর হইবে। তোমার বদন-চন্দ্রমার অধর-সুধা পান করিবার জন্য আমার নয়ন চকোর লোলুপ হইয়াছে। ২

হে সুদশনে! যদি যথার্থই আমার প্রতি কুপিত হইয়া থাক, তবে তীব্র-কটাক্ষবাণে আমাকে বিদ্ধ কর, ভুজপাশে বন্ধন কর এবং দন্তাঘাতে আমায় ক্ষত-বিক্ষত কর; অথবা যাহাতে তোমার তৃপ্তি হয়, তুমি তাহাই কর। ৩

তুমি আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার সংসার-সমুদ্রের রত্নস্বরূপ। আমার ইহাই একান্ত কামনা যে, তুমি সতত আমার অনুরাগিণী থাক। ৪

হে কৃশাঙ্গি! তোমার নীল-নলিন-সদৃশ নয়ন-যুগল পদ্মের ন্যায় লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। এখন তুমি আমাকে অনুরাগভরে দৃষ্টি করিয়া প্রীত কর, তবেই যথানুরূপ কার্য্য হয়। ৫

স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনম্, জনিতরতিরঙ্গপরভাগম্।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ম্, সরসলসদলক্তকরাগম্॥ ৭
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্, দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো, হরতু তদুপাহিতবিকারম্॥ ৮
ইতি চটুলচাটুপটুচারুমুরবৈরিণো, রাধিকামধি বচনজাতম্।
জয়তি পদ্মাবতীরমণ জয়দেব কবি-ভারতিভণিতমতিশাতম্॥ ৯

পরিহর কৃতাতঙ্কে শঙ্কাং ত্বয়া সততং ঘন-
স্তনজঘনয়াক্রান্তে স্বান্তে পরানবকাশিনি।
বিশতি বিতনোরন্যো ধন্যো ন কোঽপি মমান্তরং
প্রণয়িনি পরীরম্ভারম্ভে বিধেহি বিধেয়তাম্॥ ১০

মুগ্ধে বিধেহি ময়ি নির্দ্দয়দন্তদংশদোর্ব্বল্লিবন্ধনিবিড়স্তনপীড়নানি।
চণ্ডি ত্বমেব মুদমঞ্চ ন পঞ্চবাণচণ্ডালকাণ্ডদলনাদসবঃ প্রয়ান্তু॥ ১১

তোমার মণিময় হার কুচ-কুম্ভোপরি দোদুল্যমান হইয়া হৃদয়-শোভা বর্দ্ধিত করুক; তোমার চন্দ্রহার তোমার ঘন নিতম্বদেশে ফলিত হইয়া মদনের প্রতি আদেশ ঘোষণা করুক। ৬

হে মধুরভাষিণি! আমাকে অনুমতি দাও, আমি এই মদনের সহায়, স্থলপদ্মের গঞ্জনাকারী, আমার হৃদয়-রঞ্জন তোমার চরণদ্বয় সরস অলক্তক-রাগে সুরঞ্জিত করি। ৭

হে প্রিয়ে! অনঙ্গ-গরল-খণ্ডনকারী তোমার পরম রমণীয় পদপল্লব আমার মস্তকে অর্পণ কর; উহা আমার মস্তকের ভূষণস্বরূপে বিরাজ করুক! দারুণ মদনানল আমার দেহ দাহন করিতেছে; সেই বিষম বিকার হইতে তুমি আমাকে রক্ষা কর। ৮

পদ্মাবতীপতি শ্রীজয়দেব কবির বর্ণিত শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার প্রীতিসম্ভাষণ-মূলক মনোরম ভারতী জগতে প্রাধান্য লাভ করুক॥ ৯

হে বৃথাশঙ্কাকারিণি! আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। হে পীনস্তনি, হে নিবিড় নিতম্বিনি, তুমি আমার হৃদয়েই বিরাজমানা রহিয়াছ; এক ভাগ্যবান মদন ব্যতীত আমার হৃদয়ে আর কাহার প্রবেশের পথ নাই। অতএব তোমার স্তনমণ্ডল-আলিঙ্গন আরম্ভ করিতে অনুমতি দাও। ১০

হে মুগ্ধে! তোমার তীক্ষ্ণদংশনে আমাকে নিপীড়িত কর, তোমার ভুজপাশে

শশিমুখি তব ভাতি ভঙ্গুরভ্রূর্যুবজনমোহকরালকালসর্পী।
ত্বদুদিতভয়ভঞ্জনায় যূনাম্, ত্বদধরসীধুসুধৈব সিদ্ধমন্ত্রঃ॥ ১২

ব্যথয়তি বৃথা মৌনং তন্বি প্রপঞ্চয় পঞ্চমম্,
তরুণি মধুরালাপৈস্তাপং বিনোদয় দৃষ্টিভিঃ।
সুমুখি বিমুখীভাবং তাবদ্বিমুঞ্চ ন মুঞ্চ মাম্,
স্বয়মতিশয়স্নিগ্ধো মুগ্ধে প্রিয়োহয়মুপস্থিতঃ॥ ১৩

বন্ধুকদ্যুতিবান্ধবোহয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধুকচ্ছবি-
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্।
নাসাভ্যেতি তিলপ্রসূন পদবীং কুন্দাভদন্তি প্রিয়ে
প্রায়স্ত্বন্মুখসেবয়া বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ॥ ১৪

দৃশৌ তব মদালসে বদনমিন্দুসন্দীপনম্, গতির্জনমনোরমা বিজিতরম্ভমূরুদ্বয়ম্।
রতিস্তব কলাবতী রুচিরচিত্রলেখে ভ্রুবাবহোবিবুধযৌবতং বহসি তন্বিপৃথ্বীগতা॥ ১৫

আমাকে বন্ধন কর, তোমার পীন-পয়োধর ভারে ব্যথিত কর। হে কোপময়ি! যেন চণ্ডাল কন্দর্পের শরাঘাতে আমাকে বিনষ্ট হইতে না হয়; তুমিই আমার দণ্ডবিধান করিয়া সুখী হও। ১১

হে শশিমুখি! তোমার ভ্রূলতা সঙ্কুচিত হইয়া ভীষণ সর্পের আকার ধারণ করিয়া যুবকদিগকে বিহ্বল করে; তাহাদিগের সেই আতঙ্ক দূরীকরণে তোমার অধরামৃতই একমাত্র সিদ্ধমন্ত্রস্বরূপ। ১২

হে কৃশাঙ্গি! বৃথা মৌনভাবে থাকিয়া কেন আর আমায় ব্যথা প্রদান করিতেছ? হে তরুণি! একবার ললিত পঞ্চমস্বরে মধুর সম্ভাষণে আমার সন্তাপ দূর কর। হে সুবদনে! বিমুখ ভাব পরিত্যাগ করিয়া একবার করুণ নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। হে মুগ্ধে! আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি, এ অনুগত জনকে ত্যাগ করিও না। ১৩

তোমার লোহিতবর্ণ অধরে বন্ধুকপুষ্পের জ্যোতি উদ্ভাসিত; পাণ্ডুবর্ণ কপোলে মধুক পুষ্পের কান্তি বিকশিত; তোমার নয়নযুগল নীলকমল-দলকে পরাভূত করিয়াছে; তোমার নাসিকা তিলফুলসদৃশ; তোমার দন্তে কুন্দকুসুমের বিকাশ দেখিতে পাই। সুন্দরি! তোমার সুন্দর বদনে কন্দর্পের পঞ্চপুষ্পবাণ বিদ্যমান। কন্দর্প কেবল তোমার শ্রীমুখের সেবা করিয়াই বিশ্ববিজয়ী হইয়াছে। ১৪

হে প্রিয়ে! তুমি নরলোকে অবস্থিতি করিয়াও দিব্যাঙ্গনাগণের কান্তি

প্রীতিং বস্তনুতাং হরিঃ কুবলয়াপীড়েন সার্দ্ধং রণে,
রাধাপীনপয়োধরস্মরণকৃৎকুম্ভেন সম্ভেদবান্।
যত্র স্বিদ্যতি মীলতি ক্ষণমথ ক্ষিপ্তে দ্বিপে তৎক্ষণাৎ,
কংসস্যালমভূর্জ্জিতং জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলঃ ॥ ১৬

ইতি দশমঃ সর্গঃ।

একাদশঃ সর্গঃ।

সুচিরমনুনয়েন প্রীণয়িত্বা মৃগাক্ষীম্, গতবতি কৃতবেশে কেশবে কুঞ্জশয্যাম্।
রচিতরুচিরভূষাং দৃষ্টিমোষে প্রদোষে, স্ফুরতি নিরবসাদাং কাপি রাধাং জগাদ॥ ১

(গীতম্)

[বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।]

হরচিতচাটুবচনরচনং চরণে রচিতপ্রণিপাতম্।
সম্প্রতি মঞ্জুলবঞ্জুলসীমনি কেলিশয়নমনুযাতম্ ॥
মুগ্ধে মধুমথনমনুগতমনুসর রাধিকে ॥ ২

প্রাপ্ত হইয়াছ। অলস দৃষ্টিহেতু তুমি মদলসা, তোমার বদন বিবুধরমণী ইন্দু-সন্দীপনী, গতি মনোহারিণী বলিয়া তুমি মনোরমা, রম্ভাতুল্য উরুযুগল বলিয়া তুমি রম্ভাবতী, রতিকলায় সুনিপুণা হেতু তুমি কলাবতী, তোমার চিত্রাঙ্কিতবৎ ভ্রূদ্বয় বলিয়া তুমি চিত্রলেখা। ১৫

কংসের রণমাতঙ্গ কুবলয়াপীড়ের সহিত সংগ্রাম সময়ে তাহার কুম্ভ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনে সাত্বিক ভাবের উদয় হওয়ায় শ্রীঅঙ্গ ঘর্ম্মসিক্ত ও নয়নকমল নিমীলিত হইয়াছিল; ক্ষণ পরে মত্তমাতঙ্গ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল শ্রীহরির জয়ধ্বনিতে গগন পরিপূর্ণ হইলে, কংসরাজের কর্ণে দারুণ শোক-কোলাহল রূপে তাহা প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগের হর্ষ বর্দ্ধন করুন। ১৬

ইতি দশম সর্গ।

উক্তপ্রকারে কিয়ৎকাল অনুনয়-বিনয়ে সেই মৃগনয়না শ্রীরাধাকে প্রসন্ন করিলে, ক্রমে প্রদোষকাল সমুপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া কুঞ্জশয্যা সমীপে গমন করিলেন; শ্রীরাধাও বিষাদ পরিত্যাগ করিয়া মনোহর বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইলেন; তখন সখী তাঁহাকে এই সরস কথাগুলি বলিলেন। ১

হে রাধে! শ্রীকৃষ্ণ বহুপ্রকার প্রিয়বাক্যে অনুনয় করিয়া, তোমার চরণে

ঘনজঘনস্তন-ভারভরে দরমন্থরচরণবিহারম্।
মুখরিতমণিমঞ্জীরমুপৈহি বিধেহি মরালনিকারম্॥ ৩
শৃণু রমণীয়তরং তরণীজনমোহনমধুরিপুরাবম্।
কুসুমশরাসনশাসনবন্দিনি পিকনিকরে ভজ ভাবম্॥ ৪
অনিলতরলকিশলয়নিকরেণ করেন লতানিকুরম্বম্
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিং প্রতিমুঞ্চ বিলম্বম্॥৫
স্ফুরিতমনঙ্গতরঙ্গবশাদিব সূচিতহরিপরিরম্ভম্।
পৃচ্ছ মনোহর হারবিমলজলধারমমুং কুচকুম্ভম্॥ ৬
অধিগতমখিলসখীভিরিদং তব বপুরপি রতিরণসজ্জম্।
চণ্ডি রণিতরসনারবডিণ্ডিমমভিসর সরসমলজ্জম্॥ ৭
স্মরশরসুভগনখেন করেন সখীমবলম্ব্য সলীলম্।
চল বলয়ক্বণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজগতিশীলম্॥ ৮

প্রণত হইয়া, মান ভঙ্গপূর্ব্বক তোমাকে প্রসন্ন করিয়া ঐ মনোহর বেতসলতা-কুঞ্জে কেলি-শয্যায় তোমার অপেক্ষা করিতেছেন। এখন সেই শরণাগত মধুসূদনের নিকটে তুমি গমন কর। ২

হে বিশালনিতম্বিনি! হে পীনপয়োধরশালিনি! তুমি মৃদুমন্দ গমনে, মণিময় নূপুরের রবে কলহংসকে পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন কর। ৩

কুঞ্জে যাইয়া চিত্তরঞ্জন মনোহর পরিহাস বাক্য শ্রবণ কর, মান পরিহার কর এবং মদনাজ্ঞা প্রচারক পিকগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন কর। ৪

হে করিশুণ্ডসম উরুযুগশালিনি! এই বায়ুসঞ্চালিত লতিকাপুঞ্জ পল্লবরূপ-হস্ত প্রসারণ করিয়া ইঙ্গিত করিতেছে; তুমি প্রিয় সন্নিধানে কুঞ্জে গমন কর, আর বিলম্ব করিও না। ৫

হে সখি! তোমার কমনীয় মুক্তাহাররূপ নির্ম্মল জলধারায় বেষ্টিত কুচকুম্ভ অনঙ্গতরঙ্গে বিকম্পিত হইয়া কৃষ্ণ আলিঙ্গনের ভাব প্রকাশ করিতেছে, তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। ৬

তুমি রতি-রণ-সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়াছ, ইহা সখীগণ সকলেই জ্ঞাত আছেন; হে রতি-যুদ্ধ-কুশলে! লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মেখলারূপ ডিণ্ডিম বাদ্য করিয়া সোৎসাহে তুমি অভিসারে গমন কর। ৭

শ্রীজয়দেবভণিতমধরীকৃতহারমুদাসিতবামম্।
হরিবিনিহিতমনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠতটীমবিরামম্॥ ৯
সা মাং দ্রক্ষ্যতি বক্ষ্যতি স্মরকথাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গনৈঃ,
প্রীতিং যাস্যতি রংস্যতে সখি সমাগত্যেতি সঞ্চিন্তয়ন্।
স ত্বাং পশ্যতি বেপতে পুলকয়ত্যানন্দতি স্বিদ্যতে
প্রত্যুদ্গচ্ছতি মূর্চ্ছতি স্থিরতমঃপুঞ্জে নিকুঞ্জে, প্রিয়ঃ॥ ১০
অক্ষ্ণোর্নিক্ষিপদঞ্জনং শ্রবণয়োস্তাপিঞ্ছগুচ্ছাবলী,
মূর্দ্ধ্নি শ্যামসরোজদাম কুচয়োঃ কস্তূরিকাপত্রকম্।
ধূর্ত্তানামভিসারসত্বরহৃদাং বিশ্বঙ্ নিকুঞ্জে সখি,
ধ্বান্তং নীলনিচোলচারুসুদৃশাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি॥ ১১
কাশ্মীরগৌরবপুষামভিসারিকাণামবদ্ধরেখমভিতো রুচিমঞ্জরীভিঃ।
এতত্তমালদলনীলতমং তমিস্রম্ তৎপ্রেমহেমনিকষোপলতাং তনোতি॥ ১২

তোমার পঞ্চকরাঙ্গুলি পঞ্চবাণ সদৃশ! তুমি সখীকে অবলম্বন করিয়া কুঞ্জে গমন কর; বলয়ধ্বনি দ্বারা তোমার গমনবার্ত্তা জানাইয়া দাও। ৮

কবি জয়দেব-বিরচিত এই গীতি হার অপেক্ষাও রমণীয়। হরিপরায়ণ ব্যক্তিগণের কণ্ঠে ইহা সর্ব্বদা বিরাজ করুক। ৯

সখি! কুঞ্জে প্রবেশ করিয়াই অনুরাগবশভরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে; প্রেমসম্ভাষণ, আলিঙ্গন এবং রমণ করিয়া প্রীতিলাভ করিবে; তোমার প্রেমোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণ তোমার চিন্তা করিয়াই কখনও কম্পিত, কখনও পুলকিত, কখনও আনন্দিত, কখনও বা ঘর্ম্মে সিক্ত হইতেছেন, কখনও প্রত্যুদগমন করিতেছেন, মোহগ্রস্ত হইতেছেন। ১০

নিবিড় অন্ধকাররাশি অভিসার-উৎকণ্ঠিতা সুন্দরীগণের প্রতি-অঙ্গ যেন আলিঙ্গন করিতেছে। নয়নে অঞ্জনলেপ, কর্ণে তমালস্তবক বিন্যাস, গলে কুবলয়ের মালা প্রদান, স্তনদ্বয়ে কস্তূরীরসে চিত্রণ,—এ সকলি তাহার আলিঙ্গনের চিহ্ন; সুতরাং সখি, অবিলম্বে প্রিয়সকাশে গমন কর। ১১

কুঙ্কুমের ন্যায় সুবর্ণ অভিসারিকাগণের লাবণ্যচ্ছটা চারিদিকে বিকীর্ণ হওয়ায়, গাঢ় অন্ধকারযুক্ত তমালবনস্থলী প্রেম রূপ সুবর্ণের কষ্টি পাথররূপে প্রতীয়মান হইতেছে। ১২

হারাবলীতরলকাঞ্চনকাঞ্চিদামমঞ্জীরকঙ্কণমণিদ্যুতিদীপিতস্য ।
দ্বারে নিকুঞ্জনিলয়স্য হরিং বিলোক্য, ব্রীড়াবতীমথ সখীমিয়মিত্যুবাচ ॥ ১৩

(গীতম্)

[দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে ।]

মঞ্জুতরকুঞ্জতলকেলিসদনে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ, বিলস রতিরভসহসিতবদনে ॥ ১৪
নবভবদশোকদলশয়নসারে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ, বিলস কুচকলসতরলহারে ॥ ১৫
কুসুমচয়রচিতশুচিবাসগেহে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ, বিলস কুসুমসুকুমারদেহে ॥ ১৬
চলমলয়পবনসুরভিশীতে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ, বিলস রতিবলিতললিতগীতে ॥ ১৭
বিততবহুবল্লিনবপল্লবঘনে ।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ, বিলস চিরমলসপীনজঘনে ॥ ১৮

অনন্তর শ্রীমতী কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত হইলে তাঁহার হার, মেখলা, নূপুর ও কঙ্কণমণিস্থ প্রভায় অন্ধকার দূরীভূত হইল; শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীমতী লজ্জায় অধোমুখী হইলেন। সেই সময় সখী তাঁহকে এই সরস কথাগুলি কহিতে লাগিলেন। ১৩

হে রাধে! তুমি প্রেমানুরাগে হাস্যবদনে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমনপূর্ব্বক কুঞ্জ-গৃহে কেলি-বিহারে প্রবৃত্ত হও। ১৪

কুচযুগ কম্পিত হওয়ায় তোমার বক্ষের হার দোদুল্যমান। নবীন অশোক-পত্রে তোমার জন্য মনোরম শয্যা বিরচিত। কুঞ্জ-গৃহে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন করিয়া বিহার কর। ১৫

হে রাধে! তোমার দেহ কুসুম-সুকুমার, তোমার নির্ম্মিত পুষ্পময় গৃহে গমন কর, এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাস কর। ১৬

মলয় সমীরে কুঞ্জ কুটীর স্নিগ্ধ ও সদাগন্ধযুক্ত সেই কেলি-গৃহে গমন করিয়া তুমি অনুরাগভরে সঙ্গীত-সহকারে বিলাস কর। ১৭

সখি! তুমি নিবিড়নিতম্বিনী মন্থরগামিনী; নবপত্রে কুঞ্জ-কুটীর তিমির-সমাচ্ছাদিত; এই সময় তুমি কুঞ্জে গিয়া শ্রীহরির সহিত বিহার কর। ১৮

মধুমুদিতমধুপকুলকলিতরাবে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ, বিলস মদনরসনরসভাবে ॥ ১৯
মধুতরলপিকনিকরনিনাদমুখরে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ, বিলস দশনরুচিরশিখরে॥ ২০
বিহিতপদ্মাবতীসুখসমাজে।
কুরু মুরারে মঙ্গলশতানি, ভণতি জয়দেব কবিরাজে ॥ ২১
ত্বাং চিত্তেন চিরং বহন্নয়মতিশ্রান্তো ভৃশন্তাপিতঃ
কন্দর্পেণ চ পাতুমিচ্ছতি সুধাসম্বাধবিম্বাধরম্।
অস্যাঙ্কং তদলঙ্কুরু ক্ষণমিহ ভ্রূক্ষেপলক্ষ্মীলব-
ক্রীতে দাস ইবোপসেবিতপদাম্ভোজে কুতঃ সম্ভ্রমঃ ॥ ২২
সা সসাধ্বসমানন্দং গোবিন্দে লোললোচনা।
শিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জীরং প্রবিবেশ নিবেশনম্ ॥ ২৩

(গীতম্)

[বরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে।]
রাধাবদনবিলোকনবিকসিতবিবিধবিকারবিভঙ্গম্
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডলদর্শনতরলিততুঙ্গতরঙ্গম্।

হে রাধে! মধুমত্ত মধুপগণের গুঞ্জনে কেলিকুঞ্জ গুঞ্জরিত; তুমি কাম-রসে হৃদয় সিক্ত করিয়া নিকটে গমন করিয়া বিহার কর। ১৯

তোমার দশন-পংক্তি পক্ক দাড়িম্ববৎ দ্যুতিবিশিষ্ট; কোকিল-কাকলিতে কুঞ্জ মুখরিত; তুমি শ্রীকৃষ্ণসমীপে গিয়া বিহার কর। ২০

কবিবর জয়দেব-বিরচিত শ্রীরাধার সুখপ্রদ এই গীত মঙ্গল বিধান করুক। ২১

হে সুন্দরি! শ্রীকৃষ্ণ বহুক্ষণ ধ্যানযোগে তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, মদনদহনে তাঁহার হৃদয় নিতান্ত সন্তাপিত হইয়াছে; সুধাময় বিম্বাধার-সুধাপানে লোলুপ হইয়াছেন। একবার যাইয়া তাঁহার অঙ্কদেশ অলঙ্কৃত কর। তোমার কমল-নয়নের একটী বঙ্কিম কটাক্ষেই কৃতদাসের ন্যায় তিনি তোমার চরণ বন্দনা করেন, তাঁহার নিকট তোমার আর লজ্জা কি? ২২

অনন্তর লজ্জা-জড়িত হর্ষে, স্পৃহাপূর্ণ লোচনে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, মনোরম নূপুরধ্বনির সহিত শ্রীমতী রাধা কুঞ্জকুটীরে প্রবেশ করিলেন। ২৩

হরিমেকরসং চিরমভিলষিতবিলাসম্।
সা দদর্শ গুরুহর্ষবশংবদবদনমনঙ্গবিকাশম্॥ ২৪
হারমমলতরতারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরম্।
স্ফুটতরফেনকদম্বকরম্বিতমিব যমুনাজলপূরম্॥ ২৫
শ্যামলমৃদুলকলেবরমণ্ডমধিগতগৌরদুকূলম্।
নীলনলিনমিব পীতপরাগপটলভরবলয়িতমূলম্॥ ২৬
তরলদৃগঞ্চলবলনমনোহরবদনজনিতরতিরাগম্।
স্ফুটকমলোদরখেলিতখঞ্জনযুগমিব শরদি তড়াগম্॥ ২৭
বদনকমলপরিশীলনমিলিতমিহিরসমকুণ্ডলশোভম্।
স্মিতরুচিরুচিরসমুল্লসিতাধরপল্লবকৃতরতিলোভম্॥ ২৮
শশিকিরণচ্ছুরিতোদরজলধরসুন্দরসকুসুমকেশম্।
তিমিরোদিতবিধুমণ্ডলনির্ম্মলমলয়জতিলকনিবেশম্॥ ২৯

শ্রীরাধাগতপ্রাণে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে অপেক্ষা করিতেছিলেন, সহসা শ্রীমতী উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রমা দর্শনে মহাসমুদ্রে যেমন তরঙ্গমালা উত্থিত হয়, শ্রীরাধার বদন-চন্দ্র শ্রীহরির হৃদয়সমুদ্রে মদন-বিকার জনিত ভাবসমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল; আনন্দাধিক্যবশতঃ তাঁহার বদন-কমলে মদনাবেশ প্রকটিত হইতে লাগিল। ২৪

যমুনা-বক্ষে ফেনপুঞ্জের ন্যায় তাঁহার নীলবক্ষে মুক্তাহার শোভা পাইতে লাগিল। ২৫

তাঁহার সুকোমল শ্যাম অঙ্গের পীতবসন মৃণালের উপর নীলপদ্মের পীত পরাগবৎ শোভিত হইল ২৬

শ্রীকৃষ্ণের রমণীয় কমলবদনের চঞ্চল কটাক্ষে রতিরাগ বৃদ্ধি করিল; যেন শরতের নির্ম্মল সরোবরে বিকসিত কমলদলে খঞ্জনযুগলে নৃত্য করিতে লাগিল। ২৭

তাঁহার উজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডলদ্বয় তাঁহার বদনকমলে দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল; তাঁহার অধরপল্লবে উল্লাস-মধুর-হাস্যে রতিলালসা বৃদ্ধি করিল। ২৮

তাঁহার কৃষ্ণ-কুন্তলে কুসুমদাম নবমেঘে চন্দ্র-রশ্মিবৎ প্রতীয়মান হইল। তাঁহার নির্ম্মল ললাট-তিলক অন্ধকার মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভিত হইল। ২৯

বিপুলপুলকভরদন্তুরিতং রতিকেলিকথাভিরধীরম্ ।
মণিগণকিরণসমূহসমুজ্জ্বলভূষণসুভগশরীরম্ ॥ ৩০
শ্রীজয়দেবভণিতবিভবদ্বিগুণীকৃতভূষণভারম্ ।
প্রণমত হৃদিনিধায় হরিং সুচিরং সুকৃতোদয়সারম্ ॥ ৩১
অতিক্রম্যাপাঙ্গং শ্রবণপথপর্য্যন্তগমন-
প্রয়াসেনৈবাক্ষ্ণোস্তরলতরতারং পতিতয়োঃ ।
তদানীং রাধায়াঃ প্রিয়তমসমালোকসময়ে,
পপাত স্বেদাম্বুঃপ্রসর ইব হর্ষাশ্রুনিকরঃ ॥ ৩২
ভজন্ত্যাস্তল্পান্তং কৃতকপটকণ্ডূতিপিহিত-
স্মিতং যাতে গেহাদ্বহিরবহিতালীপরিজনে ।
প্রিয়াস্যং পশ্যন্ত্যাঃ স্মরশরসমাকূতসুভগম্,
সলজ্জা লজ্জাপি ব্যগমদতিদূরং মৃগদৃশঃ ॥ ৩৩
জয়শ্রীবিন্যস্তৈর্ম্মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ,
স্বয়ং সিন্দূরেণ দ্বিপরণমুদা মুদ্রিত ইব ।

মণিমুক্তা বিজড়িত ভূষসমূহে তাঁহার সুন্দর দেহ সুশোভিত হইয়াছিল। তিনি অসীমপুলকে রতিক্রীড়া-বিলাসে অধীর হইয়াছিলেন। ৩০

শ্রীজয়দেব-বিরচিত এই গীতিকা শ্রীহরির ভূষণমূহকে দ্বিগুণ শোভান্বিত করিতেছে। হরিপরায়ণ ভক্তগণ সেই শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রণত হউন। ৩১

শ্রীমতীর অবিতৃপ্ত লোচনদ্বয় শ্রীহরিকে দর্শন করিবার জন্য অপাঙ্গ অতিক্রম করিয়া কর্ণমূল পর্য্যন্ত গমনে বাসনা করিল ; শ্রীমতীর চক্ষের তারা চঞ্চল হইল, তাহাতে যেন স্বেদরূপ অশ্রু প্রকট হইল। বঙ্কিম দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমতী প্রাণনাথের প্রতি সরল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ; তাহাতে তাঁহার নয়নযুগল অশ্রু ভারাক্রান্ত হইল। ৩২

শ্রীমতীর সুখাভিলাসিনী সঙ্গিনীগণ কৌশলে হাস্যসম্বরণ পূর্ব্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। মৃগনয়না শ্রীরাধা তখন মাধবের শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া শ্রীমুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন লজ্জাও যেন লজ্জা পাইয়া অন্তর্হিত হইল। ৩৩

ভুজাপীড়ক্রীড়াহতকুবলয়াপীড়করিণঃ
প্রকীর্ণাসৃগ্বিন্দুর্জয়তি ভুজদণ্ডো মুরজিতঃ ॥ ৩৪
ইতি একাদশঃ সর্গঃ।

দ্বাদশঃ সর্গঃ।

গতবতি সখীবৃন্দে মন্দত্রপাভরনির্ভরস্মরশরবশাকূতস্ফীতস্মিতস্নপিতাধরাম্।
সরসমনসং দৃষ্ট্বা রাধাং মুহুর্নবপল্লবপ্রসবশয়নে নিক্ষিপ্তাক্ষীমুবাচ হরিঃ প্রিয়াম্ ॥

(গীতম্)
(বিভাসরাগৈকতালিতালাভ্যাং গীয়তে)

কিশলয়শয়নতলে কুরু কামিনি চরণনলিনবিনিবেশম্।
তব পদপল্লববৈরিপরাভবমিদমনুভবতু সুবেশম্ ॥
ক্ষণমধুনা নারায়ণমনুগতমনুভজ রাধিকে ॥ ২

করকমলেন করোমি চরণমহাগমমিতাসি বিদূরম্।
ক্ষণমুপককুরু শয়নোপরি মামিব নূপুরমনুগতিশূরম্ ॥ ৩

বদনসুধানিধিগলিতমমৃমরিব রচয় বচনমনুকূলম্।
বিরহমিবাপনয়ামি পয়োধররোধকমুরসি দুকূলম্ ॥ ৪

প্রিয়পরিরম্ভণরভসবলিতমিবপুলকিতবতিদুরবাপম্।
মদুরসি কুচকলসং বিনিবেশয় শোষয় মনসিজতাপম্ ॥ ৫

অধরসুধারসমুপনয় ভামিনি জীবয় মৃতমিব দাসম্।
ত্বয়ি বিনিহিতমনসং বিরহানলদগ্ধবপুষমবিলাসম্ ॥ ৬

কংসের কুবলয় হস্তীকে বধ করিলে শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্বয় মন্দারমাল্যে ভূষিত হইয়াছিল। সেই বিজয় চিহ্নিত শ্রীহরির বিশাল বাহুযুগল জয়লাভ করুক ॥ ৩৪

ইতি একাদশ সর্গ।

সখীগণ কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইলে লজ্জাবনতা শ্রীরাধাকে পুনঃপুনঃ নবকিশলয় রচিত শয্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া, তাঁহার প্রেমাবেশ ও গূঢ় বাসনার বিষয় অনুভব করিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন ॥ ১ হে রাধে! মধুসূদন তোমার শরণাগত, তুমি তাঁহাকে ভজনা কর। মানিনি! নব পল্লবশয্যা তোমার চরণপদ্ম-স্পর্শে বিভূষিত হইয়াছে। তোমার ঐ চরণ স্পর্শে আমার এই শক্র জর্জ্জরিত দেহ শীতল কর ॥ ২ ॥ অনেক দূর হইতে আসিয়াছ, অনুমতি কর আমি তোমার পাদপদ্ম সেবা করি। তোমার পাদলগ্ন নূপুরের মত আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেই আমি ভাগ্যবান্ মনে করিব; আমায় নূপুরের ন্যায় গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ কর ॥ ৩ ॥ তোমার চন্দ্রবদন হইতে বাক্যামৃত নির্গত হউক, আমি তোমার পীনস্তনের বসন উন্মোচন করি ॥ ৪ ॥ হে প্রিয়ে! তোমার দুর্লভ কুচযুগল পুলকপূর্ণ দেখিয়া আলিঙ্গনাবেশে আমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত; অতএব ঐ পয়োধরযুগল আমার বক্ষে সংস্থাপন কর; আমার মদনজ্বালা নিবারিত হউক ॥৫॥ হে সুন্দরি! এ দাস তোমাতেই চিত্তসমর্পণ পূর্ব্বক বিহারাভাবে বিচ্ছেদানলে দগ্ধ ও মৃতপ্রায়;

শশিমুখি মুখরয় মণিরসনাগুণমনুগুণকণ্ঠনিনাদম্।
শ্রুতিপুটযুগলে পিকরুতবিকলে শময় চিরাদবসাদম্ ॥ ৭

মামতিবিফলরুষা বিকলীকৃতমবলোকিতুমধুনেদম্।
মীলতি লজ্জিতমিব নয়নং তব বিরম বিসৃজ রতিখেদম্ ॥৮

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমনুপদনিগদিতমধুরিপুমোদম্।
জনয়তু রসিকজনেষু মনোরমরতিরসভাববিনোদম্ ॥ ৯

প্রত্যূহঃ পুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমেষেণ চ,
ক্রীড়াকূতবিলোকনেঽধরসুধাপানে কথানর্ম্মভিঃ।
আনন্দাধিগমেন মন্মথকলাযুদ্ধেঽপি যস্মিন্নভূ-
দুদ্ভূতঃ স তয়োর্বভূব সুরতারম্ভঃ প্রিয়ম্ভাবুকঃ ॥ ১০

দোর্ভ্যাং সংযমিতঃ পয়োধরভরেণাপীড়িতঃ পাণিজৈ-
রাবিদ্ধো দশনৈঃ ক্ষতাধরপুটঃ শ্রোণীতটেনাহতঃ
হস্তেনানমিতঃ কচেঽধরসুধাপানেন সম্মোহিতঃ,
কান্তঃ কামপি তৃপ্তিমাপ তদহো কামস্য বামাগতিঃ ॥ ১১

মারাঙ্কে রতিকেলিসঙ্কুলরণারম্ভে তয়া সাহস-
প্রায়ং কান্তজয়ায় কিঞ্চিদুপরিপ্রারম্ভি যৎ সম্ভ্রমাৎ,

অধরামৃত দানে তুমি তাহার জীবন রক্ষা কর ॥ ৬ ॥ কোকিল রবে আমার কর্ণ-বিবর বিকলপ্রায়, তোমার মণিময় চন্দ্রহারের শব্দে তাহার সেই দুঃখ বিদূরিত কর ॥ ৭ ॥ মানময়ি! তুমি অকারণ অভিমান করায় আমি আকুল হইয়া পড়িয়াছি। সেই হেতু এখন তোমার নয়নদ্বয় লজ্জাসঙ্কুচিত দেখিতেছি। এখন শান্ত হও; অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক রতিক্রীড়ায় আমার প্রতি অনুকুলাচরণ কর ॥ ৮ ॥ শ্রীজয়দেব বর্ণিত রতিরস বর্ণনাপূর্ণ এই সঙ্গীত ভক্তগণের হৃদয়ে রতি রসাস্বাদনানন্দ প্রদান করুক ॥ ৯ ॥ আলিঙ্গন সময়ে রোমাঞ্চে বিঘ্ন উৎপাদন করিল, রতিক্রীড়া-কালে প্রিয়ার চন্দ্রাননদর্শনাগ্রহে নেত্রের নিমেষ পতন-জন্য বাধা জন্মিতে লাগিল, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে অধরামৃত পানে লোলুপ হইলে, শ্রীমতীর বিদ্রূপ বাক্য ব্যাঘাত উপস্থিত করিল; পরিশেষে রতিক্রীয়ারূপবিষমসমর উপস্থিত হইলে, অপূর্ব্ব আনন্দে রণের শেষ হইল। ফলতঃ এই রতিরণ-কালে প্রথমে যত প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, পরিশেষে সকলই পরম আনন্দ দানে তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিল ॥ ১০

কামদেবের কি বিচিত্র গতি! প্রহার করিলে মনুষ্যমাত্রেই কষ্ট অনুভব করে, কিন্তু শ্রীমতীর ভুজপাশে আবদ্ধ হইয়া, কুচভারে প্রপীড়িত হইয়া নখাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া, নিতম্বতাড়নে আহত হইয়া, অধরামৃত পানে মোহ প্রাপ্ত হইয়া, এবং কেশাকর্ষণে সংযমিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ প্রথমে শ্রীমতী প্রিয়তমকে পরাভূত করিবার জন্য সাহসভরে তাঁহার বিশালবক্ষে আরোহণ করিয়া-

নিস্পন্দা জঘনস্থলীশিথিলতা দোর্ব্বল্লিরুৎকম্পিতম্
বক্ষো মীলিতমক্ষি পৌরুষরসঃ স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি ॥ ১২ ॥

মীলদ্দৃষ্টিমিলিৎকপোলপুলকং শীৎকারধারাবশা-
দব্যক্তাকুলকেলিকাকুবিকসদ্দান্তাং শুধৌতাধরম্।
শ্বাসোন্নদ্ধপয়োধরোপরিপরিসঙ্গী কুরঙ্গীদৃশো,
হর্ষোৎকর্ষবিমুক্তিনিঃসহতনোর্দ্ধন্তো ধয়ত্যাননম্ ॥ ১৩

তস্যাঃ পাটলপাণিজাঙ্কিতমুরো নিদ্রাকষায়ে দৃশৌ,
নির্ধৌতোঽধরশোণিমা বিলুলিতাঃ স্রস্তস্রজো মূর্দ্ধজাঃ।
কাঞ্চীদামদরশ্লথাঞ্চলমিতি প্রাতর্নিখাতৈর্দৃশো-
রেভিঃ কামশরৈস্তদ্ভুতমভূৎ পত্যুর্মনঃ কীলিতম্ ॥ ১৪

ব্যালোলঃ কেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ স্বেদলোলৌ কপালৌ,
স্পষ্টা দষ্টাধরশ্রীঃ কুচকলসরুচা হারিতা হারযষ্টিঃ
কাঞ্চীকাঞ্চিদ্গতাশাং স্তনজঘনপদং পাণিনাচ্ছাদ্য
সদ্যঃ পশ্যন্তী সত্রপং মাং তদপি বিলুলিতস্রগ্ধরেয়ং ধিনোতি ॥ ১৫

ছিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই গুরুশ্রমে তাঁহার বাহুলতা শিথিল, নিতম্ব স্পন্দহীন, বক্ষঃস্থল বিকম্পিত এবং লোচনদ্বয় মুদ্রিত হয়। রমণীগণ পৌরুষ প্রকাশে কখনও সমর্থ হয় না॥ ১২॥ শ্রীকৃষ্ণ ধন্য, ভাগ্যবান! ঘন ঘন শ্বাস বহিয়া শ্রীরাধার স্তনযুগল উৎফুল্ল হইলে শ্রীকৃষ্ণ উহাদিগকে মর্দ্দন করিতেছিলেন; সুখাবেশে শ্রীমতীর দেহ অলসভাব ধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ পুনঃপুনঃ শ্রীমতীর বদন চুম্বন করিতেছিলেন। অহো! শ্রীমুখের কি অপূর্ব্ব মাধুরী! নয়ন নিমীলিতপ্রায়, গণ্ডদ্বয় পুলক-পূরিত। দশন-দংশন-জনিত অধর-ক্ষত স্নিগ্ধ করিবার জন্য যেন বার বার ফুৎকার বাহির হইতেছে, আর রতিজনিত আনন্দপ্রকাশে যেন এক অব্যক্ত-ধ্বনি স্ফুরিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয় যেন, বিম্বাধরকে বিধৌত করিবার জন্য দন্তের সুবিমল জ্যোস্না বাহির হইতেছে ॥১৩॥ শ্রীমতীর বক্ষঃস্থল নখরাঘাতে যেন পাটল বর্ণে অঙ্কিত, তাঁহার নয়নদ্বয় নিদ্রালস, অধরপ্রান্তের রক্তিমাভা এখন ধৌত, কুন্তলদাম আলুলায়িত, পুষ্পমালা শূন্য, চন্দ্রহার শিথিলীকৃত। কিন্তু এই পাঁচটি অনঙ্গের শর প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণের নয়নে পতিত হইবামাত্র তীব্রভাবে বিদ্ধ হইয়াছিল॥ ১৪॥ শ্রীমতীর কেশপাশ আলুলায়িত, কুসুমমালা ছিন্নবিচ্ছিন্ন, অলকাবলী স্থানচ্যুত, গণ্ডদ্বয় স্বেদসিক্ত, দশন-দংশনে অধর-মাধুরী মলিন, চন্দ্রহার স্খলিত, পীনকুচ অনাবৃত। বিবসনাহেতু স্তন ও নিতম্ব হস্তদ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক সলজ্জদৃষ্টি নিক্ষেপে শ্রীমতীকে গমন করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের রতিকেলি চিন্তা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল॥ ১৫॥

ইতি মনসা নিগদন্তং সুরতান্তে সা নিতান্তখিন্নাঙ্গী
রাধা জগাদ সাদরমিদমানন্দেন গোবিন্দম্ ॥ ১৬

(গীতম্)

(রামকিরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।)

কুরু যদুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে
মৃগমদপত্রকমত্র মনোভবমঙ্গলকলসসহোদরে।
নিজগাদ সা যদুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে ॥ ১৭
অলিকুলগঞ্জনসঞ্জনকং রতিনায়কশায়কমোচনে।
ত্বদধরচুম্বনলম্বিতকজ্জলমুজ্জ্বলয় প্রিয়লোচনে ॥ ১৮
নয়নকুরঙ্গতরঙ্গবিকাশনিরাসকরে শ্রুতিমণ্ডলে।
মনসিজপাশবিলাসধরে শুভবেশনিবেশয় কুণ্ডলে ॥ ১৯
ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তমুপরিরুচিরং সুচিরং মম সম্মুখে।
জিতকমলেবিমলেপরিকর্ম্ময়নর্ম্মজনকমলকং মুখে ॥ ২০
মৃগরসবলিতং ললিতং কুরুতিলকমলিকরজনীকরে।
বিহিতকলঙ্ককলং কমলাননবিশ্রমিতশ্রমশীকরে ॥ ২১
মম রুচিরে চিকুরে কুরুমানন্দ মানসধ্বজচামরে
রতিগলিতে ললিতে কুসুমানি শিখণ্ডিশিখণ্ডকড়ামরে ॥ ২২

শ্রীকৃষ্ণ যখন এই প্রকার চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, রতিশ্রমে ক্লান্তা শ্রীরাধা সাদরে তাঁহাকে এই কথাগুলি কহিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ হে প্রাণেশ, হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধনকারি কেশব! আমার এই কুচকুম্ভ কন্দর্পের মঙ্গল কলস-সদৃশ! তোমার চন্দন-স্নিগ্ধ হস্তদ্বারা ইহাতে কস্তূরীপত্র রচনা করিয়া দাও ॥ ১৭ ॥ হে প্রিয়দর্শন! বদনচুম্বন-কালে কন্দর্প-নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় আমার নয়নদ্বয় হইতে যে ভ্রমর কৃষ্ণ কজ্জল তোমার বদনে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা পুনর্ব্বার উজ্জ্বল করিয়া দাও ॥ ১৮ ॥ হে মনোমোহন! আমার এই লোচনদ্বয় মদন পাশের তুল্য, তাহাতে তোমার নয়নরূপ কুরঙ্গের তরঙ্গ-বিন্যাস বিদ্যমান, সেই কর্ণে তুমি কুণ্ডল পরাইয়া দাও ॥ ১৯ ॥ আমার শতদল সুন্দর মুখমণ্ডলে ভ্রমর পংক্তির ন্যায় অলকাবলী দর্শনে সখীগণ পরিহাস করিতেছে। অতএব তুমি আমার বদনমণ্ডলের শোভা সম্পাদন কর ॥ ২০ ॥ হে কমলানন! আমার বদন-শশধরের স্বেদবিন্দু মুছাইয়া দিয়া কস্তূরীরসে মনোহর তিলক করিয়া দাও; চন্দ্রে কলঙ্ক-রেখার ন্যায় তাহা শোভামান হউক ॥ ২১ ॥ হে মাধব! অনঙ্গের রথধ্বজস্থিত চামরের ন্যায় আমার মনোহর কেশপাশ সুরতকালে বিগলিত হইয়া মনোজ্ঞভাব ধারণ করিয়াছে, ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় সুন্দর সেই কুন্তলে তুমি

সরসঘনে জঘনে মম শম্বরদারণবারণকন্দরে।
মণিরসনাবসনাভরণানি শুভাশয় বাসয় সুন্দরে॥ ২৩
শ্রীজয়দেববচসি জয়দেবহৃদয়ং সদয়ং কুরুমণ্ডনে। ২৪
হরিচরণস্মরণামৃতকৃতকলিকলুষজ্বরখণ্ডনে॥ ২৪
রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ কপালয়ো-
র্ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চ স্রজা কবরীভরম্।
কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরা
বিতিনিগদিতঃ প্রীতঃপীতাম্বরোঽপি তথাকরোৎ॥ ২৫
পর্য্যঙ্কীকৃতনাগনায়কফণাশ্রেণীমণীনাং গণে,
সংক্রান্তপ্রতিবিম্বিসংবলনয়া বিভ্রদ্বিভুপ্রক্রিয়াম্।
পাদাম্ভোরুহধারিবারিধিসুতামক্ষ্ণাং দিদৃক্ষুঃ শতৈঃ
কায়ব্যূহমিবাচরন্নুপচিতীভূতো হরিঃ পাতু বঃ॥ ২৬॥
ত্বামপ্রাপ্য ময়ি স্বয়ম্বরপরাং ক্ষীরোদনীরোদরে,
শঙ্কে সুন্দরি কালকূটমপিবন্মূঢ়ো মৃড়ানীপতিঃ।
ইত্থং পূর্ব্বকথাভিরন্যমনসো নিক্ষিপ্য বক্ষোঽঞ্চলম্
রাধায়াস্তনকোরকোপরি মিলন্নেত্রো হরিঃ পাতু বঃ॥ ২৭॥

কুসুমগুচ্ছ সাজাইয়া দাও॥ ২২॥ হে শুভাশয়! আমার বিশাল সরস-নিতম্ব মদন-মাতঙ্গের কন্দরসদৃশ সুন্দর, তুমি উহাতে রত্নময় চন্দ্রহার, বসন ও ভূষণ দান কর॥ ২৩॥ শ্রীজয়দেব বিরচিত এই মঙ্গলময় রচনা হরি-চরণশরণরূপ অমৃতের ন্যায় জীবের কলি-পাতক সন্তাপ নাশ করুক, এবং এই মনোহর রচনা ভূষণরূপে বিরাজ করুক॥ ২৪॥ শ্রীমতী রাধিকা বলিলেন,—"হে মাধব! আমার স্তনমণ্ডলে কস্তূরীপত্র রচনা কর, গণ্ডদেশ চন্দনে বিচিত্র কর, নিতম্বে চন্দ্রহার বিন্যাস কর, কুন্তলে পুষ্পদাম এবং হস্তে বলয়, চরণে নূপুর পরাইয়া দাও। তখন শ্রীকৃষ্ণও আনন্দের সহিত তাহা সম্পন্ন করিলেন॥ ২৫॥ যেন চরণ-সেবারতা কমলাকে আপন সর্ব্বব্যাপী রূপ দেখাইবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত-শিরে শয়ন করিয়া বাসুকীর ফণামণ্ডলস্থ মণিসমূহে প্রতিবিম্বিত হইয়া, অসংখ্য দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বাসুদেব শ্রীহরি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন॥ ২৬॥ হে সুন্দরি! ক্ষিরোদ-সমুদ্রতীরে স্বয়ম্বরা হইয়া তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলে; তোমাকে না পাইয়া বুঝি মহাদেব ক্ষোভে বিষপানে নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। এইপ্রকারে পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিলে শ্রীমতী বিমনা হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বক্ষের বসন উন্মোচন করিয়া নিমেষ-শূন্য-নেত্রে কোরোকসদৃশ কুচযুগল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন॥ ২৭॥ হে বুধমণ্ডলি!

যদ্গান্ধর্ব্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবম্,
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্।
তৎ সর্ব্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ,
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ
সাধ্বীমাধ্বীকচিন্তা ন ভবতি ভবতঃশর্করে কর্করাসি,
দ্রাক্ষেদ্রক্ষ্যন্তিকেত্বামমৃতমসিক্ষীরনীরংরসস্তে ॥ ২৮ ॥
মাকন্দ ক্রন্দকান্তাধরধরণিতলং গচ্ছযচ্ছন্তি যাব-
দ্ভাবং শৃঙ্গারসারস্বতমিহজয়দেবস্য বিষ্বগ্বচাংসি ॥ ২৯ ॥
শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুত-শ্রীজয়দেবকস্য,
পারাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকৃতিত্বমস্তু ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীজয়দেবকৃতৌ গীতগোবিন্দে মহাকাব্যে সুপ্রীতপীতাম্বরো
নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

হে ভক্তগণ! যদি সঙ্গীত-শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণলীলার মাধুর্য্য-রস আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কৃষ্ণগত-প্রাণ কবিপ্রবর শ্রীজয়দেবগোস্বামি-রচিত এই গীতগোবিন্দ আনন্দের সহিত পাঠ করুন ॥ ২৮ ॥ যে দিন হইতে জয়দেব কবিরচিত এই গীতগোবিন্দ ধরাধামে শৃঙ্গার-সারস্বত-রস বিতরণ করিয়াছে, সেই দিন হইতে হে মধু! তোমার চিন্তার আর মাধুর্য্য নাই; হে শর্করা! তুমি কঙ্করন্নপে প্রতীয়মান হইতেছ; হে অমৃত তুমি মৃতবৎ হইয়া আছ, হে ক্ষীর তোমার আস্বাদ জলের ন্যায় হইয়া গিয়াছে; হে দ্রাক্ষা! তোমার প্রতি আর কে দৃষ্টি করিবে; হে আম্রবৃক্ষ! তুমি কাঁদ; হে কান্তাধর! তুমি পৃথ্বীতলে প্রবেশ কর ॥ ২৯ ॥ ভোজদেবের ঔরসে ও বামাদেবীর গর্ভে যাঁহার জন্ম, সেই জয়দেব কবিবিরচিত এই গীতগোবিন্দকাব্য পরাশর প্রভৃতি পূর্ব্বতম আচার্য্য-বান্ধবগণের কণ্ঠ শোভিত করুক ॥ ৩০ ॥

ইতি দ্বাদশ সর্গ।

শ্রীনাথ প্রেস
প্রিণ্টার—শ্রীপশুপতি নাথ ভট্টাচার্য্য
৮নং গুলুওস্তাগরের লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।